পালিপ্রকাশ

পালিভাষার সুগম ব্যাকরণ, পাঠাবলী ও শব্দকোশ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য
রচিত

১৩৫৮

যো খো সো অগ্গপুগ্গলো লোকে
মম পালিবিজ্জায় পোত্থকস্স চেতস্স পচ্চয়ো
তস্স
সিরিরবিন্দনাথস্স
মহতিয়া কতঞ্ঞুতায়
চুল্লং অভিঞ্ঞাণন্তীদং
পীতিয়া চ ভত্তিয়া চ সমপ্পিতং

দ্বিতীয় মুদ্রণের নিবেদন

১৩১৮ সালের ভাদ্র মাসে এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, আর আজ এত বৎসর পরে ইহা পুনর্বার ছাপান হইল, যদিও বহু দিন হইতে পাঠকদের মধ্যে ইহার চাহিদা ছিল। জানা গিয়াছে অনেকে ইহা পড়িয়া উপকার পাইয়াছেন।

ইহা পুস্তকখানির দ্বিতীয় মুদ্রণমাত্র, সংস্করণ নহে। ঠিক সংস্করণ বলিতে দোষের অপনয়ন ও গুণের স্থাপন বুঝায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে ইহার কিছুই করা হয় নি। প্রথম মুদ্রণে পালি অংশ দেবনাগরে ছাপা হইয়াছিল, এবং তাহা ভালই ছিল, কিন্তু পুনর্মুদ্রণে সমস্তই বাঙ্‌লা হরপেই ছাপা হইয়াছে। এই ছাপান এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হইয়াছে যে বলিবার নহে। ইহা বর্ণনা করিয়া লাভ নাই। আমার দুর্ভাগ্য, ছাপার ভুল এত বেশী থাকিয়া গিয়াছে যে, ইহা কোনরূপেই উপেক্ষণীয় ও সহনীয় নহে, বিশেষত আমার এই শেষ বয়সে। ছাত্রদের হাতে ইহা দেওয়া কিছুতেই চলে না, ইহা আমি অতি-সুস্পষ্টভাবে দেখিতেছি। তথাপি দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার দিকে তাকাইয়া ইহার প্রকাশে আমাকে সম্মতি দিতে হইয়াছে। পাঠকদের নিকট ক্ষমা চাই। সংশোধন ও সংযোজন দেখিয়া তাঁহারা পাঠের পূর্বে ভুলগুলি শোধন করিয়া লইবেন।

পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বমত পরিত্যাগ করিয়া নূতন কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছি (প্রবেশক, পৃ. ৬-৮)। প্রবেশকের মধ্যে আরো কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

"ব্রহ্মবিহার",
কলিকাতা।
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৮।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

প্রায় সাতবৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে, আমি যখন কাশী হইতে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপক হইয়া আগমন করি, তখন স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই আশ্রমেই উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যসমূহ পড়িতেছিল, এবং তাহাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার আমার উপরে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সময় আমাকে বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষের বৌদ্ধ যুগের ভাল ইতিবৃত্ত এখনও উদ্ধৃত হয় নাই, এবং তজ্জন্য কেহ সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না। আমার ইচ্ছা আপনার ছাত্রদ্বয়কে আমি সেইদিকেই নিযুক্ত করিব। কিন্তু পালিসাহিত্য না জানিলে ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। অতএব আপনি নিজে পালি অধ্যয়ন করুন, এবং এরূপ একখানি ব্যাকরণ বাঙলায় লিখুন, যাহাতে আপনার ছাত্রদ্বয়কে আপনি সহজেই পালি শিক্ষা দিতে পারেন।" তদনুসারেই আমি পালি আলোচনা করিতে আরম্ভ করি ও এই ব্যাকরণখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

এই ব্যাকরণখানি সঙ্কলন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়াছি এবং প্রভূত উপকার পাইয়াছি :—

১. কচ্চায়নবুত্তি।
২. মহারূপসিদ্ধি।
৩. ঐ টীকা।
৪. বালাবতার।
৫. Pali Grammar by Charls. Duroiselle.
৬. Pali Grammar by E. Müller.
৭. Pali Grammar by Tha Do Oung.
৮. Hand Book of Pali by O. Frankfurter.
৯. নামমালা by Waskadwe Subhuti.
১০. রূপমালাবণ্ণনা ভদন্তসরণঙ্করসঙ্ঘরাজ-কৃত।

১১. ধাতুমঞ্জুসা।

১২. A Dictionary of the Pali Language by R. C. Childers.

এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাদিগকে আমি শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছি, ইঁহারা পুস্তকরূপে উপদেশ দিয়া আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে ইঁহাদের ঐ সকল পুস্তক আমার পালি শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

সংস্কৃতের সহিত পালির অনেক সাদৃশ্য আছে, তাই সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই পালি শিক্ষা করিতে পারেন। পালির কারক, সমাস প্রভৃতি অনেক বিষয় অনেকটা সংস্কৃতের মত। এইজন্য তৎসমুদয় এই পুস্তকে সবিস্তর আলোচিত হয় নাই; যাহা বিশেষ-বিশেষ আছে, কেবল তাহাই সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, পাঠক অনায়াসে তাহা সংস্কৃতের আদর্শে জানিয়া লইতে পারিবেন।

প্রাকৃতপ্রকাশ প্রভৃতিতে প্রথমে যেরূপ শব্দ পরিবর্ত্তনের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, যুক্তিযুক্ত বোধে এই পুস্তকেও তদনুসারে সাধারণকল্পে সেইরূপ করা হইয়াছে। যে সকল পরিবর্ত্তনের কোন নিয়ম বাহির করিতে পারি নাই, সাধারণ কল্পের শেষে তাহার পরিশিষ্টরূপে তাহাদের কেবল পরিবর্ত্তন মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সন্ধিসমূহের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। শব্দ ও ধাতু-প্রকরণে সমস্ত নিয়ম বা সূত্র দেওয়া হয় নাই, কেননা সাধারণ পাঠকবর্গের তাহাতে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সংক্ষেপে যে নিয়ম দর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পুস্তকের শেষে একটি পাঠাবলী দিয়াছি। ইহাতে পাঠক সহজ ও শক্ত, এবং গদ্য ও পদ্য সব রকমই রচনা দেখিতে পাইবেন। পাঠাবলীর সমস্ত বাক্যই কোনো না কোন প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, আমার নিজের রচনা একটিও নহে, বৌদ্ধেরা সাধারণত যে সব স্তুতি-বন্দনা করেন, পাঠের মধ্যে তাহাও দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মৈত্রীভাবনা প্রসিদ্ধ, ইহাও এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে। জাতকের অন্যান্য গল্পের মধ্যে দশরথজাতকও

উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠাবলীতে যে সকল শব্দ পদ আছে, তাহাদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া একটি শব্দকোষ যোজিত হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এই শব্দকোষে প্রায়ই মূলের বিভক্ত্যন্ত পদই ধৃত হইয়াছে, নাম বা প্রাতিপাদিক ধৃত হয় নাই।

পালি ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারীর সুবিধা হইবে মনে করিয়া দুইটি সূচীপত্র দিয়াছি; ইহাতে পালিশব্দ সংস্কৃতে, এবং সংস্কৃতশব্দ পালিতে কিরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

পালি ও প্রাকৃত সম্বন্ধে অনেক কথা প্রবেশকে আলোচনা করা হইয়াছে, পাঠক ইহা হইতে পালিভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। ইহার কোন কোন অংশ পূর্ব্বে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল।

যেরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়, এই লেখকের তাহার কণাও নাই, অতএব ইহাতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও পুস্তকখানিকে ভাল করিয়া শোধন করিতে পারি নাই; ভ্রম, প্রমাদ, বা অজ্ঞতায় স্থানে স্থানে কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। চোখে যাহা পড়িয়াছে, সংশোধন ও সংযোজনে উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ পড়িবার পূর্ব্বে তাহা দেখিয়া বইখানা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। যে ত্রুটি সহজেই বুঝিতে পারা যায় তাহা উপেক্ষা করিয়াছি।

রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ এই পুস্তকখানি স্বকীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়কেই গৌরবিত করিয়াছেন। ঐ পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় আদর্শরূপে এই পুস্তকের কিয়দংশ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ রহিলাম। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্ এ মহাশয় তাঁহাদের কলেজ হইতে E. Müllerএর পালিব্যাকরণখানা কিছুদিন আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত কলেজ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বিরত হইতে পারি না; কেননা তাঁহারই প্রবর্ত্তনা ও উৎসাহে আমি পালি-আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কথা ও পরামর্শ অনুসারে এই বইখানা রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে তিনি বিবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া না দিলে পুস্তকখানির রচনা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাঁহার সঙ্কল্পিত ব্যাকরণখানি আমার যথাশক্তি রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিলাম বলিয়া মনে এক আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও সন্তোষেরই পালিশিক্ষার জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এখন যদিও তাহাদের শিক্ষার গতি অন্যদিকে গিয়াছে, তথাপি যদি কখনো তাহারা ইহা দ্বারা ঐ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে। ইতি

শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
বোলপুর।
১৬ই ভাদ্র, ১৩১৮

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অ. কো.	অমরকোষ
অ. চি.	অভিধানচিন্তামণি
অ. প অথবা অভি. প.	অভিধানপ্পদীপিকা (সিংহল)
অ. সা.	অত্থসালিনী (P.T.S.)
অথ. স.	অথর্ব্ববেদসংহিতা
আ. ক.	আর্য্যাবলোকনসূত্র
আ. ধ. সূ.	আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র
উ. ধা.	আর্য্যরত্নউল্কাধারণী
ঋ. প.	ঋক্‌পরিশিষ্ট
ঋ. প্রা.	ঋক্‌প্রাতিশাখ্য
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
ক. ম.	কর্পূরমঞ্জরী
ক. ব. অ.	কথাবত্থু-অত্থকথা (P.T.S)
ক. বি.	কঙ্খাবিতরণী (সিংহল)
কা. শ্রৌ.	কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র
কা. সূ.	কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি (বামন)
কু. চ.	কুমারপালচরিত
গো. ব্রা.	গোপথব্রাহ্মণ
চ. প্র.	চন্দ্রপ্রদীপসূত্র
চু. ব.	চুল্লবগ্গ (বিনয়)
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয়-আরণ্যক
তৈ. প্রা.	তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য
তৈ. ব্রা.	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ
তৈ. স.	তৈত্তিরীয়সংহিতা
দা. ব.	দাঠাবংস (কুমারস্বামী)

দে. ভা.	দেবীভাগবত
ধ. চ.	ধম্মচক্কপ্পবত্তনসুত্ত
ধ. প.	ধম্মপদ (Fausböll)
ধা. ম.	ধাতুমঞ্জূসা
না. মা.	নামমালা (সুভূতি)
না. শা.	নাট্যশাস্ত্র (ভরত)
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘণ্টু
পা.	পাণিনি
প্রা. প্র.	প্রাকৃতপ্রকাশ
প্রা.	প্রাতিমোক্ষ
প্রা. ল.	প্রাকৃতলক্ষণ
বা., অথবা বালা.	বালাবতার
ভ. চ.	আর্য্যভদ্রচর্য্যাগাথা
ভা.	শ্রীমদ্ভাগবত
ভা. বি.	ভামিনীবিলাস
ম. নি.	মহাপরিনিব্বানসুত্ত
ম. পু.	মৎস্যপুরাণ
ম. ব.	মহাবংস (Turnour)
ম. সি.	মহারূপসিদ্ধি
মহা.	মহাভারত
মৃ. ক.	মৃচ্ছকটিক
যা. স.	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
যো. শা.	যোগশাস্ত্র, (হেমচন্দ্র, সোসাইটি)
রামা.	রামায়ণ
ল. বি.	ললিতবিস্তর
বা. স.	বাজসনেয়িসংহিতা
বি. কী.	বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ

বি. পু.	বিষ্ণুপুরাণ
বি. ম.	বিসুদ্ধিমগ্গ
বিক্রমা.	বিক্রমাঙ্কচরিত
শত. ব্রা.	শতপথব্রাহ্মণ
শি. স.	শিক্ষাসমুচ্চয়
শি. সং.	শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী)
শু. প্রা.	শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য
স. সা.	সংক্ষিপ্তসার (প্রাকৃতপাদ)
সা. বং.	সাসনবংস (P. T. S)
সু. ভা.	সুবর্ণপ্রভাসসূত্র
সু. বি.	সুমঙ্গলবিলাসিনী (P. T. S)
হে. চ.	হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃতব্যাকরণ
B. A.	Baudha Adehella (Ceylone, 1904)
C. D.	Pali Grammer by Charls. Durioselle
E. M.	Pali Grammar by E. Müller
F. F., H. P	Hand Book of Pali by O. Frankfurter.
Jat.	Jatakas, ed. by V. Fausböll
M S.	A Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS, in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol III 1906
Pat.	প্রাতিমোক্ষ (Minayeff)

T. D.	Pali Grammar by The Do Oung.
উ.	উত্তম পুরুষ
এক.	একবচন
চ.	চতুর্থী বিভক্তি
তৃ.	তৃতীয়া বিভক্তি
দ্বি.	দ্বিতীয়া বিভক্তি
প.	পঞ্চমী বিভক্তি
প্র.	প্রথমা বিভক্তি
বহু.	বহুবচন
ষ.	ষষ্ঠী বিভক্তি
স.	সপ্তমী বিভক্তি
সম্বো.	সম্বোধন
প্র.	প্রথম পুরুষ
ম.	মধ্যম পুরুষ

অনুক্রমণিকা

প্রবেশক

পাঠকগণের নিকট অন্য যে ভাষায় এই ব্যাকরণখানি উপস্থত হইতেছে, তাহার নাম পা লি। কেন এই ভাষার নাম পা লি হইল? এই প্রশ্ন সাধরণতই পাঠকের চিত্তে উদিত হইবে। অতএব তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

পালিভাষার নাম পালি হইল কেন?

আলোচ্য স্থলে সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও পা লি শব্দের মূল অর্থ পঙ্‌ক্তি, বীথি, বা শ্রেণী প্রভৃতি।[১] পালিতে পূর্বাচার্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন অক্ষরপঙ্‌ক্তি বা বচনপঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতে বা বুঝাইতে হইলে সাধারণত পঙ্‌ক্তি-বাচী অপর শব্দ প্রয়োগ না করিয়া পা লি শব্দই প্রয়োগ করিতেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে এখনো দেখা যায় যে, লেখক ও পাঠকগণ কোন মূল গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতে বা বুঝাইতে হইলে "তথা চ সূত্রপঙ্‌ক্তিঃ" ইত্যাদিরূপে পঙ্‌ক্তিশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পালি শব্দের মূল অর্থ পঙ্‌ক্তি

কথনো কথনো আবার মূলগ্রন্থ বুঝাইতে কেবল পঙ্‌ক্তি শব্দও প্রযুক্ত হয়। ইহা সংস্কৃতের অধ্যাপক ও ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ।[২] বৌদ্ধ সাহিত্যেও এইরূপ পালি শব্দটি শাস্ত্রের অক্ষরপঙ্‌ক্তি, অথবা মূলমাত্রকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পঙ্‌ক্তি-শব্দের প্রয়োগ

১। "পালিস্ত্র্যশ্রপঙ্‌ক্তিষু"—অ. কো. ৩ ৩.১৯৭; "পন্তি বীথ্যাবলিস্সেনি পা লি রেখা তু রাজি চ"—অভিধানপ্পদীপিকা, ৫৩৯।

২। "পা লিঃ সেতুঃ পঙ্‌ক্তিশ্চ"; লি অ. ৭; "কৌটলীয়ার্থশাস্ত্রপঙ্‌ক্তিরুদাহৃতা দৃশ্যতে"—কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্র, উপোদ্‌ঘাত।

শাস্ত্রপঙ্‌ক্তি বা মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পালি-শব্দের প্রয়োগ

"থেরিয়াচরিয়া সব্বে পা লিং বিয় তমগ্গহুং"—স্থবির ও আচার্য্যগণ সকলেই তাহা (বুদ্ধঘোষ-কৃত অর্থকথাকে) পা লি র (অর্থাৎ শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তি বা মূলের) ন্যায় গ্রহণ করিলেন।"৩ "পিটকত্তয় পা লি ঞ্চ তস্‌স অট্‌ঠকথঞ্চ তং"—পিটকত্রয়ের পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) ও তাহার সেই অর্থকথাকে।৪ "পা লি মত্তং ইধানীতং নত্থি অট্‌ঠকথা ইধ" —কেবল পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) এখানে আনীত হইয়াছে, অর্থকথা(ভাষ্য) আনীত হয় নাই।৫ "পা লি মাহাভিধম্মস্‌স"—তিনি অভিধর্ম্মের পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) বলিলেন।"৬ "নেব পা লি যং ন অট্‌ঠকথায়ং দিস্‌সতি" —পা লি তে ও (পঙ্‌ক্তি বা মূলেও) দেখা যায় না, অর্থকথাতেও দেখা যায় না।"৭ "যো পন অত্থমেব সম্পাদেতি ন পা লিং"– আর যে ব্যক্তি কেবল অর্থই অধিকার করেন, পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) আয়ত্ত করেন না।"৮ "এবং পালিয়ং বুত্তনয়েন"—এইরূপে পা লি তে (পঙ্‌ক্তি বা মূলে) উক্ত প্রকারে।"৯ "ইমিস্‌সা পন পা লি য়া এবমত্থো বেদিতব্বো"—আর এই পালির (পঙ্‌ক্তি বা মূলের) অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে।"১০ "ইতি আদিসু অয়ং পা লি"—ইত্যাদি বিষয়ে পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) এই।"১১ "সেসং যথা পালিং এব নিয্যাতি"—অবশিষ্ট (তাৎপর্য্যার্থ) যেমন পা লি তে (পঙ্‌ক্তি বা মূলেই) তেমনিই প্রকাশিত।"১২ "জম্বুদীপে পন আবুসো পা লি মত্তং অত্থি, অট্‌ঠকথা পন নত্থি"—ওহে, জম্বুদ্বীপে কেবল পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) আছে, অর্থকথা (ভাষ্য বা ব্যাখ্যা) নাই।১৩

ত্রিপিটক ও তৎসম্বন্ধ অন্যান্য গ্রন্থ বুঝাইতে পা লি শব্দের প্রয়োগ

উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রদর্শিত ভাবে পা লি শব্দ প্রথমত বৌদ্ধ শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তি বা মূলশাস্ত্র ত্রিপিটককে বুঝাইত। তাহার পর কালক্রমে ধীরে-ধীরে ত্রিপিটকের সহিত সম্বদ্ধ অর্থকথা, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ যে-কোন

৩। ম. ব. ২৫৭ পৃ.। ৪। ঐ ২০৭ পৃ. ৫। ঐ ২৫১ পৃ.।
৬। ঐ ২৫১ পৃ.। ৭। সুমঙ্গলবিলাসিনী। ৮। ধ. প. ৪ ৯।
৯। ক. ব. ১১৯ পৃ। ১০। বি. ম. ১৫ পৃ.। ১১। বি. ম. ১৫পৃ।
১২। ক. ব. অ. ১৫৮, ১৬৯ ইত্যাদি। ১৩। সা. ব. ৪১ পৃ.।

গ্রন্থই পা লি শব্দে অভিহিত হয়। যেমন মূল, সংহিতা ও তৎসম্বদ্ধ ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ বলিয়া গৃহীত; অথবা যেমন আমরা প্রাচীন মনুপ্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তৎসম্বদ্ধ আধুনিক গ্রন্থকারের গ্রন্থ, উভয়কেই স্মৃতি বলিয়া থাকি, বৌদ্ধ সাহিত্যে সেইরূপে প্রথমে ত্রিপিটক, তাহার পর তাহার অর্থকথা, এবং তদনন্তর তৎসম্বদ্ধ অপর গ্রন্থসমূহও পা লি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত

কিন্তু যে সকল গ্রন্থের সহিত পা লি র বা মূলের (ত্রিপিটকাদির) কোনো বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না, তৎসমুদয় তখন পা লি নামে গৃহীত হয় নাই, কেবল গ্রন্থ বলিয়াই তাহারা পরিচিত হইত।১৪

ত্রিপিটকাদির সহিত বিশেষসম্বন্ধ না থাকিলে কোন গ্রন্থ পূর্ব্বে পা লি বলিয়া গণ্য হইত না

মূল শাস্ত্র পা লি বলিয়া যে ভাষায় ঐ মূল বা পা লি লিখিত ছিল, তাহা পা লির ভাষা; এবং সেই জন্যই ঐ ভাষা পা লি ভাষা বলিয়া পরবর্ত্তী কালে অভিহিত হইয়াছে।১৫ আবার কালক্রমে এই পা লি ভাষা সংক্ষেপে কেবল পা লি শব্দের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মূলশাস্ত্রের নাম পালি বলিয়া ভাষার নাম পা লি ভাষা অথবা পা লি

যখন এইরূপে পা লি ভা ষা অথবা কেবল পা লি বলিয়া একটি ভাষা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন ত্রিপিটক ও অর্থকথাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐ ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই পা লি নাম গ্রহণে কোনো বাধা থাকিল না।

পালিতে রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই নাম পা লি হইবার কারণ

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে যে, পা লি ভা ষা শব্দের আদিম অর্থ পা লি র অর্থাৎ বৌদ্ধ মূলশাস্ত্রের ভাষা।

কেন পালিকে পা লি বলা হয়, এ সম্বন্ধে এক খানি ব্যাকরণে১৬ আছে "সদ্দত্থং পালেতীতি পালি" অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে পালন করে বলিয়া তাহা পা লি। ইহা কোন বৈয়াকরণের কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। কেবল একটি

পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি কী?

১৪। "এত্তে (মহাবংস-প্রভৃতি) পা লিমুত্তকবসেন বুত্তত্তা গ ন্থা ত্তি বুচ্চন্তি"—সা. ব. ৩৪। ১৫। "ইচ্চেবং পা লি ভাসায় পরিয়ত্তিং প রিবত্তেত্বা"—৩১ পৃ.।

১৬। Quoted by Childers in his Pali Dictionary, p. 322, from a MS.

বুৎপত্তি দেখাইলেই হয় না, উহাতে যুক্তি থাকা দরকার। এখানে কোন যুক্তি নাই।

একস্থানে পড়িয়াছিলাম পল্লীর ভাষা পা লি ভাষা। পল্লী হইতে পা লি হইয়াছে। ইহা অনুসরণকারীরা বলিবেন, পালি যখন প্রাকৃতের মধ্যে গণনীয়, এবং প্রাকৃত হইতেছে গ্রাম্য লোকের, পল্লী বা পাড়াগেঁয়ে লোকের ভাষা, তখন ঐ ভাষার নাম পল্লীগ্রাম বা পাড়াগাঁর নামে প্রসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে।

আবার কেহ বলেন, মগধে বিপুলভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এবং মগধের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। অতএব পাটলিপুত্রেরই ভাষায় যে, ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। পাটলিপুত্রের সেই কালের ভাষারই নাম পালিভাষা, এবং পা ট লি শব্দের অপভ্রংশ পা লি।

এই উভয় মতেই কোন যুক্তি নাই। দ্বিতীয় মতে, যাঁহারা বলেন, পাটলিপুত্রের ভাষা পালি, এবং পা ট লি শব্দ হইতে পা লি, তাঁহাদের একটা কথা মানিতে পারা যায় যে, এক সময়ে পাটলিপুত্রের ভাষা ছিল পালি। কিন্তু পা ট লি হইতে পা লি হইয়াছে ইহা বলা যায় না। যদি বা প্রাকৃতের বিচিত্র পরিবর্ত্তনে পা ট লি শব্দ পা লি এই আকার ধারণ করিতে পারে, তথাপি তাহাতে কোন যুক্তি নাই। মগধের পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে মগধের ভাষা পাটলিপুত্রের নামে প্রসিদ্ধ হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। জনপদেরই নামে কথ্য ভাষাসমূহ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, কোন নগরবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নহে। পাটলিপুত্র চিরদিনই একটি নগর ছিল, জনপদ নহে।

যাঁহারা বলেন পল্লী বা পাড়া বা পাড়াগাঁর ভাষা পালিভাষা এবং পল্লী হইতে পা লি হইয়াছে। তাঁহাদের কথার এক দেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে ; প ল্লী হইতে পা লি হইতে পারে, কিন্তু এই পল্লীর অর্থ পাড়া নহে। পল্লী শব্দের পাড়া অর্থ বহু পরবর্ত্তী। বিশেষত পাড়ার নামে কোন ভাষার নাম হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক।

আবার কেহ বলেন[১৭] Palestine বা Palastine hills হইতে

ইহা হইয়াছে। কেহ বা বলেন Pehlavi হইতে। এ সব কেবল শব্দসাদৃশ্য দেখিয়া কল্পনামাত্র।

ভিক্ষু শ্রী জ গ দী শ কা শ্য প জি স্বকীয় পা লি ম হা ব্যা ক র ণে র ভূমিকায় (পৃঃ ১১) বলিয়াছেন, পালি সাহিত্যের প রি য়া য (সংস্কৃত প র্য্যা য়) হইতে পা লি হইয়াছে। এই শব্দের অর্থ হইতেছে দেশনা অর্থাৎ উপদেশ (অ. প. ৮৩৭)। ইহার ভাবার্থ বুদ্ধবচন। অতএব বুদ্ধবচনের ভাষা হইতেছে পা লি। পর্যায়শব্দ হইতে পা লি হয় না, হইতে পারে না। ইহা নিতান্ত কষ্টকল্পনা।

সংস্কৃত ও পা লিতে পদের নিতান্ত কষ্টকল্পিত ব্যুৎপত্তির অতি প্রাচুর্য দেখা যায়। পালিতে ভিক্ষু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখান হইয়াছে "সংসারে ভ.যং ইক্খতীতি" অর্থাৎ সংসারে ভয় দেখে বলিয়া (ভী+ √ইক্খ (সংস্কৃত √ঈ ক্ষ+উ) হইতে। এরূপ ব্যুৎপত্তির সীমা-পরিসীমা নাই। অতএব যদি থাকে তো অন্য কোন ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই পুস্তকের প্রথম মুদ্রণে গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতের পঙ্ক্তি শব্দ ক্রমশ পালি আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ একটু বলিতে হইবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি ইহাতে একটু পরিষ্কার হইতে পারে।

সংস্কৃত ও পালি উভয় কোশেই দেখা যায় যে, পা লি ও প ং ক্তি (প্রাকৃতে পন্তি বা পংতি) পর্যায়রূপে প্রযুক্ত হয়। ইহাতে যদিও মনে করিতে পারা যায় না যে, একটি অপরটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি সংস্কৃতের প ঙ্ক্তি (প্রাকৃত প ন্তি বা পং তি) পা লি হইতে পারে কি না, একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

ইহা দেখিবার পূর্বে প ঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় উৎপন্ন কয়েকটি শব্দের অর্থ একটু চিন্তা করিলে আলোচনার সুবিধা হইবে। বাঙ্লায় শ্রেণী অর্থে পাঁ তি শব্দ প্রসিদ্ধ। যথা মুকুতাপাঁতি, দশনপাঁতি। সংস্কৃতের পঙ্ক্তি, পালি-প্রাকৃতে পন্তি অথবা পংতি। ইহা হইতেই বাঙ্লায় পাঁ তি। কোন হিন্দু পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য

১৭। Vidyabhushana's Pali Grammar (Kaccayana), p. xxxii.

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট পাঁ তি গ্রহণ করে। এই পাঁ তি বস্তুত পালি ও প্রাকৃতের পত্তি (পংত্তি) ও সংস্কৃতের পঙ্‌ক্তি। ইহার আসল অর্থ হইতেছে প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে মূলশাস্ত্রের বচনপঙ্‌ক্তি। পালিসাহিত্যে পা লি শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয় পূর্বে দেখান হইয়াছে, এখানে পাঁ তি শব্দও বস্তুত সেই অর্থেই প্রযুক্ত। আবার আমরা বাঙ্‌লায় বলি দন্ত পা টি। যেরূপেই হউক এই পা টি সংস্কৃতের প ঙ্‌ ক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহা সহজেই মনে হয়, আর ভাষাতত্ত্বেও বাধে না। প ঙ্‌ ক্তি হইতে প্রাকৃতে সাধারণত পত্তি বা পংত্তি পদ দেখা যায়। ইহা হইতে প্রাদেশিক পাঁ তি। কিন্তু শ্রেণী অর্থে প্রাদেশিক পা টি শব্দটি সূচনা করিতেছে যে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ হইতেছে প ত্তি। পঙ্‌ক্তি শব্দের অনুনাসিক ঙকারের লোপে প্রাকৃতে উহা প ত্তি। বস্তুত প্রাকৃতে ইহার প্রয়োগের একান্ত অভাব নাই। বিদ গ্ধ মা ধ বে (নির্ণয়সাগর ১৯০৩; ১.২৬, পৃ. ১৮) ধে নু পঙ্‌ ক্তি স্থানে প্রাকৃতে ধে ণু প ত্তী আছে। কিন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একখানি পুঁথিতে "ধে ণু প ত্তী" এই পাঠই আছে। বহরমপুর রাধারমণ-যন্ত্রে প্রকাশিত পুস্তকেও সাধারণত প্রচলিত 'ধে ণু প ত্তী" পাঠই আছে।[১৮] কিন্তু বলিয়াছি, পঙ্‌ক্তি হইতে প্রাকৃতে প ত্তি পদ স্বীকার না করিলে প ট্টি এবং তাহা হইতে পা টি হইতে পারে না,[১৯] অথচ প্রাদেশিক ভাষায় তাহা আছে।

আবার প্রাকৃতে ট স্থানে ল অথবা ল় হওয়ায় (যেমন স্ফ টি ক ফ লি ক, আ ট বি ক আ ল বি ক) তেমনি পা টি পা লি হইতে পারে, কোন বাধা দেখা যায় না।

কিন্তু এও কোন রকমে একটা ব্যুৎপত্তি বাহির করা হইয়াছে মনে হইতে পারে। বিশেষত ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তনে যখন ইহা প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত, তখন তাহাতে যে শব্দের উৎপত্তি তাহা তাহার অতি

১৮। যেমন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়াছেন।

১৯। প ত্ত ন হইতে প্রাকৃতে প ট্ট ন (প্রা. ৩. প্র. ২২), তেমনি পঙক্তি প ট্টি হইতে পারে। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া বাধা দেখা যায় না।

বহুপূর্বে প্রচলিত পালি ভাষার মধ্যে কীরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? এই কারণেই যেমন আমরা প ঙ্ ক্তি>পত্তি>পট্টি>পাটি>পাড়ি>পালি (পালি) বলিতে পারি না, তেমনি প ঙ্ ক্তি>পত্তি>পট্টি>পড্ডি (হেমচন্দ্র. ২.৩৫) >পল্লি>পা লি (পালি) বলিতে পারি না। তাই ইহার সমাধান প্রকারান্তরে চিন্তা করিতে হইবে।

দ্রাবিড়-ইংরাজী অভিধানে দেখা যায় আমাদের সংস্কৃতে প্রচলিত প ল্লী শব্দের অনুরূপ দুইটি শব্দ তামিল ভাষায় আছে, প ল্লি ও প ল্লি, উভয়ই হ্রস্ব ইকারান্ত। সংস্কৃতেও এরূপ বহু শব্দ আছে যাহা স্ত্রীলিঙ্গে ইকারান্ত ও ঈকারান্ত উভয়ই হইয়া থাকে। ঐ উভয় শব্দেরই বহু অর্থে প্রয়োগ হয়। প্রথম শব্দটির অর্থ (১) মাঠের ডেলা-ভাঙা বিধে, (২) দীর্ঘকেশী স্ত্রী, (৩) টিকটিকি (সংস্কৃতেও এ অর্থ আছে), (৪) লতা, (৫) গ্রামার্দ্ধ, (৬) পক্ষিবিশেষ, ও (৭) পল্লব। দ্বিতীয়টির অর্থ হইতেছে (১) স্থান (২), গ্রাম, (৩) নগর, (৪) আশ্রম, (৫) মন্দির, (৬) রাজপুরী, (৭) কর্মশালা, (৮) বিদ্যালয়, (৯) শয়নাগার, (১০) প্রকোষ্ঠ ও (১১) অন্নসত্র। যদিও এই দুই দ্রাবিড় শব্দের অর্থের সঙ্গে পল্লীশব্দের মিল নাই বলিলেই হয়, তথাপি এই দ্রাবিড় শব্দ দুইটি হইতে পা লি হইয়াছে মনে করিতে পারা যায়।

সংস্কৃতে পী লু শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার কয়েকটা অর্থ দেখা যায়, যথা ফুল, হাতী, পরমাণু ইত্যাদি (অমরকোশ, ৩.৩.১৯৩)। মীমাংসাদর্শনে (শাস্ত্রদীপিকা, ১.৩.৮) এই শব্দটির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আর্যগণ ইহা এক রকম বৃক্ষ বুঝাইতে প্রয়োগ করেন, আর ম্লেচ্ছেরা অর্থাৎ অনার্যেরা ইহাতে হাতী বুঝাইয়া থাকে। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে শব্দের এইরূপ আদান-প্রদানের কথা মীমাংসার এই প্রসঙ্গ হইতেই আরও দিতে পারা যায়। পি ক শব্দ সকলের আগে শুক্ল যজুর্বেদে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার অর্থ কী আর্যদের মধ্যে তাহা প্রসিদ্ধ ছিল না। ম্লেচ্ছেরা তাহা কোকিল অর্থে প্রয়োগ করিতেন। তদনুসারে আর্য্যেরাও তাহার ঐ অর্থ গ্রহণ করেন (মীমাংসাদর্শন, ভাষ্যসংহিত, ১৩.১০)। এইরূপ তা ম র স (অবৈদিক, মহাভারতে আছে) শব্দের অর্থ আর্যদের জানা ছিল না,

অনার্যদের নিকট হইতে ইঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উহার অর্থ প ল্ল। তাই মনে হয় সংস্কৃতের প ল্লি—পাল্লী পূর্বোক্ত দ্রাবিড় প ল্লি—পল্লি হইতে হইয়াছে।

আরো এক প্রকারে ভাবিতে পারা যায়। এমন কোন নিয়ম নাই যে, সমস্ত শব্দেরই ব্যুৎপত্তি থাকে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা দেখাইয়াছেন, বহু-বহু সংস্কৃত পদের ধাতু-প্রত্যয়ের যোগে উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি পদের এরূপ হয় না।[২০] ইহা স্বীকার করিলে চলে না। দুই একটি উদাহরণ দিতে পারা যায়। ব লা হ ক ইহা একটি বৈদিক শব্দ, অর্থ মেঘ। ইহার ব্যুৎপত্তি দেখাইবার আগ্রহে কেহ-কেহ বলেন, বা রি বা হ ক হইতে ব লা হ ক হইয়াছে। কীরূপে? বা রি স্থানে ব, আর বা হ ক শব্দের বা স্থানে লা আদেশ হওয়ায়! এ কেবল কল্পনা। ম যূ র কীরূপে হইল? "মহ্যাং রৌতীতি", পাখীটি মহীতে অর্থাৎ পৃথিবীতে ডাকে বলিয়া (মহী + √রু) ময়ূর। (পৃষোদরাদি, কাশিকা, ৬. ৩. ১০৯)। কিন্তু বস্তুত যদিও এই পদটি ঋগ্বেদেও আছে তথাপি বর্ত্তমান শব্দতত্ত্বজ্ঞগণ দেখাইয়াছেন যে, ইহা একটি অসট্রো-এশিয়াটিক বা দক্ষিণ এশিয়ার ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ।[২১] পি ক শব্দ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ব্যুৎপত্তি কী? ভাস্কুজিদীক্ষিত বলিবেন "অপি কা য় তি (অপি-√কৈ শব্দ করা)" যেহেতু ইহা ডাকে, তাই পি ক। এখানে অপি উপসর্গের অর্থ মোটেই স্পষ্ট নহে। কো কি লে র ব্যুৎপত্তি কী? (√কুক্ 'আদানে')। ইহার উত্তর ইল প্রত্যয়ের (উণাদি ১. ৫৪) যোগে কোকিল। ইহার সঙ্গত অর্থ পাঠক স্বয়ং কল্পনা করিয়া দেখিবেন। ডি খ হইতেছে 'কাঠের হাতী', আর ড বি খ মানে 'হরিণ'। ইহাদের মূলভূত ক্রিয়া কী? ব্যুৎপত্তিই বা কী? ইহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এইরূপ আলোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে, পঙ্‌ক্তি অর্থে সংস্কৃত ও পালি উভয় ভাষাতেই যখন পা লি পদ পাওয়া যায়, এবং ইহার

২০। "নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নঃ। নৈরুক্ত সময়শ্চ। ন সর্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে।" নিরুক্ত, ১. ১২.

২১। Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India.' University of Calcutta, 1929, p 13.

কোন যুক্তিযুক্ত ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না, তখন ইহাকে একটি অব্যুৎপন্ন পদ বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।

পা লি শব্দটি খুব প্রাচীন নহে। ত্রিপিটকের মধ্যে ইহা পাওয়া যায়না। বুদ্ধঘোষের (৪৫৮—৪৮০ অ. অ.) অর্থকথায় প্রথমে ইহা দেখা যায়। ত্রিপিটক নাম ধারণের পূর্বে[২১] বুদ্ধ বচনসমূহের সাধারণ নাম ছিল ধ র্ম ও বি ন য়।[২২] পরবর্তী কালে যাহা বিনয়পিটক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই তখন বি ন য় বলিয়া প্রচলিত ছিল; ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ ধ র্ম নামে অভিহিত হইতে।[২৩]

পালি ভাষার অপর নাম ত স্তি, বা ত স্তি ভা সা(ষা)

পালিভাষার অপর একটি নাম ত ন্তি, বা ত ন্তি ভা সা (ভাষা)। ত ন্তি (সংস্কৃত ত ন্ত্রি অথবা তন্ত্রী) শব্দ প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্তরূপে ঠিক পালি শব্দের ন্যায় মূলশাস্ত্র বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। সংস্কৃত ত ন্ত্র ও ত ন্ত্রী উভয় শব্দই 'রজ্জু' বা 'সূত্র' বুঝায়। ব্যাসাদিপ্রণীত ব্রহ্মপ্রভৃতিবিষয়ক বাক্যাবলী সূ ত্র নামে সংস্কৃতসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ; যথা, ব্র হ্ম সূ ত্র, ন্যা য়-সূ ত্র, ইত্যাদি। আবার ঐ পৃথক্-পৃথক সূত্রসমূহ

তন্ত্র, তন্ত্রী ও সূত্র

যে গ্রন্থে একত্র গ্রথিত হয়, তাহাও সূত্র নামেই পরিগণিত; যে গ্রন্থে বেদান্তের ব্র হ্ম সূ ত্র সমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ব্র হ্ম সূ ত্র নামে খ্যাত। এইরূপই বুদ্ধদেবের অনবদ্য বাক্যসমূহ[২৪] প্রথমে ত ন্তি ও সূ ত্র এই উভয় নামেই কথিত হইত। আমার মনে হয় পালিতে প্রথমে তন্তি শব্দই

২১। এতৎসম্বন্ধে পরে সবিশেষ উক্ত হইবে।

২২। "যো বো আনন্দ ময়া ধ ম্মো চ বি ন য়ো চ দেসিতো"— ম. নি. সু. ৬. ১(D. XIV. 6. 1); "কথ নু খো ময়ং ধ ম্ম ঞ্চ বি ন য় ঞ্চ সঙ্গায়েয্যাম"—সু. বি. ৫. ৮. ১৩ পৃ. ইত্যাদি।

২৩। "সব্বমেব চেদং ধ ম্মো চেব বি ন য়ো চেতি সংখং গচ্ছতি। তত্থ বি ন য় পি ট কং বি ন য়ো, অ ব সে সং বু দ্ধ ব চ নং ধ ম্মো"—সু. বি ১৬পৃ; দ্রঃ চু. ব. ১১ ১. ১. ৭, ৮।

২৪। ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্রের লক্ষণ এইরূপ :—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

প্রচলিত হয়, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণগণের সেই-সেই গ্রন্থের ন্যায় সূ ত্র শব্দেরই বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই জন্যই ত্রিপিটকের অনেক অংশ এখনো সূ ত্র (সু ত্ত) বা সূ ত্রা ন্ত (সু ত্ত ন্ত) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, নতুবা ইহার অপর কোন কারণ দেখা যায় না।

সূত্র ও সূত্রান্ত

প্রাচীন মূল উপজীব্য বাক্যসমূহ যে অতিপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইত, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ প্রাচীন বাক্য-সমূহ যখন পূর্ব্বোক্তরূপে ত ন্ত বা ত ন্তি আখ্যা ধারণ করিল, তখন তাহাদের মুখ্য সি দ্ধা ন্ত এই নূতন অর্থের সৃষ্টি হইল; এবং সেই জন্যই অভিধানসমূহে ত ন্ত ও ত ন্তি অর্থ সিদ্ধান্ত অথবা মুখ্য সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে।[২৫]

ত ন্তি শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন

ঐ উভয় শব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রথমটি (অর্থাৎ ত ন্ত = ত ন্ত্র),[২৬] আর বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ ত ন্তি) বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়।

ত ন্ত ও তন্তি শব্দের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের সাহিত্যে প্রয়োগ

পালিসাহিত্যে ত ন্তি পালিশব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ;[২৭] এবং পালি বুঝাইতে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[২৮] পা লি শব্দে প ঙ্ক্তি বুঝায়, ও সেই জন্যই বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্‌ক্তি বা বচনপঙ্‌ক্তিকে অর্থাৎ মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পা লি শব্দ প্রযুক্ত হইত, ইহা বলা হইয়াছে। ত ন্তি শব্দেও এইরূপ

তন্তি ও পা লি একার্থক, উভয়ই পঙক্তি-বাচক; এবং উভয়ই মূল শাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

২৫। "ত ন্ত্রং প্রধান সি দ্ধা ন্তে সূত্রবাপে পরিচ্ছদে"—অমর, নানার্থ ১৮৩; "ত ন্তি বীণাগুণে ত ন্ত মুখ্য সি দ্ধ ন্ত ত ন্ত সু"—অ. প. ৮৮২।

২৬। লক্ষণীয়—ত ন্ত্র বা র্ত্তি ক, ত ন্ত্র শা স্ত্র, প ঞ্চ ত ন্ত্র, ইত্যাদি।

২৭। "সেতুস্মিং ত ন্তি প ন্তী সু নারিয়ং পা লি কথ্যতে" —অ. প. ৯৯৬।

২৮। "সুখুমঞাণগোচরং ত ন্তিং সঙ্গায়িত্বা।"—সু. বি. ১৫ পৃ.; "থেরথেরীগাথাতি ইমং ত ন্তিং সঙ্গায়িত্বা।"—ঐ; "ত ন্তি নয়ানুচ্ছবিকং আরোপেন্তো"—ঐ ১ পৃ.; "তথ

পঙ্‌ক্তি বুঝায়;[২৯] এবং তজ্জন্যই পালি শব্দের ন্যায় ইহাও বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্‌ক্তি বা বচনপঙ্‌ক্তি অর্থাৎ মূল শাস্ত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত।

মূল শাস্ত্রকে তন্তি ও পালি বলিবার প্রধান কারণ

ব্রাহ্মণেরা বেদের শ্রুতিসমূহকে যেমন ঠিক একই ভাবে রাখিতেন, তাহার পৌর্বাপর্যক্রমকে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিতেন না, বৌদ্ধগণও সেইরূপ বুদ্ধবচনকে রক্ষা করিতেন, তাহার ক্রমভঙ্গ হইতে দিতেন না। এবং এই স্থির-সমান রচনাক্রম থাকাতেই সমক্রমে অবস্থিত বৃক্ষাদির ন্যায় বুদ্ধবচনকেও তাঁহারা পঙ্‌ক্তি, বা পালি, বা তন্তি বলিতেন, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়।[৩০]

পালির অপর নাম মাগধী ভাষা, কেননা ইহা মগধের ভাষা ছিল।

পালিভাষার আর একটি নাম মাগধী ভাষা;[৩১] ইহা তাহার ভৌগোলিক নাম। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে পালি মগধ দেশের ভাষা ছিল।

কেহ বলেন গৌতম বুদ্ধ মগধে উৎপন্ন হন বলিয়া তাঁহার নাম মাগধ; এবং তাঁহার ভাষা বলিয়া পালির নাম মাগধী।[৩২] এই ব্যাখ্যা যে কোন বৈয়াকরণের কল্পনা বা কল্পিত, তাহা না বলিলেও চলে; কেননা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ভাষার নাম হয় না।

ধম্মোতি তন্তি"—অ. সা. ২২; 'তন্তিং মাতিকং ঠপেসি," "তন্তি বসেন মাতিকা ঠপিতা," "তন্তি বসেনেব বিভত্তা"—ক. ব. অ. ২. ৭ পৃ।

২৯। তন্ত্র, ও তন্ত্রি অথবা তন্ত্রী শব্দ মূলত একই। Prof V. Apte তন্ত্র শব্দের অন্যতম অর্থ দিয়াছেন—"An interrupted series,"—Sanskrit-English Dictionary, p. 529.

৩০। "So called from the regularity of its structure"—W. Subhuti, অ. প. ৯৯৬।

৩১। যথা, "মাগধভাসা সক্কখরেন লিখাহি"—সা. ব. ৩১ পৃ.। কখন কখন মাগধা বলা হইয়া থাকে ধম্মকিত্তি সিরিধম্মারাম, ক. বু. (সিংহল), বিঞ্ঞাপন, p. I.

৩২। "সো চ ভগবা মাগধো মগধে ভবত্তা, সা চ ভাসা মাগধা মাগধস্স তথাগতস্সায়ং ভাসাতি চ কত্বা সম্পচ্ছেত্তি পকত্তিপচ্চয়ঞ্ঞ নো বিঞ্ঞ্ঞনো।"ঐ।

কখন কখন এই ভাষা মা গ ধী নি রু ক্তি৩৩ নামেও কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু পালি বস্তুত মগধের ভাষা ছিল কিনা এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত আছে।

মা গ ধী নি রু ক্তি

বিনয় পিটকে (চুল্লবগ্গ, ৫-৩৩) উক্ত হইয়াছে "ভিক্ষুগণ আমি বুদ্ধ বচনকে নিজের ভাষায় গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি, ("অনুজানামি ভিক্‌খবে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুং") এখানে "সকায় নিরুত্তিয়া" শব্দের অর্থকথায় ব্যোখ্যা করা হইয়াছে "সম্মসম্বুদ্ধস্স বুত্তপ্পকারো মাগধকো বোহারো" অর্থাৎ সম্যক সম্বুদ্ধের ব্যবহৃত মগধের বাগ্‌ব্যবহার ; এখানে বুদ্ধের ভাষা যে মাগধী ভাষা ছিল ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ইহা পরিত্যাগ করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই। তা ছাড়া এই মতের অনুকুলে আরো কিছু পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু পালি মগধের ভাষা নয়, ইহাই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ইহার প্রথম যুক্তি এই যে, ব্যাকরণসমূহ, অনুশাসনসমূহ ও নাটক-সমূহে আমরা মাগধীর যে পরিচয় পাই তাহার সহিত পালির মিল নাই।

কেহ কেহ বলেন (Westergard ও E. Khun) পালি ছিল উজ্জয়িনীর প্রাদেশিক ভাষা, কেননা ইহার সহিত গিরনারস্থিত অশোক অনুশাসনের ভাষার অনেক মিল দেখা যায়। তা ছাড়া উজ্জয়িনীর বিভাষা মহিন্দের (অর্থাৎ মহেন্দ্রের) মাতার ভাষা ছিল বলিয়া উল্লিখিত হয়। মহিন্দ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

R. A. Franke অন্য এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলেন পালির মূল স্থান ছিল একটি বিশাল জনপদ, ইহা পশ্চিম বিন্ধ্য-পর্বত শ্রেণীর মধ্য হইতে বিস্তীর্ণ ছিল। অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে, উজ্জয়িনী তাহার মধ্যস্থানে ছিল।

Sten Konow সাহেবও এই বিন্ধ্য প্রদেশকে পালির স্থান বলিয়া

৩৩। "নি রু ত্তি য়া মা গ ধি কা য় বুত্তিয়া। করোমি দীপন্তরবাসিনাং অপি দা. ব. ১.১০।

মনে করেন। তাঁহার মতে পালি ও পৈশাচী প্রাকৃতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

Oldruberg সাহেব মনে করেন পালির স্থান ছিল কলিঙ্গ দেশে। তিনি মহিন্দের সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের এবং তাহার সহিত ত্রিপটকের প্রচারের আখ্যান সত্য মনে করেন না। সিংহলের সহিত ভারতের সম্বন্ধ জলপথে না হইয়া স্থলপথেই হইয়াছিল; ইহাই তাহার মত। ভাষার সম্বন্ধে, তিনি খণ্ডগিরির অনুশাসনের সহিত পালিকে মিলাইয়া অত্যাবশ্যক স্থান সমূহে উভয়ের মিল দেখিতে পান।

E Muller'ও কলিঙ্গ দেশকে পালির স্থান বলিয়া মনে করেন।

শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন (Origin and Development of the Bengali Language, 1926, I, pp55ff). পালির রূপাপলি ও ধ্বনিতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, শৌরসেনীর সহিত পালির প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু পালি উত্তর পশ্চিমস্থিত এক অন্য আর্য বিভাষাসমূহ হইতে অনেক পুরাতন বা অপ্রচলিত পদ গ্রহণ করিয়াছে।

সন্তোষাবহভাবে কোন মতই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় Windisch and W. Geiger প্রাচীন আগম অনুসরণ করিয়া মনে করেন যে, পালি হইতেছে একটি প্রাচীন মাগধী ভাষা, এবং ইহাই ছিল বুদ্ধের ভাষা।

সংক্ষেপে W. Geiger ; Pali Literature and Language, M. Winternityz ; A History of Indian Literature, (English Translation) Vol II, pp 601 lf (Appendix II) ; Grierson. The home of Pali in Bhandarkar Com. Volume pp 117 ff.

এই কয়খানি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এবং এই সমস্ত পুস্তকে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী দেখিলে পাঠকেরা বহু কথা জানিতে পারিবেন।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে মা গ ধী নামে প্রসিদ্ধ আর একরূপ প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য পালি

পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধী পরস্পর ভিন্ন

হইতে ঐ ভাষা যে অত্যন্ত বিভিন্ন, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে। নবীন পাঠকগণের ঐ উভয় মাগধীর ভেদাবধারণ আবশ্যক, এই জন্য তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এস্থলে পালিকে বৌ দ্ধ মা গ ধী, এবং মাগধী প্রাকৃতকে প্রা কৃ ত মা গ ধী নামে নির্দেশ করিব।

আলোচনার জন্য মাগধী-দ্বয়ের সংজ্ঞা

প্রাকৃতলক্ষণকার চণ্ড প্রাকৃত মাগধীর এই মাত্র বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন যে, ইহাতে র স্থানে ল, এবং স (ও ষ) স্থানে শ হয়।[৩৪] যথা সংস্কৃত নি র্ঝ র প্রাকৃতমাগধীতে নি জ্ঝ ল হইবে; এইরূপ মা ষ = মা শ, বি লা স = বি লা শ। কিন্তু বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে নি জ্ঝ র (১০.§১২), মা স, বি না স (১০.§৬)।

উভয় মাগধীর পরস্পর ভেদপ্রদর্শন

প্রাকৃতমাগধীতে অকারান্ত প্রাতিপাদকের পুংলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তির একবচনে একার হইয়া থাকে।[৩৫] যথা—মা ষঃ = মা শে, বি লা সঃ = বি লা শে, নি র্ঝ রঃ = নি জ্ঝ লে। বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে মা সো, বি না সো, নি জ্ঝ রো (১০.§৯১)।

প্রাকৃতমাগধীতে অস্মদ্-শব্দের প্রথমার এক ও বহু বচনে হ কে ও হ গে পদ হইয়া থাকে।[৩৬] যথা "চে ড়ে হ গে"[৩৭] = চেটঃ অ হ ম্। বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ চে টো অ হং।

৩৪। "মা গ ধি কা যাং রসয়োর্লশৌ"- প্রা. ল. ৩. ৩৯ ; হে. চ ৮. ৪. ২৮৮ ; প্রা. প্র ১১. ৩ ; স. সা. ৫. ৮৬—৮৭।

৩৫। হে. চ, ৮. ৪. ২৮৭ ; হেমচন্দ্রের মতে অর্দ্ধমাগধী ও আর্য প্রাকৃতে এই নিয়ম বৈকল্পিক : প্রাকৃতমাগধীতে বিকল্পে ইকারও হইয়া থাকে, "অা ত ই দে তৌ লু ক্ চ"—প্রা. প্র. ১১.১০।

৩৬। হে. চ. ৮. ৪. ৩০১ : স. সা. ৫. ৯৭ ; প্রা. ১১. ৯, এখানে কোনো কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে অ হ কে পদও দেখা যায়। আবার হ গে স্থানে হ গ্ গে পদও দৃষ্ট হয় : যথা—"লাজশিয়ালে হ গ্ গে" = রাজশ্যালঃ অহম্, মৃ. ক. ৮ম, ৯ম অঙ্ক।

৩৭। মৃ ক. ১ম অঙ্ক।

প্রাকৃতমাগধীতে অবর্ণান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে বিকল্পে আ হ হয়। ৩৮ যথা, পু লি শা হ অথবা পু লি শ শ্ শ = পু রু ষ স্য। বৌদ্ধ মাগধীতে ইহার রূপ পু রি স স্ স। যথা বা "হগে ন এলিশাহ কম্মাহ কালী" = অহং ন এ তা দৃ শ স্য ক র্ম্ম ণঃ কারী (শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক); "ভগদত্তশোণিদাহ কুম্ভে" = ভগদত্ত শো ণি ত স্য কুম্ভঃ (বেণীসংহার, ৩য় অঙ্ক)।

এ স্থানে আর একটি বিশুদ্ধপ্রাকৃতমাগধী-রচিত গাথা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারাও পাঠকগণ উভয়ের ভেদ অনেকটা জানিতে পারিবেন :—

"লহশবশনমিলশুলশিল-
বিঅলিদমন্দাললাযিদংহিযুগে।
বীলযিণে পক্খালদু ৩৯
মম শয়লমবয্যযম্বালং ॥" হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮।

বৌদ্ধমাগধীতে ইহা এইরূপ হইবে :—

"রভসবসনম্মসুরসির-
বিগলিতমন্দাররাজিতঙ্ঘিযুগো।
বীরজিন্যে পক্খালেতু
মম সকলমবজ্জজম্বালং ॥"

সংস্কৃতে তাহার অনুবাদ এই প্রকার :—

"রভসবশনম্রসুরশিরো-
বিগলিতমন্দাররাজিতাঙ্ঘ্রিযুগঃ।
বীরজিনঃ প্রক্ষালয়তু
মম সকলমবদ্যজম্বালম্ ॥"

৩৮। হে. চ. ৮. ৪. ২৯৯; প্রা. প্র. ১১. ১২; ক্রমদীশ্বর হ-স্থানে হং করিয়াছেন, যথা ব ম্ হ ণা হং = ব্রা হ্ম ণ স্য, স. সা. ৫. ৯৪।

৩৯। হেমচন্দ্রের মতে এখানে প~কালদু (—হে. চ. ৮.৪. ২৯৬), এবং বররুচির মতে প্র স্কা ল দু (প্রা. প্র. ১১.৮; তুলঃ—হে. চ. ৮. ৪. ২৯৭) হওয়া উচিত ছিল। প্র ক্ষা ল য় তু সংস্কৃত ধরিলে ঠিকই হইতে পারে।

মৃচ্ছকটিকে (১ম অঙ্কে) শকারের "শূরে বিকন্তে পণ্ডবে শেদকেদূ" ইত্যাদি শ্লোক বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীতে রচিত।

বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর আরো অনেক ভেদ আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রদর্শিত হইল না; কিন্তু যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভাষা পরস্পর দূরবিভিন্ন।

অর্দ্ধমাগধী

অ র্দ্ধ মা গ ধী নামে আর এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রসিদ্ধ আছে। অ র্দ্ধ মা গ ধী শব্দটি দ্বারাই জানিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ ভাষার শব্দপ্রভৃতির অর্দ্ধ অংশ ঠিক মা গ ধী অর্থাৎ প্রা কৃ ত মা গ ধী। তবে তাহার অপর অর্দ্ধ অংশ কী? ক্রমদীশ্বর বলিয়াছেন তাহা ম হা রা ষ্ট্রী। প্রাকৃতমাগধী ম হা রা ষ্ট্রী র সহিত মিশ্রিত হইয়া অ র্দ্ধ মা গ ধী নাম ধারণ করে।[৪০]

পূর্ব্বোক্ত গাথাটি অ র্দ্ধ মা গ ধী তে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে:—

তাহার উদাহরণ

"লভশবশনমিলশুলশিল-
বিঅলিদমন্দাললাজিদংহিজুগে।
বীলজিণে পকৃখালদু
মম শয়লমবজ্জজম্বালং॥"[৪১]

৪০। "ম হা রা ষ্ট্রী মি শ্রা র্দ্ধ মা গ ধী—স. সা. ৫. ৯৮। মার্কণ্ডেয় বলেন— "শৌ র সে ন্যা অবিদূরত্বাদ্ ইয়ম্ (মাগধী) এব অ র্দ্ধ মা গ ধী তি ভরতঃ।"

৪১। প্রাকৃতলক্ষণের (৫০ পৃ.) কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে মা গ ধী প্রকরণে উদাহরণপ্রসঙ্গে এইরূপ পাঠেই এই গাথাটি লিখিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রও প্রাকৃতমাগধীর উদাহরণস্বরূপ এই গাথাটিই ধরিয়াছেন, কিন্তু এখানকার পাঠ হইতে তাঁহার পাঠ ভিন্ন এবং প্রাকৃতমাগধীর নিয়মানুগত। এখানে যে পাঠ ধৃত হইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীর বলিতে পারা যায় না। কারণ, প্রাকৃতমাগধীতে জ, দ্য, ও য-স্থানে য হইয়া থাকে (হে. চ. ৮. ৪. ২৯২); তদনুসারে এখানে লা জি দ=লা য়ি দ, জু গে—যু গে, জি ণে— যি ণে, অ ব জ্জ =অ ব য্য; এবং জ ম্বা লং=য ম্বা লং হওয়া উচিত ছিল এবং হেমচন্দ্রের পাঠে তাহাই আছে। অপর পক্ষে ম হা রা ষ্ট্রী তে আদিস্থিত যকার স্থানে জকার হয় (হে. চ. ৮. ১. ২৪৫); তদনুসারেই সংস্কৃত যুগ=জুগ হইয়াছে: আবার দ্য=জ্জ (হে. চ. ৮. ১. ২৪৮.), তদনুসারে এখানে অ ব দ্য=অ ব জ্জ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীতে ক্ষ=ক্‌খ হয়, ইহাতে প ক্ খা ল দু পদের

মৃচ্ছকটিকে শকারের কথা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীতে রচিত। প্রাকৃত-মাগধীর মূল শৌরসেনী, এজন্য তাহাতে শৌরসেনী ত দেখা যায়ই, আবার স্থানে স্থানে মহারাষ্ট্রী[৪২] শব্দও দৃষ্ট হয়। এই জন্য কোনো কোনো স্থলে শকারের ভাষাকে অ র্দ্ধ মা গ ধী নাম দিতে পারা যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে রক্ষিপুরুষ ও ধীবরের ভাষা প্রাকৃত-মাগধী। বেণীসংহার ও উদাত্তরাঘবের রাক্ষসের ভাষাও প্রাকৃতমাগধী। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রায়ই ইহার সহিত ভিন্নজাতীয় প্রাকৃতের সম্মিলন দেখা যায়।[৪৩]

সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে প্রাকৃতমাগধী ও অর্দ্ধ-মাগধীর ব্যবহার

এখন সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মা গ ধী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর এত ভেদ কেন? ইহারা যে একই স্থানের ভাষা, তাহা ইহাদের মা গ ধী এই সাধারণ নামই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে। তবে কি এই উভয় ভাষা পরস্পর বিভিন্ন প্রদেশের? অথবা উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাকায় একই অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? কিংবা একই ম গ ধ দেশের অংশবিশেষে একটি, এবং অপর অংশে আর একটি প্রচলিত ছিল? ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কী?

মা গ ধী এই অভিন্ননামে প্রসিদ্ধ হইলেও বৌদ্ধ-মাধগী ও প্রাকৃত-মাগধীর ভেদের কারণ কি?

সমাধান করিতে পারা যায়। অতএব এখানে যে ম হা রা ষ্ট্রী প্রাকৃত রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার ল ভ শ প্রভৃতি পদে স্পষ্টই প্রাকৃত মাগধী দেখা যাইতেছে। অতএব ঐ উভয় প্রাকৃত এখানে মিশ্রিত হওয়ায় এই গাথাটিকে অ র্দ্ধ মা গ ধী বলিতে পারা যায়।

৪২। ম হা রা ষ্ট্রী না বলিয়া মা হা রা ষ্ট্রী বলাই উচিত, যেমন, শৌ র সে নী, মা গ ধী, পৈ শা চী ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত প্রয়োগ অনুসরণ করিয়া এইরূপই লিখিত হইল।

৪৩। সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে স্থানে-স্থানে প্রাকৃত অংশ বিভিন্ন-বিভিন্ন পাঠে এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে। দৃষ্টান্তরূপে আমরা বেণীসংহার ধরিতে

এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রা কৃ ত সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে; কেননা, পালি বা বৌদ্ধমাগধীও প্রা কৃ তে র বহু শাখার মধ্যে অন্যতম; এবং তজ্জন্যই প্রাকৃতকে ছাড়িয়া দিলে বৌদ্ধমাগধীর আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। কোথায়? কোথা হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইল? এই বিষয়ে দুই মত প্রচলিত আছে, এবং তাহা প্রা কৃ ত শব্দের মূলভূত প্র কৃ তি শব্দের বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধমাগধীও এক প্রকার প্রাকৃত

প্রাকৃত আলোচনার আবশ্যকতা

প্রাকৃতের মূল

প্রাকৃতের মূল

(ক) প্র কৃ তি তে যাহা জাত, বা প্র কৃ তি হইতে যাহা আগত, তাহার নাম প্রা কৃ ত। এই প্র কৃ তি কী? কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত; কেননা, সংস্কৃত হইতেই তাহার উৎপত্তি; অতএব সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃতের প্রকৃতি বা উপাদান-স্বরূপ, এবং প্রাকৃত তাহার বিকৃতি। হেমচন্দ্র ও প্রাকৃতচন্দ্রিকা-কারপ্রভৃতি এই মতাবলম্বী;[১] এবং এই মতই সাধারণত প্রচলিত, বিশেষত ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রা কৃ ত শব্দের নিরুক্তি ও অর্থ

কেহ কেহ বলেন প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন

পারি। ইহার তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে রাক্ষস ও রাক্ষসীর ভাষা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধী, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা বহুপ্রাকৃতবিদ্ হেমচন্দ্র মাগধীপ্রসঙ্গে অনেক স্থলে তাহা ধরিয়াছেন (যথা—"কহিং নু গদে লুহিলপ্পিয়ে ভবিস্সিদি।" হে. চ. ৮ ৪. ৩০২, ইত্যাদি)। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের কোন-কোন সংস্করণে বিভিন্নজাতীয় প্রাকৃত দেখা যায়। একখানি সংস্করণে মা গ ধী রচনাই আছে দেখিয়াছি। আবার জীবানন্দের সংস্করণে সেই স্থানে অন্যবিধ প্রাকৃত যোজিত হইয়াছে। আবার ইহারও মধ্যে ভিন্নভিন্নজাতীয় প্রাকৃতের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত পাঠকগণের প্রাকৃতের দিকে অনাদরই এই পাঠবিপর্য্যয়ের অন্যতম প্রধান হেতু। ইহার সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

১। "অথ প্রাকৃতং।" প্র কৃ তিঃ সং স্কৃ তং, তত্র ভবং, তত আগতং বা প্রা কৃ তং।" হেমচন্দ্র, ৮. ১, ১।

"প্র কৃ তিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবত্বাৎ প্রা কৃ তং স্মৃতম্"—প্রাকৃতচন্দ্রিকা।

"প্রাকৃতস্য তু স র্ব মে ব সং স্কৃ তং যোনিঃ"—প্রাকৃতসঞ্জীবনী।

(খ) অপরেরা বলেন, প্র কৃ তি অর্থাৎ নি স র্গ বা স্ব ভা বে যে ভাষা জাত হইয়াছে, অথবা প্র কৃ তি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত হইয়াছে, তাহার নাম প্রা কৃ ত; অপর কথায় প্রাকৃতিক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষার নাম প্রা কৃ ত। নমিসাধু রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারবৃত্তিতে (২. ১২) এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন২ ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা যাহার কোন সংস্কার করা হয় নাই, তাহা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে যাহা আগত তাহা প্রাকৃত। অথবা ঐ প্রকৃতিই প্রাকৃত। স্বার্থে অপ্রত্যয়। যাহার সং স্কা র অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধান করা হইয়াছে, তাহার নাম সং স্কৃ ত; এবং যাহার তাহা হয় নাই, যাহা প্র কৃ তি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যেরূপ জাত হইয়াছে, বা যেরূপ ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপই আছে, তাহা প্রা কৃ ত। এইজন্য ঐ দুই শব্দ পরস্পর বিপরীতার্থবাচী।

মতান্তরে তাহা প্র কৃ তি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে উৎপন্ন

সং স্কৃ ত ও প্রা কৃ ত এই উভয়ের ব্যুৎপত্তি-লভ্য ভেদ

উহারা পরস্পর বিপরীতার্থ-বাচী

আমরা সাধারণ মনুষ্যকে প্রা কৃ ত বলিয়া থাকি; এবং তাহার একমাত্র এই কারণ যে, সাধারণ মনুষ্যেরা প্র কৃ তি অর্থাৎ স্ব ভা বে অবস্থিত; তাহারা প্র কৃ তি কে ই প্রধান-ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে, কৃত্রিম উপায়ে সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংসৃষ্ট নহে; প্র কৃ তি তাহাদিগকে যেরূপ পরিচালিত করে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেইরূপেই তাহারা চলিয়া থাকে,

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সাধারণ-মনুষ্যবাচী প্রা কৃ ত শব্দের দৃষ্টান্ত

২। "ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারো বাগ্‌ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ। তত আগতং সৈব বা প্রাকৃতম্।"

৩। শব্দকল্পদ্রুমের এই অর্থে প্রা কৃ ত শব্দের নির্ব্বচনটি বড় চমৎকার। উক্ত হইয়াছে—"প্রা কৃ তঃ প্রকৃষ্টম্ অ কৃ ত ম্ অকার্য্যং যস্য।"

তাহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করে না। অপর পক্ষে যাঁহারা উচ্চ, তাঁহারা ঠিক প্র কৃ তি র অনুসরণে চলেন না, তাঁহারা নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সং স্কা রে অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধানে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহা দ্বারা সং স্কৃ ত হইয়া উঠেন।

সাধারণ লোকের ব্যবহার্য্য ভাষাই প্র কৃ ত, ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এই মত প্রচলিত

মানুষের সম্বন্ধে প্রা কৃ ত শব্দটি যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, আলোচনীয় ভাষাসম্বন্ধেও তাহা সেইরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, স্বয়ং প্র কৃ তি হইতে যে ভাষা জাত হইয়াছে,—সাধারণ প্রা কৃ ত লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার নাম প্রা কৃ ত। বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এই মতই সমধিক আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের পরীক্ষা

আমরা ক্রমশ এই উভয় মতই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যাঁহারা প্রথম মত পোষণ করেন, যাঁহারা বলেন যে, প্র কৃ তি অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম প্রা কৃ ত, তাঁহারা প্র কৃ তি শব্দের অর্থ সংস্কৃত ধরেন কেন, তাহার বিশেষ যুক্তি নাই। আলোচ্য ভাষায় সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সংস্কৃত শব্দের প্রচুর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়াই তাঁহারা ঐ গৌণ অর্থ ধরিয়া থাকিবেন।

প্রথম মতের যুক্তিহীনতা

কিন্তু যাঁহারা এই ভাষাকে বুঝাইবার জন্য প্রথমে প্রা কৃ ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ঐ অভিপ্রায়ই মনে পোষণ করিতেন,—তাঁহারা যদি স্থির করিয়া থাকিতেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহারা ঐ ভাষার নাম প্রা কৃ ত না করিয়া, খুব সম্ভব, সাং স্কৃ ত অথবা অপর কোন এতাদৃশ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।

প্র কৃ তি শব্দের অর্থ সং স্কৃ ত বলিবার কারণ নাই

বিশেষত এরূপ অবস্থায় বরং ইহার নাম বি কৃ ত অথবা বৈ কৃ ত, কিংবা অপর কিছু এইরূপ করা উচিত ছিল। যাহা বি কৃ ত, তাহার এই নামই

সহজ-সরল, প্রাকৃত নাম অত্যন্ত ঘুরান। মুখ্যভাবে প্রকৃতি শব্দে সংস্কৃত বুঝায়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না।

সংস্কৃত শব্দ সাক্ষাৎ-পরম্পরা সম্বন্ধে ইহাতে বহুলভাবে রহিয়াছে বলিয়াও ইহাকে সংস্কৃতজাত বলিতে পারা যায় না, সংস্কৃতের সহিত ইহা অতিঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বদ্ধ ইহাই বলা সঙ্গত। কোন ব্যক্তি কোন ধনবানের অনুগ্রহে পরমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেই তাহাকে সেই ধনবানের বংশে উৎপন্ন বলিয়া কেহ মনে করিলে তাহা ঠিক হয় না। বাঙ্‌লা ভাষায়, বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার ন্যায় সাধু বা উচ্চ বাঙ্‌লায় সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়া কেহ যদি তাহাকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তবে তাহা ভুল করা হয়; কেননা, তাহার অন্যান্য মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুণদৃষ্টিতে দেখিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাহা প্রাকৃতমূলক। রঙ্গালয়ের অভিনেতার বস্তুত মূলস্বরূপ কি, তাহা তাহার বর্ণ-চিত্র পোষাক-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া থাকে; ঐ সমস্ত অপনয়ন করিলে তাহার যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার স্বকীয় রূপ বলিতে হইবে। কোন ভাষায় মূলস্বরূপ জানিতে হইলে এই প্রণালীই অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহা সংস্কৃতের বিপুল সমৃদ্ধিতে সুসমৃদ্ধ, কিন্তু তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই; ইহার স্থূলসূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, এবং সংস্কৃতের পরিবর্ত্তন-সহিষ্ণুতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

প্রাকৃত সংস্কৃতের সম্পদে সমৃদ্ধ, তাহা হইতে উৎপন্ন নহে

ধরা যাউক প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে হইয়াছে; কিন্তু এই সংস্কৃত বলিতে আমরা কোন ভাষাকে বুঝিব? বেদভাষা, না রামায়ণাদির ভাষা? অপর কথায় বৈদিক সংস্কৃত, না লৌকিক সংস্কৃত? যাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বৈদিক সংস্কৃতের কথা তাঁহারা কিছু বলেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত বলিতে লৌকিক সংস্কৃতকেই মুখ্যভাবে বুঝা যায়, কেননা, পাণিনিপ্রভৃতি পদপ্রভৃতির

সংস্কৃত শব্দ মুখ্যভাবে লৌকিক সংস্কৃতকে, এবং গৌণভাবে বৈদিক সংস্কৃতকে বুঝায়

নিয়মরূপ সংস্কারের দ্বারা এই ভাষাকেই সংস্কৃত করিয়াছেন। বেদভাষা হইতে এই সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া গৌণভাবে পরবর্ত্তিকালে বেদভাষাকেও বুঝাইতে সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বেদভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিবার অপর কোন কারণ নাই। পাণিনি-প্রভৃতির সংস্কারেই যে লৌকিক সংস্কৃতের নাম সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

তদ্বিষয়ে প্রমাণ

ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকাকার লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—

"ভাষা দ্বিধা সংস্কৃতা চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ।
কৌমারপাণিনীয়াদি সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা॥"[৩]

ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকাকার সংস্কৃত ভাষার ঐরূপ লক্ষণ করিয়াও বলিতেছেন যে, সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে :—"প্রকৃতেঃ সংস্কৃতায়াস্তু বিকৃতিঃ প্রাকৃতা মতা"—(ঐ)। অর্থাৎ সংস্কৃত রূপ প্রকৃতির বিকৃতিকে প্রাকৃত মনে করা হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা প্রাকৃতকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিতে ইচ্ছা করেন।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১.৩৩) সংস্কৃতের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক পণ্ডিত প্রেমচাঁদতর্কবাগীশ মহাশয় তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ্‌ অন্বখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥"

৩। See A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III, p, 1992.

তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"দৈবী ..বাক্ মহর্ষিভিঃ পাণিন্যাদিভিঃ, নামেতি প্রসিদ্ধৌ, সংস্কারসম্পন্নত্বাৎ সংস্কৃতম্ অ ন্বা-খ্যা য় তে সংস্কৃতেত্যাখ্যয়া পশ্চাদ্ ব্যবহৃতা।...পাণিন্যাদয়ো (-দিভিঃ) হি তত্তদ্‌ব্যাকরণসূত্রৈঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগ-প রি ক ল্প ন য়া নি ত্যা য়াঃ সংস্কৃতবাচঃ প্রতিপত্ত্যর্থং শিষ্যাণাং সংস্কারোপায়ঃ প্রদর্শিতঃ, ন তু বাক্ সম্পাদিতা, স্থিতায়া এবান্বাখ্যানসম্ভবাৎ।"

কিন্তু মূল ও টীকাকার উভয়েই সংস্কৃতের তাদৃশ লক্ষণ স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন যে, ঐ অর্থাৎ লৌকিক সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে। এইখানেই প্রাচীন ও নবীনগণের মধ্যে অনৈক্য। প্রাচীনগণ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত হইয়াছে এই নির্বিশেষ উক্তি করায় গোল বাধিয়াছে। যদি তাঁহারা বলিতেন বৈদিক সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা হইতে প্রাকৃত হইয়াছে তবে অনৈক্যের কারণ নাই। বস্তুত ইহা বৈদিক ভাষা হইতেই হইয়াছে। লৌকিক সংস্কৃত হইতে হয় নি, হইতে পারে না। ইহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব।

বৈদিক সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত

বৈদিকভাষা লিখিতে ও বলিতে উভয় রূপেই ব্যবহৃত হইত। বৈদিকভাষা পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া যখন লৌকিক সংস্কৃতের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহার উচ্চারণ নিশ্চয়ই বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল; মূল বৈদিকভাষা যেরূপ স্বরে উচ্চারিত হইত, পরিবর্ত্তমান অবস্থায় তখন আর সেরূপভাবে উচ্চারিত হইত না। একটু পরেই ইহা আমরা দেখিতে পাইব। মূল স্বরের স্থানে বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বর দেখা যাইত। ইহা নৈসর্গিক। আজকালও একটি শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন দেশ-প্রদেশে বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে শব্দের আদি মধ্য ও অন্তস্থিত স্বরসমূহকে মৃদু-তীব্র, হ্রস্ব-দীর্ঘ, লঘু-গুরু ও সানুনাসিক-নিরনুনাসিক ইত্যাদি বহুবিধ স্বরে উচ্চারিত

বৈদিকভাষা লেখ্য ও কথ্য উভয়ই ছিল

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্য অবস্থায় বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন

করিয়া থাকেন।[৪] ইহাতে একই শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্য অবস্থাতেও অবশ্য এইরূপ পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছিল।

মূল ও আকৃতিতে শব্দ এক হইলেও কেবল উচ্চারণের ভেদে এত পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় যে, বিভিন্ন-বিভিন্ন শব্দ বলিয়া মনে হয়। এইজন্য চট্টগ্রামবাসী ও পশ্চিমবঙ্গবাসী উভয়ে একই শব্দ লইয়া আলাপ আরম্ভ করিলেও পরস্পর বুঝিতে পারেন না। অথচ পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান না করিলেও সংসারযাত্রা চলে না। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তী সময়েও ভাষার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল।

মূলত এক হইলেও উচ্চারণ-ভেদে শব্দের ভেদপ্রতীতি

একই কথা একপ্রদেশবাসী যেরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন অপরদেশবাসী তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারে উচ্চারণ করিতেন; তাঁহারা পরস্পরকে বুঝিতে বা বুঝাইতেই পারিতেন না, এবং এইরূপে লোকব্যবহার বা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ভাবের আদান-প্রদানের তজ্জনিত অসৌকার্য্য

সেই সময়ে বৈদিক ভাষায় কেবল বিবিধ উচ্চারণভেদেই যে ঐ অসুবিধা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে; দেশী বা দ্রাবিড়াদি অন্যান্য

৪। পতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে (পস্পশাহ্নিকে) এই সমস্ত স্বরদোষ উক্ত হইয়াছে:—সংবৃত, কল, ধ্মাত, এণীকৃত (যে উচ্চারণ ইহা ওকার বা উকার বলিয়া সন্দেহ হয়), অম্বূকৃত (ব্যক্ত হইলেও যেন মুখমধ্যেই আছে বলিয়া বোধ হয়), অর্দ্ধক (দীর্ঘ হইলেও হ্রস্ব বলিয়া বোধ হয়), গ্রস্ত (জিহ্বামূলে নিগৃহীত বা অব্যক্ত), নিরস্ত (নিষ্ঠুর), প্রগীত (সামের ন্যায় উচ্চারিত), উপগীত (সমীপস্থ বর্ণান্তরের সহিত গীতিযুক্ত), ক্ষ্বিণ্ণ (কম্পমান) রোমশ (গম্ভীর), অবিলম্বিত (বর্ণান্তর-মিশ্রিত), নির্হত (রূক্ষ), সন্দষ্ট (বর্দ্ধিতের ন্যায়), ও বিকীর্ণ (বর্ণান্তরে প্রচলিত)। এ সম্বন্ধে সেখানে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে—"গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হতমম্বূকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্। সন্দষ্টমেণীকৃতমর্ধকং দ্রুতং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ।" এগুলি হইল স্বরদোষ, আর সব ব্যঞ্জনদোষ।

শব্দের সংমিশ্রণও তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে লৌকিক ব্যবহারে বেদভাষার সহিত অনার্য্যগণের ভাষাও কতকটা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা পরে আরো স্পষ্ট করিয়া আলোচিত হইবে। এই সমস্ত কারণেই বেদভাষা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐ অসৌকর্য্যের কারণান্তর অনার্য্যশব্দের সংমিশ্রণ

এইজন্য সকলেই যাহাতে একরূপে শব্দ ব্যবহার করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তখন এক নিয়মের আবশ্যকতা বোধ হইল ও নিয়মসমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী ভাষাকে তখন চারিদিক হইতে শৃঙ্খলিত হইতে হইল। শৃঙ্খলের মধ্যে আসিয়া পরতন্ত্র হইয়া ভাষার রূপান্তর উপস্থিত হইল। স্বাধীন অবস্থায় বিচরণ করিবার সময় তাহার যে ভাব, যে স্ফূর্ত্তি ছিল, আবদ্ধ হইয়া তাহার সে ভাব, সে স্ফূর্ত্তি ক্রমশই বিলীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাষা ক্রমশই তখন জড় হইয়া উঠিল, নিজের চেষ্টায় তাহার আর নড়িবার-চড়িবার সামর্থ্য থাকিল না। পূর্ব্বে ইহাতে যে সকল পদ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারা যাইত, আর তাহা পরে থাকিল না। ইহা তখন সম্পূর্ণরূপে নিয়ামকের হস্তে, সাহিত্যকের হস্তে; ইহা আদিষ্ট হইয়া কেবল ঐ নিয়ামক সাহিত্যিকগণকেই উপাসনা করিতে লাগিল, সাধারণের সহিত ইহার সম্বন্ধ সুদূর হইয়া পড়িল।

লোক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য ভাষার নিয়মের আবশ্যকতা ও উদ্ভাবন

তাহার ফলে ভাষার বন্ধন

বেদভাষা এইরূপেই লৌকিকসংস্কৃতরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহার অন্য কোন কারণ নাই। বেদভাষাই যে ঐ প্রকার পরিবর্ত্তনপ্রাপ্ত হইয়া লৌকিক সংস্কৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্যই ইহাতে কাহারো বিরুদ্ধ মতও দেখা যায় না। কৌতুকবশবর্ত্তী হইয়া কোন বৈয়াকরণ নব-নব নিয়মের দ্বারা প্রচলিত ভাষাকে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন নাই। যদি তাহাই হয়, তবুও স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে ভাষাকে তিনি আবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তখন

তাহাতেই লৌকিক সংস্কৃতের উৎপত্তি

তাহার অপর কোন কারণ নাই

মু ক্ত ছিল, চ ঞ্চ ল ছিল, প রি ব র্ত্ত ন শী ল ছিল; ইহার এই মুক্ততা, চঞ্চলতা ও পরিবর্ত্তনশীলতাই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, কেননা, তাহার ঐ মুক্ততাপ্রভৃতি লোকব্যবহারে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিল।

বন্ধনের পূর্ব্বে ভাষার অবস্থা ও অসংযত প্রয়োগ

তখন বিভিন্ন-বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিতেন। কেহ বলিতেন ক্ষু দ্র ক, অপরে বলিতেন ক্ষু ল্ল ক; একজন বলিতেন যু বাং, অন্যে বলিতেন যু বং, আবার অপরে বলিতেন বাং; কেহ বলিতেন প শ্চা ৎ, কেহ বা বলিতেন প শ্চা; কেহ বলিতেন যু ষ্মা সু, কেহ বা বলিতেন যু ষ্মে; এইরূপ দে বাঃ, দে বা সঃ; শ্র ব ণা, শ্রো ণা; অ ব দ্যো ত য় তি, অ ব জ্যো ত য় তি; এইরূপ ব্যবহার চলিত। কেহ কোন-কোন স্থানে মোটেই প্রতিপদিকের উত্তর বিভক্তি যোগ করিতেন না, যথা, "পরমে ব্যো ম ন্", অন্যেরা করিতেন; কেহ বা কোন শব্দের কোন অংশ লোপ করিয়া পাঠ করিতেন (যথা, "আত্মনা" স্থলে "ত্ম না"), কেহ করিতেন না; কেহ বিশেষ্য-অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গাদি ঠিক করিয়া ব্যবহার করিতেন, অন্যে তাহা করিতেন না, যেরূপ সুবিধা হইত সেইরূপই বলিয়া চলিতেন (যথা, "ব র্ম্ম সীব্যধ্বং ব হু লা পৃ থু নি;" "ভু ব না নি বি শ্বা")। কখন কেহ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্থিত দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিতেন ("রো দ সি প্রাং"), আবার অনেক সময়ে সেরূপ করিতেন না। একজন কোন বর্ণকে একরূপে উচ্চারণ করিতেন, অন্যেরা আর একরূপে উচ্চারণ করিতেন (যথা, একই ড কোন-কোন স্থলে ল কিংবা ল় (ꝏ), অথবা ঢ বর্ণ ল্হ উচ্চারিত হইত: দ্রষ্টব্য—ঋ. প্রা. ১.১০.১১)। কেহ কেহ পদান্তে বর্গের তৃতীয় বর্ণ, কেহ কেহ বা প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতেন। এইরূপ ভাষার মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের বৈদিক ভাষার সহিত স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, ইহাতে এই প্রকার কত পার্থক্য রহিয়াছে।

বৈদিকভাষা যে বলিবার ভাষা ছিল, তাহা এই ঘটনাই সুচারুরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

বৈদিকভাষা যে কথ্য ছিল, তাহার প্রমাণ

যে ভাষা বলিবার, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বভাব; তাহা চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে না; দেশ কাল ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে ইহা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে ইহাকে সংযত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তিও মানবের স্বাভাবিক; কেননা, তাহা না হইলে সাহিত্য হয় না, এবং সাহিত্য না হইলে দূরদেশান্তরস্থিত লোকের সহিত ব্যবহার চলে না।

কথাভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী

তাহাকে সংযত করিবার ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক, তাহার কারণ

এক দিকে তো বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ক্রমশ লৌকিক সংস্কৃতে পরিণত হইল। আর দিকে তাহা হইতেই প্রাকৃত ভাষারও ধীরে-ধীরে উদ্ভব হইল। এমন কি ঋগ্বেদেরও ভাষায় ইহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। প্রাকৃতে বহু স্থানে, বিশেষত ঋকার ও রকারের সংসর্গে ত ট হইয়া থাকে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ (১§৮৫, ক)। বেদেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে (৪. ৫০. ৩) 'কূপ' অর্থে অ ব ত, কিন্তু যজুর্বেদে (বা. স. ১১.৬১) অ ব ট। ঋগ্বেদে বি কৃ ত শব্দ তো আছেই, আবার বি ক ট শব্দও আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কেহ বলিত বি কৃ ত, কেহ বা বলিত বি ক ট। মূলত তখন এক √ কৃ ধাতুই ছিল, তাহা হইতে কৃ ত, কিন্তু পরে তাহা হইতে সস্কৃতে √ ক ট একটি স্বতন্ত্র ধাতু হইল। ইহা হইতে স ঙ্ক ট, উ ৎ ক ট ইত্যাদি। √ কৃ ৎ অর্থ 'কাটা'। ইহা হইতে ঋগ্বেদে (১. ১০৬.৬) ও অথর্ববেদে (১২. ৪. ৩) 'গর্ত্ত' অর্থে কা ট, এবং ককার স্থানে গকার হওয়ায় গ র্ত্ত (ঋগ্বেদ, ৫. ৬২. ৫) পাওয়া যায়। আবার 'শিথিল' অর্থে ঋগ্বেদের বহু স্থানে (৫. ৮৫. ৮ ইত্যাদি) শি থি র শব্দ মূলত (< √ শ্র থ. 'শিথিল হওয়া') হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে স্পষ্টই প্রাকৃতভাব

প্রাকৃতের উদ্ভব।

দেখায়। তা ছাড়া ধকার ও ভকার স্থানে হকার; যেমন √ধা হইতে ধি ত এবং হি ত, √গ্র ভ্ হইতে √গ্র হ্। ঢ স্থানে ল। আবার 'গর্জনকারী মেঘ' অর্থে স্ত ন য়ি ত্নু (ঋগ্বেদ, ৪. ৩. ১) এবং ত ন য়ি ত্নু (ঋগ্বেদ, ১০. ৬৬. ১১); 'চোর' অর্থে স্তা যু (বাজসনেয়িসংহিতা, (১৬. ২১) এবং তা যু (ঋ. স. ১.৬৫.১)। আবার চ ন্দ্র, এবং শ্চ ন্দ্র, (তুলঃ সু শ্চ ন্দ্র, পু রু শ্চ ন্দ্র, হ রি শ্চ ন্দ্র, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই জাতীয় বিবিধ পদে এক দিকে দেখা যাইবে যে, বৈদিক ভাষার সময় প্রাকৃত কীরূপ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে; (পরে ইহা আরো স্পষ্ট হইবে); অন্য দিকে ইহাও বুঝা যাইবে যে, বৈদিক ভাষা কথ্য ছিল, অন্যথা তাহাতে এরূপ পরিবর্তন দেখা যাইত না।

বৈদিক ও প্রাকৃত ভাষার সম্বন্ধ।

নিম্নে বৈদিক ও প্রাকৃত ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য দেখান হইতেছে তাহাতে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধটা সুস্পষ্টভাবে জানা যাইবে—

১। প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মোটে প্রয়োগ নাই; সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রাকৃতে ঐ শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি লুপ্ত হইয়া থাকে (দ্রঃ—৭পৃ. ১.§ ৭)। যথা, সংস্কৃত তা ব ৎ প্রাকৃতে হইবে তা ব; এইরূপ স্যা ৎ হইবে সি য়া, ক র্ম ন্ হইবে ক ম্ম, ইত্যাদি। এই নিয়মের ব্যভিচার নাই।

বৈদিক ভাষায় আমরা উভয়রূপই দেখিতে পাই; দেখিতে পাই ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি কখনো লুপ্ত হইয়াছে, আবার কখনো হয় নাই। একই শব্দ এক স্থানে ব্যঞ্জনান্তভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে, আবার অপর স্থানে তাহার শেষ ব্যঞ্জনটি লোপ করা হইয়াছে। যথা, দে ব ক র্ম ন্ হইতে দে ব ক র্মে ভিঃ (ঋ. স. ১০. ১৩০. ১)। প শ্চা ৎ (অথ. স. ৪. ১০. ৩), আবার প শ্চা (ঐ ১০. ৪.১১. শত. ব্রা. ১.১.২.৫); ইহা হইতেই প্রাকৃতে হইল প চ্ছা (বাঙ্লায় পা ছ, অথবা পাছা)। লৌকিক সংস্কৃতে ইহা হইতেই প শ্চা র্দ্ধ শব্দ চলিয়া গিয়াছে, এবং কাত্যায়নকে আর একটি বার্ত্তিক সূত্র বাড়াইতে হইয়াছে (পা. ৫.৩.৩২-

৩৩)। এইরূপ যু ষ্মা ন্ (ঋ. স. ১. ১৬১. ১৪ ; তৈ. স. ১.১. ৫) শব্দ-স্থানে যু ষ্মা (বা. স. ১. ১৩. ১ ; শত. ব্রা. ১. ২. ৯) ; উ চ্চা ৎ স্থানে উ চ্চা (তৈ. স. ২. ৩. ১৪) ; নী চা ৎ স্থানে নী চা (তৈ. স. ১. ২. ১৪ ; দ্র : তৈ. প্রা. ৫. ৮.)।

২। পালি প্রাকৃতে পদের আদিবর্ণগত বফলা ও যফলার প্রায় লোপ দেখিতে পাওয়া যায় (১.§ ১৪. ১৫. ৬১)। যথা, সংস্কৃত গ্রা ম প্রাকৃতে গা ম। এইরূপ ব্য ব স্থি ত হইবে ব ব ত্থি ত। বৈদিক ভাষাতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে ; যথা, অ প্র গ ল্‌ভ স্থানে অ প গ ল্‌ভ (তৈ. স. ৪.৫.৬.১) ; ৭ ত্রি+ঋ চ্ (চ) হইতে ত্র্য চ পদ না হইয়া ত্রি চ (শত. ব্রা. ১. ৩. ৭. ৩৩ ; কা. শ্রৌ. সূত্রেও এই প্রকার), এবং তৃ চ হয়।৮ লক্ষণীয় শ্রা ত ও শৃ ত (√শ্রা 'পাক করা' হইতে)।

৩। বর্গীয় বর্ণের সহিত অন্তস্থ বর্ণের সংযোগ হইলে প্রাকৃতে প্রায়ই ঐ পরবর্ত্তী অবর্গীয় বর্ণের লোপ হয়, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বর্গীয় বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য্য হইয়া থাকে (প্রা. ল. ৩.৫)। যথা, ব্যা খ্যা ন=ব ক্ খা ণ ; স ভ্য=স ব্ ভ ; শ ক্র=স ক্ ক ; বি ধ্বং সি ত=বি দ্ধং সি ত ; ইত্যাদি।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এইমাত্র ভেদ যে, শেষের অবর্গীয় বর্ণটি লুপ্ত না হইয়া ঐরূপই থাকিয়া যায়।৯ যথা, বি খ্যা য়=বি ক্ খ্যা য় (তৈ. স. ৪. ১. ২) ;১০ অ খ্য ৎ=অ ক্ খ্য ৎ (ঋ. স. ৪. ১৭. ১) ;১১ মে ঘ্যা=মে গ্ ঘ্যা (তৈ. স. ৫. ২. ১১) ;

৭। মূল মন্ত্রটি এই :– 'নমো মধ্যমায় চা প গ ল্‌ ভা য় ।" "অ প গ ল্‌ ভ; অপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ো বালঃ"—সায়ণ।

৮। এস্থলে যাস্ক বলিয়াছেন—"অথাপি দ্বিবর্ণলোপস্তৃচঃ"– নি, ২, ১, ২ ; অর্থাৎ এখানে ত্রি শব্দের রকার ও ইকার এই উভয়ের লোপ হইয়াছে। পা, ৬, ১. ৩৪ (বাত্তিক)।

৯। প্রাকৃতে এই লোপের কারণ উচ্চারণসৌকর্য্য।

১০। তৈ. প্রা. ১৪, ৫ ; শু. প্রা. ৪, ১০৮।

১১। ঋ, প্রা, ৬, ২১ ; ভাষ্যকার উব্বট লিখিয়াছেন ইহা শাকল্য-মতে।

আ জি ঘ্র—আ জি গ্ ঘ্র (বা. স. ৮. ৪২); অ ধ্ব নঃ—অ দ্ ধ্ব নঃ (বা. স. ৪. ১৯)।১২

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লক্ষণীয়ঃ

লৌকিক	বৈদিক	প্রাকৃত
প্র গ ল্ ভ	প্র গ ল্ ব্ ভ১৩	প গ ব্ ভ
ব ল্মী ক	ব ল্ ম্মী ক১৪	ব ম্মী ক
শল্ক	শ ল্ ক্ক১৫	শক্ক

এতাদৃশ স্থলে প্রাকৃতে কেবল লকারের লোপ হইয়াছে, এবং তাহার একমাত্র কারণ উচ্চারণের সৌকর্য্য।

৫। প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্ব হয়। যথা, মা ত্রা—ম ত্তা, ইত্যাদি (১০.§১১)।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা, রো দ সী প্রা—রো দ সি প্রা (ঋ. স. ১০. ৮৮. ১০); অমাত্র—অমত্র (ঋ. স. ৩. ৩৬. ৪)।১৬

৬। প্রাকৃতে অনেক স্থানে সংযুক্তবর্ণস্থলে একটী ব্যঞ্জন লোপ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করা হয়। [৯ পৃ. ৪ টীকা; ১.§ ১৪; ৫.§১ দু (দুর্) উপসর্গ]। যথা, ক র্ত্ত ব্য—কা ত ব্ব, নি শ্বা স—নী সা স, দু র্হা র—দূ হা র।

১২। এ স্থলে তৈ প্রা ১৪ অধ্যায়, শু. প্রা. ৪. ১০০ ইত্যাদি, এবং পাণিনিপ্রভৃতি লৌকিক ব্যাকরণের দ্বিত্ববিষয়ক নিয়মগুলি আলোচনীয়। একটি কথা এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, মুদ্রিত বহু বৈদিক গ্রন্থেই এইরূপ দ্বিত্ববিশিষ্ট পদ সাধারণত দেখা যায় না; কিন্তু ঐরূপ পদই যে প্রযোজ্য তাহা প্রাতিশাখ্যসমূহই বলিয়া দিতেছে। মহীশূরে মুদ্রিত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে যথোচিত পাঠই দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য মুদ্রিত পুস্তকে কেন ঐরূপ পদ দেওয়া হয় নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে কাশীর বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভুদত্তজী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দ্বিত্ববিশিষ্ট পাঠ দেওয়াই উচিত ছিল। বৈদিকসমাজে ঠিক প্রাতিশাখ্যকে অনুসরণ করিয়াই যথোচিত দ্বিত্ব করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হয়।

১৩। তৈ. স. ২. ২. ৫; তৈ প্রা. ১৪, ৭।

১৪। তৈ স. ৫, ১, ২; তৈ. প্রা. ১৪. ২।

১৫। তৈ. স ৫. ৪. ২; তৈ. প্রা. ১৪, ২।

১৬। দ্রষ্টব্য - নি. ৬ ৫. ১।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, দু র্দ ভ—দূ ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬; ঋ. স. ৪. ৯. ৮); [১৭] দু র্ণা শ—দূ ণা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৩)।

৭। প্রাকৃতে বহুস্থলে ঋকার-স্থানে উকার হইয়া থাকে। যথা, ঋ তু—উ তু, অথবা উ দু, ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্যে এতাদৃশ প্রয়োগ একেবারে অলভ্য নহে। যথা, বৃ ন্দ—বু ন্দ (দ্রষ্টব্য—নি. ৬. ৩৩)।

৮। প্রাকৃতে বহুস্থলে দকার ডকার হইয়া থাকে (১.§৮৭, খ, ঙ)। যথা, দ হ তি—ড হ তি, দ ণ্ড—ড ণ্ড।

বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ আছে। যথা, দু র্দ ভ—দূ ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬); পু রো দা শ—পু রো ডা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৪; শত. ব্রা. ১. ৫. ১. ৫)।[১৮]

৯। প্রাকৃতে অ ব স্থানে ওকার, এবং অ য় স্থানে একার হয়, প্রায়ই দেখা যায় (১০.§৫৭। যথা, অ ব হ সি ত—ও হ সি ত, ন য় তি—নে তি।

বৈদিক সাহিত্যেও ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। যথা, শ্র ব ণা—শ্রো ণা (তৈ. ব্রা. ১. ৫. ১. ৪; ৫. ২. ৯), অ স্ত র য় তি—অ স্ত রে তি (শত. ব্রা. ১. ২. ২. ১৮; ৪. ২০; ৩. ১, ১৬)।[১৯]

১০। প্রাকৃতে দ্য স্থানে জ হয়, এবং প্রাকৃত নিয়মানুসারে (১. §২২) স্থানবিশেষে ঐ জকারের দ্বিত্ব হয়। যথা, দ্যু তি—জু তি, বি দ্যা—বিজ্জা।

বৈদিকভাষায় এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়, তবে প্রভেদ এই

১৭। ঋগ্বেদের পাঠ দূ ল ভ (দূলভ); সায়ণ অন্যত্র (ঋ, স, ১, ১৫ ৬) ইহার অর্থ করিয়াছেন দু র্দ হ; এখানে দু র্ল ভ অর্থও হইতে পারে। প্রাকৃতে দু র্ল ভ শব্দ হইতে দু ল্ল হ—দূ ল হ হইতে পারে।

১৮। এ সম্বন্ধে এখানে লিখিত হইয়াছে—"স বা এভ্যস্তৎ পু রো হ দা শ য়ৎ তস্মাৎ পু রো দা শো হ বৈ নামৈতদ্ যৎ পু রো ডা শ ইতি।"

১৯। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ আছে; বঙ্গীয়-আসিয়াটিক-সোসাইটি-সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যে, এখানে যফলাটার লোপ হয় না। যথা, দ্যো তি স্—জ্যো তি স্,[২০] দ্যো ত তে—জ্যো ত তে;[২১] জ্যো ৎ স্না পদটিও চিন্তনীয়; দ্যো ত য়—জ্যো ত য় (অথ.স. ৪. ৩৭. ১০); অ ব দ্যো ত য় তি—অব জ্যো ত য় তি (শত, ব্রা. ১. ২. ৩. ১৬); অ ব দ্যো ত্য—অ ব জ্যো ত্য (কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ৫.)।

১১। প্রাকৃতে হকার স্থানে ঘকার ও ভকার দেখা যায় (১. §১০০, খ; হে. চ. ৮. ১. ২৬৪)। ঘকার যথা, দা হ=দা ঘ;[২২] ভকার যথা, জি হ্বা=জি ব্ ভা।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা ঘকার, মে হ—মে ঘ (নি. ২. ১.২—৩); আ হ্ন ি—আ ঘ্ন ি (ঋ. স. ৬. ৫৫. ১.; নি. ৫. ২. ৪.)। আবার বি দে হ অর্থে শতপথব্রহ্মণে কয়েক স্থানে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১২, ইত্যাদি) আমরা বি দে ঘ শব্দ দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরই এবং ঐ ব্রাহ্মণেরই অপর স্থলে ও অন্তত্র বি দে হ দেখা যায় (১. ৩. ৩. ১৭; ১৪. ৫. ৯. ১, ৬; ৬. ১. ১; ইত্যাদি)। ভকার যথা, গৃ হী ত=গৃ ভী ত (ঋ. স. ৬. ৪৮. ১৪); ইত্যাদি অনেক।

১২। প্রাকৃতে কখনো কখনো হকার-স্থানে ধকার দৃষ্ট হয় (১.§ ১০০)। যথা, ই হ—ই ধ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, স হ=স ধ (ঋ. স. ১. ১২১. ১৫, ইত্যাদি; পা. ৬. ৩. ৯৬); গা হা=গা ধা (নি. ২.১.৩-৪); ব হ্—ব ধূ (ঋ. স. ৫. ৩৭. ৩.)।[২৩]

২০। "অথাপি আদিবিপর্যয়ো জ্যোতিঃ"—নি, ২, ১, ১।

২১। "দ্যো ত তে জ্যো ত তে জ্বলতিকর্ম্মাণঃ—নিঘ, ১, ১৬; দ্রঃ—ঐ দেবরাজযজ্ব টীকা; তুলঃ—উণাদিসূত্র ২, ১০৩। এ স্থানে লক্ষণীয় যে, নিঘণ্টুতে দ্যো ত তে জ্যো ত তে উভয় ধাতুই পঠিত হইয়াছে।

২২। বস্তুত এতাদৃশ স্থলে মূলত ঘ স্থানে হ মূলত পূর্বে দিঘ ধাতু, পরে তাহা হইতে √দহ। প্রথমে √মিঘ, তাহা হইতে পরে √মিহ। এইরূপ মূলত প্রথমে √গ্রভ, তাহা পরে √গ্রহ। অপরকথায় প্রথমে ঘ ১ ভ ছিল পরে তাহাদের স্থানে হ হইয়াছে।

২৩। প্রাকৃতে ব ধূ স্থানে ব হূ, এবং মে ঘ স্থানে মে হ হয়। যাস্কের মন্তব্য দেখিয়া মনে হয় যে প্রাকৃতরূপটিই প্রাচীন; 'অথাপ্যন্তব্যাপত্তির্ভবতি, ও ঘো, মে ঘো,

১৩। ধ-স্থানে হকারও উভয়ত্র দেখা যায়। যথা, প্রাকৃতে ব ধ = ব হ (প্রা. প্র. ২. ২৭ ; পা. প্র. ১. § ৮৮, গ) ; বৈদিকভাষায় প্র তি স ন্ধা য় = প্র তি সং হা য় (গো. ব্রা. ২.৪)।

১৪। শতপথব্রাহ্মণে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১৭)' মা থ ব শব্দ দৃষ্ট হয় ;[২৪] সায়ণাচার্য্য এখানে মা ধ ব পাঠ করিয়াছেন। প্রাকৃতে দেখিতে পাই থকার স্থানে ধকার হয় ; যথা, ম থু রা = ম ধু রা, না থ = না ধ (প্রা. প্র. ৩. ১১, তুলঃ—নি. ২. ১.২-৩)। আবার শৌ র-সে নী প্রাকৃতে দেখা যায় যে, ধ-স্থানে থ হয় ; এবং ভামহ প্রাকৃত-প্রকাশে (১০.৩) উদাহরণরূপে মা থ ব পদই ধরিয়াছেন।

১৫। পদান্তস্থিত যকারের উভত্রই দ্বিত্ব দেখা যায়। যথা, দে য় = দে য্য (হে. চ. ৮. ১. ২৪৮ ; পা. প্র. ১.§৫০) ; পৌ রু ষে য় = পৌ রু ষে য্য (বা. স. ২১.৪৩, শু. প্রা. ৪. ১৫১)।

১৬। স্বরভক্তির[২৫] প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই প্রচুর। প্রাকৃতে যথা, ক্লি ন্ন = কি লি ন্ন, স্ব = সু ব। বৈদিক যথা, ত ন্বঃ = ত নু বঃ (তৈ. আ. ৭. ২২. ১), স্বঃ = সু বঃ (ঐ ৬. ২. ৭), স্ব র্গঃ = সু ব র্গঃ (তৈ. স. ৪. ২. ৩ ; তৈ. ব্রা. ১.১.১). রা ত্র্যা = রা ত্রি য়া, স হ স্র্যঃ = স হ স্রি য়ঃ ; ইত্যাদি। যজুর্ব্বেদে এতাদৃশ প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়।

১৭। উভয় ভাষাতেই কোন কোন স্থলে পদান্তর্গত বর্ণবিশেষের লোপে ঐ পদটিকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে। প্রাকৃতে যথা, রা জ কু ল = রা উ ল, কা লা য় স = কা লা স (হে. চ. ৮. ১. ২৬৭—

না থো, গা থো, ব ধূ র্ম ধূ"—নি. ২. ১. ২. ৩। অথবা প্রথমে মে হ ও ব হু হইতে মে ধ ও ব ধূ হইয়াছে প্রাকৃতের নিয়মানুসারে (প্রা. প্র, ২, ২৭) আবার মে হ ও ব হু হইয়াছে।

২৪। আচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যতগুলি হস্তলিপি পুস্তক দেখিয়াছেন তাহার মধ্যে কেবল একখানিতে মা ধ ব আছে। Weber সাহেব সর্ব্বত্র মা থ ব পাঠই দেখিয়াছেন।

২৫। স্ব র ভ ক্তি র ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—"ভজ্যত ইতি ভক্তিঃ ধর্ম্মঃ স্বরস্তের ভক্তি-সংজ্ঞ স তথোক্তঃ, স্বরধর্ম্মো ভাবতীতি যাবৎ"—তৈ. প্রা ভাষ্যে (২১, ৫) গোপালযজ্বা। এখানে এই শব্দটিকে আমরা আরো ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছি।

১.১৩১. ১০৮১১) সং বৎ স রঃ + অ জা য় ত—সং বৎ স রো অ জা য় ত (ঋ. স. ১০. ১৯০. ২)।

তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আর আমরা উদ্ধৃত করিব না; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগে ঐ উভয় ভাষা দেখিলেই অবলীলাক্রমে বহু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

পাঠকগণ এখন ভাবিয়া দেখিবেন, প্রাকৃতকে যদি লৌকিক সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বৈদিক সাহিত্যের সহিত প্রাকৃতের এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকিতে পারে কি? পরে যখন আমরা দেখাইব যে, প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং সংস্কৃতের উপর প্রাকৃত কতদূর স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তখনই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলে বৈদিক-ভাষার সহিত তাহার ঐ সাদৃশ্য থাকিতে পারেনা

ইহার আরো প্রমাণ পরে উক্ত হইবে

মূল প্রাকৃত যখন এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহারই অন্যতম ভেদ পালিরও উৎপত্তির যে ইহাই কারণ, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু কোন কোন ভাষা-তত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, পালি গা থা ভা ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এ কথাটি একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

পূর্ব্ববর্ণিত কারণে প্রাকৃত বিশেষ পালি ও সংস্কৃত হইতে হয় নাই

পালি গা থা হইতে উৎপন্ন এই মতের উল্লেখ

গা থা ভা ষা অথবা মিশ্রিত সংস্কৃত সম্বন্ধে পূর্ব্বপূর্ব্ব পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদ্বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, অধ্যাপক

গাথার আলোচনা ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১। মোক্ষমূলর গাথা-আলোচনাপ্রসঙ্গে ডাক্তার মিত্রের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। See Chips from a German Workshop. Vol: I. p. 800.

মোক্ষমূলর ও ডাক্তার বেবর-প্রমুখ বিদ্বানেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার কথায় যে, এ বিষয়ে গুরুত্ব আছে তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার গাথাভাষা বিষয়ক আলোচনায়[২] অনেক সুন্দর কথা আছে, কিন্তু প্রধান বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই। অন্যান্য পণ্ডিতেরাও যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমার ভাল বোধ হয় নাই। এইজন্য, এবং আমার নবীন পাঠকগণের নিকট গাথার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

তাঁহার সহিত লেখকের অনৈক্য

মহাযান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে ম হা বৈ পু ল্য সূ ত্র বলিয়া এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে। ললিতবিস্তর, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, রত্নোল্কোধারণী, আর্য্যসিংহ-পরিপৃচ্ছা, আর্য্যসাগরমতিসূত্র, আর্য্যগগনগঞ্জসূত্র, চন্দ্রপ্রদীপসূত্র. বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ, ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ ঐ শ্রেণীর মধ্যে। ইহাদের মধ্যে পদ্য অংশ গা থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ঐ সকল গ্রন্থের পদ্যের ভাষাকে গা থা ভা ষা বলা হয়।[৩] এই নাম আধুনিক পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত; প্রাচীন কোনো গ্রন্থে ঐ নাম এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। তৎতৎ গ্রন্থে গা থা শব্দটি শ্লোকমাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

ম হা বৈ পু ল্য সূ ত্র

গাথা ও গাথাভাষা

ঐ নাম আধুনিক

এই সমস্ত গাথার ভাষা খাঁটি সংস্কৃতও নহে. প্রকৃতও নহে; কিন্তু ইহাতে উভয়েরই বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

গাথায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বিচিত্র সংমিশ্রণ

২। See Indo-Aryan, Vol. II, PP. 276-296.

৩। মহাবস্তুতে গদ্য-পদ্য উভয়েরই ভাষা মিশ্র-সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত উভয়েরই মিশ্রণ।

গাথার উদাহরণ

"অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং
নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি।[৪]
গিরিনদ্যসমং[৫] লঘুশীঘ্রজবং
ব্রজতায়ু জগে যথ বিদ্যু নভে ॥১॥[৬]
উদকচন্দ্রসমা ইমি[৭] কামগুণাঃ
প্রতিবিম্ব ইবা গিরিঘোষ যথা[৮]
প্রতিভাসসমা নটরঙ্গসমা-
স্তথ স্বপ্নসমা বিদিতার্য্যজনৈঃ ॥১॥[৯]

ল. বি. ২০৪. ২০৬ পৃঃ।

Burnoufএর মতে গাথা সংস্কৃত ও পালির মধ্যাবস্থা, গাথা প্রাদেশিক ভাষা ছিল, গাথা হইতেই পালির উৎপত্তি

M. Burnouf বলেন যে, গাথা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্ত্তী ভাষা। ডাক্তার মিত্রের ইহা সম্মত, এবং তিনি মনে করেন যে, এই গাথা শাক্যসিংহের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে দেশভাষাই ছিল।[১০] সংস্কৃত হইতে গাথা, এবং গাথা হইতে পালি হইয়াছে। এই মত কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত

৪। শুদ্ধ সংস্কৃত—নটরঙ্গসমং জগতি জন্ম চ্যুতিঃ। ছন্দের অনুরোধে গাথার মূল অংশে "চুতি" পাঠ করা উচিত।

৫। গিরিনদীসমং।

৬। ব্রজত্যায়ুর্জগতি যথা বিদ্যুদ্ নভসি।

৭। ইমে।

৮। ইব গিরিঘোষো।

৯। তথা......বিদিতা আর্য্যজনৈঃ।

১০। "Burnouf, the first who instituted a critical inquary into the history and literature of Buddhism, supposed that there was, besides the canon fixed by the three convocations, another digest of Buddhist doctrines composed in the popular style which may have developed itself, as he says, subsequently to the preaching of Sakya, and which would thus be intermediate between the regular Sanskrit and Páli."—Chips, I. p. 299.

"The language of the Gáthá is believed, by M. Burnouf,

আবশ্যক। পালির সহিত গাথার এবং গাথার সহিত বিভিন্ন দেশভাষার (dialect) সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সমস্ত বুঝা যাইবে। অতএব গাথার মূল স্বরূপ বা বিশেষত্ব কি তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য ; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

গাথার প্রকৃতি

১। দেখিতে পাওয়া যায় গাথায় অনেক স্থানে প্রাতিপদিকের উত্তর প্রযোজ্য বিভক্তির মোটেই প্রয়োগ হয় না। যথা—

"সর্ব্বেষাং গৃ হ (গৃ হে) ভুঞ্জন্তি।" বি. কী., শি. স. ৩২৪।

"যেন তে স ত্ব (স ত্বা) মুচ্যন্তে।" ঐ ৩২৫।

"সং স্কা র (রাঃ) অ নি ত্য (ত্যা) অধ্রুবাঃ।" ল. বি. ২০৯।

"যাবন্তো লো ক (লো কাঃ) পাষণ্ডাঃ।" বি. কী., শি, স. ঐ ৩২৫।

"শ স্ত্র (শ স্ত্র ম্) অন্তরকল্পেষু।" ঐ ৩২৫।

"স ন্ধি সা ম গ্রি (সা ম গ্রীং) রোচেন্তি।" ঐ ৩২৫।

"তে জি ন পূ জ (পূ জাং) করোন্তি।" উ. ধা., শি. স. ৩২৭।

"র শ্মি (র শ্মিং) প্রমুঞ্চিয়।" ঐ ৩২৭।

"ছ ত্র (ছ ত্রং) ধরেন্তি তথাগত মুর্দ্ধে।" ঐ ৩২৭।

"পুরবরস্থ নি রী ক্ষ মা ণ (নি রী ক্ষ মা ণা) রূপং।" ঐ ৩৯৯.।

" ন র গ ণ (গ ণঃ) তথ নারী।" ঐ ২৯৮।

ইত্যাদি।

পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী এই তিন বিভক্তির প্রয়োগ নাই। আমি

---

to be intermediate between the Páli and the pure Sanskit. Now as the Páli was the vernacular language of India from Cuttack to Kapurdagiri within three hundred years after the death of Sákya, it would not be unreasonable to suppose that the Gáthá, which preceded it, was the deialect of the mellions at the time of Sákya's advent and for some time before it,"—Indo-Aryan, Vol II. p, 295.

যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ইহা ভিন্ন অপর বিভক্তির অপ্রয়োগ লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যদি এই গাথা হইতেই পালি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পালিতে এতাদৃশ প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি, বরং গাথা অপেক্ষাও পালিতে এইরূপ প্রয়োগের প্রাচুর্য্য থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, পালিতে কেবল সপ্তমীতে এতাদৃশ প্রয়োগ ক্বচিৎ দুই এক স্থানে লক্ষিত হয়।[১১] কিন্তু ইহা যে গাথা হইতে আসিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না, কেননা, বৈদিকভাষায় সপ্তমীতে এরূপ প্রয়োগের অভাব নাই।[১২] বরং এতাদৃশ প্রয়োগে গাথাকে সাধারণ প্রাকৃত অপেক্ষাও পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়; এবং প্রাকৃত অপেক্ষা পালি যখন প্রাচীন, তখন পালি অপেক্ষা গাথা আরও অধিক পরবর্ত্তী। পরিবর্ত্তনের স্রোতে বিভক্তির প্রয়োগ ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্‌লা ও হিন্দী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, বহুস্থানে বিভক্তির মোটে ব্যবহার করা হয় না। গাথার ন্যায় বাঙলাতেও কখন কখন প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির লোপ দেখা যায়। যথা, লো ক (অর্থাৎ লো কে) বলে, সে বা ঘ (অর্থাৎ বা ঘ কে) দেখিয়াছে, সে বা জা র (অর্থাৎ বা জা রে) গিয়াছে। হিন্দীতে আবার ইহা ছাড়া তৃতীয়া বিভক্তিরও লোপ দেখা যায়। অপভ্রংশ প্রাকৃতে আমরা প্রথমা, দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ দেখিতে পাই।[১৩] পরে অপভ্রংশের সহিত গাথার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমরা দেখিতে

১১। "এবং তি বি ধ গ্‌ গি বিজ্জন্তে;" "জা তি বিজ্জন্তে"—জা. ১ ভা. ৪পৃ.।

১২। 'দৃতি ন শুষ্কং স র সী (স র স্যা ম্)" ঋ, স. ৭. ১০৩২, ২; "সোমমিন্দ্র চ মূ (চ ম্বাং) সুতং"—ঋ, স. ৮, ৭৬ ১০; দ্রষ্টব্য—"সাপ্তমিকৌ চ পূর্ব্বে"—ঋ. প্রা. ১ পটল, ৪৯ পৃষ্ঠা: পা. ৪, ১. ৩৯, ঐ কাশিকা বৃত্তি।

১৩। হে চ. ৮. ৪. ৩৪৪-৫; "ডজ্‌ঝই ত রু গ ণ (ত রু গ ণঃ জিহ্ব দবহিগগণ'; "বিহু জির্ব বি স য় (বি ষ য়ান্) পমিল্লিউ;" 'বি স য় (বি ষ য়া ণাং) ম পসরু;" —কু. চ. ৮. ২১-২২।

পাইব। অতএব আমার মনে হয়, অপভ্রংশ হইতেই গাথায় এইরূপ প্রয়োগ আসিয়াছে।

২। গাথায় প্রায়ই পদের অন্তে কখন কখন (ক) ইকার, অথবা (খ) উকার দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে কয়টি উদাহারণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

(ক)

"উদকচন্দ্রসমা[১৪] ই মি (ইমে)[১৫] কামগুণাঃ।" ল. বি. ২০৬।

"বিপশ্য ধর্ম্মং ইমি(ইমং)।" স. পু. ৮. ২৪; শি. স. ৩৫২।

"তে স র্বি (সর্বে) বোধায়। সু. ভা., শি. স. ২১৯।

"ত্যজি স্বয় স্ব কি (স্বকাং) তনু"। ল.বি. ১৯২।

"ত্বং স র্বি (সর্বং) কুর্ব্বন্।"

শ্রিয়ক রি ক্র ম ব রি (ক্র ম ব র)।" ল. বি. ১৯৩।

"তৃ ণ ব রি (তৃ ণ ব র) ঔষধয়ঃ।" ল. বি. ১৭২।

"দুর্লভা জ গি (জ গ তি) সদেব মানুষে।" আ. গ. শি. স. ১০৩।

"নৈব লো কি (লোকে) কচিদেব।" ল. বি. ৬১।

"জ ম্বু দ্বী পি (-দ্বী পে) পু রি (পু রা)।" ঐ ৬১।

(খ)

"কুশলং ই মু (ইদং) সর্ব্বং।" ভ. চ., শি. স. ২৯৭।

"ন র ম রু (ন রা ম র)[১৬] পূজিতঃ।" আ. ক., শি. স. ৩০৭।

"লোকে গু রু কৃ ত (গু রু কৃ তঃ)।" ঐ ৩০৭।

"প রি চা রু (প রি চা রঃ) তস্য।" আ. ক., শি. স. ৩০৭।

"ধ্যানে প্রজ্ঞে ন তু স মু (স মঃ)।" ল. বি. ১৮৫।

"দা নু (দা নং) দদন্তি বিচিত্রমানকং।" উ. ধা., শি. স. ৩৩৫।

"স দে ব কু (সদেবকে) লোক।" ল. বি. ১৭৫।

১৪। দ্রঃ—শি. স. ২০৪,২১৫। ১৫। আবার ই মু পদও হয়, (খ) উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

১৬। এই পদটি জাতকেও দেখা যায়; যথা, "আমোদিতা ন র ম রূ'—জা ১ ভাগ ১৭ পৃ.।

কিন্তু পালিতে সাধারণত এইরূপ শব্দ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; যদি বা থাকে, তথাপি তাহা এত অল্প হইবে যে, এ বিষয়ে তাহা গণনীয়ই নহে। গাথায় যে প্রয়োগ এত অধিক, গাথা হইতে উৎপন্ন হইলে পালিতেও তাহার প্রয়োগ আমরা অবশ্য দেখিতে পাইতাম, এবং তাহা নিতান্ত কম হইত না। আবার গাথা অপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন হিন্দী ও বাঙ্‌লাতে এতাদৃশ প্রয়োগের বিশেষ প্রচলন আছে। হিন্দী ও বাঙ্‌লায় যে মূল হইতে এই প্রয়োগ প্রচলিত হইয়াছে, গাথাতেও তাহা হইতেই আসিয়াছে। এই মূল কি? আমরা বলি অ প ভ্রং শ প্রাকৃত; ইহা পালির পরবর্ত্তী।

গাথা অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন

অপভ্রংশ প্রাকৃত আলোচনা করিলে গাথায় এতাদৃশ প্রয়োগের মূল জানিতে পারা যাইবে। অপভ্রংশে এক স্বরের স্থানে অপর স্বর অনেক স্থানেই হইয়া থাকে।[১৭] যেমন, সংস্কৃত বা হু অপভ্রংশে বা হ, বা হা, বা হু এই তিনই হইতে পারে। এইরূপ পৃ ষ্ঠ স্থানে পি ট্‌ ঠ, প ট্‌ ঠি, পি ট্‌ ঠি, অথবা পু ট্‌ ঠি; তৃ ণ স্থানে তৃ ণু, তি ণু অথবা ত ণু; এইরূপ বী ণা, বী ণ, বেণ; সু কৃ ত স্থানে সু কৃ দ, সু কি দ, অথবা সু কি অ; লে খ স্থানে লে হ, লী হ অথবা লি হ।

আবার অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মই এই যে, অকারান্ত শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে উকার হইয়া থাকে[১৮] যথা—

"দহমুহু ভুবণভয়ঙ্করু তোসিঅসঙ্করু নিগ্গ্উ রহবরি চড়িঅউ।"

ছায়াসংস্কৃত যথা—

দশমুখো ভুবনভয়ঙ্করস্তোষিতশঙ্করো নির্গতো রথোপরি আরূঢ়ঃ।"

আবার—

"উব্‌ভিয় বাহ, অসারউ সব্‌ব্‌-বি, মা ভমি কুতিত্থিয়পট্‌ঠে মুহিয়া।
পরিহরি তৃণু জিব্ব সব্‌ব-বি ভবসুহু, পুত্তা তুহ মউ এউ কহিয়া।"

কু. চ. ৮. ১৪।

১৭। হে. চ. ৮. ৪. ৩২৯—৩৩০।

১৮। হে. চ, ৮,৪, ৩৩১।

ছায়াসংস্কৃত—

উদ্ভ্রান্তবাহু অসারং সর্ব্বমেব মা ভ্রম কুতীর্থিকপথে মুধা।

পরিহর তৃণং যথা সর্ব্বমেব ভবসুখং, পুত্র, ত্বং ময়া এবং কথিতঃ॥

অপভ্রংশে সপ্তমীরও এক বচনে বিকল্পে একার ও ইকার হইয়া থাকে (হে. চ. ৮.৪.৩৩৪)। যথা, "ঘ রি রু দ্ধে" (গৃহে রুদ্ধে)—কু. চ. ৮.১৬। গাথাভাষাও এইরূপ প্রয়োগে পরিপূর্ণ।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে গাথায় ই দং স্থানে বহু স্থলে ই মু দেখা যায়।[১৯] ইহা খাঁটি অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ। বৈয়াকরণগণ বলেন তিন লিঙ্গেই প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে ইদম্ শব্দের ই মু রূপ হয়।[২০] যথা, ই মু কু লু দে ক্ খু; ই দং কু লং পশ্য—ইতি ছায়া।

পদের কোমলতাসম্পাদনের জন্য শেষে ইকার- ও উকার-যোগ বাঙ্গলায় অতিপ্রসিদ্ধ। যথা, ইকারযোগ, বে লা স্থলে বে লি, "যব গোধূলিসময় বে লি (বে লা)"—"বিদ্যাপতি; কেশরী জিনিয়া মা ঝা রি খি নি (খি ন=ক্ষী ণ)"—ঐ; "হা স নি (হা স ন) সনে"—ঐ। উকারযোগ যথা, "দশনমুকুতাপাঁতি অ ধ রু (অ ধ রে) মিলায়ত" —ঐ; আ জু ম ঝু শুভদিন ভেলা"—ঐ। আবার ক ল ক ল স্থলে কু লু কু লু, ঝন্ ঝন্ স্থলে ঝু নু ঝু নু; এইরূপ রু ণু ঝু নু, গু ড়ু, গু. ড়ু, হু রু হু রু, ইত্যাদি।

হিন্দীতেও এইরূপ—"পু নি ফিরি রাম নিকট সো আঈ।"

"জি মি জি মি ভাগত শক্রসুত · তি মি তি মি ধাবত রাম শর।"

"মাঁগু মাঁগু তুম কবহুঁ পিয়, কহহু ন দে হু নে হু।

দেন কহেউ বরদান দুই সোউ পাবত স ন্দে হু।" তুলসীদাস।

গাথায় উকারপ্রয়োগে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। যথা—ত্ব য়ি= ত্ব যু (ল. বি. ২:৪), আবার ঐ স্থানেই ত্ব য়ি পদও আছে: অ হং=অ যু (ঐ ২০৯, ইত্যাদি)। বলা বাহুল্য পালিতে এরূপ দেখা যায় না।

১৯। বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিতে পারা যাইতেছে না। ২০। হে. চ. ৮,৪,৩৬১ ; সংক্ষিপ্তসারে লিখিত হইয়াছে। (৫.১০) কেবল ক্লীবলিঙ্গেই ঐরূপ হয়।

৩। গাথায় অনেক স্থানে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব, এবং হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ দেখা যায়। ইহাও অপভ্রংশের লক্ষণ (হে. চ. ৮.৪.৩৩০)।

৪। গাথায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দ কখনো কখনো স্বরসংযুক্ত দেখা যায়। যথা, যা ব ৎ—যা ব ত, (উ. ধা. শি. স. ৩৩২-৩৩), মু থা ৎ—মু থা ত (ঐ ৩৩৪)। প্রাকৃতেই কোন কোন স্থলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে স্বরযোগ করা হইয়া থাকে; যথা, স রি ৎ—স রি য়া, প্র তি প ৎ—প ড়ি ব আ, বা চ্—বা আ (প্রা. ল, ৩,৩২)। পালিতে এরূপ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বাঙ্গলাপ্রভৃতিতে ঐরূপ দৃষ্ট হয়; যথা, "ত ড়ি ত লতা জনু"—বিদ্যাপতি। পালির পরে অন্যান্য প্রাকৃত হইয়াছে। অতএব গাথায় যখন সেই প্রাকৃতের প্রভাব দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ প্রয়োগ গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সমর্থন না করিয়া বরং গাথারই বহু-অর্ব্বাচীনতা প্রতিপাদন করিতেছে।

৫। কখনো কখনো সংস্কৃত পদের অন্তস্থিত অকারস্থানে গাথায় ওকার দেখা যায়। যথা, ই হ মহাযানে—ই হো মহাযানে (উ. ধা., শি. স. ৪); সং বৃ ত স্য বহুগুণঃ—সং বৃ ত স্যো বহুগুণঃ (চ. প্র. শি. স. ১৯৫)। পালিতে এরূপ কোথাও দেখা যায় না।[২১]

৬। গাথায় স্থানে স্থানে অতিবিচিত্র সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ম ক রঃ+ই ব= ম ক রে ব (ল. বি. ২০৮); এইরূপ জ্ব ল নঃ +ই ব—জ্ব ল নে ব (ঐ); স ক লঃ ই ব—স ক লে ব (ঐ ২০৬), ন ভঃ+ই ব—ন ভে ব, ধ র্ম্মাঃ ই মে—ধ র্ম্মি মে (শি. স. ২৩৯)। এতাদৃশ স্থানে কেবল প্রতিপাদক অংশ গ্রহণ করিয়া অথবা দুইবার সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। পালিতে এরূপ মোটেই নাই।

৭। গাথায় অনেক স্থলে গুরুতর লিঙ্গব্যত্যয় দেখা যায়। যথা "যে কে চি ৎ ম ন্ত্র বি দ্যাঃ শি ল্প স্থা না ব হু বি ধা" (?); "ব স্ত্রা ন্ বিশিষ্টান্ লভতে সু ব র্ণা ন্ "(আ. ক., শি. স. ৩০৬,৩০১); "জী র্ণ

[২১] কিন্তু "অ ন্তো সা সম্পৎ"—শত ব্রা. ১,২.১.৭; দ্রঃ—নি. ১.২.৪.; ৩.৫।

পু প্পা ন প নেত্তি চৈত্ত্যে” (ঐ ৩০৭)। এতাদৃশ লিঙ্গবিপর্য্যয় অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ ;[২২] পালিতে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

৮। “তসোহ পূজাং ক রি অ ন র রি ষ ভ স্য” (আ. ক., শি. স. ২৮৯) ; এখানে প্রাকৃত ক রি য় হইতে ক রি অ, এবং সংস্কৃত ঋ ষ ভ হইতে রি ষ ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদের ন্যায় একটি পদও পালিতে দেখা যায় না। দ্বিতীয় পদটি পালিতে উ স ভ রূপে প্রযুক্ত হয় (প্রকৃতেও উ স হ পদ দেখা যায়)। আদিস্থিত ঋকারকে কেবল একস্থানে পালিতে রি হইতে দেখা যায়। যথা, ঋতে=রি তে ; (পা. প্র. ৪পৃ. টীকা)। অপর পক্ষে প্রাকৃতে এতাদৃশ বহুল পদের প্রয়োগ ও তৎসমর্থক সূত্র আছে ; (প্রা. প্র. ১.৬ ; স. সা. ১.২৮, তুলঃ—ঐ ৩২, ঋষ্যাদিগণ)।

৯। সংস্কৃতের বু দ্ধা নাং প্রভৃতি ষষ্ঠীর বহুবচনান্ত পদগুলি পালিতে ঐরূপই প্রযুক্ত হয়, কেবল দীর্ঘস্বর অনুস্বারযুক্ত হইলে হ্রস্ব হয় বলিয়া আকার স্থানে অকার হইয়া যায় ; অর্থাৎ বু দ্ধা নাং স্থানে বু দ্ধা নং হইবে। পালির ইহাই সাধারণ নিয়ম। পালির ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি নং, ন নহে।[২৩] তবে ক্বচিৎ কখন ছন্দের অনুরোধে অনুস্বারের লোপ হয় (পা. প্র. ২. § ২৫)। কিন্তু প্রাকৃতে নং বিভক্তি না করিয়া (ন, অথবা) ণ বিভক্তি করা হইয়াছে।[২৪] কিন্তু ছন্দোনুরোধে কখন অনুস্বার আগম হয়।[২৫] কিন্তু বস্তুত প্রাকৃতে পদ্যের ন্যায় গদ্য অংশেও দে বা ণং, দে বা ণ, ইত্যাদি উভয় রূপই দৃষ্ট হয়। পালিতে অনুস্বার-লোপে প্রয়োগ অল্প, অনুস্বারযুক্ত প্রয়োগই বেশী। গাথায় আমরা উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর দেখিতে পাই। গাথা হইতে পালি উৎপন্ন হইলে পালিতে উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর থাকিত।

১০। গাথার মধ্যে কোথাও কোথাও এক একটি পদ বিচিত্র

২২। “লিঙ্গমতন্ত্রম্।”—হে. চ. ৮ ৪.৪৪৫।

২৩। দ্রঃ—পা. প্র. ৩. §২। ম. সি. ২৮পৃ. ৬ঃসূ., এবং ৩২পৃ. ৪৭ সূ.।

২৪। প্রা. প্র ১. ৪ ; হে. চ ৮. ৩ ৬ ; স সা. ৩. ১৩।

২৫। “যত্র ক্বচিদ্ বৃত্তভঙ্গভয়াৎ ত্যজ্যমানঃ ক্রিয়মাণশ্চ বিন্দুর্ভবতি, স মাংসাদিষু দ্রষ্টব্য ;”—ভামহ, প্রা. প্র. ৪. ১৬ ; মাংসাদি আকৃতিগণ।

প্রকারের; যথা, "ক্রমপত্র ফ লা ন দি শ্রো তু যথা" (লি. বি., শি. স. ২০৬)।২৬ এখানে সংস্কৃত, মাগধী ও অপভ্রংশ এই ত্রিবিধ ভাষার একত্র সমাবেশ দেখা যায়।২৭

গাথার লক্ষণীয় অন্যান্য আরো প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে, বাহুল্য-বোধে তৎসমুদয় এখানে প্রদর্শিত হইল না। কিন্তু যাহা আলোচনা করা গেল, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন গাথা প্রাদেশিক কথ্য ভাষা (dialect) ছিল, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহা কখনই কথ্য ছিল না, ইহা কেবল লেখ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত। প্রাকৃত যখন চারিদিকে বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সাধারণ সকলেই যখন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সেই সময় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে প্রচলিত প্রাকৃতের সহিত সম্মিশ্রিত করিয়া এইরূপে কবিতা রচিত হইয়াছে। গাথা প্রাকৃতের সহিত সম্মিলিত রহিয়াছে দেখিয়াই তাহাকে কথ্যরূপে মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহাই যদি হয়, তবে বাঙ্‌লা ও হিন্দির মধ্যে সংস্কৃত পদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়ায় মনে করিতে হইবে যে, ঐরূপ ভাষা কথ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যথা—

গাথা কথ্যভাষা ছিল না

গাথার উৎপত্তির কারণ

গাথা যে কথ্য ভাষা ছিল না, তাহার যুক্তি

"না ছাড় সংহারশূল, সং হ র সং হ র।"
"অপরাধ ক্ষ ম অগো অ ব গো অব্যয়া।"

অন্নদামঙ্গল।

সংস্কৃত মিশ্রিত বাঙলা

২৬। মুদ্রিত পুস্তকে ন দি শ্রো ত পাঠ আছে, কিন্তু শিক্ষাসমুচ্চয়-ধৃত পাঠ আরো অধিক গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া মুদ্রিত বলিয়া তাহাই লওয়া হইয়াছে।

২৭। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলা যাইতেছে। সংস্কৃত ক্ত্বা-প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থ বাঙলায় ই য়া প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয়: যথা, ক রি য়া ইত্যাদি। বাঙলার ই য়া

"জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে,
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে।
নকলকরসনে, কড়মড়দশনে,
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে॥
অট-অট-হাসে, কটমটভাষে,
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে।
লটপটকেশে, সুবিকটবেশে
হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে॥
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে॥"

বিদ্যাসুন্দর।

হিন্দী যথা—

"রো দ তি ব দ তি বহু ভাতি।" তুলসীদাস।

এই রচনা দেখিয়া কেহ স্থির করিতে পারেন কি যে, এইরূপ ভাষা কখনো কথ্যরূপে প্রচলিত ছিল? ভারতচন্দ্রের সময় বঙ্গদেশে ঐরূপ ভাষা কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত, ইহা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন না।

বাঙ্‌লা রচনায় আজকালও বিভক্ত্যন্ত অনেক সংস্কৃত পদ ব্যবহার করা হয়। প্র সী দ, র ক্ষ, কু রু, চি ন্ত য়, ভা ব য়, ত ব, ম ম, য ত্র, ত ত্র, অ ত্র, ইত্যাদি বিবিধ পদ এখনো লেখকেরা ব্যবহার করেন; সংস্কৃত ও বাঙ্‌লায় মিশাইয়া কবিরা কবিতা রচনা করেন, এবং এই সকল কবি নিকৃষ্ট শ্রেণীর বা কুপণ্ডিত নহেন। বঙ্কিমচন্দ্রই "বন্দে মাতরম্" রচনা করিয়াছেন। আধুনিক পুরাণকথকেরা বহু গীত এইরূপ ভাবে রচনা করেন; ইঁহারা সকলেই মূর্খ নহেন।

প্রাকৃতের ই য় (হে. চ ৮. ৪ ২৭১. ৩০২) হইতে আগত। হিন্দিতে ই য় ব্যবহার আছে, যথা—"চ লি য় ক রি য় বিশ্রাম"—তুলসীদাস। গাথায় বৃদ্ধির নিয়মে আমরা ই য়া দেখিতে পাই, যথা, ক রি য়া (ল. বি. ১৯৪. ১৯৫. ৩৭৪, ইত্যাদি)।

কেন তাঁহারা এইরূপ রচনা করেন? তাহার কারণ ঐ রচনাকে সকলের বোধগম্য করা, উচ্চভাষার সম্বন্ধে তাহাতে সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরম মাধুর্য্য সম্পাদন করা। প্রাকৃত ভাষা কত মধুর তাহা আমরা পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

তাদৃশ রচনার কারণ

গাথাও এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। গাথার কবিরা যখন মনে করিয়াছেন, তখন এইরূপে প্রাকৃতের সম্মিশ্রণে মধুর কবিতা রচনা করিয়াছেন; আবার যখন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন, একবারে অতিশুদ্ধ সংস্কৃতে গা থা ই রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থানে বিশুদ্ধসংস্কৃতনিবদ্ধ গাথা দেখা যায়।[২৮]

ঐ কারণেই গাথার উৎপত্তি

এই গাথাগুলি যে অতিপ্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, এবং উহাদের যে বিশিষ্ট প্রামাণ্য আছে, তাহাও ঠিক। আমরা বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, স্থানে-স্থানে কোন বিষয়ের সমর্থনের জন্য "তদেতদ্ গা থ য়া ভি গী তং" বলিয়া গাথার প্রামাণ্য গ্রহণ করা হয়। ললিতবিস্তরপ্রভৃতিতে যে-যে স্থানে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেও গাথার এই রূপেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গাথার প্রাচীনত্ব ও প্রমাণ

এই সমস্ত গাথা প্রথমাবস্থায় লোকের মুখে-মুখে প্রবাদবাক্যের ন্যায় গীত হইয়া আসিত, এবং পরে তাহা আসিয়া লেখায় স্থান লাভ করিয়াছে।

গাথা প্রথমে লোকের মুখে মুখে গীত হইত

বৈদিক সাহিত্যের গাথার[২৯] কথা আলোচনা করিলেই আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণে বহু স্থানে গাথার কথা বলা হইয়াছে, অতএব এই সকল গাথা যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৈদিক সাহিত্যের গাথা

২৮। যথা প্রাকৃতমিশ্রিত অন্যান্য গাথার মধ্যেই উক্ত হইয়াছে—

"অর্থো যেষান্ত পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি।
নৈবাহং মরণং মন্যে, মরণান্তং হি জীবিতম্।" ল বি. ১২৮

দ্রঃ—শি. স. ১৩২, ১৬০, ইত্যাদি অনেক স্থলে।

২৯। গা থা শব্দে এখানে মহাযানগ্রন্থে ধৃত প্রাকৃতমিশ্রিত প্রদর্শিত শ্লোক নহে।

সায়ণাচার্য্য গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেখাইয়াছেন :—"গা থা

গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি

স বৈঁ গাঁ তুং যো গ্যা গী তিঃ" (ঐ. ব্রা. ৫.৫.৫.) ; "সু ভা ষি ত স্বে ন স বৈঁ গী য় মা না গা থা"।

ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, কখনো কখনো কোন বিবাদগ্রস্ত

গাথার প্রয়োগ

বিষয়ের মীমাংসায় স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষের স্তুতি-নিন্দার জন্ম "তদেষাভিযজ্ঞ গা থা গীয়তে" ইত্যাদিরূপে এক-একটি গাথা উদ্ধৃত হয়।৩০ ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ঐ বিবাদ তত্তদ্ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। আবাব কখনো কখনো কোন প্রাচীন ঘটনা সমর্থনের জন্মও গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়।৩১ আবার এক-এক সঙ্গে কতকগুলি গাথা বিশেষ-বিশেষ নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়। যথা, ই ন্দ্র গা থা।৩২

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে৩৩ যেরূপ ভাবে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যেরূপ

বৈদিক ও বৌদ্ধ গাথা

তাহাব অর্থ ও প্রাচীনতা বুঝিতে পারা যায়, মহাবৈপুল্যসূত্রে সেইরূপই হইয়াছে, অন্ত প্রকাব মনে করিবাব কোনো কারণ নাই।

ব্রাহ্মণপ্রভৃতিতে গা থা বলিয়া উদ্ধৃত কতকগুলি অতিপ্রাচীন শ্লোকের কথা এখানে বলা হইতেছে।

৩০। যথা ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫ ৫ ৬) উদিতহোমের প্রশংসা করিয়া অনুদিতহোমকে নিন্দা কবিবাব জন্ম উক্ত হইযাছে—"তদেষাভিযজ্ঞ গা থা গীয়তে—' "প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদযাজ্জুহ্বতি যেহগ্নিহোত্রম্। দিবাকীর্ত্যমদিবা কীর্ত্তয়ন্তঃ, সূর্য্যো জ্যোতির্ন তদা জ্যোতিরেষাম্।"'

৩১। যথা শতপথব্রাহ্মণে (১৩.৩৬১. ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) অশ্বমেধের প্রশংসাপ্রসঙ্গে পরিক্ষিৎ যে তাহার দ্বাবা যাগ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে— ..শৌনকঃ জনমেজযং পরিক্ষিতং যাজয়াঞ্চকাব...তদেতদ গা থ য়া ভিগীতং—"আসন্দী" ত ধান্তাদকরিণং হবিতস্রজং। অবধ্নাদশ্বং সারঙ্গং দেবেভ্যো জনমেজয়ঃ।" এই স্থানে এইরূপ বহুবাব উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এখানে শকুন্তলা, দৌঃষন্তি, ভরত ও অন্যান্য অনেক বাজার নাম উক্ত হইয়াছে।

৩২। ঋ প ২ ৭. ১-৫।

৩৩। মূল সংহিতার মধ্যেও গা থা, গা থী শব্দ পাওয়া যায় (ঋ স. ৯. ৯৯ ৪ ; অথ স.

জাতকে (১ম খণ্ড, ৩-৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি) "তেন বুত্তং" বলিয়া যে গাথা-গুলি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর।

ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী গ্রন্থে গাথার প্রয়োগ

শুদ্ধ শ্লোক-অর্থে গাথা-শব্দের প্রয়োগ

গাথা-শব্দের বিভিন্ন অর্থ

ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ঐ শব্দটি আসিয়াছে। কিন্তু স্থানে-স্থানে তাহার প্রাচীন অর্থ লুপ্ত হইতে দেখা যায়। বহু স্থানে শ্লোকমাত্র বুঝাইতেই গাথা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যেও এইরূপ হইয়াছে। শাতবাহন নরপতির প্রাকৃত কাব্য গা থা স প্ত শ তী নামে প্রসিদ্ধ; এস্থলে গাথা-শব্দের প্রাচীন অর্থ অনুসরণ করা হয় নাই, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতপিঙ্গলে গা থা অথবা গা হা নামে এক ছন্দেরই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। অভিধানসমূহে গাথা-শব্দ শ্লোক-অর্থে দেখা যায়। পালি-অভিধানেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে।[৩৪]

ডাঃ মিত্রের অপর মতবাদের খণ্ডন

অতএব বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র গা থা য় রচিত ছিল জানিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল মিত্র যে মনে করিয়াছেন, ঐ গা থা মহা-যানীয় প্রাকৃতসংস্কৃতময় গা থা, তাহা কিছুতেই সঙ্গত নহে। ঐ গাথাকে পালি-গাথা বলিয়া মনে করিবার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। বুদ্ধঘোষকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে গাথাদ্বয় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাকৃতমিশ্র মহাযানীয় গাথা বলিবারও কোনো কারণ দেখা যায় না।[৩৫]

---

১০. ১০. ২০; ২০. ৩৮. ৪, ইত্যাদি)। নিঘণ্টুতে গা থা শব্দ বাক্যের নামের মধ্যে উক্ত হইয়াছে।

৩৪। "পজ্জে গাথা"—অভি. প. ১০৯০

৩৫। See Indo-Aryan, Vol, II, p 290.

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই প্রাচীনতম। সম্প্রতি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে পারা যায়; কিন্তু বাহুল্যভয় ও স্থানাভাব হেতু কয়েকটি-মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে।

পালি প্রাকৃত হইতে প্রাচীন

১। সাধারণ প্রাকৃতের নিয়ম এই যে,[১] অসংযুক্ত ও অনাদিস্থিত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য, এবং ব, এই সকল বর্ণের প্রায় সর্ব্বত্র একবারে লোপ হয়, এবং তাহাদের স্বরমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যথা, যথা মু কু ল—মু উ ল, ন গ র—ন অ র, বি পু ল—বি উ ল, ইত্যাদি। কিন্তু পালিতে এরূপ পরিবর্ত্তন হয় না; সেই সেই অক্ষর পূর্ব্বে যেরূপে প্রযুক্ত হইত, পালি তাহাই রক্ষা করিয়াছে, পরিবর্ত্তন তাহাতে প্রবেশ করে নাই। এক-একজাতীয় শব্দের পরিবর্ত্তনে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয়। অতএব বলিতে হইবে পালির অনেক পরে প্রাকৃতে ঐরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে।

তৎসম্বন্ধে যুক্তি।

২। প্রাকৃতে আদিস্থিত যকার স্থানে জকার হয়।[২] আবার মাগধীতে জকার স্থানে যকার হয়।[৩] যথা, য শঃ—জসো, য মঃ—জ মো জা য় তে=যা য় দে। পালিতে পূর্ব্বরূপই রহিয়াছে; পালির সময় এ পরিবর্ত্তন আরব্ধ হয় নাই, তাহার পরে হইয়াছে।

৩। প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই নকার স্থানে ণকার হইয়া থাকে।[৪] যথা, ক ন ক—ক ণ অ, ন দী—ণ ঈ, ইত্যাদি। পালিতে এরূপ নহে, ণকার ও নকার উভয়েরই প্রয়োগ ইহাতে রহিয়াছে। পালির সময় উভয়েরই স্থান ছিল, পরে তাহা ক্রমশ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

৪। পালির ন্যায় প্রাকৃতেও ঐকার ও ঔকার স্থানে যথাক্রমে

১। প্রা. প্র ২. ১; হে. চ. ৮. ১. ১৭৭।

২। প্র. প্র. ২. ৩১.; হে. চ ৮. ১. ২৪৫।

৩। প্রা. প্র. ১১. ৪.; হে. চ. ৮. ৪. ২৯২।

৪। প্রা. প্র. ২. ৪২; তুল:—হে. চ. ৮. ১. ২২৮—২২৯।

একার ও ওকার হয়, কিন্তু প্রাকৃতে ঐ দুই স্থানে যথাক্রমে আবার অ ই ও অ উ হইয়াও থাকে।[৫] যথা, ভৈ র ব—ভ ই র ব, বৈ র—ব ই র; পৌ র—প উ র, কৌ র ব—ক উ র অ। পালিতে ভে র ব, পো র ইত্যাদি হয়। অ+ই—এ। অ+উ—ও। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে ঐ হইতে এ, এবং তাহার পর এ হইতে অ ই; এইরূপ ঔ—ও—অউ। পালিতে এরূপ প্রয়োগ নাই; ইহা তাহার পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৫। পালিতে স্থানবিপর্য্যয়ে হ্ব-স্থানে ব্‌হ হইয়া থাকে (১.§৪১), এবং তাহার পর আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা, জি হ্বা—জি ব্হা। কিন্তু প্রাকৃতে ইহার পরেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখানে হ স্থানে ভ, এবং ভ'র সংসর্গে ব-স্থানে ব হইয়া প্রাকৃতে জি ব্ভা হইয়াছে।[৬] এইরূপ সংস্কৃতে হ্য, পালিতে য্‌হ, প্রাকৃতে জ্ঝ; যথা, মু হ্য তে পালিতে মু য্হ তে, প্রাকৃতে মু জ্ঝ ই।[৭]

৬। শব্দরূপে বৈদিক প্রয়োগের সহিত প্রাকৃত অপেক্ষা পালিরই অধিক সম্বন্ধ দেখা যায়।

অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে পালিতে কেবল বিসর্গমাত্র বাদ দিয়া বৈদিক প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে। যথা, দে বে ভিঃ এই বৈদিকপ্রয়োগ স্থানে পালিতে দে বে ভি, এবং বিকল্পে ভ স্থানে হ করিয়া দে বে হি পদ হইয়া থাকে। প্রাকৃতে ভ-প্রয়োগ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; তাই দে বে ভি আর হয় না, দে বে হি হয়। আবার ক্রমে দে বে হিং ও দে বে হিঁ হইয়াছে। আবার কখন কখন (অপভ্রংশ) দে ব হি, দে বে হিং, দে বে হিঁ হয়।[৮]

৫। প্রা. প্র. ১.৩৫—৩৬, ৪১—৪২; হে. চ. ৮. ১. ১৪৮; ১৫১, ১৬২; প্রা. ল. ২৬—৯।

৬। প্রা. ল. ৩. ১, ২১; হে চ. ৮. ২ ৫৭—৫৮।

৭। প্রথমে য স্থানে জ, এবং তাহার পর ঐ জকারের সংসর্গে হ স্থানে ঝ হইয়াছে।

হে. চ. ৮. ৩. ১৫; ৪. ৩৩৫।

দেব-শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে প্রাচীন দে বা ৎ হইতে পালিতে দে বা, দেবতঃ হইতে দে ব তো, এবং সর্ব্বনামের অনুকরণে স্মাৎ-যোগে দে ব স্মা, ও স-স্থানে হ করিয়া পরিবর্ত্তনের নিয়মে দে ব ম্হা পদ হয়। কিন্তু প্রাকৃতে রূপ হইবে দে বা, দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও), দে বা হু (দে বা উ), দে বা হি, এবং দে বা-হি ন্তো ; আবার (অপভ্রংশে) দে ব হে, দে ব হু , (পৈশাচীতে) দে বা-তো, দে বা তু।[৯] প্রাকৃতের এই এতগুলি পদের মধ্যে কেবল প্রথমটি (দে বা) প্রাচীন পদের (দে বা ৎ) অনেকটা নিকটে রহিয়াছে, আর সবই পরিবর্ত্তিত হইতে-হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতেই বুঝা যাইতেছে পালি হইতে এই প্রাকৃত পদগুলি অনেক পরবর্ত্তী।

আবার পঞ্চমীর বহুবচনে প্রাকৃতে দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও) দে বা হু (দে বা উ) দে বা হি, দে বা হি ন্তো, এই পদগুলি হয়।[১০] উভয় বচনেব পদের মধ্যে এতদূর অভেদ অল্প কালে হয় নাই। ইহাও প্রাকৃতকে পালি অপেক্ষা পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রকাশ করিতেছে।

অকারান্ত দেব-শব্দেব সপ্তমীর একবচনে পালিতে দে বে, এবং সর্ব্বনাম পদের সাদৃশ্যে দে ব স্মিং, ও ইহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া দে ব ম্হি হয়। প্রাকৃতে হয় দে বে এবং দেবম্মি। প্রথম পদটি পালি ও প্রাকৃত উভব স্থানেই মূল রূপ হইতে অবিকৃত আছে। প্রাকৃতে দ্বিতীয় রূপটি

৯। হে. চ ৮, ৩ ৮ , ৪. ২৭৬, ৩২২, ৩৩৬ , স সা ৩. ৮ , প্রা. ল ৩. ৬।

১০। হে. চ ৮ ৩ ৯। এস্থানে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবাব আছে। প্রাকৃত প্রকাশে (৫ ৬—৭) ও সংক্ষিপ্তসারে (৩. ৮ ১১) উভয় বচনেই অর্থাৎ ঙস্ ও ভাস্ বিভক্তিতে বিভিন্ন আদেশের দ্বারা উভয় বচনের মধ্যে পার্থক্য ঠিক রাখা হইয়াছে। ( ) হেমচন্দ্র এক বচনের শেষে আ (যথা, দে বা) এবং বহুবচনের সু ত্তো (যথা, দে বা সু) এই দুইটি ভিন্ন উভয় বচনেই একরূপ আদেশ বিধান করিয়াছেন। দ্রঃ—হে. চ, ৮ ৩ ৯।

৯। বররুচি হেমচন্দ্রের অনেক প্রাচীন, অতএব বলিতে হয় তাঁহার সময় ... হেদ ছিল, কিন্তু পরে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

(যে ষ ষি) পালিরই যে ষ ন্ হি পদ হইতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য শব্দের রূপাবলী দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃতের অনেকগুলি রূপ পালি হইতে সাধারণ পরিবর্ত্তন নিয়মানুসারে গৃহীত হইয়াছে। যথা পালিতে গঙ্গা-শব্দের প্রথমার বহুবচনে গ ঙ্গা, গ ঙ্গা য়ো এই পদ হয়; আর প্রাকৃতে গ ঙ্গা, গ ঙ্গা ও, গ ঙ্গা উ এই তিন পদ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শেষোক্ত প্রাকৃতের পদ দুইটি পালির গ ঙ্গা য়ো শব্দ হইতেই সাধারণ নিয়মানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া (অর্থাৎ যকারের লোপ করিয়া, প্রা. প্র. ২.২) উৎপন্ন হইয়াছে।

ক্লীবলিঙ্গ চিত্ত-শব্দের প্রথমার বহুবচনে পালিতে চি ত্তা, চি ত্তা নি, এই উভয়ই হয়, এবং এই উভয় পদই বেদমূলক। বেদে যথা—"বি শ্বা (= বিশ্বানি) রূপাণি," (ঋ. স. ১০. ১৬৯. ৩)। প্রাকৃতে আমরা প্রথম প্রকারের রূপ দেখিতে পাই না, তাহা ব্যবহৃত হয় না। প্রাকৃতে চিত্ত-শব্দের বহুবচনের রূপ চি ত্তা নি, চি ত্তা ইঁ, চি ত্তা ইং। এই প্রকার পরিবর্ত্তন ক্রমশ হইয়াছে।

যুষ্মদ্, অস্মদ্ ও অন্যান্য শব্দের রূপও তুলনীয়।[১১]

৭। ধাতুরূপেও পালি ও প্রাকৃতে অনেক ভেদ আছে। সংস্কৃতের লকার ও গণের সহিত পালির অনেক নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়। সংস্কৃতের যে একটা বিশেষ প্রণালী আছে, পালিতে অনেকটা সেই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। পালিতে লৃট্, ও আশীর্লিঙের প্রয়োগ নাই, আর সবই আছে। অতীত কালের লঙ্, লিট্ ও লুঙ্ এই তিন লকারের বিভিন্ন-বিভিন্ন

১১। প্রাকৃতে যুষ্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচনে তং, তুং, তুবং, তুহ ও তুমং এই কয়টি হয়; পালিতে ত্বং, তুবং এই দুইটি মাত্র হয়। ষষ্ঠীর একবচনে প্রাকৃতে তুই তু, তে, ই, তুহ, তুহং, তুব, তুম, তুমে, তুমো, তুমাই, দি, দে, ই, এ, তুব্ভ, উব্ভ উ; পালি হয়—তব, তুযহং। বলা বাহুল্য প্রাকৃতের রূপগুলি ক্রমশ পরে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইতে হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে. চ. ৮.৩. ৯০—১০৩। অস্মদ্-শব্দেরও এই প্রকার বিবিধ হইয়া থাকে।

পদের দ্বারা পালিতে তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট রক্ষিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল পদ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। কিন্তু প্রাকৃতে তাহা নাই। সাধারণত অতীত কাল বুঝাইতেই সমস্ত পুরুষ ও সমস্ত বচনেই স্বরান্ত ধাতুর উত্তর সী, হী, হী অ, এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ঈ অ বিভক্তি হয়। যথা, √কৃ হইতে কা সী, কা হী, কা হী অ এই তিন পদ সংস্কৃতের লঙ্, লিট্ ও লুটের সমস্ত পুরুষের সমস্ত বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ √স্থা হইতে ঠা সী, ঠা হী, ঠা হী অ। ব্যঞ্জনান্ত √গ্রহ্ হইতে গে ণ্ হী অ পদ ঐ তিন লকারের সমস্ত পুরুষে প্রযুক্ত হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে প্রাকৃতে প্রায়ই অতীত কালে ক্ত-প্রত্যয়ের পদ প্রয়োগ করা হয়। অপর কথায়, প্রাকৃতে ঐ তিন লকারের প্রয়োগ ক্রমশ লুপ্ত হইয়াছে।

বৈদিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কখন কখন লুঙের প্রথম পুরুষের একবচনে ই-বিভক্তি হইয়াছে। যথা, নি র পা দি (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ১৯)। পালিতে ইহা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য:— ৪.§ ১৭৫-১৭৭)। লৌকিক সংস্কৃতেও এতাদৃশ কতকগুলি পদ প্রথমাবস্থায় স্থান লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য পাণিনিকে আর দুইটি সূত্র (৩.১. ৬০-৬১) বাড়াইতে হইয়াছে।

লঙ্ ও লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে অকারাগম বৈদিক ভাষায় বৈকল্পিক দেখা যায়, ইহা পালিতেও সেইরূপ রহিয়াছে।

এই সব সম্বন্ধে প্রাকৃত একবারেই নীরব এবং তাহাতেই তাহার পালি অপেক্ষা অর্ব্বাচীনত্ব বুঝা যাইতেছে।

লট্ লকারে পালিতে সংস্কৃতের সমস্ত রূপ রক্ষিত হইয়াছে। উত্তম পুরুষের বহুবচনে পালির দ দা ম সে, ভবামসে (৪.§§ ৯৪-৯৭) প্রভৃতি পদ দেখিলে বৈদিক চ রা ম সি (ঋ. স. ১০. ১৬৪.৪) প্রভৃতি পদ মনে হয়। পালিতে পরস্মৈপদে লটের উত্তমপুরুষে বহুবচনে কেবল ম বিভক্তি হয়; যথা, √হস্ হইতে হ সা ম। কিন্তু প্রাকৃতে ঐ স্থানে মো, মা, মু, এই তিন বিভক্তি হয় ও অনেকগুলি পদ হইয়া থাকে। যথা, হ স মো,

হ সা মা, হ সা মু; হ সি সো, হ সি মা হ সি মু। এই পদসমূহের অধিকাংশই পালি হইতে নিজেদের পরবর্ত্তিতা প্রকাশ করিতেছে।

ধাতুসম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিবার বহু স্থান রহিয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে এখনে তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইল না।

শানচ্‌প্রত্যয়-স্থলে পালিতে প্রাচীন বৈদিক ভাষার অনুসারে আ ন ও মা ন উভয় প্রত্যয়ই প্রযুক্ত হয় (৫.§ ১৪)। যথা, পালিতে √ভুজ্ হইতে ভু ঞ্জা ন, ভু ঞ্জ মা ন উভয়ই হইবে। কিন্তু প্রাকৃতে কেবল আ ন (অথবা মাণ) মাত্র প্রযুক্ত হয় (প্রা. প্র. ৭ ১০.)। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রাকৃত মূল ভাষা হইতে পালি অপেক্ষা অনেক দূরে চলিয়া আসায় আর সেই সমস্ত রূপ রাখিতে পারে নাই।

পালিতে পা র গূ (=পা র গ) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে (৫.§ ৩০) তৎসমুদয় বৈদিক ভাষা হইতেই আসিয়াছে। যথা, অ গ্র গ অর্থে অ গ্রে গূ (দ্রঃ—বার্ত্তিক, পাণিনি ৬. ৪. ৪০.)।

বৈদিক ভাষায় তু ম্-অর্থে ত বৈ, ত বে ঙ্ প্রত্যয় বহুল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (পা. ৩. ৪. ৯)। যথা পা তুং অর্থে পা ত বৈ, ইত্যাদি। পালিতেও ইহা একবারে লুপ্ত হয় নাই (৫.§ ২৯)।

এই সমস্ত এবং এতাদৃশ অন্যান্য প্রয়োগসমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত অপেক্ষা পালি প্রাচীন।

প্রাকৃতের অনাদর

আজকাল কালের প্রভাবে প্রাকৃত হতাদর হইয়া গিয়াছে, সংস্কৃতের নিকটে প্রাকৃতের সমস্ত গৌরব মলিন হইয়া পড়িয়াছে; প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে যে বিশেষ কিছু উপভোগ্য আছে, তাহা অনেকেরই মনে আজকাল উদিত হয় না।[১] কিন্তু সব সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল না। একদিন প্রাকৃত

১। গরুড়পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড, ৯৮; ১৭) প্রাকৃত ভাষাকে অশ্রাব্য বলা হইয়াছে—

"লোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রা কৃ তং ম্লেচ্ছভাষিতম্।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজৈনৈতদধো নয়তি তং দ্বিজম্।"

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি এখানে কটাক্ষ করা হইয়াছে।

ভাষার মাধুর্য্যে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহা-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাকৃত না জানিলে নিজের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে করিতেন না। সংস্কৃতে মহাকবি হইতে হইলে সেই সময়ে প্রাকৃত না জানিলে চলিত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতকবিগণ বহুপ্রকার প্রাকৃতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন যে-কোন দৃশ্য কাব্য দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

প্রাকৃতের মাধুর্য্য

এই সংস্কৃতমহাকবিগণ কিজন্য প্রাকৃত ভাষাকে নিজ নিজ কাব্যে স্থান দিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রধানত দুইটি কারণ দেখিতে পাই। প্রথমত, প্রাকৃত ভাষা সাধারণ লোকসমাজে কথিত হইত; এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। সংস্কৃতের "মধুরকোমলকান্তপদাবলীর" রচয়িতা "সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা" ইত্যাদি বলিয়া নিজ কবিতার মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তিনি যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়া-ছেন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাকৃতের মাধুর্য্য তাহা অপেক্ষাও অধিক ও বিলক্ষণপ্রকার। আমাদের বঙ্গদেশের বর্ত্তমান

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত মধুর

প্রাকৃত বাঙ্‌লা ভাষার যে মাধুর্য্য আছে, সংস্কৃতের ক্ষমতাও নাই যে তাহার নিকটে বসিতে পারে। সংস্কৃত যতই সমৃদ্ধ হউক না, বিদ্যাপতির কবিতার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে তাহার শক্তি হইবে না। "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" ইত্যাদি কবিতাকে কোনো সংস্কৃতকবি ঐ মাধুর্য্য অক্ষত রাখিয়া সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মাধুর্য্যের প্রভেদ

মাধুর্য্যসম্বন্ধে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কি প্রভেদ তাহা "সর্ব্বভাষাচতুর" রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরীতে যেরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া হয়তো বলা যায় না। তিনি তাঁহার ঐ দৃশ্যকাব্যখানির প্রস্তাবনার মধ্যে সংস্কৃত ছাড়িয়া কেন তাহা প্রাকৃতে রচনা করিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া-

বলেন যে, সংস্কৃতরচনা পরুষ, আর প্রাকৃতরচনা সুকুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও তাহাই।[২] যে-কোন পদ লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ন ব ম ল্লি কা হইতে ন ব মা লি কা কোমল। ন ব মা লি কা ইহা হইতে কোমলতর ণো মা লি আ। ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এইরূপ মু কু ল অপেক্ষা ম উ ল, ন দী অপেক্ষা ণ ঈ পদ যে অধিক মধুর তাহা যে-কেহ বলিবেন। আবার নি শ্বা স অপেক্ষা নী সা স, দু র্ল ভ অপেক্ষা দূ ল হ, ক্লে শ অপেক্ষা কি লে স পদ যে মধুরতর তাহা কে না স্বীকার করিবেন?

প্রাকৃতব্যকরণ

এই মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট হইয়া একদিন ভারত বিশেষ ভাবে প্রাকৃত আলোচনা করিয়াছিল, এবং সেই প্রাকৃতকে শিষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য কত-কত পণ্ডিত কত-কত প্রাকৃত ব্যকরণ রচনা করিয়াছিলেন। কালের গতিতে আজ সেই সমস্ত ব্যকরণের কোনকোনখানির কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।[৩] সাহিত্যদর্পণকার "সাহিত্যার্ণবকর্ণধার" বিশ্বনাথ "অষ্টাদশ-

---

২। "সূত্রধারঃ—তা কিন্তি সক্কয়ং পরিহরিয় পাউঅবন্ধে পউট্টো। কঈ?
পারিপার্শ্বিকঃ— সব্বভাসাচউরেণ তেণ ভণিঅং জ্জেব। জহা—

ফরুসা সক্কঅবন্ধা, পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুসমহিলাণং জেত্তিয়মিহন্তরং তেত্তিয়মিমাণং॥"

কর্পূরমঞ্জরী, ৮-৯ পৃষ্ঠা।

গউড়বহ (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা বাক্‌পতিও বলিয়াছেন যে, নবীন অর্থ ও রচনামধুর সমৃদ্ধ বন্ধন জগতে অবিরলভাবে কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া যায় (৯২)। সময়ে সময়ে সংস্কৃত যে কত কঠোর হয়, তাহা গউড়বহের টীকাকার একটি শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন (৬৫)—

'দংষ্ট্রাগ্রর্দ্ধ্যা প্রাগ্ যো গ্রাক্ ক্ষ্মামন্বক্‌স্থামুচ্চিক্ষেপ।
দেবব্রুগভিদ্‌দৃষ্বিক্‌স্তুতাঃ সোহব্যাদ্বোহজঃ সর্পাং কেতুঃ॥''

এস্থলে কবীরের এই কথাটি তুলিতে পারা যায়—

"সংস্কৃত কূপজল কবীরা, ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৌ তবহি ডুবৌ শান্ত হোয় শরীর॥"

৩। শাকল্য, ভরত, কোহল ও বসন্তরাজ-প্রভৃতির প্রাকৃতব্যকরণ দেখা যায় না।

ভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ” ছিলেন। এই অষ্টাদশ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত একটি, এবং অন্য সতেরটি প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার পিতা ভা ষা র্ণ ব নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুত্রের কথায় জানিতে পারা যায়, তাহাতে বিবিধ প্রাকৃত ভাষার লক্ষণ লিখিত হইয়াছিল।[৪]

প্রাকৃতকাব্যের প্রশংসা

আমরা আজকাল প্রাকৃত জানি না বলিয়াই তাহার আদর করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা তাহা জানিতেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাহার যশ গাহিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বাণভট্টের ন্যায় সংস্কৃতকবিও প্রবরসেনের সে তু ব ন্ধ ও সাতবাহন নরপতির গা থা স প্ত শ তী র প্রশংসা না করিয়া নিজের প্রথম কাব্য (হর্ষচরিত) আরম্ভ করিতে পারে নাই।[৫]

প্রাকৃতকাব্যের সমৃদ্ধি

সংস্কৃত ভাষা অতিসমৃদ্ধ ইহা কোন মূর্খ স্বীকার না করিবে? কিন্তু এই সমৃদ্ধির জন্য সংস্কৃতকে যে প্রাকৃতের নিকট গিয়া কতক সম্পদ্ অর্জ্জন করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গুণঢ্যের বৃ হ ৎ ক থা আজকাল বিলুপ্ত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার সার অংশ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যত দিন সংস্কৃতসাহিত্য জীবিত থাকিবে, অতি-আদরের সহিত তাহা পূজিত ও আদৃত হইবে।

পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত বৃ হ ৎ ক থা র গৌরব

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। ইহার মধুর রস পান করিয়া সংস্কৃতকবিগণ স্বস্ব কাব্যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া

কিন্তু প্রাকৃতসর্ব্বস্বকার মার্কণ্ডের গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া নিজের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৫। "অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥
কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥" হর্ষচরিত, ১ম, উচ্ছ্বাস, ১৩-১৪।

গিয়াছেন। বৃহৎকথা অতিমধুর ছিল বলিয়াই মহাকবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র তাহা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বৃ হ ৎ ক থা ম ঞ্জ রী নামে প্রচার করেন।[৭] বুদ্ধস্বামীর বৃ হ ৎ ক থা-শ্লো ক সংগ্রহ আর একখানি এই জাতীয় গ্রন্থ।

বৃহৎকথা হইতে সংস্কৃতে বিবিধ কাব্যের উৎপত্তি

বাণভট্টের কাদম্বরীর যে কথাভাগ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সমাজ মুগ্ধচিত্ত হন, তাহা বাণভট্টের নিজের উদ্ভাবিত নহে; গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষায় রচিত ঐ বৃহৎ-কথাই তাহার মূল, বৃহৎকথা হইতেই তিনি এই কথাভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়-দর্শিকা, বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, ভবভূতির মালতীমাধব, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি-প্রভৃতি ঐ বৃহৎকথারই অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতভাষা পূর্ব্বে এইরূপই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

সংস্কৃত শব্দে প্রাকৃতের প্রভাব

বেদভাষার সহিত প্রাকৃতের সম্বন্ধ পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এবং দেখা গিয়াছে যে, ঐ উভয় ভাষায় কিরূপ সাদৃশ্য আছে। লৌকিক সংস্কৃত আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, এবং কত শব্দ প্রাকৃতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতে বহুস্থলে সংস্কৃতের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হইয়া থাকে।[৮]

৬। বাসবদত্তায় সুবন্ধু, হর্ষচরিতে বাণ, কাব্যাদর্শে দণ্ডী, দশরূপকে ধনঞ্জয়, এবং অন্যত্র অন্যান্য আরো অনেক কবি ইহার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

৭। "যথা মূলং তথৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ।"

৮। মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতে নকার স্থানে সর্ব্বত্র ণকার হয় (প্রা. প্র. ২. ৪২; হে. চ ৮ ১. ২২৮)। আবার পৈশাচী প্রাকৃতে ণকার স্থানে সর্ব্বত্র নকার হয় (প্রা. প্র ১০. ৫; হে. চ. ৮. ৩ ৩০৬)। ইহা হইতেই "ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ" এই বচনের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বাভাবিক-ণত্ববিধির মূলও ইহাই বলিয়া বোধ হয়।

তাহার উদাহরণাবলী

আপাস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে ও তাহার অভাব নাই। যথা, না ম স্থলে ণা ম (১০.১৪.১); এ ন ম্ স্থলে এ ণ ম্ (১৪.২৭.৭); অ নূ ক স্থলে অ ণূ ক (১৬.১৩.৬)।[৯]

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, অ নু-লে প ন স্থলে অ নু লে প ণ (১.৩.১১.১৩. ; ১১.৩২.৫)।

প্রাকৃত ও পালিতে বহুস্থলে সমাসে, এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে ঈকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে (১. § ১১ ; ৫.§৩৫)। এ উদাহরণও সংস্কৃতের মধ্যে বিরল নহে। যথা, আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে স্ত্রি-ব্য ঞ্জ ন (৮.৬.১); গ র্ভি ণি-প্রা য় শ্চি ত্ত (৯.১৯.১৪), ন দি-দ্বী প (১৫.১৬.২,৩)। আবার প ত্নি য়ঃ (২১.১৭.১৫); প ত্নি ভিঃ (১৪. ১৫.২)। প ত্নি ও গ র্ভি ণি এই দুই শব্দ তৈত্তিরীয়সংহিতা ও তৈত্তি-রীয় ব্রাহ্মণেও স্থানে-স্থানে হ্রস্ব-ইকারান্ত দেখা যায়।[১০] আবার রামায়ণেও (৭.৪৯.১৪) মু নি প ত্নি য়ঃ লিখিত হইয়াছে। আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রে (৯.১) চ তু র্থি প্র ভৃ তি পদ দৃষ্ট হয়। দ্রষ্টব্য—গোপথ-ব্রাহ্মণে (পূর্ব্ব. ২. ৮) ম হ র্ষি ষেঃ। রামায়ণে বহুস্থলে এইরূপ অপর প্রয়োগও আছে। যথা, ল ক্ষ্মি-স ম্প ন্ন (১.১৮.৩০ ; ৬.১৪.১০); ল ক্ষ্মি-ব র্দ্ধ ন (১.১৮.২৮. ; ৩.১০১. ২৪); কে ত কি-পু ষ্প (৪.২৮.২৮)।[১১]

লৌকিক সংস্কৃতের শব্দাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে অবিজ্ঞাতভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি-প্রভৃতি মহাকবিগণও ঐরূপ অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

৯। See Dr. Richard Garb's Preface to the Āpastamba Shrauta-sūtra (A. S. B.), Vol. III, pp. vi—xi.

১০। যথা, প ত্নি —তৈ. ব্রা. ২. ৩. ১০. ২ ; গ র্ভি ণি—তৈ. স. ২. ১. ২. ৬ ; আপ. শ্রৌ. ১৯. ১৬. ১০।

১১। আবার জু হ বে ত্র জিং (৬. ৮০. ৫) গৃ হ গৃ হ্ন নাং (৬. ৭৫. ১৪)।

সংস্কৃতে পশুর খুর (শফ) ক্ষু র ও খু র এই উভয় শব্দই পাওয়া যায়। যেমন ক্ষী র হইতে প্রাকৃতে খী র হয়, সেইরূপ ক্ষু র হইতে খু র হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। একই অর্থ বুঝাইতে এতাদৃশ দুইটি শব্দ যুগপৎ উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই কালিদাস নির্বাধে খু র শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—"তস্যাঃ খু র ন্যাসপবিত্রপাংশুম্" (রঘু, ১.৮৫.২.২, ; দ্রঃ—মনু. ৪.৬৭)। নাপিতের ক্ষৌরকর্ম্মের অস্ত্র বুঝাইতেও অবিশেষে ক্ষু র ও খু র উভয় শব্দই প্রযুক্ত হয়। আবার ক্ষু র প্র ও খু র প্র উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে গো ক্ষু র এবং গো খু র (শব্দরত্নাবলী) দুইই দেখিতে পাই। আবার ক্ষু রী ও ছু রী, এবং ক্ষু রি কা ও ছু রি কা উভয় রূপই প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য ক্ষু রী হইতে ছু রী, এবং ক্ষু রি কা হইতে ছু রি কা হইয়াছে (১.§২০)।

সংস্কৃত ঋ ক্ষ হইতে পালিতে অ চ্ছ হয় (১.§২)।[১২] কিন্তু ভল্লুকার্থে ঋ ক্ষ শব্দের ন্যায় অ চ্ছ শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে। জল-প্রান্ত-অর্থে ক চ্ছ শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা প্রাকৃতের নিয়মানুসারে ক ক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক ক্ষ হইতে ক চ্ছ, এবং ক চ্ছ হইতে বাঙ্গলায় কা ছ (নিকটার্থক) হইয়াছে। য মু না ক চ্ছ, ন দী ক চ্ছ ইত্যাদি শব্দের আক্ষরিক অর্থ যমুনার কাছ, নদীর কাছ, ইত্যাদি।[১৩]

সংস্কৃতে প্রি য়া ল শব্দ সুপ্রসিদ্ধ; আবার তাহা হইতেই উৎপন্ন প্রাকৃত পি য়া ল শব্দ সংস্কৃতে বেশ চলিয়া গিয়াছে। কালিদাস লিখিয়াছেনঃ—

"মৃগাঃ পি য়া ল দ্রুমমঞ্জরীণম্।" কু. স. ৩. ৩১।[১৪]

১২। প্রাকৃতে রি চ্ছ, প্রা. প্র. ১. ৩০, ৩. ৩০ ; কু. পা. ২. ৯০।

১৩। দ্রষ্টব্য : নিরুক্ত ৪. ৩. ২।

১৪। রাজনির্ঘণ্টে প্রি য় সা ল বৃক্ষের কথা দেখিয়াছি। এই প্রি য় সা ল হইতেই প্রাকৃত নিয়মানুসারে প্রি য়া ল ও পি য়া ল শব্দের উৎপত্তি। দ্রঃ—হে. চ. ৮. ১. ২৬৭—২৭১।

সংস্কৃত গ ণ্ড হইতে প্রাকৃতে গ ল্ল, এবং তাহা হইতে আমাদের গা ল হইয়াছে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গ ল্ল শব্দটি সংস্কৃতের মধ্যে বেশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভবভূতিও এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

"পাতালপ্রতিমল্ল গ ল্ল বিবরপ্রক্ষিপ্ত সপ্তার্ণবম্।" মাল. মা. ৫. ২২।

গ ল্ল শব্দটি যে গ্রাম্য (অর্থাৎ প্রাকৃত) কাব্যপ্রকাশকার (৭ উল্লাসে) তাহা বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন ;[১৫] এবং বামনও স্বকীয় কাব্যালঙ্কার-সূত্রে (২.১.৭) তাহা বলিয়াছেন।

ব জ্র হইতে পালিতে যেমন ব জি র হইয়াছে, সেইরূপ চন্দ্র হইতে চ ন্দি র (ভা. বি. ১.১৩ ; ৪. ১), এবং ই ন্দ্র হইতে ই ন্দি র (স্ত্রীলিঙ্গ ই ন্দি রা) শব্দ বস্তুত প্রাকৃত হইলেও সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ব র্ষ হইতে যেমন প্রাকৃতে ব রি স, স র্ষ প হইতে স রি স প ইত্যাদি হইয়া থাকে,[১৬] সংস্কৃতেও সেইরূপ মা র্ষ (√মৃ ষ হইতে) শব্দকে মা রি স, বা মা রি ষ করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ; এবং ঐ উভয় শব্দ সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।[১৭] বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, মা র্ষ অপেক্ষা মা রি ষ শব্দেরই প্রয়োগ সংস্কৃতে অধিক দেখা যায়। "সাহিত্যার্ণবকর্ণধার" কবিরাজ বিশ্বনাথ প্রাকৃতজ্ঞ ও "অষ্টাদশভাষা-বারবিলাসিনীভুজঙ্গ" ছিলেন। তিনি মা রি ষ শব্দই লিখিয়া গিয়াছেন।[১৮] কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এই প্রসঙ্গে ম র্ষ (=মা র্ষ) লিখিয়াছেন।

১৫। "তাম্বূলভৃত গ ল্লো ২য়ং ভ ল্লং জল্পতি মানুষঃ। করোতি খাদনং পানং সদৈব তু যথা তথা।" ভ দ্র হইতে ভ ল্ল, এবং তাহা হইতে ভা ল হইয়াছে। এইরূপ প র্ণ হইতে প ণ্ণ, এবং তাহা হইতে পা ণ বা পা ন শব্দের উৎপত্তি।

১৬। প্রা ল ৩. ৩০ ; প্রা. প্র ৩ ৫৯—৬৬।

১৭। যথা, মা র্ষ— 'আত্ত মা র্ষ বোধিসত্ত্বোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি," ল বি. ২৪৮, অ. চি. ২. ২৪ ; ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আবার ম ষ (এবং ম র্ষ ক) দেখা যায়, ১৭. ৭৩। মা রি ষ যথা, দে. ভা. ১, ১১, ৬৫, মহা. ভা. ৭, ২৬, ১২, অমর, ১, ৭, ১৪ ; ম. পু, ২, ৪৯ ; বি. পু, ১, ১৫, ৫০ ; ভা. ৯. ২৪, ২৭।

১৮। সা. দ. ৬. ১৪৮।

অমরসিংহ কেবল মা রি ষ ধরিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র উভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নিয়মেই মূল শ্লথ হইতে শি থি ল হইয়াছে। ১৯

শিক্ষাকারগণের মতে উষ্ম বর্ণে সংযুক্ত রেফকে "রে" করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যথা, দ র্শ তং (বা. স. ১৮. ১৭) স্থলে দ রে শ তং উচ্চারণীয়। ২০ এই উচ্চারণের মূল পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃতপ্রভাবই মনে আসে; প্রাকৃতনিয়মেই এই বিশ্লেষণ বৈদিক মন্ত্রেরও উচ্চারণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যদিও সেই উচ্চারণ অনুসারে ঐ মন্ত্রগুলি পরবর্ত্তী কালে রূপান্তরে লিখিত হয় নাই। উচ্চারণ অনুসারে ভাষা যে সব সময় লিখিত হয় না, তাহা বাঙ্গলা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ।

শিক্ষা ও প্রতিশিখ্য-সমূহে যে স্বরভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাও এখানে প্রণিধানের বিষয়।২১

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে সংশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরসংযোগে যেমন বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে সেইরূপ বিশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরবিয়োগে সংশ্লিষ্ট করার উদাহরণও সংস্কৃতে বিরল নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কাব্যে মধু-অর্থে ম র ন্দ শব্দ প্রচলিত আছে; ২২ কিন্তু ইহা প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত ম ক র ন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ কি স ল য় হইতে কি স ল ২৩ শব্দও আছে। ২৪ ঐতরেয়োপনিষদের (৫.৩) জা রু জ শব্দও এইরূপে জ রা যু জ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতে দে ব কু ল হইতে দ উ ল, রা জ কু ল হইতে রা উ ল প্রভৃতি শব্দ

১৯। শ্লথ> শি লি থ> শি থি ল; এইরূপ পরিবর্তন প্রাকৃতে অনেক পদে দেখা যায়। যথা, ল ঘু ক হইতে হইল হ লু ক (অ, ইহা হইতে বাঙ্লায় হা ল কা। দীর্ঘ হইতে দী হ র (অথবা দী ঘ র, বাঙলা দী ঘ ল)। হে চ. ৮.২.১২১—১২৪ দ্রষ্টব্য।

২০। প্রতিজ্ঞাসূত্র. ২; কেশবীশিক্ষা. শি. সং, ১৪১, প্রতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ১৯২; ইত্যাদি।

২১। তৈ. পা. ২১. ১৫; প্রতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা. শিং সং, ২৯৩; অমরেশনির্ম্মিতা বর্ণরত্নপ্রদীপিকা শিক্ষা. শি সং, ১২১; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি. সং: ১৭।

২২। ভা. বি. ১, ৪, ৯, ১৪।

২৩। Apte's Sanskrit-English Dictionary.

২৪। লক্ষণীয়—কু সু ম হইতে সু ম, ভা বি. ১. ৮৪।

দ্রষ্টব্য। এই নিয়মনুসারেই পু রা ত ন হইতে প্রাকৃতে পু রা ণ হইয়াছে। কিন্তু বৈদিককাল হইতেই ইহা সংস্কৃতে চলিতেছে। সংস্কৃত মা তা হইতে এইরূপেই প্রাকৃতে মা আ (অথবা মা য়া), এবং তাহার পর মা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্থে মা শব্দ সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মী মাতার ন্যায় লোকগণকে পোষণ করেন বলিয়াই তিনি লো ক মা তা এবং সেই জন্যই তিনি মা ; অন্যথা লক্ষ্মীর মা-নাম হইবার অপর তেমন কারণ নাই। বাঙ্‌লায় আমাদের মা য়া অথবা মে য়া, বা মে য়ে শব্দ চলিত আছে। ইহার সহিত পালির স্ত্রীজাতিবাচক মা তু গা ম শব্দ তুলনীয়। মা তু গা ম শব্দের সংস্কৃত মা তৃ গ্রা ম অর্থাৎ মা তৃ-শ্রে ণী অর্থাৎ মাতৃজাতি। বাঙ্‌লাভাষীরাও এইরূপে সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মা য়া (অথবা মে য়া, বা মে য়ে) অর্থাৎ মা তা বলিয়া সম্মান করিয়াছেন।

বাঙ্‌লায় না রা য় ণ স্থানে না রা ণ বলিবার মূলেও ইহাই। এবং এইরূপেই অ ন্ধ কা র (>অ ন্ধ আ র>) হইতে আ ন্ধা র, কু ম্ভ কা র (>কু ম্ভ আ র<) হইতে কু ম্ভা র বা কু ম্মা র, বা কু মা র; এবং উ প বা স ইত্যাদি হইতে উ পা স ইত্যাদি হইয়াছে।

বিশ্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করিবার পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই চ রি তু ং হইতে চর্ত্তু ং (মহা. ভা. ২. ১১২. ১৮-২১.), প রি ষ ৎ হইতে প র্ষ ৎ,[২৫] পা রি ষ দ হইতে পা র্ষ দ, -নূ ত ন[২৭] হইতে নূ ত্ন, এবং প্র ত ন হইতে প্র ত্ন হইয়াছে.[২৮] প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে ব্যো ম নী ও ব্যো ম্নী, এবং

২৫। বৌ. ধ. সূ. ১. ১. ৮ ; বা. স. ১.৯।

২৬। ছা. ৩.১৬.২।

২৭। নূ ত ন শব্দের নূ হইয়াছে ন ব শব্দ হইতে ; দ্রষ্টব্য—"নবস্য নূ আদেশঃ." —পাণিনি ৫.৪.২৫, বার্ত্তিক।

২৮। দ্রষ্টব্য—বার্ত্তিক, পাণিনি, ৫. ৪. ২৫.। রত্ন হইতে র ত ন হয়। এইরূপ নূ ত্ন হইতেই নূ ত ন. এবং প্র ত্ন হইতেই প্র ত ন হইয়াছে বলিতে পারা যায় ; কিন্তু স না ত ন, অদ্য ত ন ইত্যাদি বহু স্থলে ত ন দেখা যাওয়ায় ইহাকেই আদিম বলিয়া ধরিতে হয়।

সপ্তমীর একবচনে ব্যো ম নি ও ব্যো ম্নি প্রভৃতি পদও এইরূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অমরেশশিকায় (শি. সং. ১২৮) ত্তৈ স্তি ম্নী ন্না ণাং স্থলে ত্তৈ ত্রা ণাং পদের পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অপর কারণ দেখা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ প ক্ষঃ পদটিও এই নিয়মেই প ম শঃ হইতে সংশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার যাস্কের মত ধরিলে বলিতে হয় যে, এই নিয়মেই অ গ্র ণী (নী) হইতে অ গ্নি পদ হইয়াছে (অ গ্র ণী — অ গ্ গ নী — অগ্নি)।[২৯]

স্বরবিয়োগাদির দ্বারা শব্দকে এইরূপ সংশ্লিষ্ট করিবার একমাত্র কারণ দ্রুত উচ্চারণ, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। সমস্ত ভাষাতেই এইরূপ আছেন। বাঙ্লায় প ড়ি তে স্থানে প ড়্ তে, ব লি তে স্থানে ব ল্ তে, ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ।

দন্ত্য স স্থানে তলব্য শ, অথবা তালব্য শ স্থানে দন্ত স সংস্কৃতে এত হইয়াছে যে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। মগধীপ্রাকৃতে সাধারণত সর্ব্বত্রই তালব্য শকার, এবং অন্যান্য প্রকৃতে সর্ব্বত্রই দন্ত্য সকার প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃতের মধ্যে যে এই বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ প্রাকৃতপ্রভাব ভিন্ন কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যে √স দ্ ও √শ দ্[৩০] উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু যদিও তাহারা ধাতুপাঠে পৃথক-পৃথক উক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাহারা

২৯। "অগ্নিঃ কস্মাৎ ? অ গ্র ণী র্ভব তি। অ গ্রং হি যজ্ঞেষু প্রণীয়তে।" অপর নির্ব্বচন— "অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ, অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, ন ক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ, ইতাদ্, অক্তাদ্ দগ্ধাদ্ বা, নীতাৎ। স খল্বেতেরকারমাদত্তে, গকারমনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ।" নি. ৭. ৪. ১।

৩০। দ্রঃ—"অগ্নি র্ব্বা ব শ শা দ, অগ্নে র্ব্বা ব শা দ মধ্বরা বা ব শে ব্লুঃ"—শত. ব্রা ৪. ১. ২. ১৬।

সর্ব্বপ্রথমে একই ছিল। বৈদিক সাহিত্য হইতেই এইরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কন্যার ভ্রাতা-অর্থে আমরা শ্যা ল শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু ঋগ্বেদের (১. ১০৯. ২) প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বে তাহা স্যা ল ছিল, পরে প্রাকৃত উচ্চারণে শ্যা ল হইয়াছে। যাস্কের সময়েও স্যা ল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১]

বাঙলার কুলো-অর্থে সংস্কৃতে শূ র্প, সূ র্প উভয় পদই দেখা যায়। কিন্তু আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বে শূ র্প ছিল, তাহার পর সূ র্প হইয়াছে; সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তে আমরা শূ র্প শব্দই দেখিতে পাই।[৩২]

বৈদিক সংস্কৃতে আমরা সর্ব্বত্রই ব সি ষ্ঠ দেখিতেছিলাম, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে তাহার আর একটি রূপ হইয়াছে ব শি ষ্ঠ।

বক্ষ্যমাণ শব্দযুগ্মকগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে একটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে:—বি কা স তে, বি কা শ তে; বি ক স তি, বি ক শ তি; কি শ ল য়, কি স ল য়; ইত্যাদি। আবার কো ষ, কো শ; পরিচ্ছদার্থে বে ষ, বে শ। বৈদিক কালে সূ ক র (ঋ. স. ৭. ৫৫. ৪; অথ. স. ২. ২৭. ২) ছিল, পরে শূ ক র হইয়াছে। এইরূপ স র ল (বৃক্ষ), শ র ল; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ কখনই যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, প্রাকৃতসংসর্গে উচ্চারণের ভেদেই ইহারা মূলত এক হইলেও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মূল এক-একটি ধাতুর প্রাকৃতপ্রভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতের নিয়মে আদি যকারস্থানে জকার হয়,[৩৩] এবং সেই নিয়মেই বর্জ্জনার্থক √যু গি হইতে √জু গি, এবং দীপ্ত্যর্থক √ যু তৃ

৩১। "স্যা ল আসন্নঃ সংযোগেনেতি নৈদানাঃ, স্যাল্লাজানাবপতীতি বা"—নি. ৬. ২.৬।

৩২। অথ. স. ৯. ৬. ১৬, ইত্যাদি; শত. ব্রা. ১. ১. ১. ২২, ইত্যাদি; নি. ৬ ২ ৬।

৩৩। প্রা. প্র. ২. ৩১।

হইতে √হু তৃ হইয়াছে। অথবা মাগধীপ্রাকৃতের নিয়মে[৩৪] √হু গি হইতেই √যু গি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অন্যত্রও এইরূপ। ...প্রাকৃতের নিয়মেই (১।৪৩৮) √ব গি হইতে √ত গি, √ব ক হইতে √ত ক, এবং √ব, হইতে √ স্থ হইয়াছে।[৩৫]

√ চ র্ এবং √চ ল্ ধাতু একই।[৩৬] আবার, √ম্ র্ ক্, - √ম্ ল্ ক্, ও √ম্ র্ চ্, √ম্ ল্ চ্ এই চারিটি ধাতু বস্তুতঃ এক।

প্রাকৃত প্রথায়েই √কৃ ক্ হইতে √কুক্ ধাতু হইয়াছে। এইরূপ ক্রীড়ার্থক √ খে ল্ ও √খে ল্,[৩৭] গত্যর্থক √পে ল্ ও √ফে ল্,[৩৮] সেচনার্থক √গৃ ও √ঘৃ, ভোজনার্থক √চ ম্, √ছ ম্, √জ ম্, √ঝ ম্ ধাতু মূলত এক। এইরূপ √কা স্ ও √ কা শ্, √ভ্র ন্ শ্ ও √ভ্র ন স √বা স্ ও √বা শ্, √স্র ন্ ভ্ ও √শ্র ন্ ভ্ এবং √স্ব, ও √হ্ব ইত্যাদি। ধাতুপাঠে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই এতাদৃশ ভূরি-ভূরি ধাতু পাওয়া যাইবে। উচ্চারণের বৈচিত্র্যে এইরূপেই এক-একটি ধাতু ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং যদিও তাহারা মূলত এক, তথাপি সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ধাতুগণ যে ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।[৩৯]

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এই জন্য প্রাকৃতে সকারান্ত শব্দগুলির সকারের লোপ হইয়া থাকে। যথা, ম ন স্ শব্দ প্রাকৃতে হইবে ম ন। সংস্কৃত মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে এই পদ্ধতি অজ্ঞাতে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (১. ১. ২১)

৩৪। "জ-দ্য-যাং যঃ"—হে. চ. ৮. ৪, ২৯২।

৩৫। ধাতুপাঠে √ব অর্থ শব্দ ও উপতাপ লিখিত হইলেও ঋগ্বেদে (২. ৩ ১৮ ১) তাহা গতি-অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, যাস্কও তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি. ৬. ২। ৬)।

৩৬। মাগধীপ্রাকৃতে রকার-স্থানে লকার হইয়া থাকে, হে. চ. ৮. ৪ ২৮৮।

৩৭। ক=খ, যথা, কী ল=খী ল।

৩৮। প=ফ, যথা, প রু ষ= ফ রু ষ।

৩৯ "মিলি-ক্ষবি-ক্ষপি-প্রভৃতীনাং ধাতুত্বং, ধাতুগণস্যাপরিসমাপ্তেঃ। বর্দ্ধত এব ধাতুগণ ইতি হি শব্দবিদ আচক্ষতে।" কা. সূ. ৫ ২. ২।

অ ধ স্ শব্দকে অ ধ করা হইয়াছে। ৪০ আবার তাহাতেই স র্ব তঃ স্থলে স র্ব ত পঠিত হইয়াছে।৪১ সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা, "পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়া শি রে ;৪২ এখানে শি র স্ শব্দকে শি র বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (১. ৯১. ৫) অ নো কঃ শা য়ী স্থলে অ নো ক শা য়ী পদ দেখা যায়। এতাদৃশ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই বৈয়াকরণগণ বলিয়াছেন যে, সমস্ত সকারান্ত শব্দই বিকল্পে অকারান্ত হয়। এইরূপেই আকাশবাচী বি হা য় স্ হইতে বি হা য় হইয়াছে, আবার বি হা য় স ;৪৩ এবং ব্যো ম ন্ হইতে ব্যো ম ন শব্দও সংস্কৃতে পাওয়া যায়।৪৪ ভাগবতে (৩. ২৫. ৫) বি ন্দু স রে (=স র সি), আবার জ লৌ কাঃ (১০. ১. ৪০) স্থলে জ ল্ কা লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে (৩. ৪৯.৩৮, ৫০.১) জ টা য়ু স্ এবং জ টা য়ু এই উভয় শব্দেরই অসকৃৎ প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ পা পী য স্ হইতে পা পী য়া নি (গো. ব্রা. পূর্ব্ব. ২.৩)।

প্রাকৃতে সন্ধির কি প্রণালী তাহা মূল গ্রন্থের স ন্ধি ক ল্প দেখিলেই বুঝা যাইবে। ঐ নিয়মে পালি-প্রাকৃতে হি+এ তং=হে তং হইবে। সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ বহুল আছে। যথা কু ল টা, শ ক ন্ধু, ক র্ক ন্ধু, সা র ঙ্গ, ইত্যাদি। এতাদৃশ সন্ধিকে নিয়মিত করিবার জন্যই বার্ত্তিক-কার কাত্যায়নকে একটি সূত্র করিতে হইয়াছে।৪৬ স্থূ লো ঠ, স্থূ লো তু প্রভৃতি পদের জন্যও তিনি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন ;৪৭ এবং

৪০। "অ ধা স ন শা য়ী ;" টীকাকার হরদত্ত এখানে লিখিয়াছেন—"অধঃশব্দস্য সবর্ণদীর্ঘশ্ছান্দসঃ, অপপাঠো বা।"

৪১। "স র্ব্ব তো পে তং বার্ধ্যায়ণীয়ম্"—আ. ধ. সূ. ১. ৬. ১৯. ৮.। হরদত্ত এখানে 'ছান্দোসো গুণঃ" লিখিয়াছেন।

৪২। বায়ুপুরাণ (?)।

৪৩। তুলনীয়—আ চা র্যা ব চ স (শত. ব্রা. ১১. ২. ৬ ৬)। এইরূপেই ব্যাকরণোক্ত ব্র হ্ম ব র্চ স প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

৪৪। "গগনং পুষ্করং ঘর্মং খমভ্রং ব্যো ম নং হরং। ব্যো ম নী রং বি হা য় শ্চ বিহায়শ্চ বি হা য় স ম্।" মহেশ্বরমিশ্রকৃত পর্য্যায়রত্নমালা, MS. p. 1178.

৪৫। অথ. স. ২. ৩২. ২, ৫. ২৩. ৯ ; শত. ব্রা. ১৩. ৩. ৬. ২।

৪৬। পা. ৬. ১.৯৪।

৪৭। পা. ৬. ১. ৯৪।

পাণিনিকেও শি বা য়ো ম্, শি বে তি প্রভৃতি পদের জন্য সূত্র করিতে হইয়াছে।[৪৮] প্রাকৃতে যাহা অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বৈয়াকরণগণের চেষ্টায় সংস্কৃতে প্রতিরুদ্ধ হইলেও তাহা মধ্যে মধ্যে নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হয় নাই। এইজন্য এতাদৃশ পদ প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আমরা দেখিতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১. ৪.৪. ৩) কা+ই তি—কা তি দেখা যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণে (পূর্ব্ব. ২. ৬) মে+আ য়ুঃ—মে য়ুঃ করা হইয়াছে। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে (১. ১. ২. ১৩) পা দো ন (পা দ+উ ন) স্থানে পা দূ ন পদ দৃষ্ট হয়।[৪৯] ভাগবতে (৮.২২.২) মে+ঈ রি তং—মে রি তং লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা এরূপ প্রাকৃত প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাই। মহাভারতে মে+আ স্তং সন্ধি করিয়া মে স্তং করা হইয়াছে।[৫০] ভগবদ্গীতায় (১১. ৪১) স খে+ই তি সন্ধি করিয়া স খে তি লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে তু ণাঃ+অ গ্র—তু ণা গ্র (৬. ৭১. ২০), ল ক্ষ ণঃ+উ বা চ—ল ক্ষ ণো বা চ (৬. ৮৪ ৬), ত তঃ+উ বা চ—ত তো বা চ (৩. ১৩. ১২.; ৬. ৯৫. ৯), এ ষঃ+আ-হি তা গ্নিঃ—এ ষো হি তা গ্নিঃ (৬. ১০৯. ২৩)। এইরূপ অ প্স রঃ+উ র গঃ—অ প্স রো র গ (৭. ৪২. ২১)। কঠোপনিষদের (১. ৩. ১২) গূ ঢো ত্মা শব্দও এই প্রকার। ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ন ভঃ+ও ক স্—ন ভো ক স্, এইরূপ সঃ+উ প বি বে শ—সো প বি বে শ (১. ১৯. ২৯) দৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া রামায়ণে আরো অনেক প্রাকৃত প্রয়োগ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, সাধারণত সর্ব্বত্র বি দ্যু ৎ

৪৮। পা. ৬. ১. ৯৫।

৪৯। এইরূপেই পা দূ ন অথবা প দূ ন হইতে প উ ন, এবং শেষে পৌ নে কথা বাঙ্লায় আসিয়াছে।

৫০। "বিবৃত্তক ততো মে স্তং প্রবিষ্টা চ সরস্বতী"—মহা, শান্তি, ৩১৮,৭।

জি হ্ব পদ প্রযুক্ত হইলেও (৬ ৩১. ৬. ৯ ; ইত্যাদি) প্রাকৃতের নিয়মে অন্তস্থিত তকারের লোপে আবার বি দ্যু জি হ্ব লিখিত হইয়াছে (৬. ৩২. ৪১) [৫১] ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ত ড়ি ত পদ দেখা যায়।

প্রাকৃতে ৎ+স—চ্ছ হয় ১. §৩৫ ; যথা, ব ৎ স—ব চ্ছ, (বাঙলায় বা ছা)। রামায়ণেও (৬. ৪. ৬৭) উ ৎ সে ক স্থানে উ চ্ছে ক পদ রহিয়াছে।

পালি ও প্রাকৃতে হ্ন স্থানে ণ্হ হয় (১ §৩৬); যথা, ক হ্ন— ক ণ্‌ হ। সংস্কৃতের গু গ্‌ গু লু শব্দ এইরূপেই উৎপন্ন ; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৫. ৪. ১৭) উহার মূল গু ল্‌ গু লু পাওয়া যায়।

কতকগুলি ক্রিয়াপদও রামায়ণে প্রাকৃতের নিয়মে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা ব্র বী মি স্থলে ব্রূ মি (৬. ৯. ২০) ;[৫২] ক রো মি স্থলে কুর্মি (২. ১২. ৩৬) ;[৫৩] এইরূপ হা স্য সি স্থলে জ হি ষ্য সি (৬. ১০৬ ২৭)।[৫৪]

সংস্কৃতের ণিচ্‌ প্রত্যয় স্থলে পালিতে আ প য় এবং আ পে,[৫৫] এবং প্রাকৃতে আ বে প্রত্যয়ও হয়।[৫৬] রামায়ণের বক্ষ্যমাণ পদগুলির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়। যথা, জী বা পি ত (৭. ২৬. ২৭), ত র্জা প য় তি এবং ভ র্ৎ সা প য় তি (৬. ৩৪. ৯)। ভাগবতে (৩. ৩০. ২৭) ভি দা প ন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আশ্বলায়নগৃহ্য-সূত্রেও (১. ২৪. ৯) প্র ক্ষা লা প য়ী ত[৫৭] পদ দৃষ্ট হয়।[৫৮]

আবার শানচ্‌ প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন রামায়ণের চি ন্ত য়া ন (৬. ৪৬.

৫১। এখানে বি দ্যু জ জি হ্ব পাঠ স্বীকার করিলে ছন্দোরক্ষা হয় না ; "স বিদ্যু-জ্জিহ্বেন সহৈব তচ্ছিরঃ।" নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত পাঠই আছে।

৫২। দ্রঃ—৪. §৩১।

৫৩। পালিতে কু ম্মি পদ হয় : ৪. §৮০।

৫৪। ৪. §১৪৯. §টীকা।

৫৫। ৪. §২১৩, ২১৫।

৫৬। প্র. প্র ৭. ২৩।

৫৭। পালির আ প য় প্রত্যয়ের সম্বন্ধ ধরিলেও প্র ক্ষা লা প য়ে ত পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃতসন্ধিপ্রভাবে তাহা হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃতে এরূপ বহু পদ পাওয়া যায়, যথা—আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে অ ভি বা দ য়ী ত (১. ৫. ১২ ; ১৬ ; ১৪, ১৬ ; ২২) ; প্র সা র য়ী ত (১. ৬. ৩ ; ১. ৬১ ৮) ; প্র ক্ষা ল য়ী ত (১. ২. ২৪, ২৯ ; ৩. ৩৬) ; আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে বে দ য়ী ত (১. ২৩. ৯, ১০)। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রেও এইরূপ আছে।

৫৮। সংস্কৃতব্যাকরণের স্থা প য় তি, অ র্পা প য় তি, প্রভৃতি পদ তুলনীয়।

১৪, ৭. ৩৭. ৯), বে দ য়া ন (?), বি শ্র য়া ন (৬. ৫৯. ৯৫), প্রা র্থ য়া ন (৬. ৯৪. ১৩), ইত্যাদি পদগুলি পালির খা দা ন, চা য়া ন ইত্যাদি পদেরই ন্যায় (৫. § ১৫)। অন্যত্রও এইরূপ পদ দেখা যায়; যথা, মহাভারতে (১. ১. ১৭৬, ১৮১) দ র্শ য়া ন; বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে (১১. ৯. ৯) অ ধি গ চ্ছা ন; শ্রীমদ্ভাগবতে (৩. ১. ১৬) মা ন য়া ন, ইত্যাদি। আবার গোপথ ব্রাহ্মণে (পূর্ব্ব. ২.৪) ই চ্ছ য়া ন।

আবার অ ভি বে চ ন স্থানে রামায়ণে অ ভি ষি ঞ্চ ন)২. ১০৭. ৯), এবং ক র্ত্ত ন স্থলে ঔশনসস্মৃতিতে কৃ ন্ত ন পদ (আনন্দাশ্রমের স্মৃতি-সমুচ্চয় ৪৭ পৃঃ) প্রাকৃতভাবেই উৎপন্ন। ভাগবতেও (৩. ৩০. ২৭; ৬. ২. ৪৬) ইহার প্রয়োগ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬. ১. ৫) ন খ নি কৃ ন্ত ন শব্দসম্বন্ধেও এই কথা।

প্রাকৃতে প স্থানে ব হইয়া থাকে;[৫৯] যথা, শা প স্থানে সা ব, ইত্যাদি। এই নিয়মেই সংস্কৃতে ত্রি পি ষ্ট প এবং ত্রি বি ষ্ট প, জ পা এবং জ বা, এবং লি পি ও লি বি,[৬০] এই উভয়বিধ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।[৬১]

সংস্কৃতব্যাকারণানুসারে ব্রূ √ ধাতুর বর্ত্তমান কালেই আ হ, আহু প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক স্থলে অতীত কালে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। পালি ব্যাকরণে দেখা যায় যে, ঐ সকল পদ উভয় কালেই হইতে পারে।[৬২] অতএব আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পালি হইতেই এতাদৃশ প্রয়োগ আসিয়াছে। কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিকার বামনও লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ পদগুলি সংস্কৃতে অতীতকালেও ব্যবহৃত হয়।[৬৩]

৫৯। প্রা. প্র. ২. ১৫; হে. চ. ৮. ১. ২২১।

৬০। এখানে বর্গীয় ব গণনীয় নহে। পাণিনি (৩. ২. ২১) উভয় শব্দই ধরিয়াছেন

৬১। চূলিকা ও পৈশাচী প্রাকৃত-মতে (হে. চ ৮. ৪. ৩২৫) জ বা প্রভৃতি হইতেই জ পা প্রভৃতি হইতে পারে।

৬২। ক্রঃ—৪, §§৩২, ১২৯; স. সি, ১৮৩ পৃ. ৪৪ সূ, ২০০ পৃ. ৪৮৮সু.।

৬৩। কা. সূ. ৫. ২. ৪৪।

দেশী প্রাকৃতেরও অনেক শব্দ ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুরাবিশেষবাচী হা লা শব্দ খাঁটি দেশী প্রাকৃত। কিন্তু "হিত্বা হা লা-মভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং" (মেঘদূত ১.৫০) বলিয়া কালিদাস ও মাঘপ্রভৃতি অন্যান্য কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।[৬৪] এইরূপ আগ্রহ বা নির্ব্বন্ধ-অর্থে হে বা ক (স্বা. ম. ৬, বিক্রমা. ১৮, ১০১), এবং সুন্দর বা লাবণ্য-অর্থে ল ট ভ (বিক্রমা. ৮. ৩; ভর্ত্তৃহরি-বৈরাগ্য-শতক, ৩২)।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি একটুমাত্র দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, এতাদৃশ কত শব্দ তিনি সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্‌লার খি ড় কী (দরজা) অর্থে তিনি সংস্কৃত পাইয়াছেন খ ড় ক্কি কা।[৬৫] সংস্কৃত দং ষ্ট্রা হইতে পালিতে দা ঠা, ও প্রাকৃতে দা ঢা হয়; কিন্তু হেমচন্দ্র ইহাকেও সস্কৃত করিয়া লইয়াছেন—"দা ঢি কা দং ষ্ট্রি কা দা ঢা।"

বাঙ্‌লায় আমরা কোন ব্যবসায়ে টাকা খা টা ন বলি। হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্রে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ঐ খা টা ন পদের মূল খ ট্ট ধাতুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি; সেখানে খ ট্ট য়ে ৎ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, "পদমায়ান্নিধিং কুর্য্যাৎ পদং বিত্তায় খ ট্ট য়ে ৎ" (যো. শা. ১ম প্রকাশ, ১৫১ পৃ.)। ইহা অপেক্ষা আর কি কৌতুকাবহ পদ হইতে পারে?

বর্ত্তমান সংস্কৃতে এরূপ পদও দেখা যায়, যাহা মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত রূপ ধারণ করিবার পর আবার নূতনরূপে সংস্কৃতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সংস্কৃত ত ন্দ্র হইতে পালিত দ ন্ধ হয়, দ ন্ধ হইতে ধ ন্ধ, এবং

৬৪। এস্থলে বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্র (৫. ১. ১৩.) হইতে এই কয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে:—"অতিপ্রযুক্তং দেশভাবাপদম্। অতীব কবিভিঃ প্রযুক্তং দেশভাবাপদং প্রযোজ্যং; যথা—'যোষিদিত্যভিললাষ ন হা লা ম্' (মাঘ, ১০. ২১) ইত্যত্র হা লে তি দেশভাবাপদম্।" কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের বৈয়াকরণ লেখক লিখিতেছেন—"হা লা হ ল্য তে কৃষ্যত ইব চিত্তমনেনেতি হল্‌ + ঘঞ্‌ টাপ্‌।" অদ্ভুত নির্ব্বচন!

৬৫। "পক্ষদ্বারে খ ড় কি কা"—অভিধানচিন্তামণি।

এই ধ ন্ধ হইতে সংস্কৃতে ধ ন্ধি ত পদ (ন্যায়কুসুমাঞ্জলির হরিদাস টীকা) প্রযুক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃতে ভ ল্ল ূ ক ৬৭ শব্দ আছে, আবার উহা হইতে মাত্রানুসারে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ভা ল ূ ক শব্দও সংস্কৃতে চলে।৬৮ দ্বিরূপ, ত্রিরূপ কোষসমূহে যে সকল শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃত প্রভাবে স্বরমাত্রাদিভেদ ও উচ্চারণাদিভেদ হওয়ায় উৎপন্ন।৬৯ যথা, অ গা র, আ গা র ; আ প গা, অ প গা ; অন্ধুব, অ ন্ধ ু ব ; পূ রু ষ, পু রু ষ ; অ গ স্ত্য, অ গ স্তি ; প্র তি শ্যা য়, প্র তি শ্যা ব ; আবার—

"বিরিঞ্চিনো বিরিচিনো বিরিঞ্চী চ বিরিঞ্চনঃ।
বিরিঞ্চিশ্চ বিরিঞ্চশ্চ বিরিঞ্চীরপি কথ্যতে॥
* * *
পিতা পিতামহঃ পীতা বিধাতা বিধতা ধতা॥" ৭০

আবার আকারান্ত দু হি তা, ৭১ মা তা,৭২ ও সী মা শব্দের সদ্ভাবও চিন্তনীয়।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই।

৬৬। ত ন্দ্রা হইতে দ ন্ধা, দ ন্ধা হইতে ধ ন্ধা, এবং ধ ন্ধা হইতে ধাঁ ধা, বাঙলায় ধ ন্ধ কথারও প্রয়োগ আছে।

৬৭। ভ ল্ল ূ ক শব্দও আছে।

৬৮। "ভা লু কো ভল্লুকোঽপি চ"—ভট্টোজিদীক্ষিতকৃত শব্দভেদপ্রকাশ, MS P. 1207.

৬৯। "কচিন্মাত্রাকৃতো ভেদঃ কচিদ্বর্ণকৃতোঽত্র চ"—শ্রীহর্ষ ও ভট্টোজিদীক্ষিত, MS. pp. 1112, 1204.

৭০। অম্বিকামিশ্র-কৃত বিশেষামৃত, MS. p. 1169.

৭১। "দু হি তাং মনুজাধিপঃ"—মহাভারত বিরাট, ৭২, ৫, নীলকণ্ঠটীকা দ্রষ্টব্য ; 'দু হি তাং তথা'—বৃহদ্যমসংহিতা, ৩, ৭।

৭২। "বিশ্বেশ্বরীং বি শ্ব মা তাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্"—শিবরহস্য (শব্দকল্পদ্রুম)।

পূর্ব্বে যেরূপ আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে পালি ও প্রাকৃতের কতদূর গুরুত্ব আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পালি ও প্রাকৃত-জ্ঞান আবশ্যক

বাঙ্‌লা, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি আর্য্যভাষামূলক প্রাদেশিক ভাষা-সমূহকে যদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে পালি-প্রাকৃত বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে। সংস্কৃতের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা পালি-প্রাকৃতের সম্বন্ধ অনেক ঘনিষ্ঠ। এই

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সহিতই ঐ সকল ভাষায় সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ

জন্য বাঙ্‌লা প্রভৃতির কোন শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে ইহাদেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার পর সংস্কৃতের নিকট। যথা, বাঙ্‌লার বাঁঝা শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত বঞ্ঝা, এবং তাহার মূল সংস্কৃত বন্ধ্যা। বাঙ্‌লা হাত শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত হত্থ, এবং ইহার মূল সংস্কৃত হস্ত।

প্রাদেশিক ভাষায় দেশী প্রাকৃত শব্দ এবং তাহার সম্বন্ধ

ইহা কেবল সংস্কৃতমূলক ও সংস্কৃতসম বাঙ্‌লাশব্দের কথা, কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃতসম নহে, খাঁটি দেশীপ্রাকৃতজ, তাহাদের বেলা কখনো সংস্কৃতের নিকট গেলে চলিবে না; কেননা, কামদুঘা সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণের বলে একটা ধাতু ধরিয়া বা কল্পনা করিয়া "ধাতূনাম্ অনেকাকার্থত্বাৎ" বলিয়া একটা ব্যুৎপত্তি বাহির করিয়া দিতে পারেন,'[১] কিন্তু শব্দতত্ত্বকে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং একটা বিষম ভ্রান্তির আবরণে তাহা আচ্ছন্ন করা হয়। প্রাকৃতের দেশী শব্দগুলির মূল সম্বন্ধে প্রাকৃতই যে ঠিক কিছু বলিয়া দিতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা ভ্রমের আবরণ আনিয়া উপস্থিত করে

১। যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দেশীপ্রাকৃত হা লা শব্দের ব্যুৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে:—"হ ল্য তে কৃষ্যতে ইব চিত্তমনেনেতি, হল+ঘঞ্, টাপ।" ইহা ইষ্টং পিনষ্টীতি ইষ্টপিট্=Stupid! অথবা মজান্ দুষ্টান্ ট তাড়য়তীতি ম্লেন্ মাজিষ্ট্রেট=Magistrate! কোনো, সংস্কৃত ছাত্র এইরূপই বলিতেন শুনিয়াছি।

না। দেশী প্রাকৃত বলিয়াই আমরা বিশ্রাম করিতে পারি; এবং যতটুকু ইহাতে অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই সত্য। যেমন বাঙ্‌লায় বে ল্লি ক শব্দের মূল দেশী প্রাকৃত বে ল্ল।[২] এখানে ইহার সংস্কৃত মূল অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদের ভুল করা হইবে। এইরূপ ঔৎসুক্য বা ঔৎসুক্য-অর্থে বাঙ্‌লায় হ ল ফ ল [৩] শব্দের মূল দেশী প্রাকৃত হ ল প্‌ ফ ল।[৪] ইহার সংস্কৃত মূল নাই, এবং ব্যাকরণের বলে ইহা উদ্ভাবিত করিতে গেলে তাহা অপকরের জন্যই হইবে।

দেশী প্রাকৃত শব্দের মূল সংস্কৃতের মধ্যে পাওয়া যায় না

বাঙ্‌লা শব্দের মূল- ও ব্যুৎপত্তি-বোধক একখানি অভিধানের অভাব সাহিত্যিকগণ অনেক দিন হইতেই অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু যতক্ষণ বিশেষরূপে প্রাকৃতের আলোচনা না হইবে, তত দিন তাহাতে হস্তক্ষেপ করায় বিশেষ কোনো ফল হইবে না। বাঙ্‌লায় প্রবিষ্ট ভাষান্তরের শব্দের জন্য তত্তৎ ভাষারও আবশ্যকতা আছে বলা বাহুল্য।

বাঙ্‌লা শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদ-অভিধান-রচনায় প্রাকৃতজ্ঞানের আবশ্যকতা

রাজকুমার সিদ্ধার্থ জগতের জন্ম-জরা ও রোগ-মরণে বিচলিত হইয়া সমস্ত সম্পদ্‌ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও অদম্য অধ্যবসায়ে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে ধর্ম্মের প্রচারে জগৎকে এক অভিনব শান্তি-নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, যে ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এক দিন ভারতবর্ষে বহুদিকে বহুবিধ উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক পরিচালিত হইতেছে, এবং সেই জন্যই যাহা কাহারো উপেক্ষাভাজন হইবার যোগ্য নহে, তৎসম্বন্ধে যদি যথার্থ ভাবে কিছু

বৌদ্ধধর্ম্ম জানিতে হইলে পালি-অধ্যয়ন আবশ্যক

২। "বেল্ল অবিদগ্ধে"—স. সা. ৫. ৯৯।

৩। বাক্যবহে প্রসিদ্ধ আছে—সে শুনিয়া হ ল ফ ল করিতে লাগিল।

৪। কু. চ. ৫. ৭৪; হে. চ. ৮. ২. ১৭৪।

জানিতে হয়, তবে প্রধানভাবে পালি অধ্যয়ন নিতান্ত আবশ্যক। মহাযান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গাথা বা সংস্কৃতনিবদ্ধ গ্রন্থ পড়িলেই চলিবে না, জিজ্ঞাসুকে তথাকথিত হীনযান বা অবাচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পালি-রচিত শাস্ত্রও পড়িতেই হইবে।

জৈন ধর্ম্ম জানিবার জন্ম প্রাকৃত জ্ঞান আবশ্যক

অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই পাশা-পাশি আর যে একটি ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া নিজের দিকে জনগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, পার্শ্বনাথের পরেই অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর যে ধর্ম্মের প্রচারে দীক্ষিত হইয়া নরগণের ক্লেশগ্রন্থিমোচনপূর্ব্বক নি র্গ্র ন্থ না থ নাম ধারণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আজিও বহুসংখ্যক লোক পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন, যে ধর্ম্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই ন্যায় ভারতে এক সময়ে বহু বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও জানিতে হইলে প্রাকৃত অধ্যয়ন ভিন্ন গতি নাই। প্রাচীন প্রধান-প্রধান জৈন গ্রন্থ অধিকাংশই প্রাকৃতে নিবদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃতেও অনেক হইয়াছে।

পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনীয় বিষয়, প্রাচীন দার্শনিক মত

বৌদ্ধ বা জৈনগণের ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানই পালিভাষা বা প্রাকৃতভাষা শিখিবার একমাত্র কারণ নহে। পালি-প্রাকৃতে সাহিত্যসেবীর উপাদেয় বহু সম্পদ্ রহিয়াছে। দার্শনিকের উপভোগ্য বহুবিধ প্রসন্ন ও গম্ভীর বিষয়সমূহ রহিয়াছে। ভারতের পুরাকালের সমস্ত দার্শনিক মতই ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্র বা অপর কোনরূপে গ্রথিত হয় নাই, পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে এরূপ দার্শনিক তত্ত্ব আমরা পাইয়া থাকি।[৫] ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি যদিও সুবহু পূর্ব্বকালে

৫। দৃষ্টান্তস্বরূপ কূ টা স ক প্রভৃতি চতুস্ত্রিংশৎ, ও দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্রোক্ত বাবট্টি, এই যন্নবতি (৯৬) অবৌদ্ধ দার্শনিক মত উল্লেখ করিতে পারা যায়। [অত্রত্য উচ্ছেদ-বাদ ও শাশ্বতবাদের কথা মহাভারতে (শান্তি. ২ ৯. ২. ইত্যাদি, ৪১ ; দ্রঃ—শি. স. ২২৪ পৃ.) পাওয়া যায়।] এইরূপ ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের (২) টীকায় ক্রি য়া বা দী, অ ক্রি বা দী, ইত্যাদি ৩৬৩ প্রকার পা ষ ণ্ডি ক (অর্থাৎ অজৈন) দার্শনিক মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"অ সি য় স য় ং কিরিয়াণং…।"

চিন্তিত হইয়াছিল, তথাপি বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম্মের অভ্যুদয়সময় হইতেই তৎসমুদয় দার্শনিক গ্রন্থে লিখিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ব্রাহ্মণমতের কোন কোন অংশের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম সেই সময়ে দার্শনিক চিন্তার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিল। অতএব এই সমুদয় যদি সবিশেষ জানিতে হয়, তবে বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিলে চলিবে না; এবং তাহা করিতে হইলে পালি-প্রাকৃত অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

বৌদ্ধ ও জৈন-যুগের ইতিবৃত্তসংগ্রহ

বৌদ্ধজৈনযুগের ভারতীয় ইতিবৃত্ত যথাযথ জানিতে হইলে ঐতিহাসিককে ঐ দুই ধর্ম্মের ঐ দুই ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহার অধ্যবসায় সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না।

বৌদ্ধ ও জৈনগণের কাব্য ব্যাকরণাদি

ইহা ভিন্ন সাহিত্যিকের উপভোগ্য কাব্য-ব্যাকরণ কথা-ইতিহাস ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থই এই দুই ভাষায় আছে, এবং বহুস্থানে ঐ সকল গ্রন্থ সুপরিপুষ্ট, ইহা বলিতে পারা যায়।

বঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের আলোচনা

বঙ্গদেশে কিছুদিন হইতে বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনার কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু জৈন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি এখনো তেমন পতিত হয় নাই। সাহিত্যিকগণ এবিষয়ে সচেষ্ট হউন।

পালিভাষার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে সিংহলীয় মত

সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব সিংহলীয় পালি-বৈয়াকরণগণের পালির প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যে ধারণা রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন১—

১। "...there is scarcely a Buddhist Pali scholar in Ceylcne

"সা মাগধী মূ ল ভা সা নরা যা আদিকপ্পিকা।
ব্রহ্মাণো চ-স্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে ॥"

আদিকল্পোৎপন্ন মনুষ্যগণ ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ, এবং যাহারা (কখন) কোন বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া থাকেন, সেই মাগধীভাষা মূ ল ভা ষা।২

তাঁহারা এই মাগধী ভাষাকে স্বা ভা বি ক ভাষা বলেন৩, এবং দেশ ভাষার মধ্যেও ইহাকে তাঁহারা গণ্য করেন না।৪

পালি তাৎকালিক লোকের স্বাভাবিক ভাষা ছিল

মাগধী যে স্বাভাবিক ভাষা তদ্বিষয়ে বৌদ্ধেরা আরো বলিয়া থাকেন যে, যদি কোন বালক অন্ধ্রদেশীয় পিতার ঔরসে ও দ্রাবিড়দেশীয় মাতার গর্ভে জন্মলাভ করে, তবে সেই বালক পিতা-মাতার মধ্যে যাহার কথা আগে শুনিবে, তদনুসারেই আন্ধ্রী বা দ্রাবিড়ী ভাষা বলিবে। কিন্তু সে যদি পিতা বা মাতা কাহারো কথা না শুনে তবে সে মা গ ধী ভাষা বলিবে। আবার, যদি কোন নির্জনারণ্যবাসী ব্যক্তি সহজবুদ্ধিতে কিছু উচ্চারণ করিতে যায়, তবে সে মা গ ধী ই উচ্চারণ করিবে। সমস্ত ভাষাই

who, in discussion of this question, will not, quote, with an air of triumph, their favorite verse—," G. Turnour, Mahavamso, Intro. p. xii.

২। এই কবিতাটি পয়োগসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি (২৭ পৃ.) প্রভৃতি বহু পালিব্যাকরণে উদ্ধৃত দেখা যায়। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার (১৯ পৃ.) তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন:—"আদিকপ্পে নিযুত্তা আ দি ক প্পি কা নরা চ ব্রহ্মাণো চ, অস্সুতং আলাপং যেহি তে অ স্ সু তা লা পা নাম মনুসসবচনালাভন্তা দেসভাসাদিরহিতায় অত্তনো ধম্মতায় ভাসমানা সা ভা সা, স ম্বু দ্ধা চা-তি সব্বঞ্ঞুবুদ্ধা ধম্মং দেসেন্তো যায় অবিপরিবত্তন-সভাবায় সাবকানং নিরুত্তিপটিসম্ভিদোপকারায় ভাসন্তি, সা মা গ ধী নাম মূ ল ভা সা। সব্বভাসানম্পি সন্তানং একভাসা যেব অত্থাববোধনতো, সকতদেসভাসাদীহি রুদ্ধা ধম্মং ন দেসেন্তি নিরত্থকভাবতো অতিপসঙ্গতো চা-তি বেদিতব্বং।"

৩। মহারূপসিদ্ধিকার লিখিয়াছেন—"মাগধিকায় স ভা ব নি রু ত্তি য়." — (২৭৭ পৃ.)

৪। পূর্ব্বোল্লিখিত মহারূপসিদ্ধিটীকা দ্রষ্টব্য।

পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, কেবল পালিই হয় না, এবং এই পালি ভাষাকেই ব্রহ্মগণ ও আর্য্যগণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।[৫]

বুদ্ধদেব যে মা গ ধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বুদ্ধঘোষের মতে বিনয়পিটকেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে এক স্থলে উক্ত হইয়াছে,[৬] য মে ল—উ ত্তে কু ল নামে দুই ব্রাহ্মণভ্রাতা ভিক্ষু হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক দিন বুদ্ধদেবের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, ভগবন্, সম্প্রতি ভিন্ন-ভিন্ন নাম-গোত্র ও জাতি-কুলের প্রব্রজিতগণ নিজের-নিজের ভাষায় বুদ্ধ-বচনকে দূষিত করিতেছে। আমরা তাহা ছ ন্দে (=বেদভাষায়—সংস্কৃতে) আরোপিত করিতে চাহি।" বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপিত করিতে হইবে না, যে করিবে তাহার দু ষ্ক ত নামক অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুকগণ, বুদ্ধ-বচনকে নিজের ভাষাতেই ("স কা য় নি রু ত্তি য়া") গ্রহণ করিবার জন্য আমি এই অনুজ্ঞা করিতেছি।" "নিজের ভাষা" অর্থে বুদ্ধঘোষ এখানে মাগধী ভাষা বলিয়াছেন।[৯]

বুদ্ধঘোষের মতে বুদ্ধদেব পালি বা মাগধীভাষাতেই ধর্ম্ম প্রচার করেন

৫। "Even Budhaghosa (reminding one of Herodotu's story) says that a child brought up without hearing the human voice would instinctively speak Māgadhī (Alw. I. cvii)"—Childers Dictionary of the Pali Language, P. xiii ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পালিব্যাকরণ, P. xxx.

৬। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ৩.৩৩, Vinaya Texts, Part III, pp. 149 150 ; Part. XLII.

৭। মূল "যমেলুত্তেকুলা ;" কেহ পদবিচ্ছেদ করেন য মে লু-তে কু ল।

৮। See Rhys Davids' note. Vinya Texats, Part. III. P. 150.

৯। উল্লিখিত অংশের মূল যথা—"যমেলুত্তেকুলা নাম ভিক্খূ দ্বে ভাতুকা...এতরহি ভন্তে ভিক্খূ নানানামা নানাগোত্তা নানাজচ্চা নানাকুলা পব্বজিতা। তে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং দূসেন্তি, হন্দ ময়ং ভন্তে বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেমি (বুদ্ধঘোষ—"বেদং বিয় সক্কতভাসায় বাচানমগ্গং আরোপেম") ।...ন ভিক্খবে বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেতব্বং, যো আরোপেয্য আপত্তি দুক্কটস্স-তি। অনুজানামি ভিক্খবে, সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুন্তি"। বুদ্ধঘোষ—"সকায় নিরুত্তিয়াতি এত্থ সকা নিরুত্তি নাম সম্মাসম্বুদ্ধেন বুত্তপ্পকারো মাগধিকো বোহারো।"

কিন্তু এখানে পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধদেবের "স কা য় নি রু ত্তি য়া" শব্দে পূর্ব্বোক্ত নানাজাতীয় প্রব্রজিতগণের স্ব-স্ব ভাষার কথাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছেন, সকলেই তাহা নিজ নিজ ভাষাতেই গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থানে তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

পালি কৃত্রিম ভাষা নহে

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পালিকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষা (artificial language) বলিয়া মনে করিয়াছেন দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা যে একেবারে অসঙ্গত, তাহা আর এখানে বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র, পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

পালি ও বৌদ্ধমাগধী পৃথক্ নহে

কেহ-কেহ মনে করেন যে, পালি ও বৌদ্ধমাগধী পরস্পর ভিন্ন, এবং এই মত সমর্থন করিবার জন্য একই অর্থে পালি ও মগধীর বিভিন্ন কয়েকটি শব্দ দেখাইয়া থাকেন; যথা সংস্কৃত শ-শ, পালিতে স স, কিন্তু মাগধীতে মো, ইত্যাদি। ইঁহারা যে গ্রন্থের প্রামাণ্যে (Vidyabhusana's Pali Grammar, pp. xxxi-xxxii) এই মত প্রচার করেন, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকবর্গ একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, পালি ও মাগধীর পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন যে শব্দগুলি পাশাপাশি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মা গ ধী র দে শী প্রা কৃ ত শব্দ হইতে পারে।

পালি ভাষার অভ্যুদয়

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গভাষার ন্যায় পালিভাষাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে দেখিতে-দেখিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এবং ক্রমে-ক্রমে ঐ ভাষায় বিপুল গ্রন্থরাশি রচিত হইতে আরব্ধ হয়। আবার যখন কালের প্রভাবে অন্যান্য ভাষার ন্যায় পালিভাষাও শনৈঃ-শনৈঃ পুস্তকের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িল, তখন তাহার সুগমতার জন্য বিবিধ ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হইতে লাগিল।

পালির ব্যাকরণ-সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এ সম্বন্ধে পালিভাষা সংস্কৃতের নিকট আসনে উপবেশন করিবার সাহস করিতে পারে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পালি-ব্যাকরণের অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

পালিব্যাকরণ ও তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পালিভাষায় তিনখানি ব্যাকরণ প্রধান; যথা, কচ্চায়ন, মোগ্গল্লায়ন, ও সদ্দনীতি। কচ্চায়ন অবলম্বন করিয়া রূপসিদ্ধি, মহানিরুত্তি, চুল্লনিরুত্তি, নিরুত্তিপিটক ও বালাবতার প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এইরূপ মোগ্গল্লায়ন অবলম্বনে পয়োগসিদ্ধি, মোগ্গল্লানবুত্তি, সুসদ্দসিদ্ধি, ও পদসাধনী-প্রভৃতি, এবং সদ্দনীতি-অবলম্বনে চুলসদ্দনীতি লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে কচ্চায়নই প্রাচীনতম। কিন্তু কচ্চায়ন সর্ব্বপ্রাচীন হইলেও তাহা অপেক্ষা রূপসিদ্ধি, মোগ্গল্লায়নবুত্তি, পদসাধনী ও পয়োগসিদ্ধি অধিকতর উপযোগী। সদ্দনীতি আবার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

কচ্চায়ন ব্যাকরণই সর্ব্বপ্রাচীন

সুত্তনিদ্দেশ, কচ্চায়নবণ্ণনা ও অঙ্গুত্তরটীকা প্রভৃতিতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের সামসময়িক কচ্চায়ন কচ্চায়ন-ব্যাকরণ রচনা করেন।[১১]

আবার কোন একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, কচ্চায়ন যোগ (অর্থাৎ সূত্র), সঙ্ঘনন্দী বৃত্তি, ব্রহ্মদত্ত প্রয়োগ (উদাহরণ), ও বিমলবুদ্ধি ন্যাস (বিস্তৃত ব্যাখ্যা) রচনা করিয়াছেন।[১২]

কিন্তু কচ্চায়নভেদটীকাকার লিখিয়াছেন যে, সূত্র-বৃত্তি ও উদাহরণ-যুক্ত কচ্চায়ন-নামক গ্রন্থ কচ্চায়নই রচনা করিয়াছেন।

পাণিনিব্যাকরণ সম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে যে, মহাদেবের চতুর্দ্দশ বার ঢক্কাশব্দের অনুসরণেই "অইউণ্" ইত্যাদি চতুর্দ্দশ সূত্র প্রণীত হয়, এবং তাহা হইতেই অষ্টাধ্যায়ী রচিত হইয়াছে; কচ্চায়নসম্বন্ধেও

কচ্চায়ন ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রবাদ

১১। 'কচ্চায়নত্থেরো পুব্বপত্থনাবসেন কচ্চায়নপ্পকরণং মহানিরুত্তিপ্পকরণং নেত্তিপ্পকরণন্তাতি পকরণত্তয়ং সঙ্ঘমজ্ঝে পকাসেসি"---অঙ্গুত্তরটীকা।

১২। "কচ্চায়নকতো যোগো বুত্তি চ সঙ্ঘনন্দিনা।
পয়োগো ব্রহ্মদত্তেন ন্যাসো বিমলবুদ্ধিনা॥"

সেইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কচ্চায়নভেদটীকায় উক্ত হইয়াছে যে, কোন এক বৌদ্ধ প্রব্রজিত ভগবানের নিকট কর্ম্মস্থান (ধ্যান) গ্রহণপূর্ব্বক অ নোত ত্তা হ্রদের তীরে শালতরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া উ দ য় ব্য য় (উৎপত্তি-বিনাশ) সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছিলেন; তিনি ঐ হ্রদের উ দ কে (জলে) একটি ব ক বিচরণ করিতেছে দেখিয়া উ দ য় ব্য য় শব্দের পরিবর্ত্তে উ দ ক ব ক শব্দ উচ্চারণ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে "অত্থো অক্খরসঞ্ঞাতো," অর্থাৎ অক্ষরেরই দ্বারা অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। কচ্চায়ন থেরও ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঐ বাক্যকেই প্রথমসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাকরণ রচনা করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সূত্রটিও কাত্যায়নেরই রচিত।[১৩]

ঐতিহাসিকগণ বলেন কচ্চায়ন-ব্যাকরণে উদাহরণের মধ্যে উ প-গু প্ত ও দে বা নং পি য় তি স্স এই দুইটি নাম পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া কচ্চায়নকে বুদ্ধদেবের সামসময়িক বলিতে পারা যায় না। কেহ-কেহ আবার কথাসরিৎসাগরের প্রমাণে কাত্যায়ন ও বররুচিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

কচ্চায়নব্যাকরণের রচয়িতা যিনিই হউন, বা যে কোন সময়েই তাঁহার উৎপত্তি হউক, তাহা যে প্রচলিত ব্যাকরণসমূহের মধ্যে প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পালিব্যাকারণসমূহ সমস্তই সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। কচ্চায়ন-ব্যাকরণের অনেক সূত্র কাতন্ত্রব্যাকরণের সূত্রের সহিত অক্ষরানুপূর্ব্বীতেও একরূপ।[১৪] আবার পাণিনি হইতে অনেক সূত্র গৃহীত হইয়াছে

পালিব্যাকরণসমূহের পদ্ধতি

১৩। "একো বুদ্ধপব্বজিতো ভগবতো সন্তিকে কম্মট্ঠানং গহেত্বা অনোতত্ততীরে সালরুক্খমূলে নিসিন্নো উদয়ব্বয়কম্মট্ঠানং করোতি। সো উদকে চরন্তং ব কং দিস্বা উ দ ক-ব ক ন্তি কম্মট্ঠানং করোতি। ভগবা তং বিতথভাবং দিস্বা বুদ্ধপব্বজিতং পক্কোসাপেত্বা অত্থো অক্খরসঞ্ঞাতো-তি বাক্যমাহ। কচ্চায়নথেরেনাপি ভগবতো অধিপ্পায়ং জানেত্বা অত্থো অক্খরসঞ্ঞাতো-তি বাক্যং পুব্বে ঠপেত্বা ইদং পকরণং কতন্তি। কচ্চায়নেন কতসুত্তন্তিপি বদন্তি।"

১৪। See Subhuti's Introduction to his Nāmāsmālā, pp. v-viii.

বলিয়াও বোধ হয়। কেহ বলিয়াছেন যে, কচ্চায়ন ও কাতন্ত্র উভয়ই ঐন্দ্র ব্যাকরণ হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কচ্চায়ন-ব্যাকরণের অনেক টীকা ও অনুটীকা আছে।

মোগ্গল্লান ও চান্দ্র ব্যাকরণ

মোগ্গল্লানব্যাকরণ ও চান্দ্রব্যাকরণের সুবহু সূত্র একই; মোগ্গল্লানে কেবল পালির নিয়মানুসারে শব্দাদির যাহা পরিবর্ত্তন সম্ভব, তদ্ভিন্ন ঐ সকল সূত্রে আর কোন ভেদ নাই। এ সম্বন্ধে Prof. A. Otto. Franke উভয় ব্যাকরণের সমান সূত্রগুলি পাশা-পাশি উদ্ধৃত করিয়া ও তদ্বিষয়ক পাণিনিসূত্রেরও উল্লেখ করিয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।[১৫]

পালিব্যাকরণাবলী

সুভূতি স্বকীয় নামমালার ভূমিকায় সিংহলে প্রচলিত অনেকগুলি পালিব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম ও পরিচয় দিয়াছেন।[১৬]

পালিব্যাকরণ মহারূপসিদ্ধির উপাদেয়তা

যাঁহারা মূল পালি ব্যাকরণ দেখিয়া পালি শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে রূপসিদ্ধি অর্থাৎ মহারূপসিদ্ধি বিশেষ উপযোগী। ইহা অতি বৃহৎ নহে, এবং ক্ষুদ্রও নহে, সমস্ত বিষয়ই ইহাতে উপযুক্ত মত আলোচিত হইয়াছে। কচ্চায়ন বা কচ্চায়নবৃত্তি অপেক্ষা মহারূপসিদ্ধি সর্ব্ব বিষয়েই ভাল। সিংহলে বালাবতার সাধারণত পঠিত হইয়া থাকে; ইহা অতিক্ষুদ্র বলিয়া পাঠার্থীরা সাধারণ জ্ঞানের জন্য ইহা বেশ মুখস্থ

১৫। See Journal of the Pali Text Society. 1902 1903 pp.7 -95.

১৬। ১ কচ্চায়ন ২ ন্যাস, ৩ নিরুত্তিসারমঞ্জুসা, ৪ ন্যাসপ্পদীপ, ৫ সুত্তনিদ্দেশ, ৬ কচ্চায়নবণ্ণনা, ৭ রূপসিদ্ধি, ৮ বালাবতার, ৯ চূলনিরুত্তি, ১০ অভিনবচূলনিরুত্তি, ১১ মোগ্গল্লান সবুত্তি, ১২ মোগ্গল্লায়নপঞ্চিকা, ১৩ পঞ্চিকাপদীপ, ১৪ পদসাধন, ১৫ পদসাধনটীকা, ১৬ পয়োগসিদ্ধি, ১৭ সদ্দনীতি, ১৮ সম্বন্ধচিন্তা, ১৯ সদ্দসারত্থজালিনী, ২০ সদ্দসারত্থজালিনী টীকা, ২১ কচ্চায়নভেদ, ২২ কচ্চায়নভেদটীকা, ২৩ সারত্থবিকাসিনী, ২৪ সদ্দত্থভেদচিন্তা, ২৫ কারিকা, ২৬ বিভত্যত্থ, ২৭ বাচকোপদেস, ২৮ গন্ধাভরণ, ২৯ গন্ধাভরণ-টীকা, ৩০ নিরুত্তিসংগহ, ৩১ কচ্চায়নসার, ৩২ কচ্চায়নসার-অভিনবটীকা, ৩৩ কচ্চায়নসার-পুরাণটীকা, ৩৪ বিভত্তত্থদীপনী, ৩৫ সংবন্ন নয়দীপনী, ৩৬ কচ্চবাচক, ৩৭ কচ্চবাচকটীকা, ৩৮ সদ্দবুত্তি, ৩৯ সদ্দবুত্তিটীকা, ৪০ বালপ্পবোধন, ৪১ বালপ্পবোধনটীকা, ৪২ সদ্দবিন্দু, ৪৩ সদ্দবিন্দুটীকা, ৪৪ কারকপুপ্ফমঞ্জরী ৪৫ সুধীরমুখমণ্ডন, ইত্যাদি।

করিতে পারে। মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতার উভয়ই কচ্চায়নের সূত্র লইয়া রচিত। ইহা ভিন্ন সদ্দনীতি প্রভৃতিও বেশ উপাদেয়।

পালিসাহিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা আলোচ্য থাকিলেও স্থান সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠায় অতিসংক্ষেপেই নবীন পাঠকগণের নিকট কেবল তাহার প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

বুদ্ধবচন ত্রিপিটক

প্রাচীন সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রকে এক কথায় বু দ্ধ ব চ ন বলা হইয়া থাকে। এই বু দ্ধ ব চ ন তিন অংশে বিভক্ত, বি ন য় পি ট ক, সু ত্ত (অথবা সু ত্ত ন্ত) পি ট ক, ও অ ভি ধ ম্ম পি ট ক। এই পিটক-ত্রয় তি পি ট ক নামে প্রসিদ্ধ। পি ট ক শব্দের অর্থ বাঙ্গলায় প্যাটরা বা বাক্স। এক একটি পিটকের মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থ অন্তর্ভূত আছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বিনয়পিটকের অন্তর্গতঃ—

বিনয়পিটক

১ পারাজিক কণ্ড,
২ পাচিত্তিয় কণ্ড,
৩ মহাবগ্গ কণ্ড,
৪ চুলবগ্গ কণ্ড, ও
৫ পরিবার কণ্ড।[১]

নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলি সূত্রপিটকের অন্তর্গত :—

সূত্রপিটক

১ দীঘনিকায়,
২ মজ্ঝিমনিকায়,
৩ সংযুত্তনিকায়,
৪ অঙ্গুত্তরনিকায়, ও
৫ খুদ্দকনিকায়।

১। গন্ধবংসে (৫৫ পৃ) এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অথসালিনীতে (১৮ পৃ) উক্ত হইয়াছে—১, উভয় (অর্থাৎ ভিক্খু ও ভিক্খুনী) পাতিমোক্খ, ২ দুই বিভঙ্গ (পারাজিক ও পাচিত্তিয়), ৩ দ্বাবিংশতি খন্ধক, ও ৪ ষোড়শ পরিবার, ইহাদের নাম বিনয়পিটক।

আবার খুদ্দকনিকায়ে এই সকল গ্রন্থ অন্তর্নিবিষ্ট :—(ক) খুদ্দকপাঠ, (খ) ধম্মপদ, (গ) উদান, (ঘ) ইতিবুত্তক, (ঙ) সুত্তনিপাত, (চ) বিমানবত্থু, (ছ) পেতবত্থু, (জ) থেরগাথা, (ঝ) থেরীগাথা, (ঞ) জাতক, (ট) নিদ্দেশ, (ঠ) পটিসম্ভিদা, (ড) অপদান, (ঢ) বুদ্ধবংস, ও (ণ) চরিয়াপিটক ২

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তর্গত :—

অভিধর্ম্মপিটক

১ ধম্মসঙ্গণি,
২ বিভঙ্গ,
৩ ধাতুকথা,
৪ পুগ্গলপঞ্ঞত্তি,
৫ কথাবত্থু,
৬ যমক, ও
৭ পট্ঠান বা মহাপকরণ।

আজ্ঞাদেশনা

ব্যবহারদেশনা

বিনয়পিটকে আ ণা দে স না (আজ্ঞাদেশনা) বলা হইয়া থাকে, কেননা, ইহাতে আজ্ঞা প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় উপদেশ করিয়াছেন। সুত্তপিটককে বো হা র দে স না (ব্যবহারদেশনা) বলা হয়, কেননা ব্যবহারকুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহারবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পরমার্থদেশনা

এইরূপ অভিধর্ম্মপিটকে পরমার্থকুশল ভগবান্ বহুল ভাবে পরমার্থের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাহা প র ম ত্থ দে স না (পরমার্থদেশনা) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।৩

২। গন্ধবংসে (৫৭ পৃ.) নিকায়ভেদে সমস্ত বুদ্ধবচনকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটককে ও খুদ্দকনিকায়ের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

৩। "এত্থ হি বিনয়পিটকং আণারহেণ ভগবতা আণাবাহুল্লতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, সুত্তপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহারবাহুল্লতো দেসিতত্তা বোহারদেসনা, অভিধম্ম-পিটকং পরমত্থকুসলেন ভগবতা পরমত্থবাহুল্লতো দেসিতত্তা পরমত্থদেশনাতি বুচ্চতি।" অ. সা. ২১।

ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত প্রধান প্রতিপাদ্য

বিনয়পিটকে প্রধানভাবে শীলবিষয়ক শিক্ষা, সূত্রপিটকে প্রধানভাবে চিত্ত- (অর্থাৎ ধ্যানসমাধি) বিষয়ক শিক্ষা, এবং অভিধর্ম্মপিটকে প্রধান ভাবে প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।[৪]

ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা বুদ্ধঘোষ ও অর্থকথা

এই পিটকত্রয়ের অনেক টীকা বা ভাষ্য আছে। এইগুলি বৌদ্ধ-সাহিত্যে অ ত্থ ক থা (অর্থকথা) নামে প্রসিদ্ধ। অর্থকথার রচয়িতৃগণের মধ্যে বুদ্ধঘোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অর্থকথাসমূহ অতি-উপাদেয় ও প্রামাণিক। তিনি দীঘনিকায়ের সু ম ঙ্গ ল বি লা সি নী, মজ্ঝিমনিকায়ের প প ঞ্চ সূ দ নী, সংযুত্তনিকায়ের সা র ত্থ প কা স নী, অঙ্গুত্তরনিকায়ের ম নো র থ পূ র ণী, বিনয়পিটকের স ম ন্ত পা সা দি কা, পাতিমোক্খের ক ঙ্খা বি ত র ণী, অভিধম্মপিটকের প র ম ত্থ ক থা, ধম্মসঙ্গণির অ ত্থ সা লি নী, এবং ধম্মপদ, জাতক, ও অপদানের অন্যান্য অর্থকথা রচনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বুদ্ধঘোষ বি সু দ্ধি ম গ্গ (বিশুদ্ধিমার্গ) নামে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ত্রিপিটকের পরেই এই গ্রন্থখানির নাম করিতে পারা যায়। পালি সাহিত্যে মিলিন্দ পঞ্হ (মিলিন্দ প্রশ্ন) অতি উপাদেয় গ্রন্থ। পাঠক ইহা অবশ্য পড়িবেন।

ত্রিপিটকের অর্থকতাসমূহের নাম

বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গ

পালিগ্রন্থের বিবরণ মূল পালি হইতে জানিতে হইলে অত্থসালিনী, সুমঙ্গলবিলাসিনী, ও সমন্তপাসাদিকা-প্রভৃতি বুদ্ধঘোষের অর্থকথার ভূমিকা, এবং সাসনবংস ও গন্ধবংস (গ্রন্থবংশ) বিশেষভাবে আলোচ্য।[৬]

৪। "বিনয়পিটকে বিসেসেন অধীসীলসিক্খা বুত্তা, সুত্তপিটকে অধিচিত্তসিক্খা অভিধম্মপিটকে অধিপঞ্ঞাসিক্খা –"অ. সা ২১।

৫। গন্ধবংসে ধম্মসঙ্গণির অর্থকথা অত্থসালিনীর নাম ধরা হয় নাই।

৬। ইংরাজীপাঠকেরা ত্রিপিটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে হইলে George L. Hurts : Sacred Literature (The Temple Primers) pp. 46—92 ; এবং Wilhelm Geiger কৃত Pali Litrature and Language, pp 8, (ইংরাজী অনুবাদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) দেখিতে পারেন।

পালিপ্রকাশ

সাধারণ কল্প

১। পালিতে স্বরের মধ্যে ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, এই চারিটি বর্ণের প্রয়োগ নাই; অতএব পালিতে স্বরবর্ণ আটটি; যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ এ, ও।[১]

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঋকার প্রযুক্ত হয়, পালিতে তাহাদের ঐ ঋকার স্থানে সাধারণত স্থান-বিশেষে অকার, ইকার, বা উকার দেখা যায়। যথা—

ঋ = অ [২]

কৃতং	কতং	ঋক্ষঃ	অচ্ছো
গৃহং	গহং [৩]	ভৃত্যঃ	ভচ্চো
ঘৃতং	ঘতং	নৃত্যং	নচ্চং
মৃত্যুঃ	মচ্চু	বৃদ্ধিঃ	বড্ঢি, বুড্ঢি

ঋ = ই [৪]

ঋণং	ইণং	কৃত্যং	কিচ্চং
ঋষিঃ	ইসি	দৃষ্টং	দিট্ঠং
তৃণং	তিণং	কৃতকং	কিতকং
	মৃগঃ	মিগো, মগো	

১। প্রাকৃতেও এইরূপ, প্রা. প্র, ১ ৩৩, ভামহ-বৃত্তি।

২। "ঋতোহৎ" প্রা. প্র. ১.২৭।

৩। আবার 'ঘরং' ও হয়।

৪। "ইদ্ ঋষ্যাদিষু", প্রা. প্র. ১. ২৮।

ঋ = উ[১]

ঋতুঃ	উতু	পৃষ্টঃ	পুট্‌ঠো
ঋজুঃ	উজু	বৃদ্ধঃ	বুড্ঢো
ঋষভঃ	উসভো	বৃষ্টিঃ	বুট্‌ঠি[২]

৩। ঌ কারের প্রয়োগ সংস্কৃতেও অতিবিরল ; কৢপ্ ধাতুর প্রয়োগে ঌ দেখা যায়। 'কল্পতে' প্রভৃতি পদ এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কল্পতে' প্রভৃতির 'ল্প' পালিতে 'প্প' হয়। ইহার নিয়ম পরে বলা হইবে (১.§৩৬)।

৪। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঐকার আছে. পালিতে তাহাদের সেই ঐকার স্থানে প্রায়ই একার,[৩] কখন কখন ইকার, এবং ক্বচিৎ ঈকার হয়। যথা—

১। "উদ্ ঋত্বাদিষু", প্রা. প্র. ১. ২৯।

২। এতদ্ভিন্ন পালিতে আরও কয়েকটি বিলক্ষণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দ কয়েকটি ভিন্ন তজ্জাতীয় অপর শব্দ সচরাচর দেখা যায় না—

ঋ = ইরি

ঋত্বিজ্ ইরিত্বিজো

ঋ = এ

বৃহৎফলঃ বেহপ্ফলো

ঋ = রি

ঋতে রিতে

(প্রাকৃতে অসংযুক্ত ঋ-স্থানে সামান্যত 'রি' বিহিত হইয়াছে, যথা— ঋণং = রিণং। "অসংযুক্তস্য রিঃ," প্রা. প্র. ১. ৩।)

ঋ = ব্রূ

বৃংহয়তি ব্রূহেতি

ঋক্ শব্দ স্থানে পালিতে ইরু হয়।

৩। "ঐত এৎ" প্রা. প্র. ১-৩৫।

ঐ = এ

ঐরাবণঃ	এরাবণো	ঐতিহ্যং	এতিযহং
ঐকাগারিকঃ	একাগারিকো	বৈমানিকঃ	বেমানিকো
বৈয়াকরণঃ	বেয্যাকরণো	নৈগমঃ	নেগমো

ঐ = ই [1]

চৈত্রঃ	চিত্তো	সৈন্ধবঃ	সিন্ধবো
পৈত্রিকং	পিত্তিকং	ঐশ্বর্য্যং	ইস্সরিয়ং, ইস্সেরং [2]

ঐ = ঈ [3]

গ্রৈবেযং গীবেয্যং

৫। সংস্কৃত শব্দের ঔকার স্থানে পালিতে প্রায়ই ওকার, এবং কখন কখন উকার হয়। যথা—

ঔ = ও [4]

ঔপম্যং	ওপম্মং
ঔরভ্রিকঃ	ওরব্ভিকো
ঔদরিকঃ	ওদরিকো

ঔ = উ [5]

ঔৎসুক্যং	উস্সুক্কং
ক্ষৌদ্রং	খুদ্দং

১। তুল. প্রা. প্র. ১. ৩৬ – ৩৮।

২। তুল. আশ্চর্যং = অচ্ছরিযং = অচ্ছয়িরং = অচ্ছইরং = অচ্ছেরং ; এইরূপ ঐশ্বর্যং = ইস্সরিযং = ইস্সযিরং = ইস্সইরং = ইস্সেরং ; মাৎসর্যং = মচ্ছরিযং = মচ্ছয়িরং = মচ্ছইরং = মচ্ছেরং।

৩। তুল. প্রা প্র ১. ৩৮।

৪। "ঔত ওৎ", প্রা. প্র. ২ ৪২।

৫। তুল. প্রা. প্র. ১. ৪২, ৪৪। এই সূত্রদ্বয় অনুসারে প্রাকৃতে স্থলবিশেষে ঔ-স্থানে 'অউ' ও 'উ' হয়।

মৌঞ্জায়নঃ	মুঞ্জায়নো, মুঞ্জানো
মৌক্তিকং	মুত্তিকং
সৌত্রিকং	সুত্তিকং
ঔদ্ধত্যং	উদ্ধচ্চং [১]

৬। পালিতে শকার ও ষকারের মোটে প্রয়োগ নাই; তাহাদের স্থানে সকার প্রযুক্ত হয়, যথা—

শ = স, ষ = স [২]

শ্রমণঃ	সমণো
শিষ্যঃ	সিস্সো

৭। পালিতে পদের অন্তে হসন্ত বর্ণের প্রয়োগ হয় না। সংস্কৃতে যে সকল শব্দের শেষে হসন্ত বর্ণ আছে, পালিতে তাহাদের ঐ হসন্ত বর্ণের লোপ হয়। [৩] যথা—

১। আবার কখন কখন ঔ-স্থানে অকার ও আকারও দেখা যায়। যথা—

ঔ = অ

সৌম্য	সম্ম

সংস্কৃতে সোম্য শব্দও আছে।

ঔ = আ

গৌরবং	গারবং

প্রাকৃতেও এইরূপ; "আচ্চ গৌরবে", প্রা. প্র. ১. ৪৩।

পালিতে গারব শব্দ প্রায়ই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল (জাতক, ১. ৩৬১ পৃ.)।

২। প্রাকৃতেও এই প্রকার; "শষোঃ সঃ", প্রা. প্র. ২ ৪৩। মাগধী প্রাকৃতে স ও ষ স্থানে শকার হয়; "ষসোঃ শঃ", প্রা. প্র. ১১.৩। মৃচ্ছকটিকে শকারের ভাষা মাগধী প্রাকৃত।

৩। "অন্ত্যস্য হলঃ" প্রা. প্র. ৪. ৬।

গুণবান্	গুণবা	কশ্চিৎ	কোচি
দ্যুতিমান্	জুতিমা	সমন্তাৎ	সমন্তা
ঈষৎ	ঈসং	পশ্চাৎ	পচ্ছা
যাবৎ	যাব	বিদ্যুৎ	বিজ্জু

৮। সংস্কৃতে পদের অন্তে হসন্ত ম (ম্) বা, অনুস্বার (ং) উভয়ই থাকিতে পারে, কিন্তু পালিতে নিত্য অনুস্বারই হয়। যথা—চিত্তম্ পালিতে সর্ব্বদা চিত্তং হইবে চিত্তম্ হইবে না। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এই নিয়ম বৈকল্পিক (সন্ধিকল্প দ্রষ্টব্য)। [১]

৯। পালিতে বিসর্গের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতের অকারান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গ স্থানে পালিতে ঐ অকারের সহিত ওকার, ও অন্যত্র তাহার লোপ হয়। যথা—

দেবঃ	দেবো	মনঃ	মনো
ধর্ম্মঃ	ধম্মো	ভিক্ষুঃ	ভিক্খু
কঃ	কো	অগ্নিঃ	অগ্গি

১০। পদের মধ্যস্থিত বিসর্গ-সম্বন্ধে নিয়ম এই ঃ— [২]

(ক) বিসর্গের পর শ, ষ, বা স থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স হয়। যথা—

দুঃসহঃ	দুস্সহো
নিঃসরতি	নিস্সরতি
নিঃশোকঃ	নিস্সোকো

১। প্রাকৃতেও এই নিয়ম; "মো বিন্দুঃ"; "অচি মশ্চ," প্রা. প্র. ৪. ১২-১৩।

২। অন্যান্য কতকগুলি বর্ণের পূর্ব্বস্থিত বিসর্গ বর্ণান্তরে পরিণত হয়, অতএব তাহার নিয়ম তত্তৎ স্থানে বলা হইবে।

(খ) বিসর্গের পর কোন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়, এবং সেই স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

পুনঃপুনঃ	পুনপ্পুন
দুঃখং	দুক্খং

(গ) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

বয়ঃস্থঃ	বয়ট্ঠো
দুঃস্থঃ	দুট্ঠো

১১। সংস্কৃতের সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর পালিতে প্রায়ই [১] হ্রস্ব হয়। যথা—

দীর্ঘস্বর = হ্রস্বস্বর

তার্কিকঃ	তক্কিকো	উত্তীর্ণঃ	উত্তিন্নো

১। নিম্নলিখিত স্থলে হয় নাই।

দাত্রং	দাত্তং	আর্জবং	আজ্জবং

সমাসস্থলে এই নিয়মানুসারে কখন কখন কার্য হয় না। যথা—

তথাক্রমঃ	তথাক্কমো
বেদনাস্কন্ধঃ	বেদনাক্খন্ধো
সংজ্ঞাস্কন্ধঃ	সংঞ্ঞাক্খন্ধো

উপসর্গের সহিত ধাতুর যোগে অতিবিরল স্থলে ঐ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। যথা—

আস্ফোটয়তি	আপেফাটেতি
আস্তরতি	আত্থরতি
আচ্ছাদয়তি	আচ্ছাদেতি
আখ্যাতঃ	আক্খাতো

মাত্রিকঃ	মচ্ছিকো	বাত্স্যায়নঃ	বচ্ছায়নো, বচ্ছানো
মার্দবং	মদ্দবং	পরাক্রমঃ	পরক্কমো

১২। পালিতে রেফের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতে কোন বর্ণে রেফ থাকিলে, পালিতে—

(ক) ঐ রেফের লোপ হয় ;

(খ) যে বর্ণে রেফ থাকে, প্রায়ই তাহার দ্বিত্ব হয় ; [১]

(গ) দ্বিত্ব হইলে সন্ধির নিয়মানুসারে সন্ধি হয় ; [২] ও

(ঘ) অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

কর্ম	কম্মং	নির্জলঃ	নিজ্জলো
সর্বঃ	সব্বো	মার্জারঃ	মজ্জারো
বর্তমানঃ	বত্তমানো	নির্বাণং	নিব্বানং
অর্কঃ	অক্কো	অর্থঃ	অত্থো [৩]
নির্লজ্জঃ	নিল্লজ্জো	নির্যাতনং	নিয্যাতনং [৪]

কথন কথন ছন্দোরক্ষার জন্য দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

"যিট্ঠং ব (বা) হুতং ব (বা) লোকে ;" "যদি ব (বা) সাবকে ;" "ভোবাদি (দী) নামকো হোতি ;" "যথাভাবি (বী) গুণেন সো।"

মহারূপসিদ্ধি, ১৩ পৃ.

"সংযোগপূর্বো হ্রস্বঃ" ; "দীর্ঘাদিষু বা" ; প্রা. প্রা. (Appendix A)৩, ৪।

১। সংস্কৃত শব্দটি পূর্বেই দ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়া থাকিলে আর দ্বিত্ব হয় না।

২। বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয় ; আর বর্গের চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত চতুর্থ বর্ণস্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়।

৩। অট্টো, অট্ঠো পদও হয়।

৪। প্রাকৃতেও এই নিয়ম, প্রা. প্র. ৩. ৩। ১.§১৯ টিপ্পণী দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত কয় স্থানে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়।

শর্করা = সক্খরা, এখানে র্ক – ক্খ হইয়াছে। গর্দভঃ = গদ্রভো, এখানে

১৩। রেফ যদি হকারে থাকে, তবে ঐ রেফ স্থানে প্রায়ই র (অকারান্ত), এবং কচিৎ রি হয়।[১] যথা—

তর্হি	তরহি	মহার্হঃ	মহারহো
এতর্হি	এতরহি	গর্হণং	গরহণং
গর্হতি	গরহতি	অর্হতি	অরহতি
বর্হং	বরিহম্	বর্হী	বরিহী

১৪। নির্-উপসর্গের রকারের সহিত হকারের সংযোগ থাকিলে, ঐ রকারের লোপ হয় ও নি-স্থানে নী হয়। যথা—

নির্হরণং	নীহরণং	নির্হারঃ	নীহারো
নির্হতঃ	নীহতো	নির্হারকঃ	নীহারকো

১৫। পালিতে পদের আদিবর্ণ-গত রফলার প্রায়ই লোপ হয়।[২] যথা—

রেফ রফলায় পরিণত। পরামর্শঃ = পরামাসো, এখানে রেফ লোপ হইলেও সকারের দ্বিত্ব হয় নাই ; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বলিয়া মকারে যে গুরুস্বর ছিল, আকার প্রদান করিয়া তাহা রক্ষিত হইয়াছে। এরূপ বহু প্রয়োগ আছে, যথা—কর্তব্যং = কাতব্বং, এখানেও রেফ লোপ করিয়া ও আকার প্রদান করিয়া ককারস্থিত গুরুস্বরকে রক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ আবিষ্কর্তব্যং = আবিকাতব্বং ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য ১.§১৪। আর্দ্রঃ = আসভো, এখানে কেবল রেফের লোপ করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী আকার গুরু স্বর বলিয়া অপর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ ঊর্মিঃ = ঊমি, ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রয়োগ কয়টি লক্ষণীয়—

অর্শঃ অরিসো, আর্ষং আরিস্সং, ব্যাবর্তিকং বেয্যাবটিকং।

১। সংস্কৃত পদসমূহ পালিতে কিরূপ পরিবর্তিত হয়, 'সাধারণ কল্পে' তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে, অতএব সূত্রে বা নিয়মে ঐ শব্দদ্বয়ের উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, সংস্কৃত শব্দেরই পালিতে পরিবর্তন বিষয়ে তত্তৎ নিয়ম বলা হইতেছে।

২। ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দের হয় না ; যথা—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণী, ইত্যাদি। তুলঃ. ক্রূরঃ = কুরূরো।

ক্রীতঃ	কীতো	ক্রুধ্যতি	কুজ্ঝতি
গ্রহণং	গহণং	ত্রিপিটকং	তিপিটকং
ত্রিফলং	তিফলং	গ্রামঃ	গামো
শ্রদ্ধা	সদ্ধা	হ্রেষা	হেসা [১]

১৬। পদের মধ্যে রফলা থাকিলে, তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে রফলা থাকে, তাহার দ্বিত্ব হইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য (১.১২) হয়। [২] যথা—

প্রক্রমঃ	পক্কমো	সমগ্রঃ	সমগ্গো
আঘ্রাতঃ	অগ্ঘাতো	নিদ্রা	নিদ্দা
অপ্রধানঃ	অপ্পধানো	পরিভ্রমণং	পরিব্ভমণং

১৭। পদের মধ্যে বা অন্তে একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণের পরে রফলা থাকিলে, ঐ রফলার লোপ হয়, এবং অপর কোন কার্য হয় না। [৩] যথা—

ইন্দ্রঃ	ইন্দো	অন্ত্রং	অন্তং
তন্ত্রং	তন্তং	মন্ত্রয়তি	মন্তয়তি

১। কিন্তু হ্রীঃ = হিরী, শ্রীঃ = সিরী ; এখানে রফলা স্থানে 'ইর্' হইয়াছে। বজ্রঃ = বজিরো, এখানেও ঐরূপ হইয়াছে। তুল. হ্রস্বঃ = রস্সো।

২। "ছদাদীহি ত-ত্রণ্" (৪. ৬. ৩৩) কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে নিম্নলিখিত পদগুলি পালিতে উভয়রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু 'ত্রণ্' প্রত্যয়ান্ত পদগুলি সচরাচর দেখা যায় না। যথা—

পবিত্রং	পবিত্তং	পবিত্রং	ছত্রং	ছত্তং	ছত্রং
চিত্রং	চিত্তং	চিত্রং	যোক্ত্রং	যোত্তং	যোত্রং
সূত্রং	সুত্তং	সূত্রং	বেত্রং	বেত্তং	বেত্রং
নেত্রং	নেত্তং	নেত্রং	মিত্রং	মিত্তং	মিত্রং

৩। কিন্তু ধাত্রী = ধাতী। ১§১২ টীকা দ্রষ্টব্য।

উৎত্রাসঃ	উত্তাসো [১]	ভস্ত্রা	ভস্তা
বক্ত্রং	বত্তং [২]	উৎক্রমঃ	উক্কমো [৩]

১৮। পালিতে আম্র ও তাম্র শব্দের স্থানে যথাক্রমে অম্ব ও তম্ব হয়। [৪] যথা—

আম্রঃ	অম্বো	তাম্রঃ	তম্বো
	আম্রাতকঃ	অম্বাতকো	

১৯। রেফ যকারে থাকিলে তাহাদের উভয়ের স্থানে পালিতে প্রায়ই 'রিয়্' হয়; অথবা পূর্ব্ব নিয়মানুসারে (১০.§১২) ঐ রেফের লোপ হয়। [৫] যথা—

কার্যং	করিয়ং	কয্যং	পর্যঙ্কঃ	পরিযঙ্কো
আর্য্যঃ	অরিয়ো	অয্যো	কদর্যং	কদরিযং
ভার্যা	ভরিযা	ভয্যা	পর্যাদানং	পরিযাদানং [৬]

১। কিন্তু উৎত্রস্তঃ _ উৎত্রস্তো, এখানে বিসর্গ ভিন্ন অন্য কাহারো পরিবর্ত্তন নাই।

২। ক্ত্র = ত্ত. ১.§৫১।

৩। ৎক = ক্ক, ১ §৩৫।

৪। "আম্রতাম্রয়োর্বঃ", প্রা. প্র. ১ ৫৩। তুল. অম্লং = অম্বিলং, ১ § ৩৭ টীকা।

৫। নির্ উপসর্গের রকারের সহিত যকারের সংযোগ থাকিলে প্রায়ই দ্বিতীয় নিয়মানুসারে কার্য হইতে দেখা যায়। যথা—

নির্যাণং	নিয্যানং	নির্যাণিকঃ	নিয্যানিকো
নির্যাতি	নিয্যাতি	নির্যাতয়তি	নিয্যাদেতি
নির্যাসঃ	নিয্যাসো	নির্যাতনং	নিয্যাতনং

৬। কিন্তু—

পর্য্‌দাহার্ষুঃ	পয্যিরুদাহংসু
* পর্য্‌পাসতি	তিপয্যিরুপাস
পর্যস্তঃ	পয্যিরত্তো

২০। পদের আদিস্থিত ক্ষকার স্থানে প্রায়ই 'খ', এবং কখন কখন 'চ' বা 'ছ' হয়।[১] যথা—

ক্ষ = খ, ক্ষ = চ, ক্ষ = ছ

ক্ষীরং	খীরং	ক্ষয়ঃ	খয়ো
ক্ষত্রিয়ঃ	খত্তিয়ো	ক্ষিপতি	খিপতি
ক্ষান্তিঃ	খন্তি	ক্ষেমঃ	খেমো
ক্ষণঃ	খণো	ছণো	
ক্ষুল্লঃ	চুল্লো	চূলো	চুলো
ক্ষুদ্রঃ	খুদ্দো	ছুদ্দো	কুড্ডো

২১। পদের মধ্য বা অন্ত স্থিত 'ক্ষ'-স্থানে পালিতে কখন কখন 'ক্খ,' বা 'চ্ছ' হয়। যথা—

এতাদৃশ স্থলে 'র্য' 'রিয়' হইয়া পরে বর্ণবিপর্যয়বশত 'য়ির' হইয়াছে।

পরি-উপসর্গের যোগে 'র্য' কারকে কেবল নিম্নলিখিত স্থলে 'য্য' হইতে দেখা যায়; যথা—পর্যেষণা = পয্যেসনা।

নিম্নলিখিত স্থলে রকার লকার হইয়া দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (১.§২৬)—

পর্যস্তিকা	পল্লত্থিকা
পর্যঙ্কঃ	পল্লঙ্কো
বিপর্যাসঃ	বিপল্লাসো

১। দৃশ্যত সংস্কৃতের √ ক্ষৈ- ও √ ক্ষপ-মূলক পালি পদগুলির আদিস্থিত ক্ষকার স্থানে ঝকার, এবং মধ্য বা অন্তস্থিত ক্ষকার স্থানে জ্ঝকার হয়। যথা—

ক্ষ = ঝ

ক্ষামঃ	ঝামো	ক্ষাপনং	ঝাপনং
	ক্ষাপয়তি	ঝাপয়তি	

ক্ষ = জ্ঝ

বিক্ষায়তি	বিজ্ঝায়তি	বিক্ষাপয়তি	বিজ্ঝাপয়তি
বিক্ষপয়েৎ	বিজ্ঝপেয্য	বিক্ষপয়িতুং	বিজ্ঝপেতুং

ক্ষ = ক্খ

দক্ষিণঃ	দক্খিণো	বক্ষ্যামি	বক্খামি
রক্ষণং	রক্খণং	বিচক্ষণঃ	বিচক্খণো
ম্রক্ষণং	মক্খণং	অন্তরিক্ষং	অন্তরিক্খ

ক্ষ = চ্ছ

পক্ষঃ	পচ্ছো	পক্খো
অক্ষি	অচ্ছি	অক্খি
অক্ষঃ	অচ্ছো	ইক্কো [১]
ইক্ষুঃ	উচ্ছু	

২২। পালিতে প্রায়ই পদের আদিস্থিত 'ত্য'-স্থানে এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'ত্য'-স্থানে 'চ্চ' হয়। [২] যথা—

ত্য = চ

ত্যাগঃ	চাগো	ত্যজতি	চজতি
ত্যাগবান্	চাগবা		

ত্য = চ্চ

প্রত্যয়ঃ	পচ্চয়ো	নৃত্যং	নচ্চং
মৃত্যুঃ	মচ্চু	ইত্যনেন	ইচ্চনেন
অপত্যং	অপচ্চং	সত্যং	সচ্চং
অত্যবদাতঃ	অচ্চোদাতো		

১। এস্থানে ক্ষ = ক্ক হইয়াছে। আবার স্থলবিশেষে ক্ষ = ক হয়, যথা—ধ্বাঙ্ক্ষঃ = ধঙ্কো।

কখন কখন পদমধ্যগত ক্ষকার স্থানেও খকার হয়। যথা—লাক্ষা = লাখা ; সূক্ষ্মং = সুখুমং (১ § ৬৭) ; পক্ষ্ম = পখুমং, পম্হং (১. § ৬৭ টীকা)। পম্হং, এস্থলে ক্ষকারের স্থানে প্রথমে খকার হইয়া ইহার স্থানে হকার হইয়াছে। এখানে যে বর্ণ বিপর্যয় হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

২। মহারূপসিদ্ধি, ১৮পৃ, ৪১ সূ দ্রষ্টব্য।

২৩। পালিতে পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'থ্য'-স্থানে 'চ্ছ' হয়।[১] যথা—

থ্য = চ্ছ

নেপথ্যং	নেপচ্ছং
তথ্যং	তচ্ছং
মিথ্যা	মিচ্ছা

১৪। পালিতে পদের আদিস্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ', এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ্জ' হয়। যথা—

দ্য = জ

দ্যুতিঃ	জুতি
দ্যুতিমান্	জুতিমা
দ্যোতকং	জোতকং

দ্য = জ্জ

অদ্য	অজ্জ	অনবদ্যং	অনবজ্জং
আপদ্যতে	আপজ্জতে	বিদ্যতে	বিজ্জতে
সদ্যঃ	সজ্জু	বিদ্যা	বিজ্জা[২]

১। কিন্তু অত্যল্পঃ = অচ্চপ্পো. (১ §১); দাত্যূহঃ = দাত্যূহো। এরূপ প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

২। উদ্‌-উপসর্গের দকার ও পরবর্তী যফলায় যে 'দ্য' হয়, তাহার স্থানে 'জ্জ' না হইয়া 'য্য' হয়। যথা—

দ্য = য্য

উদ্যানং	উয্যানং	উদ্যাতি	উয্যাতি
উদ্যোগঃ	উয্যোগো	উদ্যচ্ছন্তি	উয্যচ্ছন্তি
উদ্যতঃ	উয্যতো	উদ্যক্তঃ	উয্যক্তো
উদ্যোধিকং	উয্যোধিকং	উদ্যামঃ	উয্যামো

২৫। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'ঝ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'জ্ঝ' হয়।[১] যথা—

ধ্য = ঝ

ধ্যানং	ঝানং
ধ্যায়তি	ঝায়তি
ধ্যায়ী	ঝায়ী

ধ্য = জ্ঝ

বুধ্যতে	বুজ্ঝতে	সিধ্যতি	সিজ্ঝতি
বিধ্যতি	বিজ্ঝতি	ক্রুধ্যতি	কুজ্ঝতি
শুধ্যতি	সুজ্ঝতি	বিরাধ্যতি	বিরজ্ঝতি

২৬। তবর্গ, ণ, হ, ও র ভিন্ন অপর কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পর যকার থাকিলে, পালিতে প্রায়ই ঐ যকারের লোপ হয়, তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয়, সম্ভাবিত হইলে যথানিয়মে (১.§১২, টীকা) সন্ধি হয় এবং অন্তস্থ ব-স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

শক্যতে	সক্কতে	সভ্যঃ	সব্ভো
শক্যঃ	সক্কো	ইভ্যঃ	ইব্ভো
আখ্যাতং	অক্খাতং	দম্যতে	দম্মতে
যোগ্যং	যোগ্গং	রম্যতে	রম্মতে
পচ্যতে	পচ্চতে	বৈপুল্যং	বেপুল্লং
মুচ্যতে	মুচ্চতে	কৌশল্যং	কোশল্লং

১। পদের মধ্যে বা অন্তে বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত ধকারের পর যফলা থাকিলে, ঐ 'ধ্য'-স্থানে 'জ্ঝ' না হইয়া 'ঝ' হয়। যথা—

সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	বন্ধ্যঃ	বঞ্ঝো

ভোজ্যং	ভোজ্জং	বিশল্যং	বিসল্লং [1]
রাজ্যং	রজ্জং	দৃশ্যতে	দিস্সতে
অপ্যেবং	অপ্পেবং	বিশ্যতে	বিস্সতে
কাব্যং	কব্বং [2]	শিষ্যঃ	সিস্সো
ভব্যং	ভব্বং	দীব্যতি	দিব্বতি
করিষ্যতে	করিস্সতে	ঘটস্য	ঘটস্স

২৭। 'হ্য'-স্থানে পালিতে 'য্হ' হয়।[3] যথা—

হ্য = য্হ

অসহ্যঃ	অসয্হো	মহ্যং	মষ্হং
গুহ্যং	গুয্হং	মুহ্যতি	মুয্হতি
দহ্যতে	দয্হতে	অসহ্যং	অসয্হং

বুহ্যতি (উহ্যতে) বুয্হতি [4]

১। 'ল্য'-স্থানে পালিতে কখন কখন বিকল্পে 'ল্ল' দেখা যায়। যথা—

শল্যং	সল্লং	সল্যং
কল্যাণং	কল্লাণং	কল্যাণং
শল্যকঃ	সল্লকো	সল্যকো
কল্যং	কল্লং	কল্যং

২। 'কাব্যং' ও পালিতে হয়। এইরূপ পালিতে অপসব্যং, বাক্যং, মাঘ্যং। এই সব স্থলে ঐ নিয়ম খাটে নাই।

৩। কিন্তু পদের আদিস্থিত 'হ্য'-স্থানে 'হীয়' হয়। যথা হ্যঃ = হীয়ো = হিয্যো (১. § ১১); হ্যস্তনী = হীয়ত্তনী। কখন কখন 'হ্য'-স্থানে 'য্য' দেখা যায়, যথা—লেহ্যং = লেয্যং।

৪। বিকল্পে 'বুল্হতি'। "হবিপরিয়যে লো. বা," কচ্চায়ন, ৩. ৪. ৭। কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে য প্রত্যয় হইলে হকারের স্থান-বিপর্য্যয় হয়, (তুল. ১.§৪১), ও বিকল্পে 'য'-স্থানে 'ল্' হয়। এতদনুসারে 'অসহ্য' এই পদস্থানে পালিতে 'অসয্হো,' 'অসল্হো' এই উভয় পদই হইতে

২৮। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ন্য' প্রায়ই 'ঞ', এবং পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ন্য' ও 'ণ্য' 'ঞ্ঞ' হয়। যথা—

ণ্য = ঞ্ঞ

হিরণ্যং — হিরঞ্ঞং — অরণ্যং — অরঞ্ঞং

কারুণ্যং — কারুঞ্ঞং

ন্য = ঞ

ন্যায়ঃ — ঞায়ো [১]

ন্য = ঞ্ঞ

ধান্যং — ধঞ্ঞং — শূন্যং — সুঞ্ঞং

কন্যা — কঞ্ঞা — অন্যঃ — অঞ্ঞো

কৌণ্ডিন্যঃ — কোণ্ডিঞ্ঞো — বিহন্যতে — বিহঞ্ঞতে

২৯। পদের আদিস্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ্ঞ' হয়। যথা—

জ্ঞ = ঞ

জ্ঞাতিঃ — ঞাতি — জ্ঞানং — ঞাণং

জ্ঞাতকঃ — ঞাতকো — জ্ঞাতঃ — ঞাতো

জ্ঞ = ঞ্ঞ

সংজ্ঞা — সঞ্ঞা — অভিজ্ঞা — অভিঞ্ঞা

প্রজ্ঞা — পঞ্ঞা — বিজ্ঞানং — বিঞ্ঞাণং

বিজ্ঞপ্তিঃ — বিঞ্ঞত্তি — আজ্ঞা — অঞ্ঞা [২]

পারে। স্থানান্তরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পদ সাধারণত দেখা যায় না।

১। কিন্তু, ন্যাসঃ = ন্যাসো ; ন্যগ্রোধঃ = নিগ্রোধো (১,§৬০)।

২। কখন কখন পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ণ' দেখা যায়, কিন্তু √ জ্ঞা ভিন্ন অন্যত্র এ নিয়ম দেখা যায় না। যথা—

৩০। টকার ও তকারের পর কোন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, তাহাদের স্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

ষট্‌কর্ণঃ	ছক্কণ্ণো [১]	ষট্‌পদঃ	ছপ্পদো
ষট্‌পঞ্চাশৎ	ছপ্পঞ্ঞাস	ষট্‌ত্রিংশঃ	ছত্তিংসো
সৎকারঃ	সক্কারো	ঈষৎকরং	ঈসক্করং
উৎকৃষ্টং	উক্কট্ঠং	উৎক্ষেপণং	উক্খেপণং
তৎপুরুষঃ	তপ্পুরিসো	উৎপলং	উপ্পলং
	মহৎফলম্	মহপ্ফলং [২]	

৩১। গকার, ডকার, ও দকারের সহিত কোন বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের যোগ থাকিলে, তাহাদিগের স্থানে পরবর্ত্তী বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। [৩] যথা—

প্রাগ্‌ভারঃ	পব্ভারো	ষড্‌দন্তঃ	ছদ্দন্তো
স্নিগ্ধঃ	সিনিদ্ধো	খড়্গঃ	খগ্গো
দুগ্ধং	দুদ্ধং	ষড্‌দিশঃ	ছদ্দিসো

জ্ঞ = ণ

আজ্ঞা	আণা	আজ্ঞপ্তং	আণত্তং
আজ্ঞপ্তিঃ	আণত্তি	প্রজ্ঞপ্তিঃ	পণত্তি, পঞ্ঞত্তি

তুল. রাজ্ঞী = রাণী। আবার কখন 'জ্ঞ'-স্থানে 'জ' দেখা যায়, যথা—প্রজ্ঞানং = পজানং।

১। কিন্তু, ষট্‌কৃত্বঃ (ষট্‌কর্ত্তুং) = ছক্খত্তুং। তদ্ধিত কল্পের দ্বিতীয় নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২। ককার সম্বন্ধেও এই নিয়ম ; যথা—বণিক্‌পথঃ = বণিপ্পথো।

৩। প্রা. প্র. ৩. ১।

মুগ্ধঃ	মুদ্ধো[১]	ষড়্বর্ণঃ	ছব্বণ্ণো[২]
ষড়্জঃ	ছজ্জো	ষড়্বিধঃ	ছব্বিধো
উদ্গতিঃ	উগ্গতি	মহদ্ভয়ং	মহব্ভয়ং
উদ্ঘোষঃ	উগ্ঘোসো	অদ্ভুতং	অব্ভুতং
মহদ্ঘনঃ	মহগ্ঘনো	উদ্ভূতঃ	উব্ভূতো
মৌদ্গরিকঃ	মোগ্গরিকো	মহদ্বলং	মহব্বলং

বুদ্বুদং বুব্বুলং[৩]

৩২। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ষ্ট' ও 'ষ্ঠ'-স্থানে পালিতে 'ট্ঠ' হয়।[৪] যথা—

ষ্ট = ট্ঠ

তুষ্টঃ	তুট্ঠো	কষ্টং	কট্ঠং
পুষ্টঃ	পুট্ঠো	অষ্ট	অট্ঠ
পৃষ্টঃ	পুট্ঠো	দ্রষ্টব্যং	দট্ঠব্বং[৫]

ষ্ঠ = ট্ঠ

ষষ্ঠঃ	ছট্ঠো	শ্রেষ্ঠঃ	সেট্ঠো
বাসিষ্ঠঃ	বাসিট্ঠো	জ্যেষ্ঠঃ	জেট্ঠো
কনিষ্ঠঃ	কনিট্ঠো	নেদিষ্ঠঃ	নেদিট্ঠো

৩৩। পদের আদিস্থিত 'স্ত'-স্থানে 'থ', এবং মধ্য

১। কিন্তু, দগ্ধং = দড্ঢং। দ্রষ্টব্য—১.৪২৪।

২। 'বর্ণ' ও 'বিধ' শব্দের বকার অন্তস্থ হইলেও, এখানে তাহা বর্গীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পালিতে বকার ও ব্বকারের বিপর্যায় ভূরি-ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। তুল. *bubble.*

৪। প্রা. প্র. ৩. ১।

৫। কখন কখন 'ষ্ট' স্থানে 'ট্ট' দেখা যায়; যথা—অববৃষ্টং = ওবট্টং।

ও অন্ত-স্থিত ‘স্ত’-স্থানে ‘থ’, ও কখন কখন ‘ত্ত’ হয়।[১] যথা—

স্ত = থ [২]

স্তম্ভঃ	থম্ভো	স্তূপঃ	থূপো
স্তব্ধঃ	থদ্ধো	স্তোকং	থোকং
স্থিরঃ	থিরো	স্থিতিঃ	থিতি

স্ত = ত্থ [৩]

হস্তিনঃ	হত্থিনো	বস্ত্রং	বত্থং
প্রস্তরঃ	পত্থরো	হস্তঃ	হত্থো
প্রস্তাবনা	পত্থাবনা	স্বস্তি	সোত্থি

স্ত = ত্ত

অস্তঃ	অত্তো	দুস্তরং	দুত্তরং
ভদ্রমুস্তং	ভদ্দমুত্তং	হ্যস্তনী	হীয়ত্তনী

৩৪। পদের আদিস্থিত ‘স্থ’-স্থানে ‘থ’, ও কখন কখন ‘ঠ’,[৪] এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত ‘স্থ’-স্থানে ‘ত্থ’, ও ‘ট্ঠ’[৫] হয়। যথা—

১ প্রা. প্র. ৩ ১২।

২। কখন কখন আদিস্থিত ‘স্ত’-স্থানে ‘ছ’ দেখা যায়; যথা—স্তম্ভিতত্বং = ছম্ভিতত্তং।

৩। কিন্তু উত্রস্তঃ = উত্রস্তো, এখানে একটি তকারের লোপ ভিন্ন অপর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আবার ‘স্ত’-স্থানে কখন কখন ‘ট্ঠ’ দেখা যায়; যথা—পরিবস্তব্যঃ = পরিবট্ঠব্বো।

৪। সাধারণত √স্থা নিষ্পন্ন পদসম্বন্ধেই এই নিয়ম দেখা যায়।

৫। প্রা. প্র. ৩. ১। কোন কোন স্থলে আবার ‘স্থ-স্থানে ‘ত্ত’ দেখা যায় যথা—

স্থ = ত্ত

ইন্দ্রপ্রস্থং	ইন্দপত্তং	মধ্যস্থঃ	মজ্ঝত্তো

স্থ = থ

স্থগনং	থকনং	স্থবিরঃ	থেরো
স্থূলঃ	থূলো	স্থাবরঃ	থাবরো

স্থ = ঠ

স্থানং	ঠানং	স্থানী	ঠানী
স্থিতিঃ	ঠিতি	স্থানাস্থানং	ঠানাঠানং
স্থানান্তরং	ঠানন্তরং	স্থানীয়ঃ	ঠানীয়ো

স্থ = ত্থ

বানপ্রস্থঃ	বানপত্থো	অবস্থা	অবত্থা
অবস্থাপনং	অবত্থাপনং	অবস্থানং	অবত্থানং [১]

স্থ = ট্ঠ

উপস্থাপয়তি	উপট্ঠাপয়তি	প্রস্থায়	পট্ঠায়
প্রমাদস্থানং	পমাদট্ঠানং	বয়ঃস্থঃ	বয়ট্ঠো
	অস্থি	অট্ঠি	

৩৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ত্স'-স্থানে প্রায়ই 'চ্ছ' হয়। [২] যথা—

---

১ প্রা. প্র. ৩. ৪০।

২ পদের আদিস্থিত 'ত্স' স্থানে 'থ' হয়; যথা—ত্সরুঃ = থরু। 'উৎ'-উপসর্গের তকারের পর সকার থাকিলে, ঐ 'ত্স'-স্থানে প্রায়ই 'স্স' হয়, এবং অতি অল্পস্থানে 'চ্ছ' হইতে দেখা যায়। যথা—

ত্স = স্স

উৎসবঃ	উস্সবো	উৎসুকঃ	উস্সুকো
ঔৎসুক্যং	উস্সুক্কং	উৎসারণং	উস্সারণং
উৎসিঞ্চতি	উস্সিঞ্চতি	উৎসহতি	উস্সহতি

মৎস্যঃ	মচ্ছো	বৎসঃ	বচ্ছো
বৎসরঃ	বচ্ছরো	কুৎসা	কুচ্ছা
দিৎসতি	দিচ্ছতি	জিঘৎসা	জিঘচ্ছা

৩৬। লকারের পর বর্গের (ক) প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়; (খ) তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়; (গ) এবং এতদ্ভিন্ন লকার যে বর্ণের পূর্বে থাকে, লকার-স্থানে সেই বর্ণই হয়, ও তাহা হইলে অন্তস্থ ব-স্থানে বর্গীয় ব হয়।[১] যথা—

(ক)

উল্কা	উক্কা	বল্কলং	বক্কলং [২]
কিঞ্জল্কঃ	কিঞ্জক্কো	শিল্পং	সিপ্পং
কল্কঃ	কক্কো	অল্পঃ	অপ্পো
	জল্পঃ	জপ্পো	

(খ)

ফল্গু	ফগ্গু	ফল্গুনী	ফগ্গুনী
বল্গতি	বগ্গতি	প্রগল্ভঃ	পগব্ভো

উৎসন্নঃ	উস্সন্নো	উৎসাহঃ	উস্সাহো
	উৎসোঢি	উস্সোল্হি	

নিম্নলিখিত স্থানে 'চ্ছ' হইয়াছে :—

উৎসঙ্গঃ	উচ্ছঙ্গো	উৎসাদনং	উচ্ছাদনং

তুল. 'নোৎসুকোৎসবয়োঃ', প্রা. প্র. ৩. ৪২।

১। প্রা. প্র. ৩. ৩।

২। কিন্তু, বল্কং = বাকং (বক্কং = বকং = বাকং, ১.§১৩. টীকা); শুল্কং = শুঙ্কং।

(গ)

বল্মীকঃ	বম্মীকো	উল্মুকং	উম্মুকং [১]
জাল্মঃ	জম্মো	কিল্বিষং	কিব্বিসং [২]

৩৭। লকার ল-ভিন্ন [৩] যে বর্ণের শেষে থাকে, পালিতে ঐ বর্ণে প্রায়ই ইকার যোগ হয়, এবং ঐ বর্ণস্থিত স্বর লকারে যুক্ত হয়। যথা—

ক্লিন্নঃ	কিলিন্নো	গ্লানঃ	গিলানো
ক্লেশঃ	কিলেসো	শ্লাঘা	সিলাঘা
শ্লোকঃ	সিলোকো	শ্লেষ্মা	সিলেস্মুমা, (সেম্হা)
প্লক্ষঃ	পিলক্খো	প্লবঃ	পিলবো, (প্লবো) [৪]

১। কথন কথন 'ল্ম'-স্থানে 'ম্ব' দেখা যায়; যথা—

ল্ম = ম্ব

গুল্মঃ	গুম্বো
নির্গুল্মঃ	নিগ্গুম্বো
শাল্মলী	সিম্বলী

২। 'ব'-স্থানে অনেক সময়ে 'ল্ল' দেখা যায়; যথা—(১.§৩৯)

ব = ল্ল

	বিল্বঃ	বিল্লো
	পল্বলং	পল্ললং
	খল্বাটঃ	খল্লাটো
কিন্তু	বৈল্বঃ	বেলুবো
	উরুবিল্বা	উরুবেলা

৩। পল্লবং, উল্লাসো, ভল্লূকো, মল্লিকা মল্লিকো, মল্লো ইত্যাদি পদে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

৪। এইরূপ প্লবঙ্গমো, প্লবগো, প্লবতি; এখানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। নিম্নলিখিত পদগুলি দ্রষ্টব্য :—

৩৮। পদের আদ্য বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে পা প্রায়ই [১] তাহার লোপ হয়। [২] যথা—

জ্বলতি	জলতি	ত্বরতি	তরতি
ক্বথিতং	কথিতং	দ্বীপঃ	দীপো
ধ্বজঃ	ধজো	ধ্বনিঃ	ধনি
ধ্বংসতি	ধংসতি	ত্বয়া	তয়া
ত্বয়ি	তয়ি	ত্বচঃ (ক্)	তচো
শ্বা	সা [৩]	স্বামী	সামী
	ধ্বাঙ্ক্ষঃ	ধঙ্কো	

অম্লং	অম্বিলং
প্লীহা	পিহকং
ম্লেচ্ছঃ	মিলক্খো
প্লবতি	পিলুবতি, প্লবতি
শুকঃ	শুক্কো

১। নিম্নলিখিত প্রভৃতি স্থানে এই নিয়মে কার্য্য হয় নাই :—

দ্বাপরং	দ্বাপরং
দ্বারং	দ্বারং, (দুবারং)

২। 'দ্বি'-সংসৃষ্ট শব্দসমূহের অধিকাংশ স্থানেই সংযুক্ত বকারের লোপ হয় না, অতি অল্প স্থানেই হয় ; আবার স্থলবিশেষে ব-স্থানে 'উ,' বা 'উব' হয়। যথা—

দ্বিশতং	দ্বিসতং	দ্বিজঃ	দ্বিজো, দিজো
দ্বিরদঃ	দ্বিরদো	দ্বিগুণঃ	দিগুণো
দ্বিপঃ	দ্বিপো	দ্বিতীয়ঃ	দুতিয়ো
দ্বিজিহ্বঃ	দ্বিজিব্হো	দ্বিবিধঃ	দুবিধো
দ্বে	দ্বে, দুবে	দ্বিরাত্রঃ	দুরত্তো

৩। পদের আদিস্থিত শ ও সকারের পর বকার থাকিলে স্থানে স্থানে তাহার লোপ, ও স্থলবিশেষে তাহার স্থানে 'উব' বা 'অব' প্রভৃতি

৩৯। পদের মধ্যে বা অন্তে কোন বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে, পালিতে তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে ঐ বকার যুক্ত থাকে, তাহার দ্বিত্ব হয়, ও সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয় (১.§১২ টীকা)।[১] যথা—

পক্বং	পক্কং	পল্বলং	পল্ললং
কিণ্বঃ	কিণ্ণো	বৈশ্বানরঃ	বেস্সানরো
সাপেক্ষত্বং	সাপেক্খত্তং	বিশ্বাসঃ	বিস্সাসো
একত্বং	একত্তং	তপস্বী	তপস্সী
গমকত্বং	গমকত্তং	তেজস্বী	তেজস্সী
শাদ্বলং	সদ্দলং	অশ্বঃ	অস্সো
বিদ্বেষঃ	বিদ্দেসো	বিশ্বং	বিস্সং
বিধ্বংসঃ	বিদ্ধংসো	মনস্বী	মনস্সী
অধ্বা	অদ্ধা	হ্রস্বঃ	রস্সো[২]

(১.§৫৭ দ্রষ্টব্য) হয়। নিম্নপ্রদর্শিত উদাহরণে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে :—

শ্বা	সা, সুনো, সানো, স্বানো, সুবানো	
শ্বঃ	সুবে,	স্বে
স্বামী	সামী,	সুবামী
স্বস্তি	সোত্থি,	সুবত্থি
স্বর্গিকঃ	সোবগ্গিকো	
স্বর্ণং	সোণ্ণং,	স্বণ্ণং

১। প্রা. প্র. ৩.৩।

২। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই—

সরস্বতী	সরস্বতী
বিদ্বান্	বিদ্বা
দ্বন্দ্বং	দ্বন্দ্বং

৪০। সন্ধিজাত বকারের বহু স্থলে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।[১] যথা—

স্বল্পঃ	স্বপ্পো	স্বাগতং	স্বাগতং, (সাগতং)
অন্বেতি	অন্বেতি	স্বাখ্যাতঃ	স্বাক্খাতো
ধাত্বন্তস্য	ধাত্বন্তস্স	অন্বাচয়ঃ	অন্বাচয়ো
	অন্বেষণা	অন্বেষণা[২]	

৪১। হকারের সহিত বকার যুক্ত থাকিলে প্রায়ই বর্ণ বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ বকারটি যায় পূর্ব্বে এবং হকারটি আসে পরে।[৩] যথা—

হ্ব = ব্হ

জিহ্বা	জিব্হা	আহ্বানং	অব্হানং
সাহ্বয়ঃ	সব্হয়ো	আহ্বা	অব্হা
	সমাহ্বয়ঃ	সমব্হয়ো	

লক্ষণীয়—চত্বরং = চত্তরং। মহাদ্বীপঃ = মহাদীপো ; বরদ্বীপঃ = বরদীপো ; ইত্যাদি স্থলে 'দ্ব' প্রভৃতি বস্তুত পদমধ্যবর্ত্তী হইলেও উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য হয় নাই ; এখানে প্রথমে 'দ্বীপ' স্থানে 'দীপ' করিয়া তাহার পর সমাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অন্যত্রও এইরূপ। পিতৃষ্বসা শব্দ পালিতে পিতুচ্ছা হয়।

১। 'ত্বা' ও 'ত্বান' (ক্ত্বা) প্রত্যয়ের বকারেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না ; যথা—শ্রুত্বা = সুত্বা, সুত্বান ইত্যাদি।

২। কিন্তু, সমন্বিতঃ — সমন্নিতো

সমন্বাগতঃ — সমন্নাগতো

সমন্বেষতি — সমন্নেসতি

৩। তুল. ১.§২৭।

৪। কিন্তু গহ্বরং = গব্ভরং ; গহ্বরং = গব্হরং = গব্ভরং।
হ = ভ, (১.§ ১০০.খ)।

৪২। বর্গীয় বকারের পর কোন বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, বকার-স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। [১] যথা—

শব্দঃ	সদ্দো	কুব্জঃ	খুজ্জো
লুব্ধঃ	লুদ্ধো	লব্ধঃ	লদ্ধো
স্তব্ধঃ	থদ্ধো	আরব্ধঃ	আরদ্ধো

৪৩। পদের আদিস্থিত 'স্ক' ও 'স্খ' এর সকারের লোপ হয়, এবং 'ক'-স্থানে 'খ' হয়। যথা—

স্ক = খ

স্কন্ধঃ	খন্ধো
স্কন্দঃ	খন্ধো [২]
স্কন্ধাবারঃ	খন্ধাবারো

স্খ = খ

স্খলতি	খলতি	স্খলিতং	খলিতং

৪৪। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'স্ক'-স্থানে প্রায়ই 'ক্খ', এবং কখন কখন 'ক্ক' ও 'খ' হয়। যথা—

স্ক = ক্খ

পুরস্কারঃ	পুরক্খারো	তিরস্কারঃ	তিরক্খারো
উপস্কারঃ	উপক্খারো	প্রস্কন্দতি	পক্খন্দতি
প্রস্কন্দনং	পক্খন্দনং	প্রস্কন্দিকা	পক্খন্দিকা
বেদনাস্কন্ধঃ	বেদনাক্খন্ধো	রূপস্কন্ধঃ	রূপক্খন্ধো

১। প্রা. প্র. ৩, ৩।

২। স্কন্দ শব্দের পালিতে খন্দ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। হয় তো প্রাচীন ভুলক্রমে খন্ধ হইয়া গিয়াছে। অভিধানপ্পদীপিকা-প্রভৃতি সর্ব্বত্র খন্ধ শব্দই দেখা যায়। স্কন্ধ শব্দও পালিতে খন্ধ হয়।

স্ক = ক্ক

মনস্কারঃ	মনক্কারো	নমস্কারঃ	নমক্কারো
	সংস্কৃতং	সক্কতং, সংখতং	

স্ক = খ

সংস্কারঃ	সংখারো	সংস্কৃতং	সংখতং, সক্কতং [১]

৪৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ষ্ক' স্থানে স্থলবিশেষে 'ক্ক', বা 'স্ক' হয়। যথা—

ষ্ক = ক্ক

নিষ্কেশঃ	নিক্কেসো	নিষ্কামী	নিক্কামী
দুষ্করং	দুক্করং	নিষ্কাঙ্ক্ষঃ	নিক্কঙ্খো
নিষ্কষায়ঃ	নিক্কসায়ো	নিষ্ক্লেশঃ	নিক্কিলেসো
চতুষ্কং	চতুক্কং	নিষ্কর্মঃ (র্মা)	নিক্কম্মো

ষ্ক = স্ক

নিষ্ক্রমঃ	নিস্কমো	পরিষ্কারঃ	পরিস্কারো
পুষ্করং	পুস্করং	শুষ্কং	সুস্কং
	নৈষ্কিকঃ	নিস্কিকো [২]	

৪৬। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'শ্চ' ও 'শ্ছ'-স্থানে প্রায়ই [৩] 'চ্ছ' হয়। [৪] যথা—

শ্চ = চ্ছ

আশ্চর্যং	অচ্ছরিয়ং	পশ্চাৎ	পচ্ছা
বৃশ্চিকঃ	বিচ্ছিকো	তিরশ্চঃ (তির্যক্)	তিরচ্ছো

১। কিন্তু, ভাস্করঃ = ভাকরো। এখানে প্রথমে ভাস্ ভা হইয়াছিল।

২। প্রা. প্র. ৩, ২৯।

৩। নিশ্চিত্তঃ = নিচ্চিত্তো; নিশ্চলঃ নিচ্চলো। এখানে শ্চ = চ্চ হইয়াছে।

৪। তুল. "শ্চ-ত্স-প্সাং চ্ছঃ।" প্রা. প্র. ৩. ৪০।

নিশ্চয়ঃ	নিচ্ছয়ো	দুশ্চরিতম্	দুচ্ছরিতং
	নিশ্চরতি	নিচ্ছরতি	

শ্ছ = চ্ছ

নিশ্ছলঃ	নিচ্ছলো	নিশ্ছন্দঃ	নিচ্ছন্দো

৪৭। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'প্স' স্থানে 'চ্ছ' হয়।[১] যথা—

প্স = চ্ছ

অপ্সরাঃ	অচ্ছরা	লিপ্সতি	লিচ্ছতি
জুগুপ্সতি	জিগুচ্ছতি	বীপ্সা	বিচ্ছা[২]

৪৮। পদের আদিস্থিত 'স্প' ও 'স্ফ' প্রায়ই[৩] 'ফ' হয়; এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'স্প,' 'স্ফ' ও 'ষ্প' স্থলবিশেষে 'প্স' ও 'প্ফ' হয়।[৪] যথা—

স্প = ফ

স্পৃশতি	ফুসতি	স্পৃষ্টঃ	ফুট্ঠো
স্পন্দঃ	ফন্দো	স্পন্দনং	ফন্দনং
	স্পর্শঃ	ফস্সো	

স্ফ = ফ

স্ফটিকঃ	ফলিকো	স্ফুলিঙ্গম্	ফুলিঙ্গং
স্ফোটঃ	ফোটো	স্ফুটনং	ফুটনং

১। প্রা. প্র. ৩. ৪০।

২। পদের আদিস্থিত 'প্স' স্থানে 'ছ' হয়। যথা—প্সাতঃ = ছাতো।

৩। স্পৃহা = পিহা; স্পৃহয়তি = পিহেতি। এখানে কেবল সকারের লোপ হইয়াছে।

৪। প্রা. প্র. ৩. ৩৬।

স্প = প্প ; ষ্প = প্প

বনস্পতিঃ	বনপ্পতি [1]	চতুষ্পদঃ	চতুপ্পদো
	বাষ্পঃ	বপ্পো	

স্ফ = প্ফ , ষ্প = প্ফ

বিস্ফুরতি	বিপ্ফুরতি	বিস্ফুলিঙ্গঃ	বিপ্ফুলিঙ্গঃ
পুষ্পং	পুপ্ফং	শষ্পং	সপ্ফং
	পুষ্পিতঃ	পুপ্ফিতঃ [2]	

৪৯। পদের আদিস্থিত 'প' কখন কখন 'ফ' হয়। [3] যথা।

প = ফ

পরশুঃ	ফরসু	পুষ্পিতঃ	ফুস্সিতো (পুপ্ফিতো)
পুষ্যঃ	ফুস্সো	পর্শুকা	ফস্সুকা
পরুষঃ	ফরুসো	পলিতঃ	ফলিতো

৫০। পদান্তর্গত অসংযুক্ত [4] 'য' কখন কখন 'য্য' হয়। যথা—

কার্ত্তিকেযঃ	কত্তিকেয্যো	কত্তিকেযো
বৈনতেয়ঃ	বেনতেয্যো	বেনতেযো
রৌহিণেযঃ	রোহিণেয্যো	রোহিণেযো
গাঙ্গেযঃ	গঙ্গেয্যো	গঙ্গেযো
কাপেযঃ	কাপেয্যো	কাপেযো

১। পদের মধ্যস্থিত 'স্প' স্থানে 'প্ফ' দেখা যায় না।

২। প্রা. প্র. ৩. ৩৫।

৩। "পরুষ-পরিঘ-পরিখাসু ফঃ ;" "পনসেঽপি ;" প্রা. প্র. ২.৩৬-৩৭।

৪। সংযুক্ত 'য' স্থানে হয় না ; যথা—আলস্যং = আলস্সং, ইত্যাদি। কিন্তু "প্রসার্য = পসারেয্য ; প্রসার্য = পসারিয = পসারেয্য।

দেযং	দেয্যং	হেযং	হেয্যং
জ্ঞেযং	ঞেয্যং	চেযং	চেয্যং
নেযং	নেয্যং	শ্রেয়ঃ	সেয্যো
মেযং	মেয্যং	জ্যায়ঃ	জেয্যো
স্তেয়ং	থেয্যং	ভূযঃ	ভিয্যো
নৈযাযিকঃ	নেয্যায়িকো	বৈয়াকরণঃ	বেয্যাকরণো

৫১। পদান্তর্গত 'ক্ত'-স্থানে 'ত্ত' হয়। যথা—

ভুক্তং	ভুত্তং	সিক্তং	সিত্তং
রক্তং	রত্তং	যুক্তং	যুত্তং
ভক্তিঃ	ভত্তি	বক্তি	বত্তি
ভক্তং	ভত্তং	উক্তং	বুত্তং
শুক্তিঃ	সুত্তি	মুক্তিঃ	মুত্তি
বিবিক্তং	বিবিত্তং	বিভক্তং	বিভত্তং [১]

৫২। পদান্তর্গত 'ক্থ'-স্থানে 'ত্থ' হয়।[২] যথা—

ক্থ = ত্থ

সিক্থং	সিত্থং
সক্থি	সত্থি

৫৩। পদান্তর্গত 'প্ত'-স্থানে 'ত্ত' হয়। যথা—

প্ত = ত্ত

সপ্ত	সত্ত	তপ্তং	তত্তং
ক্ষিপ্তং	খিত্তং	দীপ্তং	দিত্তং
সুপ্তং	সুত্তং	গুপ্তং	গুত্তং

১। কিন্তু, শক্তঃ = সক্কো; প্রতিমুক্তম্ = পতিমুক্কং।
তুল. প্রা. প. ৩. ১।

২। প্রা. প্র. ৩. ২।

৫৪। পদান্তর্গত 'গ্ধ' 'দ্ধ' ও 'র্ধ'-স্থানে কখন কখন 'ড্ঢ' দেখা যায়।[১] যথা—

গ্ধ = ড্ঢ, দ্ধ = ড্ঢ, র্ধ = ড্ঢ

বিদগ্ধতা	বিদড্ঢতা	বৃদ্ধঃ	বুড্ঢো
দগ্ধং	দড্ঢং	বর্ধমানো	বড্ঢমানো
বর্ধয়তি	বড্ঢেতি	বৃদ্ধিঃ	বুড্ঢি, বড্ঢি
ঊর্ধ্বং	উদ্ধং	অর্ধঃ	অড্ঢো

৫৫। পদান্তর্গত 'ড' প্রায় সর্ব্বত্রই ল় হয় দেখা যায়। যথা—

ড = ল়

বড়ভিঃ	বল়ভি	বড়বা	বল়বা
এডকঃ	এল়কো	এডমূকঃ	এল়মূকো
গুডূচী	গোলোচী	গরুডঃ	গরুলো
জড়ঃ	জলো	কডারঃ	কলারো[২]

৫৬। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ঢ' অধিকাংশ স্থলেই 'ল়্হ' হয়। যথা—

১ তুল. ১.§৩১। দ্রষ্টব্য—

কদ্ধঃ	কদ্ধো	রুদ্ধঃ	রুদ্ধো
ঊর্ধ্বং	উদ্ধং	শুদ্ধঃ	সুদ্ধো

ইত্যাদি।

২। নিম্নলিখিত স্থানে 'ড'কারই পঠিত হয়। যথা—কুডবঃ = কুডবো ; কুড্মলঃ = কুডুমলো।

পদের আদিস্থিত 'ড' কখন কখন 'দ' হয়, যথা—ডিণ্ডিমঃ = দেণ্ডিমো (জা. ১. ৩৫৬); ডুণ্ডুভঃ = দেড্ডুভো (১.৮৭)।

ঢ = ল্হ

দৃঢ়:	দল্হো	বাঢং	বাল্হং
আরূঢ়:	আরূল্হো	পরিবৃঢ়:	পরিবুল্হো
উন্মোঢ়ি:	উন্মোল্হি	বিরূঢ়ি:	বিরূল্হি
বিরূঢ়:	বিরূল্হো	দ্রঢ়য়তি	দল্হয়তি [১]

৫৭। পদান্তর্গত 'অয়'-স্থানে বিকল্পে 'এ,' এবং 'অব' স্থানে বিকল্পে 'ও' হয়। যথা—

অয় = এ

কারয়তি	কারেতি	চিন্তয়তি	চিন্তেতি
জয়তি	জেতি	নয়তি	নেতি
	গণয়তি	গণেতি	

বিকল্পে কারয়তি প্রভৃতি হয়। [২]

অব = ও (১.§৯৭)

লবণং	লোণং	যবনক:	যোনকো
অবনত:	ওণতো	ব্যবহরতি	বোহরতি
	ব্যাবহারিক:	বোহারিকো [৩]	

৫৮। পদান্তর্গত 'আয়' স্থানে কখন কখন 'আ' হয়। যথা—

১। মিলিন্দপ্রশ্নের (১।৪৪) সিংহল-সংস্করণে ' বাল্বনমনুপ্পবিট্ঠা" স্থানে "বাল৹" আছে ; এখানে বাল বা বাল্হ শব্দের সংস্কৃত বাঢ়, অতএব ঢ = ল্হ, বা ল হইয়াছে বলিতে হইবে।

২। কারেতি প্রভৃতি স্থলে যেমন অয় স্থানে এ হইয়াছে, সেইরূপ কখন কখন অয্যি স্থানেও এ হয়। যথা—আশ্চর্যং = অচ্ছরিয়ং = অচ্ছয্যিরং = অচ্ছইরং = অচ্ছেরং। দ্রষ্টব্য পৃ: ৫, টীকা ২।

৩। এখানে প্রথমে ব্যবহার শব্দ স্থানে বোহার করিয়া তাহার পর তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মোদ্গল্যায়নঃ	মোগ্গল্লানো	মোগ্গল্লায়নো
কাত্যায়নঃ	কচ্চানো	কচ্চায়নো
উপস্থায়কঃ	উপট্ঠাকো	উপট্ঠায়কো

৫৯। পদান্তর্গত 'য' স্থানে কখন কখন 'ইয়' হয়। যথা—

য = ই

সামর্থ্যং	সামত্থিয়ং	সৌম্যং, সোম্যং	সোমিয়ং
কল্প্যঃ	কপ্পিয়ো	দণ্ড্যঃ	দণ্ডিয়ো
মত্যা	মতিয়া	রাত্র্যা	রত্তিয়া
জ্যা	জিয়া	মহার্ঘ্যঃ	মহগ্ঘিয়ো
	পিণ্ড্যালোপঃ	পিণ্ডিয়ালোপো	

৬০। পদের আদিস্থিত 'ব্য' ও 'ন্য' এর যকারস্থানে কখন কখন ইকার হয়; এবং স্থলবিশেষে ঐ ইকার দীর্ঘ হয়। যথা—

ব্য = বী

ব্যবদাতঃ	বীবদাতো	ব্যতিক্রমঃ	বীতিক্কমো
ব্যতিহারঃ	বীতিহারো	ব্যতিপততি	বীতিপততি
	ব্যতিবৃত্তঃ	বীতিবত্তো	

ন্য = নি

ন্যগ্রোধঃ নিগ্গোধো (১.§২৮)

৬১। পদের আদিস্থিত 'ব্য' এর 'য' কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

ব্য = ব

ব্যালঃ	বালো	ব্যঙ্গঃ	বঙ্গো
ব্যায়ামঃ	বায়ামো	ব্যবকৃষ্টঃ	ববকট্ঠো
	ব্যবস্থাপনং	ববট্ঠাপনং	

নিম্নলিখিত স্থলসমূহে লোপ হয় নাই :—

ব্যাকুলঃ	ব্যাকুলো	ব্যাপারঃ	ব্যাপারো
ব্যাপকঃ	ব্যাপকো	ব্যঞ্জনং	ব্যঞ্জনং

৬২। পদান্তর্গত 'ণ্ম' ও 'ন্ম' স্থানে 'ম্ম' হয়। যথা—

ণ্ম = ম্ম

ষণ্মাসঃ ছম্মাসো

ন্ম = ম্ম

উন্মার্গঃ	উম্মগ্গো	উন্মত্তো	উম্মত্তো
উন্মুখঃ	উম্মুখো	উন্মাদঃ	উম্মাদো
	উন্মূলয়তি	উম্মূলয়তি [১]	

৬৩। সকারের পর নকার থাকিলে, কোন কোন স্থলে 'স' স্থানে 'সি' হয়, এবং নকার পরস্থিত স্বরকে গ্রহণ করে। আবার কখন কখন সকার-স্থানে হকার হয়, এবং নকার হকারের পূর্ব্বে গমন করে, এবং 'স'-স্থানে 'হ' হইলে 'ন'-স্থানে 'ণ' হয়। নিম্নলিখিত পদগুলি লক্ষণীয়—

স্নেহঃ	সিনেহো,	(স্নেহো, সেনহো)
নিঃস্নেহঃ	নিসিনেহো	
স্নানং	সিনানং,	নহানং
স্নিগ্ধঃ	সিনিদ্ধো,	(নিদ্ধো)
স্নুষা	সুণিসা, সুণ্হা,	(হুসা)
জ্যোৎস্না	জুণ্হা,	(দোসিনা)
কৃৎস্নঃ	কিণ্হো,	(সিন্নো, কসিণো) [২]

১। প্রা. প্র. ৩. ৪৩।

২। কিন্তু স্নায়ুঃ = সিনেরু। প্রাকৃতে শ্ন, ষ্ণ, স্ন, হ্ন, ও হ্ণ স্থানে ণ্হ হয়। প্র. প্র. ৩. ৩২।

৬৪। পদান্তর্গত 'শ্ন' এর শকার স্থানে হকার, ও ন-স্থানে ণকার বা ঞকার হয়; এবং উভয়ের স্থান-বিপর্য্যয় হয়। যথা—

শ্ন = ণ্হ, অথবা ঞ্হ

পৃশ্নিঃ পণ্হি প্রশ্নঃ পঞ্হো

৬৫। পদান্তর্গত 'ষ্ণ' এর ষকার প্রায়ই হকার হয়, এবং হকারের সহিত ণকারের স্থান-বিপর্য্যয় হয়; আবার কখন কখন 'ষ্ণ' স্থানে 'সিণ' বা 'সাণ' হয়। যথা—

ষ্ণ = ণ্হ

ষ্ণ = সিণ, বা সাণ

উষ্ণঃ	উণ্হো
তৃষ্ণীং	তুণ্হীং
উষ্ণীষং	উণ্হীসং

তৃষ্ণা	তণ্হা	তসিণা
কৃষ্ণঃ	কণ্হো	কসিণো
পার্ষ্ণিঃ	পণ্হি	পাসণি

১। নিম্নলিখিত পদ কয়টি দ্রষ্টব্য :—

শ্লক্ষ্ণং	সণ্হং
তীক্ষ্ণঃ	তিক্খিণো, তিক্খো, তিণ্হো
অভীক্ষ্ণং	অভিক্খণং, অভিণ্হং

১.§§ ৬৩, ৬৪, ৬৫, ও ৬৮ সূত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্ন, ষ্ণ, স্ন এবং স্ম এর যথাক্রমে শ, ষ, ও স স্থানে হ হইয়াছে, এবং ন বা ণকারাদির সহিত তাহার স্থানবিপর্য্যয় হইয়াছে। যথা—পৃশ্নিঃ = পহ্নি = পণ্হি; উষ্ণঃ = উহ্ণো = উণ্হো; জ্যোৎস্না = জুহ্না = জুণ্হা; অস্মি = অহ্মি = অম্হি, ইত্যাদি। স্নুষা = সুণ্হা, এখানে পরবর্ত্তী

৬৬। বর্গের কোন বর্ণ [১] পূর্ব্বে থাকিলে, পরবর্ত্তী 'ন'-স্থানে প্রায়ই পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ হয়, সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয়, এবং কখন কখন বা উভয় বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন স্বর গ্রহণ করে। যথা—

শক্নোতি		সক্কোতি	সকুনতি
নগ্নঃ	নগ্গো[২]	অগ্নিঃ	অগ্গি, অগ্গিনি, গিনি
ভগ্নঃ	ভগ্গো	বিঘ্নঃ	বিগ্ঘো
বিলগ্নঃ	বিলগ্গো	সপত্নঃ	সপত্তো
উদ্বিগ্নঃ	উব্বিগ্গো	রত্নং	রতনং
নিমগ্নঃ	নিমুগ্গো	গৃহপত্নী	গহপতানী
	প্রাপ্নোতি	পপ্পোতি,	পাপুণোতি [৩]

৬৭। পদস্থিত মফলা-স্থানে প্রায়ই 'উম' হইতে দেখা যায়। যথা—

ষ-স্থানে হ হইয়াছে, ও পূর্ব্ববর্ত্তী ম্ন বিশ্লিষ্ট হইয়াছে মাত্র। শকারাদির স্থানে হকার হওয়া অবেস্তা প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাতে সুপ্রসিদ্ধ।

১। 'ম'-ভিন্ন ; যথা—

নিম্নঃ	নিন্নো	নিন্নগা	নিন্নগা

ম্ন প্রাকৃতে ন্ন হয় ; প্র. প্র. ৩. ৪৪।

২। প্রা. প্র. ৩. ২।

৩। গ্ন স্থানেও গ্গ হয় ; যথা—রুগ্নঃ = লুগ্গো।

হকারের পর 'ন' বা 'ণ' থাকিলে তাহাদের স্থান-বিপর্য্যয় হয়, ও কখন কখন 'হ্ন' স্থানে 'হন্' হয়। যথা—

গৃহ্ণাতি	গণ্হাতি	পূর্বাহ্নঃ	পুব্বণ্হো
মধ্যাহ্নঃ	মজ্ঝন্হো	সায়াহ্নঃ	সায়ন্হো
চিহ্নং	চিন্হং	হ্নুতে	হনুতে

ম = উম

রুক্মং	রুকুমং, রুপ্পং	সদ্ম	সদুমং
কুট্মলং	'কুটুমলং	ইধ্মং	ইধুমং
বর্ত্ম	বটুমং	শ্লেষ্মা	সিলেস্মুমা, সেম্হা। ১.১৬৮
আত্মা	আতুমা অত্তা[১]	উষ্মা	উস্মুমা, উস্মা
পদ্মং	পদুমং	সূক্ষ্মং	সুখুমং
	পক্ষ্ম	পখুমং	পম্হং

৬৮। শ, ষ, ও সকারে মফলা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভিন্ন, (ক) কখন কখন তাহাদের স্থানে 'ম্হ' হয়; (খ) কখন কখন সকারের দ্বিত্ব হইয়া মকারের লোপ হয়; (গ) আবার কখন স্থলবিশেষে [২] তাহারা অবিকৃতই থাকে। যথা—

(ক) শ্ম = ম্হ, ষ্ম = ম্হ, স্ম = ম্হ

অশ্মময়ঃ	অম্হময়ো	অস্মি	অম্হি [৩]
গ্রীষ্মঃ	গিম্হো	তস্মাৎ	তম্হা
শ্লেষ্মা	সেম্হো, সিলেস্মুমো	অস্মাকং	অম্হাকং [৪]

১। এইরূপ ছদ্ম = ছদ্দং। প্রা. প্র. ৩. ২। আবার পাপ্মা = পাপিমা; এখানে মা = ইমা হইয়াছে।

২। শ ও ষ স্থানে কেবল সকার হওয়া ভিন্ন।

৩। এতাদৃশ ভূরি উদাহরণের জন্য নামকল্পের পঞ্চমী ও সপ্তমীর রূপাবলী দ্রষ্টব্য।

৪। প্রাকৃতে 'ষ্ম' ও 'স্ম' স্থানে 'ম্হ' (প্রা. প্র. ৩. ৩২), এবং 'শ্ম' ও কখন কখন 'ষ্ম' স্থানে 'ম্স' হয়। প্রা. প্র; ৩২. ২৪৩।

(খ) স্ম = স্স

অনুস্মরতি	অনুস্সরতি
অনুস্মৃতিঃ	অনুস্সতি
জাতিস্মরঃ	জাতিস্সরো

(গ) স্ম ইত্যাদি অপরিবর্ত্তিত।

ঘস্মরঃ	ঘস্মরো
বেশ্ম	বেস্ম
অশ্মরী	অস্মরী
অশ্মা	অস্মা
রশ্মিঃ	রস্মি [১]

১। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দ্রষ্টব্যঃ—

স্মিতং	মিতং, মিহিতং	শ্মশ্রু	মস্সু
স্মরতি	সরতি, সুমরতি	অপস্মারঃ	অপমারো
স্মৃতিঃ	সতি	রশ্মিঃ	রংসি
শ্মশানং	মসানং, সুসানং। ১.৪৬৯)		

এইগুলি আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এতাদৃশ স্থলে কোথাও কোথাও আদিস্থিত স বা শকারের লোপ হইয়াছে, যথা—অপস্মারঃ = অপমারো, এস্থলে প্রথমে স্মার = মার হইয়া তাহার পর অপ যুক্ত হইয়াছে; কোথাও স্থানবিপর্যায় হইয়াছে, যথা—স্মিতং = মিসিতং = মিহিতং (স = হ); রশ্মিঃ = রস্মিস = রংসি; কোথাও বা ১.৪৬৭ অনুসারে স্ম স্থানে উম্ হইয়াছে, যথা—স্মরতি = সুমরতি।

সাধারণ কল্পের পরিশিষ্ট

পালিতে কখন কখন—

৬৯। (ক) অ = আ, [১] যথা—

অলকা	আলকা	অলিন্দঃ	আলিন্দো
	প্রত্যমিত্রঃ	পচ্চামিত্তো	

(খ) অ = ই, যথা—

চন্দ্রমাঃ	চন্দিমা	রাজস্ত্রী	রাজিত্থি [২]

(গ) অ = উ, যথা—

অসূয়া	উসূয়া	অসূয়তি	উসূয়তি
মতিঃ	মুতি	সম্মতিঃ	সম্মুতি
মতং	মুতং	নিমজ্জতি	নিমুজ্জতি
নিমগ্নঃ	নিমুগ্গো	পুকশঃ	পুক্কুসো
কদাচন	কুদাচন	নবতিঃ	নবুতি

(ঘ) অ = এ, যথা—

একশয্যা	একসেয্যা	ফল্গু	ফেগ্গু

৭০। (ক) আ = অ, [৩] যথা—

লাসিকা	লসিকা

(খ) আ = এ, যথা—

মাতৃকা	মেত্তিকা

৭১। (ক) ই = অ, যথা—

কৌণ্ডিন্যঃ	কোণ্ডঞ্ঞো	দ্বিত্রি (ত্র) কৃত্বঃ	দ্বত্তিক্খত্তুং

১। তুল. আ = অ ; ১.§৭০. ক।

২। রাজ + ইত্থি = রাজিত্থি ; সন্ধিকল্প (২ §১) দ্রষ্টব্য।

৩। তুল. অ = আ ; ১.§৬৯. ক।

(খ) ই = উ, যথা—

ইষুঃ	উসু	ইক্ষুঃ	উচ্ছু
শিশুকঃ	সুসুকো	পিচুমন্দঃ (মর্দঃ)	পুচিমন্দো

(গ) ই = এ, যথা—

অগ্রমহিষী	অগ্গমহেসী	ডিণ্ডিমঃ	দেণ্ডিমো
	নিষাদঃ	নেসাদো	

(ঘ) ই = ও, যথা—

ইক্ষ্বাকুঃ ওক্কাকো [১]

৭২। ঈ = অ, যথা—

কৌসীদ্যং কোসজ্জং

৭৩। (ক) উ = অ, যথা—

গুরুঃ	গরু	মুকুলং	মকুলং, (মুকুলং)
স্ফুরতি	ফরতি [২]	ফুল্লতি	ফল্লতি
বায়ুঃ	বায়ো	তন্তুবায়ঃ	তন্তবায়ো

(খ) উ = ই, যথা—

পুরুষঃ পুরিসো [৩]

১। কেহ কেহ মনে করেন সংস্কৃত ইক্ষ্বাকু হইতে পালি ওক্কাক হইয়াছে। সংস্কৃত ঐক্ষ্বাক হইতে তাহা হইতে পারে। সংস্কৃতে ইক্ষু অর্থে * উক্ষু শব্দও হয়তো ছিল। ইহা হইতে হিন্দীতে উখ। কেহ মনে করেন ঔক্ষ্বাক হইতে পালি ওক্কাক।

২। তুল. "পর্ফরীকং (কিশলয়ং);" "পর্ফরীকাদয়শ্চ" (পাণিনি, উণাদি, ৪৬৮) এই সূত্রানুসারে √স্ফুর হইতে পর্ফর করিয়া ঈকম্ প্রত্যয়ে পর্ফরীক পদ সাধন করা হয়। বাংলা 'ফর্-ফর্' ও 'ফুর্-ফুর্' শব্দ এই √স্ফুর হইতেই হইয়াছে।

৩। প্রাকৃতেও এই পদ হয়। "ইৎ পুরুষে রোঃ", প্রা. প্র. ১.২৩। মাগধী প্রাকৃতে পুরিস স্থানে পুলিশ হয়।

পৌরুষং	পোরিসং
কুটুম্বং	কুটিম্বং, (কুটুম্বং)

(গ) উ = এ, যথা—

ডুণ্ডুভঃ	দেড্ডুভো

(ঘ) উ = ও, যথা—

প্রামুখ্যং	পামোক্খং	গুড়ূচী	গোলোচী
গুচ্ছকঃ	গোচ্ছকো	কুট্টিমঃ	কোট্টিমো
কুট্টকং	কোট্টকং	উষ্ট্রঃ	ওট্ঠো
পুষ্করং	পোক্খরং	পুষ্করিণী	পোক্খরণী
গুম্ফঃ	গোপ্ফো	স্মুতপ্তং	সোতত্তং

৭৪। (ক) ঊ = অ, যথা—

কূর্পরঃ	কপ্পরো

(খ) ঊ = ও, যথা—

গুড়ূচী	গোলোচী

৭৫। (ক) এ = ই,[১] যথা—

লঙ্কেন্দ্রঃ	লঙ্কিন্দো	লঙ্কেশ্বর	লঙ্কিস্সরো

(খ) এ = ও, যথা—

দ্বেষঃ	দোসো

৭৬। ও = উ, যথা—

হোত্রং	হুত্তং	তোত্রং	তুত্তং

৭৭। (ক) ক = খ, যথা—

কীলঃ	খীলো	ইন্দ্রকীলঃ	ইন্দখীলো
	কুব্জঃ	খুজ্জো[২]	

১। সন্ধিকল্প (১ §১) দ্রষ্টব্য।

২। "কুব্জে খঃ", প্রা. প্র. ২,৩৪।

(খ) ক = গ, [১] যথা—

মূকঃ	মূগো	শাকলং	সাগলং

(গ) ক = ট, যথা—

কক্কোলং	টক্কোলং

(ঘ) ক = ক্ক, যথা—

ভিষক্	ভিসক্কো

(ঙ) ক = য, যথা—

স্বকে পুরে	সযে পুরে

(চ) ক = ব, যথা—

লকুচং	লবুজং	শুকঃ	সুবো

৭৮। (ক) গ = ক,[২] যথা—

ভৃঙ্গারঃ	ভিঙ্কারো	স্থগনং	থকনং
ছাগলঃ	ছাকলো	হস্তোপগঃ	হত্থপকো [৩]

(খ) গ = ঘ, যথা—

গৃহং	ঘরং	গৃহিণী	ঘরণী
শৃঙ্গাটকং	সিঙ্ঘাটকং		

৭৯। ঘ = হ, যথা—

লঘুঃ	লহু	প্রাঘুণঃ	পাহুণো [৪]

৮০। (ক) চ = জ, [৫] যথা—

লকুচং	লবুজং

১। তুল. গ = ক, ১.§৭৮, ক।

২। তুল. ক = গ, ১.§৭৭,খ।

৩। C. D. p, 21,

৪। "কান্ত পাহুণ বিরহ দারুণ"—বিদ্যাপতি।

৫। তুল. জ = চ,১.§৮২. ক।

(খ) চ = ত, যথা—

চিকিৎসা তিকিচ্ছা

৮১। চ্ছ = স্র,[১] যথা—

সমুচ্ছ্রয়ঃ সমুস্রয়ো সমুচ্ছ্রয়তি সমুস্রয়তি

৮২। (ক) জ = চ,[২] যথা—

প্রাজয়তি পাচেতি[৩]

(খ) জ = দ,[৪] যথা—

প্রসেনজিৎ পসেনদি

জিঘৎসা দিঘচ্ছা, (জিঘচ্ছা)

জাজ্বল্যতে দাদল্লতে

জ্যোৎস্না দোসিনা

(গ) জ = য, যথা—

নিজং নিযং

৮৩। (ক) ট = ঠ, যথা—

কণ্টকং কণ্ঠকং, (কণ্টকং)

(খ) ট = ড, যথা—

লেষ্টুঃ (লোষ্টু) লেড্ডু নিঘণ্টুঃ নিঘণ্ডু

(গ) ট = ল, যথা—

স্ফটিকঃ ফলিকো

১। ১.§৩৫ দ্রষ্টব্য।

২। চ = জ, ১.§৮০।

৩। ১.§৬৭ দ্রষ্টব্য। √অজ্ অর্থ গতি। বাঙ্‌লায় রাখালের যষ্টিবাচক 'পাচনী' (সংস্কৃত প্রাজনী) শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন।

৪। সিংহলী ভাষাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা—দুর্জন = দুদন।

(ঘ) ট = ল, যথা—

আটবিকঃ	আলবিকো	খেটঃ	খেলো
	পেটা	পেলা	

৮৪। (ক) ণ = ন, যথা—

চিরেণ	চিরেন

(খ) ণ = ল, যথা—

বেণুঃ	বেলু	মৃণালং	মুলালং

৮৫। (ক) ত = ট,[১] যথা—

প্রতি	পটি	আর্ত্তঃ	অট্টো
বৃন্তং	বণ্টং	আম্রাতকঃ	অম্বাটকো
বর্ত্তিঃ	বট্টি	অনাবৃতং	অনাবটং
বর্ত্তিকা	বট্টিকা	ব্যাবৃত্তঃ	ব্যাবট্টো
বর্ত্তুলং	বট্টুলং	নির্হৃতঃ	নিহটো
বর্ত্ম	বটুমং	কৃতঃ	কটো, (কতো)
বিবর্ত্তঃ	বিবট্টো	কৈবর্ত্তঃ	কেবট্টো
	(বিবত্তো)		
	হরীতকী	হরীটকী[২]	

(খ) ত = থ, যথা—

ত্রসঃ	থুসো	কুস্তঃ	কুম্বো[৩]

১। "তস্য টঃ", "পত্তনে", "ন ধূর্ত্তাদিষু", প্রা. প্র. ৩, ২২—২৪।

২। উল্লিখিত উদাহরণসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তকারের সহিত ব্যবহিত বা অব্যবহিত 'র' বা 'ঋ' সংযুক্ত থাকিলে স্থানে স্থানে 'ত' 'ট' হয়। অনুবৃত্তিঃ = অনুবত্তি, অনুবর্ত্ততে = অনুবত্ততে, ইত্যাদি স্থলে হয় নাই।

৩। বিত্থাসি (বি + √ত্রস্, লুঙ্, মধ্যম, একবচন)।

(গ) ত = দ,[১] যথা।

উত্ত	উদ	বিতস্তিঃ	বিদত্থি
পৃষতঃ	পসদো	কলস্তকঃ	কলন্দকো

৮৬। (ক) থ = ট, যথা—

অর্থঃ অট্টো, (অট্ঠো)

(খ) থ = ঠ, যথা —

পৃথিবী	পঠবী	গ্রন্থিঃ	গণ্ঠি

৮৭। (ক) দ = ট, যথা—

প্রাতুর্ভাব	পাটুভাবো	প্রাতুর্ভবতি	পাটুভবতি

(খ) দ = ড, যথা—

দাহকঃ	ডাহকো	দহতি	ডহতি
	দংশঃ	ডংসো	

(গ) দ = ত,[২] যথা—

কুসীদঃ	কুসীতো	জমদগ্নিঃ	জমতগ্গি

(ঘ) দ = য, যথা—

খাদিতঃ	খাযিতো	স্বাদনীয়ঃ	সাযনিয়ো

(ঙ) দ = ল, যথা—

পরিদাহঃ	পরিলাহো	বৈদূর্যং	বেলুরিযং
বুদ্বুদং	বুব্বুলং	দোহদঃ	দোহলো
কোবিদারঃ	কোবিলারো	উদারঃ	উলারো
	ঔদারিকঃ	ওলারিকো	

৮৮। (ক) ধ = ভ,[৩] যথা—

রাজাধিরাজঃ	রাজাভিরাজো	অধিরোহণং	অভিরোহণং

১। দ = ত, ১.§৮৭. গ।

২। ত = দ, ১.§৮৫. গ।

৩। ভ = ধ, ১.§৯৩. ক।

ধ = ল

(খ) গৃহগোধিকা ঘরগোলিকা

(গ) ধ = হ, যথা—

সাধু সাহু

অত্যাদধতি (-ধাতি) অচ্চাদহতি

অভিশ্রদ্দধতি (-ধাতি) অভিসদ্দহতি

(ঘ) ধ = ল্‌হ, যথা—

দ্বৈধকং দ্বেল্‌হকং

৮৯। (ক) ন = ণ, যথা—

সম্পন্নং সম্পণ্ণং অবনতং ওণতং

বিজ্ঞানং বিঞ্ঞাণং

(খ) ন = ল,[১] যথা—

এনঃ এলং

নৈনঃ নেলং

৯০। (ক) প = ক, যথা—

পিপীলকঃ কিপিল্লকো

(খ) প = ব, যথা—

পিপাসতি পিবাসতি কপি কবি, (কপি)

কপিত্থঃ কবিত্থো গোপেন্দ্রঃ গোবিন্দো

পূপকং পূবকং

(গ) প্ল = প্ফ, যথা—

পিপ্পলঃ পিপ্ফলো পিপ্পলী পিপ্ফলী

৯১। ফ = প[২] যথা—

কফোণিঃ কপোণি স্ফোটয়তি পোঠেতি

১। ল = ন, ১.§৯৬ ; ণ = ল, ১ §৮৪. খ।

২। প = ফ, ১.§৪৯।

৯২। (ক) ব = প, যথা—

অলাবূঃ অলাপু

(খ) ব = ভ, যথা—

বুসং ভুসং

(গ) ব = ব, যথা—

পিব পিব

৯৩। (ক) ভ = ধ,[1] যথা—

অভিপ্রায়ঃ অধিপ্পায়ো অভিপ্রেতঃ অধিপ্পেতো

(খ) ভ = হ,[2] যথা—

প্রভবতি পহোতি[3] প্রভবনঃ পহবনো, পহোনো

প্রভূতঃ পহূতো[4]

৯৪। (ক) য = অ, যথা—

প্রতিসংলয়নং পতিসল্লানং কতিপয়াহং কতিপাহং

(খ) য় = ই, যথা—

এয়হঃ তিহে। লয়নং লেনং (তুল ঃ—১.§৫৭)

(গ) য = জ, যথা—

গবয়ঃ গবজো, (গবয়ো)

(ঘ) য = ল, যথা—

যষ্টিঃ লট্ঠি দ্যোতয়তি জোতলতি

(ঙ) য় = ব, অথবা ব, যথা—

অবশ্যায়ঃ ওস্সাবো আয়ুধং আবুধং, (আয়ুধং)

১। ধ = ভ, ১.§৮৮. ক।

২। হ = ভ, ১.§১০০. খ।

৩। সঙ্কীর্ণকল্প, অব-উপসর্গ দ্রষ্টব্য।

৪। অপর উদাহরণের জন্য আখ্যাতকল্পে ভূধাতুর পদসমূহ দ্রষ্টব্য।

জরায়ুঃ	জরাবু	জরায়ুজঃ	জরাবুজো
কণ্ডূয়নং	কণ্ডুবনং	পূয়ঃ (ং)	পুব্বো

৯৫। র্ = ং, যথা—

শর্বরী	সংবরী	সংপ্রহর্ষয়তি	সংপহংসেতি
সং প্রহর্ষণং	সংপহংসনং	বিদর্শয়তি	বিদংসেতি
সমুৎকর্ষিকঃ	সমুক্কংসিকো	অকার্ষুঃ	অকংসু

৯৬। ল = ন,[1] যথা—

ললাটং	নলাটং	লাঙ্গলং	নঙ্গলং
	দেহলী	দেহনী	

৯৭। ব = ও,[2] যথা—

যবনকঃ	যোনকো	লবণং	লোণং

৯৮। (ক) শ = ছ, যথা—

শকৃত্	ছকং	শাবঃ	ছাপো
শাবকঃ	ছাপকো	শবঃ	ছবো

(খ) শ = ড, যথা—

শাকং ডাকং, (সাকং)

৯৯। (ক) ষ = ছ,[3] যথা—

ষট্	ছ	ষষ্ঠঃ	ছট্ঠো
ষড্‌দিশঃ	ছদ্দিসো	ষড্‌বিংশতি	ছব্বিংসতি

(খ) ষ = ঢ, যথা—

আকর্ষণং	আকড্ঢনং	আকর্ষতি	আকড্ঢতি
অনুকর্ষণং	অনুকড্ঢনং	অপকর্ষতি	অপকড্ঢতি

১। ন=ল, ১.§৮৯. ক।

২। দ্রষ্টব্য ১.§৫৭।

৩। প্রা. প্র. ২. ৪১।

১০০। (ক) হ = ধ,[১] যথা—

ইহ	ইধ	ইহলোকঃ	ইধলোকো
	বিনহতি (হ্যাতি)	বিনধতি	

(খ) হ = ভ,[২] যথা—

হংহো	হম্ভো[৩]	মিত্রদ্রোহী	মিত্তদূভী
	গহ্বরং	গব্ভরং	

১। ধ = হ, ১.§৮৮ ক।

২। ভ = হ, ১.§৯০. খ।

৩। বস্তুত হংভো বা হম্ভো = হংহো।

সন্ধিকপ্প

১। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, (ক) কখন কখন পূর্ব্ব স্বরের ও (খ) কখন কখন পর স্বরের লোপ হয়।[১] যথা—

(ক)

নো হি+এতং=নো হেতং, (নো হ্যেতৎ)।
যস্স+ইন্দ্রিয়ানি=যস্সিন্দ্রিয়ানি, (যস্যেন্দ্রিয়াণি)।
মহা+ইচ্ছো=মহিচ্ছো, (মহেচ্ছঃ)।
লঙ্কা+ইন্দো=লঙ্কিন্দো, (লঙ্কেন্দ্রঃ)।
মহা+ওঘো=মহোঘো, (মহৌঘঃ)।
মে+অত্থি=মত্থি, (মেঽস্তি)।
কতমো+অস্স=কতমস্স, (কতমঃ স্যাৎ)।
সাধু+আবুসো=সাধাবুসো
তুণ্হী+অস্স=তুণ্হস্স, (তূষ্ণীকঃ স্যাৎ)।
সীলবন্তো+এত্থ=সীলবন্তেত্থ, (শীলবন্তোঽত্র)।
মনসি+ইচ্ছতি=মনসিচ্ছতি, (মনসীচ্ছতি)।

(খ)

চত্তারো+ইমে=চত্তারোমে,[২] (চত্বার ইমে)।
মোগ্গল্লানো+অসি=মোগ্গল্লানোসি, (মৌদ্গল্যায়নোঽসি)।

১। সাধারণত, পরবর্ত্তী স্বর গুরু হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের (গুরু হইলেও) এবং পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর গুরু হইলে পরবর্ত্তী লঘু স্বরের লোপ হয়।

২। সন্ধি না হইলে চত্তারো ইমে, মোগ্গল্লানো অসি, ইত্যাদি অপরিবর্ত্তিতই থাকে।

তে+ইমে=তেমে, (ত ইমে)।

তে+অপি=তেপি, (তেঽপি)।

সচে+অজ্জ=সচেজ্জ, (সচেদদ্য)।

সঞ্ঞা+ইতি=সঞ্ঞাতি, (সংজ্ঞেতি)।

তে+অহং=তেহং, (তেঽহং)।

যো+অহং=যোহং, (যোঽহং)।

সো+অহং=সোহং, (সোঽহং)।

ছায়া+ইব=ছায়াব, (ছায়েব)।

অকতঞ্ঞু+অসি=অকতঞ্ঞুসি, (অকৃতজ্ঞোঽসি)।

আকাসে+ইব=আকাসেব, (আকাশ ইব)।

বন্দে+অহং=বন্দেহং, (বন্দেঽহম্)।

বসলো+ইতি=বসলোতি, (বৃষল ইতি)।

অস্সমণী+অসি=অস্সমণীসি, (অশ্রমণ্যসি)। [১]

১। পূর্ব্ব ও পর-স্থিত উভয় স্বরই লঘু হইলে অন্যতর স্বরের লোপ হইতে দেখা যায় ; যথা—

ইতি+অপি=ইতিপি, ইচ্চপি, (ইত্যপি)।

গচ্ছামি+অহং=গচ্ছামহং, (গচ্ছাম্যহং)।

দসহি+উপগতং=দসহুপগতং, (দশভিরুপগতং)।

কিন্নু+ইমা=কিন্নুমা, (কিংস্বিমাঃ)।

চত্তারি+ইমানি=চত্তারিমানি (চত্বারীমানি)।

তীণি+ইমানি=তীণিমানি, (ত্রাণীমানি)।

মাতু+উপট্ঠানং=মাতুপট্ঠানং, (মাতুরুপস্থানং)।

বত+অযং=বতযং (বতায়ং)।

দস+অপি=দসপি, (দশাপি)।

যদি+ইমস্স=যদিমস্স, (যদ্যস্য)।

২। সংস্কৃতের ন্যায় কোন কোন স্থলে অকার বা আকারের সহিত পরস্থিত ইকার ও ঈকার স্থানে এ, এবং উকার ও ঊকার স্থানে ও হয়। যথা—

অব + ইচ্চ = অবেচ্চ, (অবেত্য)।

উপ + ইতো = উপেতো (উপেতঃ)।

উপ + ইক্খতি, = উপেক্খতি, (উপেক্ষতে)।

জিন + ঈরিতং = জিনেরিতং।

মুখ + উদকং = মুখোদকং।

চন্দ + উদয়ো = চন্দোদয়ো, (চন্দ্রোদয়ঃ)।

যথা + ঊদকে = যথোদকে।

উভয় স্বরই গুরু হইলে অন্যতর স্বরের লোপ হয় ; যথা—

নে + আগতা = নাগতা, (ত আগতাঃ)।

সীলবন্তো + এত্থ = সীলবন্তেত্থ, (শীলবন্তোঽত্র)।

এস্থলে পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইয়াছে।

কথা + এব = কথাব, (কথেব)।

পাকো + এব = পাকোব, (পাক এব)।

সচে + অজ্জ = সচেজ্জ, (সচেদদ্য)।

এস্থলে পরস্বরের লোপ হইয়াছে।

পরবর্ত্তী স্বর যদি সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বলিয়া গুরু হয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্বস্বর লোপ হইতে দেখা যায় ; ইহার ব্যভিচার অল্প স্থলে। দ্রষ্টব্য :—

সঞ্ঞাবা + অস্স = সঞ্ঞাবাস্স, (সংজ্ঞাবান্ স্যাৎ)।

তণ্হা + অস্স = তণ্হাস্স, (তৃষ্ণা + স্যাৎ)।

কস্মা + অস্স = কস্মাস্স, (কস্মাদস্য)।

মা + অঞ্ঞং = মাঞ্ঞং, (মান্যৎ)।

See T. D.. Vol. 1., p. 4, note 2.

ন+উপেতি = নোপেতি, (নোপৈতি)।

বন্ধুস্স+ইব = বন্ধুস্সেব, (বন্ধোরিব)। [১]

৩। অবর্ণ, ইবর্ণ ও উবর্ণের পর যথাক্রমে ঐ সকল বর্ণ থাকিলে সংস্কৃতের ন্যায় কখন কখন উভয়ে মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয়। যথা—

তত্র+অয়ং = তত্রায়ং,

বুদ্ধ+অনুস্সতি = বুদ্ধানুস্সতি, (বুদ্ধানুস্মৃতিঃ)।

সঞ্ঞাবা+অস্স = সঞ্ঞাবাস্স, (সঞ্ঞাবান্ স্যাৎ)।

তদা+অয়ং = তদায়ং।

নায়ক+আচারো = নায়কাচারো, (নায়কাচারঃ)।

সম্মত্তি+ইধ = সম্মত্তীধ, (শাম্যন্তীহ)।

যানি+ইধ = যানীধ, (যানীহ)

বহু+উপকারং = বহূপকারং।

মধু+উদকং = মধূদকং।

৪। পূর্ব্ব স্বর লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী হ্রস্ব স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। যথা—

সদ্ধা+ইধ = সদ্ধীধ, (শ্রদ্ধেহ)।

তথা+উপমং = তথূপমং, (তথোপমং)।

অপ্পস্সুতো+অয়ং = অপ্পস্সুতায়ং, (অল্পশ্রুতোঽয়ং)।

১। নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই। যথা—

যস্স+ইন্দ্রিয়ানি = যস্সিন্দ্রিয়ানি, (যস্যেন্দ্রিয়াণি)।

তত্র+ইমে = তত্রিমে, (তত্রেমে)।

মহা+ইদ্ধিকো = মহিদ্ধিকো, (মহর্দ্ধিকঃ)।

তথা+উপমং = তথুপমং, (তথোপমং)।

তেন+উপসঙ্কমি = তেনুপসঙ্কমি, (তেনোপসমক্রংস্ত)।

দুক্খো + অয়ং = দুক্খায়ং, (দুঃখোঽয়ং)।

ইতর + ইতরো = ইতরীতরো. (ইতরেতরঃ)।

যোপি + অয়ং = যোপায়ং, (যাঽপ্যয়ং)।

সচে + অহং = সচাহং, (সচেদহং)।

কম্ম + উপনিস্সয়ো = কম্মুপনিস্সয়ো, (কর্ম্মোপনিশ্রয়ঃ)।

রত্তি + উপরতো = রত্তুপরতো. (রাত্র্যুপরতঃ)।

তদা + উপসম্মন্তি = তদূপসম্মন্তি. (তদোপশাম্যন্তি)।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই—

পঞ্চহি + উপালি = পঞ্চহুপালি, (পঞ্চভিরুপালে)।

নত্থি + অঞ্ঞং = নত্থঞ্ঞং, (নাস্ত্যন্যৎ)

তত্র + ইদং = তত্রিদং, (তত্রেদং)।

৫। পরস্বরের লোপ হইলে পূর্ব্বস্বরও ক্বচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা—

সু + ইধ = সূধ, (স্বিদিহ)।

সাধু + ইতি = সাধূতি, (সাধ্বিতি)।

লোকস্স + ইতি = লোকস্সাতি, (লোকস্যেতি)।

দেব + ইতি = দেবাতি, (দেবেতি)।

বি + অতিসারেতি, = বীতিসারেতি. (ব্যতিসারয়তি)।

বি + অতিপততি = বীতিপততি, (ব্যতিপততি)।

বি + অতিনামেন্তি = বাতিনামেন্তি, (ব্যতিনময়ন্তি)।

সংঘাটি + অপি = সংঘাটীপি, (সংঘাটিরপি)।

জীবিতহেতু + অপি = জীবিতহেতূপি, (জীবিতহেতুরপি)।

বিজ্জু + ইব = বিজ্জুব, (বিদ্যুদিব)।

কিংসু + ইধ = কিংসূধ, (কিংস্বিদিহ)।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

ইতি + অস্স = ইতিস্স, (ইত্যস্য)।

যস্স+ইদানি=যস্সদানি, (যস্যেদানীং)।
ইদানি+অপি=ইদানিপি, (ইদানীমপি)।
চক্খু+ইন্দ্রিয়ং=চক্খুন্দ্রিয়ং, (চক্ষুরিন্দ্রিয়ং)।

৬। স্বরবর্ণ (সাধারণত অকার) পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত একার[১] স্থানে কখন কখন যকার হয়, এবং তাহা হইলে পরবর্ত্তী অকার স্থানে আকার হয়। যথা—

মে+অয়ং=ম্যায়ং, (মেঽযং)।
তে+অহং=ত্যাহং, (তেঽহং)।
যে+অস্স+য্যাস্স, (যেঽস্য)।
পব্বতে+অহং=পব্বত্যাহং (পর্বতেঽহং)।
পব্বতে+অস্স=পব্বত্যাস্স, (পর্বতে স্যাৎ)।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

নে+আগতা=নাগতা, (ত আগতাঃ)।
তে+অনাগতা=তেনাগতা, (তেঽনাগতাঃ)।

৭। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত ওকার[২] ও উকার স্থানে[৩] কখন কখন ব হয়। যথা—

যাবতকো+অস্স=যাবতক্বস্স (যাবতকঃ স্যাৎ)
তাবককো+অস্স=তাবতক্বস্স, (তাবতকঃ স্যাৎ)।
কো+অত্থো=ক্বত্থো, (কোঽর্থঃ)।
যো+অয়ং=য্বায়ং. (যোঽয়ং)।[৪]
সো+অস্স=স্বাস্স, (সোঽস্য)।

১। প্রায়ই তে, মে, ও যে পদের একার।

২। সাধারণত ক, খ, য, ও তকারের পরস্থিত ওকার ; মহারূপসিদ্ধি, ৯ পৃ. ২০ সূ.।

৩। উকারের পর অসমান স্বরবর্ণ থাকিলে।

৪। ও স্থানে ব হইলে কখন কখন পরস্থিত অকার আকার হয়।

সো+এব=স্বেব, (স এব)।

যতো+অধিকরণং=যত্বাধিকরণং, (যতোঽধিকরণং)

অথ খো+অস্স=অথ খ্বস্স, (অথ খলু স্যাত্)।

খো+অজ্জ=খ্বজ্জ, (খদ্য)।

হু+আকারো=হ্বাকারো, (হ্ব্যাকারঃ)।

বথ্+এব=বথ্বেব, (বস্ত্বেব)।

সু+আগতং=স্বাগতং।

অনু+এতি=অন্বেতি।

ন তু+এব=ন ত্বেব।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

কো+অত্থো=কোত্থো, (কোঽর্থঃ)।

সো+অয়ং=সোয়ং, (সোঽয়ং)।

চত্তারো+ইমে=চত্তারোমে, (চত্বার ইমে)।

হোতু+ইতি=হোতূতি, (ভবত্বিতি)।

সাধু+আবুসো=সাধাবুসো।

কিন্নু (কিংসু)+ইমা=কিন্নুমা, (কিন্নিমাঃ)।

সু+আগতং=সাগতং (স্বাগতং)।

৮। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত ইবর্ণ স্থানে প্রায়ই যকার হয়। যথা—

বি+অঞ্জনং=ব্যঞ্জনং।

বি+আকতো=ব্যাকতো, (ব্যাকৃতঃ)।

বুত্তি+অস্স=বুত্যস্স, [১] (বৃত্তিরস্য)।

বুত্তি+অনুভূয়তে=বুত্যনুভূয়তে, (বৃত্তিরনুভূয়তে)।

অগ্গি+আগারং=অগ্যাগারং, (অগ্ন্যাগারং)।

১। তন্ত্র প্রভৃতির ত্র ভিন্ন তিনটি বর্ণ একত্র হইলে মধ্যস্থিত বর্ণটির লোপ হয়।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই। যথা—

গচ্ছামি+অহং=গচ্ছামহং, (গচ্ছাম্যহং)।

পঞ্চহি+অঙ্গেহি=পঞ্চহঙ্গেহি, (পঞ্চভিরঙ্গৈঃ)।

৯। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্বস্থিত ইবর্ণ স্থানে 'ইয়্', এবং উবর্ণ স্থানে 'উব্' হয়। যথা—

তি+অন্তং=তিয়ন্তং, (ত্র্যন্তং)।

তি+অদ্ধং=তিয়দ্ধং, (ত্র্যর্ধং)।

অগ্গি+আগারে=অগ্গিয়াগারে অগ্যাগারে, (অগ্ন্যাগারে)।

পঞ্চমী+অত্থে=পঞ্চমিয়ত্থে, (পঞ্চম্যর্থে)।

সত্তমী+অত্থে=সত্তমিয়ত্থে, (সপ্তম্যর্থে)।

বি+অঞ্জনা=বিয়ঞ্জনা, ব্যঞ্জনা।

বি+অকাসি=বিয়াকাসি, ব্যাকাসি, (ব্যকার্ষীৎ)।

পরি+এসনা=পরিয়েসনা, (পর্যেষণা)।

পরি+আদানং=পরিয়াদনং, (পর্যাদানং)।[১]

ভিক্খু+আসনে=ভিক্খ্বাসনে, (ভিক্ষ্বাসনে)।

পুথু+আসনে=পুথুবাসনে, (পৃথগাসনে)।

সয়ম্ভূ+আসনে=সয়ম্ভুবাসনে, (স্বয়ম্ভ্বাসনে)।

দু+অঙ্গিকং=দুবঙ্গিকং, (দ্ব্যঙ্গিকং)।[২]

১০। দীর্ঘস্বরের[৩] পরবর্ত্তী 'এব' শব্দের একার স্থানে বিকল্পে 'রি' হয়, এবং পূর্ব্ব স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

১। বি, পরি, ও নি উপসর্গের যোগে এতাদৃশ রূপ বহুল দেখা যায়। লক্ষণীয়—ইতি+এব=ইত্বেব।

২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর বকার আগম হয়। যথা—তি+অঙ্গুলং=তিবঙ্গুলং; তি+অঙ্গিকং=তিবঙ্গিকং; "মিগী ভন্তাবুদিক্খতি (ভন্তে+উদিক্খতি);" প+উচ্চতি=পবুচ্চতি।

৩। সাধারণত 'যথা' ও 'তথা' শব্দের আকারের পর।

যথা+এব=যথরিব, যথেব, যথা এব, (যথৈব)।
তথা+এব=তথরিব, তথেব, তথা এব, (তথৈব)।

১১। মুখোচ্চারণ ও ছন্দোরক্ষার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়।[১] যথা—
সম্ম+ধম্মো=সম্মাধম্মো, (সম্যগ্ধর্মঃ)।
মুনি+চরে=মুনী চরে,[২] (মুনিশ্চরেৎ)
খন্তি+পরমং=খন্তী পরমং, [৩] (ক্ষান্তিঃ পরমং)।
জায়তি+সোকো=জায়তী সোকো, [৪] (জায়তে শোকঃ)।

১২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'সো' ও 'এসো' শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়।[৫] যথা—
সো+সীলবা=স সীলবা, (স শীলবান্)।
সো+পঞ্ঞাবা=স পঞ্ঞাবা, (স প্রজ্ঞাবান্)।
এসো+ধম্মো=এস ধম্মো, (এষ ধর্মঃ)।

কখন কখন আবার হয় না। যথা—
সো+মুনি=সো মুনি, (স মুনিঃ)।
এসো+ধম্মো=এসো ধম্মো, (এষ ধর্মঃ)।

১৩। অনুস্বার যে বর্গের বর্ণের পূর্ব্বে থাকে, তাহার

১। তুলনীয়ঃ—বৈদিক প্রয়োগ, তিষ্ঠ+নঃ=তিষ্ঠা নঃ (ঋ. স. ১. ৩০. ৬ ; ইত্যাদি)।

২। "এবং গামে মুনী চরে।"

৩। "খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা।"

৪। "কামতো জায়তী সোকো কামতো জায়তী ভয়ং।"

৫। কখন কখন স্বরবর্ণও পরে থাকিলে 'এসো' শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়; যথা—এসো+অত্থো=এস অত্থো ; এসো+আভোগো =এস আভোগো ; এসো+ইদানি=এস ইদানি।

স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, [১] এবং লকারের পূর্ব্বে থাকিলে তাহার স্থানে লকার হয়। যথা—

তণ্হং+করো=তণ্হঙ্করো, (তৃষ্ণাঙ্করঃ)।

রণং+জহো=রণঞ্জহো।

সং+ঠিতো=সণ্ঠিতো, (সংস্থিতঃ)।

জুতিং+ধরো=জুতিন্ধরো. (দ্যুতিন্ধরঃ)।

সং+মতো=সম্মতো, (সম্মতঃ)।

সং+লাপো=সল্লাপো, (সংলাপঃ)।

সং+লক্খণং=সল্লক্খণং, (সংলক্ষণং)।

পুং+লিঙ্গং=পুল্লিঙ্গং, (পুংলিঙ্গং)।

১৪। 'এব' শব্দের 'এ', এবং 'হি' শব্দের 'হ' পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অনুস্বার-স্থানে বিকল্পে 'ঞ' হয়। যথা—

পচ্চত্তং+এব=পচ্চত্তঞ্ঞেব, [২] পচ্চত্তং য়েব, [৩] (প্রত্যাত্মমেব)।

তং+এব=তঞ্ঞেব, তং য়েব, (তদেব, তমেব)।

এবং+হি=এবঞ্হি, এবং হি।

তং+হি=তঞ্হি, তংহি, (তদ্ধি, তং হি)।

'এব' ভিন্ন অপর শব্দের 'এ' পরে থাকিলে অনুস্বার-স্থানে 'ঞ' হয় না। যথা—

এবং+এতং=এবং এতং (এবমেতৎ)

১। এই নিয়ম স্থানবিশেষে নিত্য, এবং স্থানবিশেষে বৈকল্পিক। উল্লিখিত উদাহরণসমূহের তণ্হঙ্কর প্রভৃতি চারিটি ও তৎসদৃশ স্থলে তাহা নিত্য, এবং অপর স্থানে তাহা বৈকল্পিক; যথা—তং করোতি, তঙ্করোতি; তংখণং, তঙ্খণং; সংগতো, সঙ্গতো; ইত্যাদি।

২। 'এব' পরে অনুস্বার-স্থানে 'ঞ্' হইলে তাহার দ্বিত্ব হয়।

৩। 'এব' পরে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বারের স্থানে যেবার 'ঞ' হয় না, সেইবার অনুস্বারের পরে 'য' আগম হয়।

১৫। অনুস্বারের পর যকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া বিকল্পে 'ঞ্ঞ' হয়। যথা—

সং+যোগঃ = সঞ্ঞোগো, সংযোগো, (সংযোগঃ)।

সং+যুত্তং = সঞ্ঞুত্তং, সংযুত্তং, (সংযুক্তং)।

সং+যোজনং = সংঞ্ঞোজনং, সংযোজনং, (সংযোজনং)।

সং+যতো = সঞ্ঞতো, সংযতো, (সংযতঃ)।

সং+যাচিকায় = সঞ্ঞাচিকায়, সংযাচিকায়, (সংযাচিকয়া)।

অনুস্বার সর্ব্বনামগত হইলে হয় না। যথা—

একং+যোজনং = একং যোজনং।

তং+যাতং = তং যাতং, (তদ্‌যাতং, তং যাতং)।

১৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে (সাধারণত ক্লীবলিঙ্গে যদ্, তদ্ ও এতদ্ শব্দের পরস্থিত) অনুস্বার স্থানে বিকল্পে দকার হয়। যথা—

তং+অনত্তা = তদনত্তা, (তদনাত্মা)।

যং+অনিচ্চং = যদনিচ্চং (যদনিত্যং)।

এতং+অবোচ = এতদবোচ, (এতদবোচৎ)।

অন্যত্র 'ম্' হয়। যথা—

যং+আহু = যমাহু, (যদাহুঃ)।

ধনং+এব = ধনমেব।

নিন্দিতুং+অরহতি = নিন্দিতুমরহতি, (নিন্দিতুমর্হতি)।

১৭। সাধারণত 'ইদম্' শব্দের পদ ও 'এব' পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরান্ত শব্দের পর 'য্' আগম হয়।[১] যথা—

মা+ইদং = মায়িদং (মেদং)।

ন+ইদং = নয়িদং, (নেদং)।

১। পাটি+একং = পাটিয়েকং (প্রতি+এক+য) এখানে অপর শব্দ পরে থাকিলেও হইয়াছে।

ন+ইমস্স=নয়িমস্স, (নাস্য) ।

ন+ইমানি=নযিমানি, (নেমানি) ।

ছ+ইমানি=ছয়িমানি, (ষড়িমানি) ।

নব+ইমে=নবয়িমে, (নবেমে) ।

বা+এব=বায়েব, (বৈব) ।

ন+এব=নয়েব, (নৈব) ।

বোধি+এব=বোধিয়েব, (বোধিরেব) ।

তেসু+এব=তেসু য়েব, (তেম্বেব) ।

তে+এব=তে য়েব, (ত এব) ।

সো+এব=সো য়েব, (স এব) ।

১৮। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর 'ম্' আগম হয়। [১] যথা—

লঘু+এস্সতি=লঘুমেস্সতি, (লঘ্বেষ্যতি) ।

গুরু+এস্সতি=গুরুমেস্সতি, (গুর্বেষ্যতি) ।

কসা+ইব=কসামিব, (কশেব) ।

ইধ+আহু=ইধমাহু, (ইহাহুঃ) ।

গিরি+ইব=গিরিমিব, (গিরিরিব) ।

জেয্য+অত্তানং=জেয্যমত্তানং, (জেয়াত্মানং) ।

এক+একস্স=একমেকস্স, (একৈকস্য) ।

যেন+ইধ=যেনমিধ, (যেনেহ) ।

হায়তি+এব=হায়তিমেব, (হীয়ত এব) ।

হোতু+এব=হোতুমেব, (ভবত্বেব) ।

আকাসে+অভিপূজয়ি=আকাসেমভিপূজয়ি, (আকাশেঽভ্য-পূপুজৎ)[২] ।

১। ছন্দোরক্ষা ও সুখোচ্চারণের জন্য।

২। তুলঃ—"সুমেকঃ (সু+একঃ);" শতপথব্রাহ্মণ, ১.৫,৫.২৬।

১৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর 'দ্' আগম হয়। যথা—

সম্মা+অঞ্ঞা=সম্মদঞ্ঞা,[১] (সম্যগাজ্ঞা)।

সম্মা+অত্থো=সম্মদত্থো, (সম্যগর্থঃ)।

সম্মা+এব=সম্মদেব, (সম্যগেব)।

সম্মা+অক্খাতো=সম্মদক্খাতো, (সম্যগাখ্যাতঃ)।

মনসা+অঞ্ঞা=মনসাদঞ্ঞা, (মনসাজ্ঞা)।

অত্ত+অত্থং=অত্তদত্থং,[২] (আত্মার্থং)।

বহু+এব=বহুদেব, (বহ্বেব)।

পুন+এব=পুনদেব,[৩] (পুনরেব)।

২০। স্বর পরে থাকিলে[৪] পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর কখন কখন 'ন' আগম হয়। যথা—

চিরং+আয়তি=চিরং নায়তি, চিরন্নায়তি, (চিরমায়তিঃ)।

ইতো+আয়তি=ইতো নায়তি, (ইত আয়তিঃ)।

অবিজ্জা+অহোসি=অবিজ্জা নাহোসি, (অবিদ্যা অভূত্)।

২১। স্বর পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর কখন কখন 'ত্' আগম হয়।[৫] যথা—

যস্মা+ইধ=যস্মাতিধ, (যস্মাদিহ)।

তস্মা+ইধ=তস্মাতিধ, (তস্মাদিহ)।

অজ্জ+অগ্গে=অজ্জতগ্গে, (অদ্যাগ্রে)।

১। ঈদৃশ স্থলে সম্মা শব্দের আকার স্থানে অকার হইয়া যায়।

২। বিকল্পে অত্তত্থং হয়।

৩। পুন+এব=পুনরেব, ইহাও হয়। পুন+অপরং=পুনাপরং।

৪। 'আয়তি' প্রভৃতি শব্দের;—মহারূপসিদ্ধি, ১২-১৩ পৃ. ৩৪ সূ.।

৫। যস্মা, তস্মা ও অজ্জ প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম—মহারূপসিদ্ধি।

২২। 'ইব' ও 'এব' শব্দ পরে থাকিলে কখন কখন ছন্দোরক্ষার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর রকার আগম হয়। যথা—
রাজা+ইব=রাজারিব, (রাজেব)।
বিজ্জু+ইব=বিজ্জুরিব, (বিদ্যুদিব)।
আরগ্গে+ইব=আরগ্গেরিব, (আরাগ্র ইব)।
সাসপো+ইব=সাসপোরিব, (সর্ষপ ইব)।
সব্ভি+এব=সব্ভিরেব, (সদ্ভিরেব)।
উসভো+ইব=উসভোরিব, (ঋষভ ইব)।[১]

২৩। পালি ব্যাকরণে বলা হয়, ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর স্থানে ওকার হয়। যথা—
পগে+খলু=পগো খলু, (প্রগে খলু)।
পর+সহস্সং=পরোসহস্সং, (পরঃসহস্রং)।

২৪। স্বর বা ব্যঞ্জন পরে থাকিলে সুখোচ্চারণের জন্য কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর অনুস্বার (ং) আগম হয়। যথা—
ত+সম্পযুত্তা=তংসম্পযুত্তা, (তত্সম্প্রযুক্তা)।
ত+খণে=তংখণে, (তৎক্ষণে)।
ত+সভাবো তংসভাবো, (তৎস্বভাবঃ)।
চক্খু+উদপাদি=চক্খুং উদপাদি, (চক্ষুরুদপাদি)।
অব+সিরো অবংসিরো, (অবাক্শিরাঃ)।
যাব+চিধ যাবঞ্চিধ, (যাবচ্চেহ)।
পুরিম+জাতিং পুরিমংজাতিং, (পূর্বাং জাতিং)।
অনু+থূলানি অনুংথূলানি, (অনুস্থূলানি)।

১। শ্লোকাংশসমূহ যথা—"নক্খত্তরাজারিব তারকানং;" "বিজ্জুরিবব্ভকূটে;" "উসভোরিব;" "আরগ্গেরিব সাসপো;" "সাসপোরিব আরগ্গে;" "সব্ভিরেব সমাসেথ।"

২৫। ছন্দোরক্ষা ও সুখোচ্চারণের জন্য কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বারের লোপ হয়। যথা—

এবং + অহং = এবাহং,[১] (এবমহং)।

কথং + অহং = কথাহং, (কথমহং)।

কং + অয়ং = ক্যায়ং, (কময়ং)।

তাসং + অহং = তাসাহং, (তাসামহং)।

বিদূনং + অগ্গং = বিদূনগ্গং, (বিদূনামগ্রং)।

অরিয়সচ্চানং + দস্সনং = অরিয়সচ্চানদস্সনং

(আর্য্যসত্যানাং দর্শনং)।

বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং, (বুদ্ধানাং শাসনং)।

সং + রত্তো = সারত্তো, (সংরক্তঃ)।

সং + রাগো = সারাগো, (সংরাগঃ)।

সং + রম্ভো = সারম্ভো, (সংরম্ভঃ)।

সং + হারো = সাহারো, (সংহারঃ)।

২৬। অনুস্বারের পরবর্ত্তী স্বরের কখন কখন লোপ হয়।[২] যথা—

অভিনন্দুং + ইতি = অভিনন্দুন্তি, (অভ্যানন্দিষুরিতি)।

কতং + ইতি = কিতন্তি, (কৃতমিতি)।

কিং + ইতি = কিন্তি, (কিমিতি)।

উত্তত্তং + ইব = উত্তত্তংব, (উত্তপ্তমিব)।

বীজং + ইব = বীজংব, (বীজমিব)।

চক্কং + ইব = চক্কংব, (চক্রমিব)।

কলিং + ইব (কলিমিব)।

১। বিকল্পে এবমহং ইত্যাদিও হয়।

২। ইতি, ইব, অপি, ইদানি, এব, অসি প্রভৃতি ভিন্ন শব্দের স্বর পরে থাকিলে লোপ হয় না; যথা—অহং + এথ = অহমেথ।

ইদং+অপি=ইদম্পি, (ইমদপি)।

উত্তরিং+অপি=উত্তরম্পি, (উত্তরমপি)।

দাতুং+অপি=দাতুম্পি (দাতুমপি)।

কিং+ইদানি=কিন্দানি, (কিমিদানীং)।

হলং+ইদানি=হলন্দানি, (অলমিদানীং)।

উত্তত্তং+এব=উত্তত্তংব, (উত্তপ্তমেব)।

সদিসং+এব=সদিসংব, (সদৃশমেব)।

ত্বং+অসি=ত্বংসি, (ত্বমসি)।

বিকল্পে কিমিতি, দাতুমপি ইত্যাদি পদ হয়।

২৭। অনুস্বারের পরবর্ত্তী 'অস্স' 'অস্সা' প্রভৃতি শব্দের 'অস্' ভাগের কখন কখন লোপ হয়। যথা—

এবং+অস্স=এবংস, (এবমস্য)।

পুপ্ফং+অস্সা=পুপ্ফংসা (পুষ্পমস্যাঃ)।

অন্যত্র এবমস্স ইত্যাদি হয়।

নামকল্প

১। বাঙলার ন্যায় পালিতে দ্বিবচনের পৃথক্ বিভক্তি নাই ; তাহার স্থানে বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

২। নামের উত্তর প্রয়োজ্য বিভক্তিগুলি এই—

	একবচনে	বহুবচনে
প্রথমা	সি	যো
দ্বিতীয়া	অং	যো
তৃতীয়া	না	হি
চতুর্থী	স	নং
পঞ্চমী	স্মা	হি
ষষ্ঠী	স	নং
সপ্তমী	স্মিং	সু
সম্বোধন	সি	যো

নামবিশেষের পরে এই সকল বিভক্তির কোন কোনটির বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

৩। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের বিভক্তি হি স্থানে বিকল্পে ভি হয় ; এবং পঞ্চমীর একবচনে স্মা ও সপ্তমীর একবচনে স্মিং স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে মহা ম্হি হয়।

স্বরান্ত

পুংলিঙ্গ

৪। অকারান্ত বুদ্ধ শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	বুদ্ধো	বুদ্ধা, (বুদ্ধসে)[১]
দ্বি.	বুদ্ধং	বুদ্ধে

১। বন্ধনীর অন্তর্গত পদগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত নহে

	এক.	বহু.
তৃ.	বুদ্ধেন[১]	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
চ.	বুদ্ধায়[২]	বুদ্ধানং
	বুদ্ধস্স[৩]	
প.	বুদ্ধা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
	বুদ্ধস্মা, বুদ্ধম্হা	
ষ.	বুদ্ধস্স	বুদ্ধানং
স.	বুদ্ধে	বুদ্ধেসু
	বুদ্ধস্মিং, বুদ্ধম্হি	
সম্বো	বুদ্ধ	বুদ্ধা
	বুদ্ধা[৪]	

৫। ধম্ম (ধর্ম),[৫] সঙ্ঘ, সুগত, নর, সুর, অসুর,

১। কচ্চায়ন "সো বা" (২. ৩. ৪৮) এই সূত্রে অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে না বিভক্তির স্থলে বিকল্পে সো হয় লিখিয়াছেন; যথা—অত্থসো, ব্যঞ্জনসো, পদসো, ইত্যাদি। তদনুসারে বুদ্ধ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বুদ্ধসো পদও হইবে। এ সব সংস্কৃতে "ক্রমশঃ" প্রভৃতি পদের ন্যায়। কখন কখন তৃতীয়ার একবচনে সা দেখা যায়; যথা—বলসা, জলসা, ইত্যাদি। 'মা কাসি মুখসা পাপং।"

২। ক. বু. ২. ১. ৫৮.; বাল. ১১ পৃ.।

৩। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধ শব্দের চতুর্থীর একবচনে বুদ্ধত্থং (=বুদ্ধাথম্) হয়, অপর কোন শব্দের এরূপ হয় না। T. D. p. 60.; না. মা. p. 1.

৪। মহারূপসিদ্ধি ও তাহার টীকায় লিখিত হইয়াছে, যে, অকারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে উভয় রূপের মধ্যে অদূরবর্ত্তী লোককে সম্বোধন করিতে হইলে প্রথম রূপই ব্যবহার্য্য। ম. সি. ৩১ পৃ. ৭৪ সূ.।

৫। ধম্ম শব্দ কখন কখন ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়; যথা—'ধম্মানি সুত্বা"। সংস্কৃতে ধর্ম্মন্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, "তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।"

উরগ, নাগ, যক্খ (যক্ষ), গন্ধব্ব (গন্ধর্ব), কিন্নর, মনুস্স (মনুষ্য), পিসাচ (পিশাচ), পেত (প্রেত), ইত্যাদি সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬। ইকারান্ত অগ্গি (অগ্নি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অগ্গি	অগ্গী
	অগ্গিনি, গিনি[১]	অগ্গয়ো, (অগ্গিয়ো)[১]
দ্বি.	অগ্গিং	অগ্গী
		অগ্গয়ো
তৃ.	অগ্গিনা	অগ্গীহি, অগ্গীভি[২]
চ.	অগ্গিনো	অগ্গীনং
	অগ্গিস্স	
প.	অগ্গিনা	অগ্গীহি, অগ্গীভি[২]
	অগ্গিস্মা, অগ্গিম্হা	
ষ.	অগ্গিনো	অগ্গীনং
	অগ্গিস্স	
স.	অগ্গিনি[১]	
	অগ্গিস্মিং, অগ্গিম্হি,	অগ্গিসু, অগ্গীসু,
সম্বো.	অগ্গি	অগ্গী
		অগ্গয়ো, (অগ্গিয়ো)

১। কেবল অগ্গি শব্দেরই কখন কখন এইরূপ হয়।

২। কচ্চায়নের "সুনংহিসু চ" (২. ১. ৪) এই সূত্রানুসারে সু, নং ও হি বিভক্তিতে পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হইলেও ইকার ও উকার কখন কখন দীর্ঘ হয় না। মি. সি. ৩২ পৃ. ৮৭ সূ.। এতদনুসারে অগ্গিহি, অগ্গিভি এই দুই পদ হয়।

৭। ইসি (ঋষি), মুনি, বোধি, সন্ধি, রাসি (রাশি), গিরি, রবি, কবি, অরি, তিমি, সমাধি, প্রভৃতি সমস্ত পুংলিঙ্গ ইকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৮। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোন কোন ইকারান্ত শব্দের অন্তে যো না হইয়া নো হয়; যথা—সারমতিনো, সম্মাদিট্‌ঠিনো, মিচ্ছাদিট্‌ঠিনো, বজিরবুদ্ধিনো, অধিপতিনো, জানিপতিনো, ইত্যাদি। কোন কোন শব্দের দুই রকমই হয়; যথা—সেনাপতয়ো, সেনাপতিনো; গহপতয়ো, গহপতিনো। লক্ষণীয়:—কপিয়ো; এখানে ইকার স্থানে অকার হয় নাই; এতাদৃশ প্রয়োগ বিরল। কপয়ো পদও হয়।

৯। ইসি (ঋষি) শব্দের সম্বোধনের একবচনে ইসে (ঋষে) এই একটি অতিরিক্ত পদ হয়।

মুনি শব্দের সম্বোধনে মুনে পদও দেখা যায়। ষষ্ঠীর একবচনেও মুনে হয়।

১১। আদি শব্দের সপ্তমীর একবচনে এই কয়টি অতিরিক্ত পদ দৃষ্ট হয়; যথা—আদো (আদৌ), আদু, আদি (অতিবিরল)। কেহ কেহ বলেন আদিনি পদও হয়।

১২। গিরি শব্দের সপ্তমীর একবচনে গিরে: এবং রংসি (রশ্মি) শব্দের তৃতীয়ার একবচনে রংসেন পদ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

১৩। অকারান্ত সখ (ইকারান্ত সখি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	সখা	সখায়ো সখানো, সখিনো[১]

১। সখা পদ ও হয়—C. D., T. D.

	এক.	বহু.
দ্বি.	সখারং	সখায়ো
	সখানং	সখানো
	সখং[১]	সখিনো[২]
তৃ.	সখিনা	সখেহি, সখেভি
		সখারেহি, সখারেভি
চ.	সখিস্স	সখীনং
	সখিনো	সখারানং
প.	সখিনা[৩]	সখেহি, সখেভি
		সখারেহি, সখারেভি
ষ.	সখিস্স	সখীনং
	সখিনো	সখারানং
স.	সখে	সখেসু
		সখারেসু
সম্বো.	সখ	সখায়ো
	সখে	সখানো
	সখা	সখিনো
	সখি	
	সখী	

১। সখায়ং পদও হয়—F. F.

২। সখী পদও হয়—F. F.

৩। সখারা, সখারস্মা পদও হয়—C. D. T. D., না. মা.।

১৪। ঈকারান্ত গামনী (গ্রামণী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গামনী	গামনী গামনিনো
দ্বি.	গামনিনং গামনিং	গামনী গামনিনো
তৃ.	গামনিনা	গামনীহি, গামনীভি
চ.	গামনিনো গামনিস্স	গামনীনং
প.	গামনিনা	গামনীহি, গামনেভি
ষ.	গামনিনো গামনিস্স	গামনীনং
স.	গামনিস্মিং, গামনিম্হি	গামনীসু
সম্বো.	গামনি	গামনী গামনিনো

১৫। সেনানী, সুধী, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।[1]

১৬। উকারান্ত ভিক্খু (ভিক্ষু) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	ভিক্খু	ভিক্খূ ভিক্খবো
দ্বি.	ভিক্খুং	ভিক্খূ ভিক্খবো

১। কেহ কেহ বলেন—সেট্ঠী, সারথী (বস্তুত ইহা সারথি), চক্কবত্তী ও সামী শব্দের রূপ এই প্রকার। T. D. p. 74. দণ্ডী শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য, ৩ § ৮৬।

	এক.	বহু.
তৃ.	ভিক্খুনা	ভিক্খূহি, ভিক্খূভি
চ.	ভিক্খুনো	ভিক্খূনং
	ভিক্খুস্স	
প.	ভিক্খুনা	ভিক্খূহি, ভিক্খূভি
	ভিক্খুস্মা ভিক্খুম্হা	
ষ.	ভিক্খুনো	ভিক্খূনং
	ভিক্খুস্স	
স.	ভিক্খুস্মিং, ভিক্খুম্হি	ভিক্খূসু
সম্বো.	ভিক্খু	ভিক্খূ
		ভিক্খবো
		ভিক্খবে

১৭। কেতু, ভানু, রাহু, সঙ্কু (শঙ্কু), উচ্ছু (ইক্ষু), বেলু (বেণু), মচ্চু (মৃত্যু), সিন্ধু, বন্ধু, মেরু, কারু, সেতু, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

১৮। হেতু শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে হেতূ, হেতবো, হেতুয়ো এই তিন পদ হয়। কেহ কেহ বলেন হেতুনো পদও হয়। সপ্তমীর একবচনে হেতো পদও হইয়া থাকে।

১৯। জন্তু শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে জন্তূ, জন্তবো, জন্তুয়ো, ও জন্তুনো এই চারিটি পদ হয়।

২০। গরু (গুরু) শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে গরূ, গরবো, ও গরুনো হয়। [১]

১। "ভিক্খুপ্পভুতিতো নিচ্চং বো যোনং, হেতু-আদিতো। বিভাসা, ন চ বো নো চ অমুপ্পভুতিতো ভবে॥" ম. সি. ৪৯ পৃষ্ঠা

২১। উকারান্ত অভিভূ শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অভিভূ	অভিভূ অভিভুবো
দ্বি.	অভিভুং	অভিভূ অভিভুবো
তৃ.	অভিভুনা	অভিভূহি, অভিভূভি
চ.	অভিভুনো অভিভুস্স	অভিভূনং
প.	অভিভুনা	অভিভূহি, অভিভূভি
ষ.	অভিভুনো অভিভুস্স	অভিভূনং
স.	অভিভুস্মিং, অভিভুম্হি	অভিভূসু
সম্বো.	অভিভু	অভিভূ অভিভুবো

২২। সয়ম্ভূ (স্বয়ম্ভূ), বেস্সভূ (বিশ্বভূ) পরাভিভূ, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

২৩। সহভূ শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের বহুবচনে সহভুনো এই অতিরিক্ত পদ হয়।

২৪। সব্বঞ্ঞূ শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের বহুবচনে সব্বঞ্ঞূ, সব্বঞ্ঞুনো এই দুই পদ হয়। অন্যত্র অভিভূ শব্দের ন্যায় রূপ।

২৫। মগ্গঞ্ঞূ (মার্গজ্ঞ), ধম্মঞ্ঞূ (ধর্মজ্ঞ), অত্থঞ্ঞূ (অর্থজ্ঞ), কালঞ্ঞূ (কালজ্ঞ), বিঞ্ঞূ (বিজ্ঞ্ (বিজ্ঞ), বিদূ (বিদ্), বেদগূ (বেদগ), পারগূ (পারগ), প্রভৃতি শব্দের রূপ সব্বঞ্ঞূ শব্দের ন্যায়।

২৬। উকারান্ত পিতু (ঋকারান্ত পিতৃ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	পিতা	পিতরো, (পিতা)
দ্বি.	পিতরং	পিতরো
		পিতরে
তৃ.	পিতরা [1]	পিতরেহি, পিতরেভি
	পিতুনা	পিতূহি, পিতূভি
চ.	পিতু	পিতরানং
	পিতুনো	পিতানং
	পিতুস্স	পিতূনং, পিতুন্নং
প.	পিতরা [2]	পিতরেহি, পিতরেভি
	পিতুনা	পিতূহি, পিতূভি
ষ.	পিতু	পিতরানং
	পিতুনো	পিতানং
	পিতুস্স	পিতূনং, পিতুন্নং
স.	পিতরি	পিতরেস্সু
		পিতুস্সু, পিতূস্সু
সম্বো.	পিত	পিতরো
	পিতা	

২৭। ভাতু (ভ্রাতৃ), জামাতু (জামাতৃ) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

১-২। মতান্তরে পিত্যা ও পেত্যা পদও হয়। মাতু (মাতৃ) শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য।

২৮। উকারান্ত কত্তু (ঋকারান্ত কর্ত্তৃ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	কত্তা	কত্তারো
দ্বি.	কত্তারং	কত্তারো কত্তারে
তৃ.	কত্তারা কত্তুনা	কত্তারেহি, কত্তারেভি
চ.	কত্তু কত্তুনো কত্তুস্স	কত্তারানং কত্তানং কত্তুনং
প.	কত্তারা	কত্তারেহি, কত্তারেভি
ষ.	কত্তু কত্তুনো কত্তুস্স	কত্তারানং কত্তানং কত্তুনং
স.	কত্তরি	কত্তারেসু কত্তুসু
সম্বো.	কত্ত কত্তা [1]	কত্তারো

২৯। কখন কখন কত্তু শব্দের অকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হয়; যথা—সল্লকত্তু (শল্যকর্ত্তৃ) শব্দের প্রথমার একবচনে সল্লকত্তো।

১। "উট্‌ঠেহি কত্তে তরমানো গন্ত্বা বেস্‌সন্তরং বদ;" এস্থলে কত্তু (কর্ত্তৃ) শব্দের সম্বোধনে কত্তে হইয়াছে। "তেন হি ভো খত্তে যেন চম্পেয্যকা ব্রাহ্মণা গহপতিকা তেনুপসঙ্কম;" এস্থলে খত্তু (ক্ষত্তৃ) শব্দের সম্বোধনের একবচনে খত্তে হইয়াছে।

৩০। সথু (শাস্তৃ),[১] ভত্তু (ভর্ত্তৃ), নেতু (নেতৃ) ঝাতু (ধ্যাতৃ), জেতু (জেতৃ), ছেত্তু (ছেত্তৃ), দাতু (দাতৃ) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৩১। ওকারান্ত গো শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গো	গাবো
		গবো
দ্বি.	গাবং	গাবো
	গবং [২]	গবো
	গাবুং [৩]	
তৃ.	গাবেন	গোহি. গোভি
	গবেন [৪]	
চ.	গাবস্স	গোনং
	গবস্স	গুন্নং
		গবং

১। কেহ কেহ সথু শব্দের এই কয়টি পদ অধিক দেন—তৃতীয়া ও পঞ্চমীর একবচনে সথরা (F. F., C. D.), সথুনা (W.G); চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনে সথুনং (F. F.)। মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতিতে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

২। দ্বিতীয়া হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই একবচনে, এবং সপ্তমীর উভয় বচনে গো শব্দ স্থলে গাব ও গব আদিষ্ট হয়, এবং তাহাদের রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায় হয়।

৩। গবুং পদও হয় (T. D.)।

৪। ক্বচিৎ গবা পদ দৃষ্ট হয়।

	এক.	বহু.
প.	গাবা	গোহি, গোভি
	গাবস্মা, গাবম্হা	
	গবা	
	গবস্মা, গবম্হা	
ষ.	গাবস্স	গোনং
	গবস্স	গুন্নং
		গবং
স.	গাবে	গাবেসু
	গাবস্মিং, গাবম্হি	গবেসু
	গবে	গোসু
	গবস্মিং, গবম্হি	
সম্বো.	গো	গাবো
		গবো

৩২। গো শব্দ স্থানে সর্ব্ব বিভক্তিতেই বিকল্পে গোণ আদেশ হয়, এবং তখন তাহার রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায়: যথা—গোণো, গোণা, গোণং, গোণে; ইত্যাদি।[২] বিকল্পে গু ও গবয় আদেশও হয়।[৩] গো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গাবী হয়, ইহার রূপ স্ত্রীলিঙ্গ ঈকারান্ত স্ত্রী শব্দের ন্যায়।[৪]

১। গবেহি পদও হয়—C. D.

২। কচ্চায়নবুত্তি-মতে (২. ১. ২৯) গোণ ণকারান্ত; মহারূপসিদ্ধি-মতে গোন নকারান্ত।

৩। দ্রঃ ক. বু. ২. ১. ৩০; এখানে গুন্নং ও গবয়েহি এই দুইটি পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ম. সি. ৫৮ পৃ. ১৮৯ সূ.।

গো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার রূপ ঠিক পুংলিঙ্গের ন্যায়। [১]

স্ত্রীলিঙ্গ

৩৩। আকারান্ত কঞ্ঞা (কন্যা) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	কঞ্ঞা	কঞ্ঞা কঞ্ঞায়ো
দ্বি.	কঞ্ঞং	কঞ্ঞা কঞ্ঞায়ো
তৃ.	কঞ্ঞায়	কঞ্ঞাহি, কঞ্ঞাভি
চ.	কঞ্ঞায়	কঞ্ঞানং
	কঞ্ঞায়	কঞ্ঞাহি, কঞ্ঞাভি
ষ.	কঞ্ঞায়	কঞ্ঞানং
স.	কঞ্ঞায় কঞ্ঞায়ং	কঞ্ঞাসু
সম্বো.	কঞ্ঞে	কঞ্ঞা কঞ্ঞায়ো

৩৪। সদ্ধা (শ্রদ্ধা), মেধা, পঞ্ঞা (প্রজ্ঞা), তণ্হা (তৃষ্ণা), বিজ্জা (বিদ্যা), পুচ্ছা (পৃচ্ছা), চিন্তা, নিসা

১। "তস্স পুল্লিঙ্গে গোসদ্দস্সেব রূপনয়ো"—ম. সি. ৬১. পৃ. :

"ওকারন্তং ইত্থিলিঙ্গং গোসদ্দোতি বিভাবয়ে।

গোসদ্দস্সেব পুল্লিঙ্গে রূপমস্সাহু কেচন॥"

দ্রষ্টব্য—৩.§৫৩, টীকা ১।

(নিশা),[১] ইত্যাদি সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৩৫। পালিতে অম্বা, অম্মা, অন্না ও তাতা (তাত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে) এই চারিটি শব্দ মাতৃবাচী। ইহাদের সম্বোধনে আকার-স্থানে একার হয় না; যথা—ভোতি অম্বা, ভোতি অম্মা, ভোতি অন্না, ভোতি তাতা। কখন কখন তাহাদের সম্বোধনে যথাক্রমে এই পদগুলি হয়—অম্ব, অম্ম, অন্ন, তাত। কেহ কেহ বলেন ভোতি শব্দ পূর্ব্বে না থাকিলেই শেষোক্ত রূপগুলি হয়। প্রথমোক্ত পদসমূহ ভোতি শব্দ পূর্ব্বে না থাকিলেও হয়।

৩৬। সংস্কৃত ঔকারান্ত নৌ শব্দ-স্থানে পালিতে নাবা হয়; অতএব ইহার রূপ কঞ্ঞা শব্দের ন্যায়।

৩৭। ইকারান্ত রত্তি (রাত্রি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	রত্তি	রত্তী রত্তিয়ো
দ্বি.	রত্তিং	রত্তী রত্তিয়ো
তৃ.	রত্তিয়া	রত্তীহি, রত্তীভি
চ.	রত্তিয়া	রত্তীনং
প.	রত্তিয়া	রত্তীহি, রত্তীভি
ষ.	রত্তিয়া	রত্তীনং

১। "নিসে অগ্গীব ভাসতি" ইত্যাদি স্থলে নিসা শব্দের সপ্তমীর একবচনে নিসে পদও দেখা যায়। সংস্কৃত পরিষদ্ শব্দ পালিতে পরিসা হয়। এই পরিসা শব্দের (স. এক.) পরিসতিং পদ অতিরিক্ত দেখা যায়।

স.	রত্তিয়া রত্তিয়ং	রত্তীসুং
সম্বো.	রত্তি	রত্তী রত্তিয়ো

এই সাধারণ রূপ ভিন্ন রত্তি শব্দের কয়েকটি বিশেষ রূপ আছে। যথা—প্র, দ্বি. সম্বো. বহু. রত্যো ; তৃ. চ. প. ষ. স. এক. রত্যা ; [১] এবং স. এক. রত্যং, রত্তিং, ও রত্তো পদ হয়।

৩৮। সংস্কৃত ক্তি প্রত্যয়ান্ত যুত্তি (যুক্তি) প্রভৃতি শব্দ, রস্মি (রশ্মি), নন্দি, সন্ধি, ভূমি, [২] পালি, যুবতি, ধূলি প্রভৃতি ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রত্তি শব্দের সাধারণ রূপের ন্যায় রূপ হয়।

৩৯। জাতি ও বোধি শব্দের রূপও এই প্রকার, তবে কিছু বিশেষ আছে। যথা, জাতি শব্দের—প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. জত্যো, জচ্চো ; তৃ. চ. প. ষ. স. এক. জত্যা, জচ্চা ; স. এক. জত্যং, জচ্চং। বোধি শব্দের—প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. বোজ্ঝো ;[৩] দ্বি. এক. বোধিয়ং ; তৃ. প. এক. বোজ্ঝা ; এবং স. এক. বোজ্ঝং। উভয়েরই এই সকল অতিরিক্ত পদ কখন কখন দৃষ্ট হয়।

১। মহারূপসিদ্ধিতে (৫৬ পৃ. ১৮৫-১৮৬ সূ.) রত্ত্যা আছে ; রত্তি+আ =রত্ত্যা। কিন্তু অস্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি শব্দের স্ত্র ভিন্ন পালিতে তিনটি বর্ণ একত্র সংযুক্ত থাকে না, এই নিয়মানুসারে একটি তকারের লোপ হওয়ায় রত্যা পদ হয় ; এবং তাহার পর ১.§২৪ অনুসারে এখানে আর রচ্চা হয় না।

২। "ভূম্যা স পতিতং পাসং গীবায় পটিমুঞ্চতি"—ইত্যাদি প্রয়োগে ভূমি শব্দের সপ্তমীর একবচনে ভূম্যা পদ দেখা যায়।

৩। বোধ্যো=বোজ্ঝো, ধ্য=জ্ঝ, ১.§২৩।

৪০। ঈকারান্ত নদী শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	নদী	নদী নদিয়ো নজ্জো [১]
দ্বি.	নদিং নদিয়ং	নদী নদিয়ো নজ্জো
তৃ.	নদিয়া নজ্জা [২]	নদীহি, নদীভি
চ.	নদিয়া নজ্জা	নদীনং
প.	নদিয়া নজ্জা	নদীহি, নদীভি
ষ.	নদিয়া নজ্জা	নদীনং [৩]
স.	নদিয়া নজ্জা নজ্জং	নদীসু
সম্বো.	নদি	নদী নদিয়ো নজ্জো

১। নদ্যো=নজ্জো, দ্য=জ্জ, ১.§২২।

২। কেহ কেহ বলেন প্র. ব নজ্জায়ো, তৃ. চ. প. ষ. ও স. এক. নদ্যা, এবং স. এক. নদ্যং পদও হয়।—F. F. C. D.

৩। কথন কথন ষষ্ঠীর বহুবচনে নদিয়ানং পদও দৃষ্ট হয়।—C, D.

৪১। মহী, বেত্তরণী (বৈতরণী), বাপী, পাটলী, কদলী, ঘটী, নারী, কুমারী, তরুণী প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৪২। ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বক্ষ্যমাণ অতিরিক্ত রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, ব্রাহ্মণী শব্দের প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. ব্রাহ্মণ্যো, তৃ. চ. প. ষ. স. এক. ব্রাহ্মণ্যা, এবং স. এক. ব্রাহ্মণ্যং হয়, (অর্থাৎ ১.§২৮ অনুসারে ণ্য এখানে ঞ্ঞ হয় না)। এইরূপ দাসী শব্দের প্র. দ্বি সম্বো. বহু. দাস্যো, তৃ. চ. প. ষ. স. এক. দাস্যা, এবং স. এক. দাস্যং হয় (অর্থাৎ ১.§২৬ অনুসারে স্য এখানে স্স হয় না। দ্রষ্টব্য ১.§১১)।

৪৩। পোক্খরিণী (পুষ্করিণী) শব্দের প্র. এক. পোক্খরণী, বহু. পোক্খরণী, পোক্খরণিয়ো, পোক্খরঞ্ঞো (পোক্খ-রণ্যো=পোক্খরঞ্ঞো, ণ্য = ঞ্ঞ, ১.২২৮); ইত্যাদি নদীবৎ।

৪৪। ঈকারান্ত ইত্থী (স্ত্রী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	ইত্থী	ইত্থী ইত্থিয়ো
দ্বি.	ইত্থিয়ং ইত্থিং	ইত্থী ইত্থিয়ো
তৃ.	ইত্থিয়া	ইত্থীহি, ইত্থীভি
চ.	ইত্থিয়া	ইত্থীনং
প.	ইত্থিয়া	ইত্থীহি, ইত্থীভি
ষ.	ইত্থিয়া	ইত্থীনং
স.	ইত্থিয়া	ইত্থীসু
সম্বো.	ইত্থি	ইত্থী ইত্থিয়ো

৪৫। সংস্কৃত স্ত্রী শব্দ পালিতে ইত্থী [১] ও থী রূপে পঠিত হয়। থী শব্দের রূপ যথা—প্র. এক. থী, বহু. থিয়ো; তৃ. চ. প ষ. এক. থিয়া; চ. ষ. বহু. থীনং; স. বহু. থীসু; সম্বো থি, থিয়ো। অন্যত্র রূপ দেখা যায় না। [২]

৪৬। পুঠবী (পৃথিবী), গাবী, গুণবন্তী গুণবতী, কুলবতী, শীলবতী, যসবতী, মহন্তী মহতী, ভোতী (ভবতী), ভিক্খুনী, মাতুলানী, অয্যকানী, গহপতানী, রাজিনী, দণ্ডিনী, যক্খিনী, সীহিনী, ইত্যাদি শব্দের রূপ স্ত্রী শব্দের রূপের ন্যায়। [৩]

---

৪৭ উকারান্ত যাগু (উকারান্ত যবাগূ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	যাগু	যাগূ যাগুয়ো

১। সমাসস্থলে কখন কখন হ্রস্ব ইকার হয়; যথা—ইত্থিভাবো (স্ত্রীভাবঃ), ইত্থিপুরিসসদ্দো (স্ত্রীপুরুষশব্দঃ) ইত্যাদি।

২। F. F., Childers.

৩। পালিতে স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত, ইকারান্ত, ঈকারান্ত, উকারান্ত ও ঊকারান্ত শব্দের পর সপ্তমীর একবচনের উত্তর প্রযোজ্য স্মি-ম্হি বিভক্তি (৩.§২) সাধারণত প্রযুক্ত না হইলেও, কখনো কখনো তাহা দেখা যায়। যথা—বলাকয়োনি শব্দের স. এক. বলাকয়োনিম্হি; কুসাবতী শব্দের স. এক. কুসাবতিম্হি। বৈয়াকরণগণ বলেন—

"গাথায়ং চুণ্ণিয়ে চাপি না-স-স্মাদি সরূপতো।
নাকারন্ত-ইবণ্ণন্ত-ইত্থীহি পরতো গতা॥
ম্হি-সদ্দো পন গাথায়ং ইবণ্ণন্তিত্থিভী সহ।
যাতো পরত্তমেতস্স পয়োগানি ভবন্তি হি॥
যথা বলাকয়োনিম্হি ন বিজ্জতি পুমো যদা।
কুসাবতিম্হি নগরে রাজা আসী মহীপতি॥"

	এক.	বহু.
দ্বি.	যাগুং	যাগূ যাগুয়ো
তৃ.	যাগুয়া	যাগূহি, যাগূভি
চ.	যাগুয়া	যাগূনং
প.	যাগুয়া	যাগূহি, যাগূভি
ষ.	যাগুয়া	যাগূনং
স.	যাগুয়া যাগুয়ং	যাগূসু
সম্বো.	যাগু	যাগূ যাগুয়ো

৪৮। ধাতু,[১] ধেনু, দদ্দূ (দদ্রু), কণ্ডু (কণ্ডূ), কচ্ছু, কণেরু (করেণু), পিয়ঙ্গু, (প্রিয়ঙ্গু), প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৪৯। উকারান্ত বধূ শব্দ।[২]

	এক.	বহু.
প্র.	বধূ	বধূ বধুয়ো
দ্বি.	বধুং	বধূ বধুয়ো
তৃ.	বধুয়া	বধূহি, বধূভি

১। "ধাতু-সদ্দো জিনমতে ইত্থিলিঙ্গত্তনে মতো।
সথে পুল্লিঙ্গভাবস্মিং কচ্চায়নমতে বিদূ॥"

২। দীর্ঘ উকারান্ত শব্দের রূপ ঠিক উকারান্ত শব্দের ন্যায়, কেবল প্রথমার একবচনে অন্ত্যস্বর দীর্ঘ থাকে।

	এক.	বহু.
চ.	বধুয়া	বধূনং
প.	বধুয়া	বধূহি, বধূভি
ষ.	বধুয়া	বধূনং
স.	বধুয়া	বধূসু
	বধুয়ং	
সম্বো.	বধু	বধূ
		বধুয়ো

৫০। জম্বূ, সরভূ, সরব্ভূ, সুতনূ, চমূ, বামোরূ, নাগনাসোরূ প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৫১। উকারান্ত মাতু (ঋকারান্ত মাতৃ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মাতা	মাতা
		মাতরো
দ্বি.	মাতরং	মাতা
		মাতরে
তৃ.	মাতরা	মাতরেহি, মাতরেভি
	মাতুয়া	মাতূহি, মাতূভি
	মত্যা [১]	
চ.	মাতু	মাতানং
	মাতুয়া	মাতূনং [২]
	মত্যা	মাতরানং
	মাতুস্স	

১। কেহ কেহ মত্যা পদ স্থানে মাত্যা পাঠ করেন, ম. সি. D.; C. D.' Childers. "মত্যা চ পেত্যা চ কতং সুসাধু।"

২। কেহ কেহ মাতুন্নং এই অধিক পদ দেন। দ্রষ্টব্য পিতু শব্দ।

	এক.	বহু.
প.	মাতরা	মাতরেহি, মাতরেভি
	মাতুয়া	মাতূহি মাতূভি
	মত্যা	
ষ.	মাতু	মাতানং
	মাতুয়া	মাতূনং [১]
	মত্যা	মাতরানং
	মাতুস্স	
স.	মাতরি	মাতূস্থ
	মাতুয়া	মাতরেস্থ
	মত্যা	
	মাতুয়ং, মত্যং	
সম্বো.	মাত	মাতা
	মাতা	মাতরো

৫২। দুহিতু (দুহিতৃ) শব্দের রূপও এই প্রকার ; যথা প্র. এক. দুহিতা, বহু. দুহিত, দুহিতরো ; ইত্যাদি। পালিতে দুহিতু শব্দ প্রায় ধীতু রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারাও রূপ মাতু শব্দের ন্যায়, কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। যথা—

৫৩। উকারান্ত ধীতু (ঋকারান্ত দুহিতৃ) শব্দ।

	এক.	বহু
প্র.	ধীতা	ধীতা, ধীতরো

১। সমাসে পূর্ব্বস্থিত মাতৃ শব্দ স্থানে পালিতে কখন কখন মাতু, মাতি, বা মত্তি হয়। যথা—মাতৃগ্রামঃ = মাতুগামো, মাতৃগোত্রং = মাতিগোত্তং, মাতৃসম্ভবঃ = মত্তিসম্ভবো।

	এক.	বহু.
দ্বি.	ধীতরং	ধীতরো
	ধীতং	ধীতরে
তৃ.	ধীতরা	ধীতরেহি, ধীতরেভি
	ধিতুয়া	ধীতূহি, ধীতূভি
চ.	ধীতু	ধীতানং
	ধীতুয়া	ধীতূনং
		ধীতরানং
প.	ধীতরা	ধীতরেহি, ধীতরেভি
	ধীতুয়া	ধীতূহি, ধীতূভি
ষ.	ধীতু	ধীতানং
	ধীতুয়া	ধীতূনং
		ধীতরানং
স.	ধীতরি	ধীতূস্থ
	ধীতুয়া	ধীতরেস্থ
	ধীতুয়ং	
সম্বো.	ধীতা	ধীতরো

ইহা ভিন্ন প্র. দ্বি. বহু. ধীতূ. এবং চ. ষ. এক. ধীতায় পদ হয়।[১]

১। ওকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ গো শব্দের রূপের জন্য দ্রষ্টব্য ৩.§§৩১-৩২। নামমালায় ওকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ গো শব্দের রূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—

	এক.	বহু.
প্র.	গো, গাবী	গাবী, গাবো, গবো
দ্বি.	গাবিং, গাবং, গবং	গাবী, গাবো গবো
তৃ.	* *	গোহি, গোভি
চ.	* *	গবং, গোনং, গুন্নং

ক্লীবলিঙ্গ

৫৪। অকারান্ত চিত্ত শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তং	চিত্তা [১] চিত্তানি
দ্বি.	চিত্তং	চিত্তে চিত্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক অকারান্ত পুংলিঙ্গ বুদ্ধ শব্দের ন্যায় রূপ।[২]

৫৫। ঝান (ধ্যান), পুঞ্ঞ (পুণ্য), পদুম (পদ্ম), চীবর, সীল (শীল), ইন্দ্রিয়, সুসান (শ্মশান), ইত্যাদি শব্দের রূপ এই প্রকার।

	এক.		বহু.
প.	*	*	গোহি, গোভি
ষ.	*	*	গবং, গোনং, গুন্নং
স.	*	*	গোসু
সম্বো.	গো	*	গাবী, গাবো, গবো

১। বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দ্বিবিধ পদ হয়।

২। লক্ষণীয়:—"চিত্তো ধম্মো;" "চত্তারো সতিপট্ঠানা;" "চত্তারো সম্মপ্পধানা" (চিত্তো ধর্মঃ; চত্বারি স্মৃতিপ্রস্থানানি; চত্বারি সম্যক্ প্রধানানি); এতাদৃশ স্থলে চিত্ত, সতিপট্ঠান ও সম্মপ্পধান পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে তাহা না হইলে চত্তারি পদ অবশ্য দিতে হইত।

৫৬। ইকারান্ত অট্ঠি (অস্থি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অট্ঠি [১]	অট্ঠী অট্ঠীনি
দ্বি.	অট্ঠিং	অট্ঠী অট্ঠীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ইকারান্ত পুংলিঙ্গ অগ্গি (অগ্নি) শব্দের ন্যায় রূপ।

৫৭। সত্থি (সক্থি), দধি, বারি, অক্খি অচ্ছি (অক্ষি), অচ্চি (অর্চি, অর্চিস্), ইত্যাদি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৫৮। ঈকারান্ত গামনী (গ্রামণী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গামনি	গামনী গামনোনি
দ্বি.	গামনিং	গামনী গামনীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ গামনী শব্দের ন্যায় রূপ।

৫৯। সুধী প্রভৃতি শব্দের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

১। কখন কখন প্রথমার একবচনেও দ্বিতীয়ার একবচনের ন্যায় অট্ঠিং পদ দেখা যায়। এইরূপ অক্খি (অক্ষি) শব্দের প্র. এক. অক্খিং পদ হয়। অন্যত্রও এইরূপ। দ্রষ্টব্য—২.§২৪ ; ৩.§৯৫, ১৩৭ পৃ. টীকা ১।

৬০। উকারান্ত মধু শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মধু	মধূ মধূনি
দ্বি.	মধুং	মধূ মধূনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত ভিক্খু (ভিক্ষু) শব্দের ন্যায় রূপ।

৬১। দারু, বত্থু (বস্তু), জতু, বসু, অম্বু, অস্সু (অশ্রু) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

উকারান্ত গোত্তভূ (গোত্রভূ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গোত্তভু	গোত্তভূ গোত্তভূনি
দ্বি.	গোত্তভুং	গোত্তভূ গোত্তভূনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত অভিভূ শব্দের ন্যায় রূপ।

৬৩। সরভূ (শরভূ), সয়ম্ভূ (স্বয়ম্ভূ) ধম্মঞ্ঞু (ধর্মজ্ঞ), প্রভৃতি শব্দের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

৬৪। ওকারান্ত চিত্তগো (উকারান্ত চিত্তগু) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তগু	চিত্তগূ চিত্তগূনি

	এক.	বহু.
দ্বি.	চিত্তগুং	চিত্তগূ
		চিত্তগূনি

তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিতে ঠিক উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দের ন্যায় রূপ।

ব্যঞ্জনান্ত [১]

পুংলিঙ্গ

৬৫। উকারান্ত গুণবন্তু (তকারান্ত গুণবত্) শব্দ।

	এক	বহু.
প্র	গুণবা [২]	গুণবন্তো
		গুণবন্তা [৩]

১। পালিতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ নাই, ইহা পূর্ব্বে (১.§৭) বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে লিখিত শব্দরূপ পালিব্যাকরণে সাধারণত পুংলিঙ্গাদির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সংস্কৃত-অনুসারে শব্দগুলিকে পৃথক্ করিয়া লিখিয়া ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দগুলিও পাশে পাশে লিখিত হইল।

২। তুল:—"ঋণবা," তৈ. স. ৬. ১০. ৩।

"সিম্হি বা" এই সূত্রানুসারে (ক. বু. ২. ১. ৪) ন্তু. প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ন্তু স্থানে বিকল্পে ন্ত হয়, এবং তাহা হইলে গুণবন্তু শব্দের প্রথমার একবচনে বিকল্পে গুণবন্তো পদ হইতে পারে। কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় (৩৬ পৃ ১০৫ সূ., উক্ত হইয়াছে যে, কেবল হিমবন্তু শব্দেরই সম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্যত্র এরূপ হইবে না; "পুন বাগহণকরণং হিমবন্তসদ্দতো অঞ্ঞত্র নিসেধনত্থং, তেন গুণবন্তাদিসু নাতিপ্পসঙ্গো।" কচ্চায়নবুত্তিতে উদাহরণ স্বরূপ হিমবন্তো পদই প্রদর্শিত হইয়াছে। F. F. গুণবন্তো পদও দিয়াছেন। সীলবন্তো প্রভৃতি পদও পাওয়া যায়।

৩। মূলনিরুক্তি ও শব্দনীতি ব্যাকরণ-মতে প্রথমা ও সম্বোধনের বহুবচনে বিকল্পে গুণবা পদও হইয়া থাকে।

	এক.	বহু
দ্বি.	গুণবন্তং [১]	গুণবন্তে
তৃ	গুণবতা	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেভি
	গুণবন্তেন	
চ.	গুণবতো	গুণবতং
	গুণবন্তস্স	গুণবন্তানং
প.	গুণবতা	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেভি
	গুণবন্তা	
	গুণবন্তস্মা, গুণবন্তম্হা	
ষ.	গুণবতো	গুণবতং
	গুণবন্তস্স	গুণবন্তানং
স.	গুণবতি	গুণবন্তেসু
	গুণবন্তে	
	গুণবন্তস্মিং, গুণবন্তম্হি	
সম্বো.	গুণবং	গুণবন্তো
	গুণব	গুণবন্তা
	গুণবা [২]	

১। "সব্বস্স বা অংসেসু" এই সূত্রানুসারে (ক. বু. ২. ১. ৪২ ; ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০৬ সূ.) দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে সমগ্র ন্ত স্থানে বিকল্পে অ হয় ; তাহা হইলে গুণবন্ত শব্দের ঐ সকল বিভক্তিতে যথাক্রমে গুণবং, গুণবস্স, গুণবস্স পদ হইতে পারে। কিন্তু মহরূপ-সিদ্ধিকার বুদ্ধপ্রিয় বলেন যে, এই নিয়ম কেবল সতিমন্ত (স্মৃতিমত্) ও বন্ধুমন্ত (বন্ধুমত্) শব্দ-সম্বন্ধে। অতএব সতিমন্ত শব্দের দ্বি. এক. সতিমন্তং, সতিমং ; চ. ষ. এক. সতিমতো, সতিমন্তস্স, সতি-মস্স ; এবং বন্ধুমন্ত শব্দের দ্বি. এ. বন্ধুমন্তং, বন্ধুমং ; চ. ষ. এক. বন্ধুমতো, বন্ধুমন্তস্স, বন্ধুমস্স ; এই সকল পদ হয়।

২। "তুযহং ধীতা মহাবীর পঞ্ঞাবন্ত জুতিন্ধর" ; এস্থলে পঞ্ঞাবন্ত শব্দের সম্বো. এক. পঞ্ঞাবন্ত পদ দেখা যায়।

৬৬। কুলবন্ত (কুলবত্), যসবন্ত (যশস্বত্) সীলবন্ত (শীলবত্) ভগবন্ত (ভগবত্), হিমবন্ত (হিমবত্), বন্ধুমন্ত (বুদ্ধিমত্), চক্খুমন্ত (চক্ষুষ্মত্) ইত্যাদি সমস্ত বন্ত (বত্), ও মন্ত (মত্) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

---

৬৭ অকারান্ত গচ্ছন্ত (তকারান্ত গচ্ছত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছং	গচ্ছং[১]
	গচ্ছন্তো	গচ্ছন্তো
		গচ্ছন্তা
দ্বি.	গচ্ছন্তং	গচ্ছন্তে

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক গুণবন্ত শব্দের ন্যায় রূপ।

১। "তে গচ্ছং চক্খুং লভমানা;"—তে গচ্ছন্তশ্চক্ষুর্লভমানাঃ; "তুমেহ আয়স্মন্তো জানং পস্সং বিহরথ;"—যয়ূং আয়ুষ্মন্তো জানন্তঃ পশ্যন্তো বিহরথ; ইত্যাদি বহুস্থলে (অরহন্ত প্রভৃতি কয়টি শব্দ ভিন্ন) গচ্ছন্ত প্রভৃতি অন্ত (শতৃ) প্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুবচনে গচ্ছং প্রভৃতি পদ দেখা যায়; গচ্ছন্তো প্রভৃতি সাধারণতঃ দেখা যায় না, যদিও ইহা সূত্রসম্মত। আচার্য্যগণ বলেন—

"বহুত্থে কত্থচি ঠানে জানমিচ্চাদয়ো যথা।
দিস্সন্তি নেবং বহুত্থে গচ্ছন্তো ইতি-আদয়ো॥
বহুত্থে কত্থচি ঠানে সন্তো ইচ্চাদয়ো পি চ।
দিস্সন্তি নেবং বহুত্থে গচ্ছন্তো ইতি দিস্সতি॥
অরহন্তোতি বহুত্থে একন্তেনেব দিস্সতি।
নেবং দিস্সতি বহুত্থে গচ্ছন্তো ইতি-আদয়ো॥
অনেকসতপাঠেসু বিহরন্তোতি-আদিসু।
একস্স পি বহুকত্তে পবত্তি ন তু দিস্সতি॥" ইত্যাদি।

৬৮। চরন্ত (চরত্‌), তিট্ঠন্ত (তিষ্ঠত্‌), রুদন্ত (রুদত্‌). সুণন্ত (শৃণ্বত্‌), পচন্ত (পচত্‌), প্রভৃতি সমস্ত অন্ত (অত্‌-শতৃ) ও স্নন্ত (স্যত্‌-স্যতৃ) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬৯। মহন্ত (মহত্‌) ও অরহন্ত (অর্হত্‌) শব্দের প্রথমার একবচনে যথাক্রমে মহা, ও অরহা এই অতিরিক্ত পদ হয়।

৭০। ভবন্ত (ভবত্‌) শব্দের রূপ গচ্ছন্ত (গচ্ছত্‌) শব্দের ন্যায়, কেবল বিশেষ এই:—প্র. বহু. ভবন্তো, ভোন্তো, ভবন্তা: তৃ. এক. ভবতা, ভোতা, ভবন্তেন; চ. ষ. এক. ভবতো, ভোতো, ভবন্তস্স; সম্বো. এক. ভো, ভন্তে, ভোন্ত, বহু. ভবন্তো, ভোন্তো, ভবন্তা, ভোন্তা।[১]

৭১। সন্ত (সত্‌) শব্দের রূপও গচ্ছন্ত শব্দের

১। ভোতা প্রভৃতি পদ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ১.§৫৭ (অব = ও) সূত্রানুসারে অথবা ১.§৯৭ (ব = উ) সূত্রানুসারে ভবন্তা প্রভৃতি শব্দই ভোতা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধি-কারের মতে উল্লিখিত চারিস্থানেই এইরূপ পরিবর্তন হয়। কিন্তু "ওভাবো কচি যোসু বকারস্স" (ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০৯; ক. বৃ. ২.৪.৩৪) এই সূত্রের যোগবিভাগে অন্যত্রও এইরূপ হয়। ব্যাকরণান্তরে এইজন্য দ্বিতীয়া ও পঞ্চমীতেও এতাদৃশ রূপ দৃষ্ট হয়। যথা—দ্বি. এক. ভোতং, বহু. ভোন্তে; প. এক. ভোতা; (F. F.) কেহ কেহ বলেন সম্বো. বহু. ভন্তে পদও হয় (ভদন্ত শব্দেরও সম্বো. ভন্তে, ভদ্দন্ত, ভদন্ত, ও ভদন্তা পদ হয়)। কচ্চায়নবুত্তিতে (২.§৪৩৩) উক্ত হইয়াছে যে, ভবন্ত শব্দস্থানে ভন্দে আদেশও হয়। কিন্তু কোথায় ইহা হয়, তাহা লিখিত নাই; সম্ভবত স্ত্রীলিঙ্গে সম্বোধনের একবচনেই তাহা হইবে। Cf. T. D. p. 70.

ন্যায়, কেবল তৃ. বহু. সব্ভি (সং সদ্ভিঃ, ১.§৩১) পদ বিকল্পে হয়। [১]

৭২। অকারান্ত অত্ত (নকারান্ত আত্মন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অত্তা	অত্তা *
		অত্তানো
দ্বি.	অত্তানং	অত্তানো
	অত্তং	অত্তে *
তৃ.	অত্তনা	অত্তনেহি, অত্তনেভি
	অত্তেন	অত্তেহি,* অত্তেভি*
চ.	অত্তনো	অত্তানং
	অত্তস্স	
প.	অত্তনা	অত্তনেহি, অত্তনেভি
	অত্তস্মা, অত্তমহা	অত্তেহি,* অত্তেভি*
ষ.	অত্তনো	অত্তানং
	অত্তস্স	

১। কখন কখন বক্ষ্যমাণ পদগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে :—জীবন্ত (জীবত্) শব্দের প্র. এক. জীবতো, "মা তে মুচ্চিথ জীবতো" ; বজন্ত (ব্রজত্) শব্দের দ্বি, এক. বজতং, "পন্থস্মিং বজতং জনং" ; অসন্ত (অসত্) শব্দের ক্লীব. দ্বি. এক. অসতং, (দ্রষ্টব্য ৩§৯৮), "অসতং বোধ পবুত্তি" ; অনুকুব্বন্ত (অনুকুর্বত্) শব্দের ষ. এক. অনুকুব্বস্স, "কিচ্চা-নুকুব্বস্স করেয্য অত্থং।"—E. M. "সা জানং য়েব আহ ন জানামীতি, পস্সং য়েব আহ ন পস্সামীতি" : এখানে স্ত্রীলিঙ্গে জানন্তী পস্সন্তী স্থানে জানং পস্সং ; "সদ্ধম্মো গরু কাতব্বো সরং বুদ্ধান সাসনং", এখানে তৃতীয়ার্থে সরং হইয়াছে।

* পরপৃষ্ঠার ১ম টীকা (*) দ্রষ্টব্য।

	এক.	বহু.
স.	অত্তনি	অত্তনেসু
	অত্তে *	অত্তেসু
	অত্তস্মিং, অত্তম্হি	
সম্বো.	অত্ত	অত্তানো
	অত্তা	অত্তা [1] *

৭৩। সংস্কৃত অত্মন্ শব্দ পালিতে অত্ত ও আতুম হয়। আতুম শব্দের রূপ প্রথমা ও দ্বিতীয়াতে অত্ত শব্দেরই ন্যায়, [2] এবং তৃতীয়া প্রভৃতিতে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়, [2] কিন্তু সাধারণত ইহার এই কয়টি রূপ দেখা যায়; যথা—প্র. এক. আতুমা, বহু. আতুমানো; দ্বি. এক. আতুমানং চ. ষ. বহু. আতুমানং।

৭৪। অকারান্ত রাজ (নকারান্ত রাজন্) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	রাজা	রাজানো
		রাজা [3]
দ্বি.	রাজানং	রাজানো
	রাজং	

১। * চিহ্নিত পদগুলি মৌদ্গল্যায়নব্যাকরণ-মতে; কাত্যায়ন, মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতারে এ সকল নাই।

২। প্র. এক. আতুমা, বহু. আতুমানো; সম্বো. এক. আতুম, অতুমা, বহু. আতুমানো; দ্বি. এক. আতুমানং, আতুমং, বহু. আতুমানো; তৃ. এক. আতুমেন, ইত্যাদি। ম. সি. ৪২ পৃ. ১৩৫ সূ.

৩। মৌদ্গলাল্যায়ন প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
তৃ.	রঞ্ঞা	রাজূহি, রাজূভি
	রাজেন	রাজেহি, রাজেভি
	রাজিনা [১]	
চ.	রঞ্ঞো	রঞ্ঞং
	রাজিনো	রাজূনং
	রাজস্স [১]	রাজানং
প.	রঞ্ঞা	রজূহি, রাজূভি
	রাজস্মা, রাজম্হা	রাজেহি, রাজেভি
ষ.	রঞ্ঞো	রঞ্ঞং
	রাজিনো	রাজূনং
	রাজস্স [১, ২]	রাজানং
স.	রঞ্ঞে	রাজূসু
	রাজিনি	রাজেসু
	রাজস্মিং, রাজম্হি	
সম্বো.	রাজ	রাজানো
	রাজা	রাজা [১]

৭৫। অকারান্ত ব্রহ্ম (নকারান্ত ব্রহ্মন্) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রহ্মা	ব্রহ্মানো
দ্বি.	ব্রহ্মানং	ব্রহ্মানো
	ব্রহ্মং	

১। মোদ্গল্যায়ন প্রভৃতি মতে।

২। কখন কখন ষ. এক. রঞ্ঞস্স পদও দেখা যায়—E. M.

	এক.	বহু.
তৃ.	ব্রহ্মুনা[১]	ব্রহ্মেহি, ব্রহ্মেভি
চ.	ব্রহ্মস্স	ব্রহ্মানং
	ব্রহ্মুনো	ব্রহ্মূনং
প.	ব্রহ্মুনা	ব্রহ্মেহি, ব্রহ্মেভি
ষ.	ব্রহ্মস্স	ব্রহ্মানং
	ব্রহ্মনো	ব্রহ্মূনং
স.	ব্রহ্মনি	ব্রহ্মেসু
	ব্রহ্মে[২]	
সম্বো.	ব্রহ্মে	ব্রহ্মানো

৭৬। অকারান্ত অদ্ধ (নকারান্ত অধ্বন্) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	অদ্ধা	অদ্ধা
		অদ্ধানো
দ্বি.	অদ্ধানং	অদ্ধানে
তৃ.	অদ্ধুনা	অদ্ধানেহি, অদ্ধানেভি
চ.	অদ্ধুনো	অদ্ধানং
প.	অদ্ধুনা	অদ্ধানেহি, অদ্ধানেভি
ষ.	অদ্ধুনো	অদ্ধানং

১। কেহ কেহ বলেন তৃ. প. এক. ব্রহ্মনা, এবং বহু. ব্রহ্মূহি, ব্রহ্মূভি পদও হয়—C. D. ; না. মা.।

২। "ধম্মং পণীতং মনুজেসু ব্রহ্মে ;" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্ম শব্দের স. এক ব্রহ্মে পদ দেখা যায় ; আবার ব্রহ্মস্মিং, ব্রহ্মম্হি পদও হয়। কেহ কেহ বলেন প্র. ও সম্বো. বহু. ব্রহ্ম পদও হয়—C. D. ; T. D.

	এক.	বহু.
স.	অদ্ধনি	অদ্ধানেসু
	অদ্ধানে	
সম্বো.	অদ্ধ	অদ্ধা
		অদ্ধানো

৭৭। অকারান্ত যুব (নকারান্ত যুবন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	যুবা [১]	যুবা
		যুবানো
		যুবানা
দ্বি.	যুবানং	যুবানে
	যুবং	যুবে
তৃ	যুবানা	যুবানেহি, যুবানেভি
	যুবানেন	যুবেহি, যুবেভি
	যুবেন	
চ.	যুবানস্স	যুবানানং
	যুবস্স	যুবানং
প.	যুবানা	যুবানেহি, যুবানেভি
	যুবানস্মা, যুবানম্হা	যুবেহি, যুবেভি
ষ.	যুবানস্স	যুবানানং
	যুবস্স [২]	যুবানং

১। কখন কখন প্র. এক. যুনো পদও দেখা যায়—E. M.

২। কচিৎ যুবি নো—G.

	এক.	বহু.
স.	যুবানে	যুবানেসু
	যুবানস্মিং, যুবানম্হি	যুবাসু
	যুবে	যুবেসু
	যুবস্মিং, যুবম্হি	
সম্বো.	যুব	যুবানো
	যুবা	যুবানা
	যুবান	
	যুবানা	

৭৮। মঘব (মঘবন্) শব্দের রূপ যুব (যুবন্) শব্দের ন্যায় ; যথা—প্র. এক. মঘবা, বহু. মঘবানো, মঘবানা ইত্যাদি। এই শব্দটি বিকল্পে বন্তু (বৎ) প্রত্যয়ান্ত করিয়া মঘবন্তু রূপে পরিগণিত হয়, এবং তখন তাহার রূপ গুণবন্তু (গুণবৎ) শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৯। মুদ্ধ (মূর্দ্ধন্) শব্দের রূপ :—প্র. এক. মুদ্ধা, বহু মুদ্ধা, মুদ্ধানো ; দ্বি. এক মুদ্ধং, বহু. মুদ্ধানে ; তৃ. প. এক. মুদ্ধনা ; স, এক. মুদ্ধনি, বহু. মুদ্ধানেসু ; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ।

৮০। অকারান্ত সা (নকারান্ত শ্বন্) শব্দের রূপ এই প্রকার :—

	এক.	বহু.
প্র.	সা [১]	সা
		সানো

১। স (শ্বন্) শব্দের প্র. এক. সানো, শ্বানো, সুবানো, সোণো, ও সুণো পদও দেখা যায়।

	এক.	বহু.
দ্বি.	সং	সে
	সানং	সানে
তৃ.	সেন	সেহি, সেভি [১]
	সানা	সানেহি, সানেভি
চ.	সস্স	সানং
	সায়	
প.	সা	সেহি, সেভি
	সস্মা, সম্হা	সানেহি, সানেভি
	সানা	
ষ.	সস্স [২]	সানং
স.	সে	সাসু
	সস্মিং, সম্হি	
	সানে	
সম্বো.	স	সা
		সানো

৮১। দল্হধম্ম (দৃঢ়ধর্মন্) শব্দের রূপ অত্ত (আত্মন্) শব্দের ন্যায় হইলেও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে; যথা—প্র. এক. দল্হধম্মা, বহু. দল্হধম্মা, দল্হধম্মানো; দ্বি, এক, দল্হধম্মানং, বহু. দল্হধম্মানে; তৃ. প. এক. দল্হধম্মিনা; অপর সর্ব্বত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ। কোন কোন স্থলে প্র. এক. দল্হধম্মো পদও দেখা যায়। [৩] পচ্চত্থধম্ম (প্রত্যক্ষধর্মন),

---

১। কেহ কেহ বলেন তৃ. প. বহু. সাহি, সাভি হয়—

E.M. ; F.F. ; T.D. ; ম. সি.

২। শব্দনীতির মতে চ. ষ. এক, সাস্স পদ হয়। না. মা.।

৩। যথা "বারানসিয়ং দল্হধম্মো নাম রাজা রজ্জং কারেসি।"

গাণ্ডীবধম্ব (গাণ্ডীবধন্বন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ সা (শ্বন্) শব্দের ন্যায়।

৮২। সংস্কৃত অন্-ভাগান্ত শব্দের পালিতে কখন কখন অকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হয়। বিস্সকম্ম (বিশ্বকর্মন্), বিবত্তচ্ছদ্দ [১] (বিবৃত্তচ্ছদ্মন্ [১], ও পুথুলোম (পৃথুলোমন্) শব্দের অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ হয়। সংস্কৃত অথর্বন্ শব্দ পালিতে অথব্বন রূপ ধারণ করে, ও অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় তাহার রূপ হয়।

৮৩। বত্তহ (বৃত্তহন্) শব্দের প্র. এক. বত্তহা, বহু. বত্তহানো ; দ্বি. এক, বত্তহং, বহু. বত্তহে ; তৃ. প. এক. বত্তহানা, বহু. বত্তহানেহি, বত্তহানেভি , চ. ষ. এক. বত্তহিনো ; স. এক. বত্তহানে, বহু. বত্তহানেসু। অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায়।[২]

১। বিবটচ্ছদ (বিবৃতচ্ছদ) ও বিবত্তচ্ছদ্দ (বৃবৃত্তচ্ছদ্মন্) এই উভয় পদই আছে। প্র. এক বচনে কেবল বিবটচ্ছদা দেখা যায়।

২। পালি-বৈয়াকরণগণ অত্ত শব্দের রূপ দেখাইয়া বলেন—'এবং

"রাজা ব্রহ্মা সখা চেব আতুমা সা পুমা রহা
দল্হধম্মা চ পচ্চক্খধম্মা চ বিবটচ্ছদা।
বত্তহা চ তথা বুত্তসিরা চেব যুবা পি চ
মঘবা অদ্ধ-মুদ্ধাদি বিঞ্ঞাতব্বা বিভাবিনা॥"

রহ (পাপার্থক) শব্দের রূপ এই প্রকার দেখা যায়—প্র. এক. রহা ; প্র. সম্বো. বহু. রহা, রহিনো ; দ্বি. এক. রহানং, বহু. রহানে ; তৃ. এক. রহিনা, বহু. রহিনেহি, রহিনেভি ; প. বহু. রহানেহি, রহানেভি ; স. বহু. রহানেসু ; অন্যত্র পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের ন্যায়।

৮৪। অকারান্ত পুম (সকারান্ত পুমস্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	পুমা	...
	পুমো	পুমানো
দ্বি.	পুমানং	পুমানো
	পুমং	পুমানে
		পুমে
তৃ.	পুমানা	পুমানেহি, পুমানেভি
	পুমুনা	পুমেহি, পুমেভি
	পুমেন	
চ.	পুমুনো	পুমানং
	পুমস্স	
প.	পুমানা	পুমানেহি, পুমানেভি
	পুমুনা	পুমেহি, পুমেভি
	পুমা	
	পুমস্মা, পুমম্হা	
ষ.	পুমুনো	পুমানং
	পুমস্স	
স.	পুমানে	পুমানেসু
	পুমে	পুমাসু
	পুমস্মিং, পুমম্হি	পুমেসু
সম্বো.	পুমং	পুমানো
	পুম	পুমা [১]

১। এই সমুদয় রূপ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পুম শব্দের রূপ বিকল্পে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় হইয়াছে।

৮৫। সুমনস্, সুবচস্ প্রভৃতি সংস্কৃত অস্-ভাগান্ত শব্দগুলির সকারের পালিতে লোপ হইয়া যায় (১ §৭), এবং তাহারা অকারান্ত বলিয়া গণ্য হয়। অতএব ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। যথা—সুমনো (সুমনস্, সুমনাঃ ; সুমেধো (সুমেধস্, সুমেধাঃ), (প্র. এক. সুমেধসো পদও দেখা যায়) ; বিমনো (বিমনস্, বিমনাঃ) ; দুব্বচো (দুর্বচস্, দুর্বচাঃ)। ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায়। কিন্তু চন্দ্রমস্ শব্দের প্র. এক. চন্দিমা। অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ। সংস্কৃত অপ্সরস্ শব্দ পালিতে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ অচ্ছরা হয়।

৮৬। ঈকারান্ত দণ্ডী (ইন্ভাগান্ত দণ্ডিন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	দণ্ডী	দণ্ডী দণ্ডিনো [১]
দ্বি.	দণ্ডিনং দণ্ডিং	দণ্ডী দণ্ডিনো দণ্ডিনে [২]
তৃ.	দণ্ডিনা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
চ.	দণ্ডিনো দণ্ডিস্স	দণ্ডীনং
প.	দণ্ডিনা দণ্ডিস্মা, দণ্ডিমহা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি

১। কখন কখন ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অনুসারে প্র. বহু. দণ্ডিয়ো, দ্বি. এক. দণ্ডিয়ং, বহু. দণ্ডিয়ে পদ দেখা যায়—C. D.

২। শব্দনীতি-অনুসারে।

	এক.	বহু.
ষ.	দণ্ডিনো	দণ্ডীনং
	দণ্ডিস্স	
স.	দণ্ডিনি	দণ্ডীস্থ
	দণ্ডিনে [১]	দণ্ডিনেস্থ [১]
	দণ্ডিস্মিং, দণ্ডিম্হি	
সম্বো.	দণ্ডি	দণ্ডী, দণ্ডিনো

৮৭। ধম্মী (ধর্মিন্), সজ্বী (সজ্বিন্), ঞাণী (জ্ঞানিন্), গণী (গণিন্), মেধাবী (মেধাবিন্), ভয়দস্সাবী, ইত্যাদি (সংস্কৃত ইন্, বিন্ ভাগান্ত) শব্দের রূপ এই প্রকার।

ক্লীবলিঙ্গ

৮৮। অকারান্ত মন (সকারান্ত মনস্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মনো	মনা
	মনং	মনানি
দ্বি.	মনো [১]	মনে
	মনং	মনানি

তৃতীয়া প্রভৃতি সর্ব্বত্র ঠিক চিত্ত শব্দের ন্যায়; কেবল বিকল্পে এই সকল পদ অধিক হয়, যথা—তৃ. প. এক. মনসা; চ. ষ. এক. মনসো; স. এক. মনসি। [২]

১। শব্দনীতি-অনুসারে।

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দ অস্-ভাগান্ত, অতএব সকারান্ত, পালিতে সেই সকল শব্দ অকারান্ত (১.§৭) বলিয়া পঠিত হয়। যথা—মনস্ শব্দ পালিতে মন। অতএব চিত্ত প্রভৃতি শব্দও অকারান্ত এবং মন প্রভৃতি (সংস্কৃত অস্-ভাগান্ত) শব্দও অকারান্ত; অথচ চিত্ত প্রভৃতির

৮৯। সির (শিরস্), উর (উরস্), তেজ (তেজস্), পয় (পয়স্), যস (যশস্), চেত (চেতস্), ইত্যাদি (সংস্কৃত অস্-ভাগান্ত) ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার। ১

রূপ হইতে মন প্রভৃতির রূপ কিছু পৃথক্ হইয়া থাকে। এইজন্য পালি-বৈয়াকরণগণ মনোগণ নামে একটি গণের সৃষ্টি করিয়া যস (যশস্), পয় (পয়স্) প্রভৃতি শব্দকে ঐ গণের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মনোগণ-অন্তর্গত শব্দসমূহ পুংলিঙ্গ, তবে নপুংসক লিঙ্গও হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, যে সকল শব্দের অন্তে তৃতীয়া (মতান্তরে পঞ্চমী), চতুর্থী-ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে যথাক্রমে সা, সো ও সি দেখা যায় (যথা—মনসা, মনসো, মনসি), এবং সমাস ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে মধ্যে ইকার দৃষ্ট হয় (যথা—মনসিকারো, মানসিকং), সেই সকল শব্দ মনোগণ-মধ্যে বুঝিতে হইবে। উক্ত হইয়াছে—

"যে চেতে না-স-স্মি-বিসয়ে সা-সো-স্যন্তা ভবন্তি চ।
সমাসতদ্ধিতন্তম্বে মজ্ঝেকারা ভবন্তি চ॥
সোকারন্তপয়োগা চ ক্রিয়ায়োগম্হি দিস্সরে।
এবংবিধা চ তে সদ্দা ঞেয্যা মনোগণে ইতি॥
*　　*　　*　　*
মনোগণে বুত্তনয়ো ইত্থিলিঙ্গে ন লব্ভতি।
পুন্নপুংসকলিঙ্গেসু লব্ভন্তি চ যথারহং॥"

অতএব সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ অস্-ভাগান্ত শব্দগুলির পালিতে উভয় লিঙ্গেই রূপ হয়। মন শব্দের রূপ দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

১। পালিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের অর্থভেদে প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া থাকে ; যথা—পালি বয়ং শব্দের অর্থ হানি বা ক্ষয় ধরিলে সংস্কৃত হইবে ব্যয়। তখন ইহার রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। বয়স অর্থ করিলে সংস্কৃত হইবে বয়স্, তখন ইহার রূপ মন শব্দের ন্যায়। এইরূপ পালি সর শব্দের অর্থভেদে এই সকল সংস্কৃত হইতে পারে, যথা—সরস্, শর, স্বর। অতএব এতাদৃশ স্থলে অর্থভেদ চিন্তা করিয়া রূপ করিতে হইবে।

৯০। অকারান্ত কম্ম (নকারান্ত কর্মন্) শব্দ।

কম্ম শব্দের রূপ ঠিক চিত্ত শব্দের ন্যায়; কেবল তৃ. এক. কম্মনা, কম্মুনা; চ. ষ. এক. কম্মুনো; প. এক. কম্মুনা;[১] স. এক. কম্মনি; এই পদ সকল অধিক হয়।

৯১। থাম (স্থামন্) শব্দের রূপ ঠিক মন (মনস্) শব্দের ন্যায়;[২] কেবল কয়েকটি পদ কম্ম শব্দের অনুসারে হইয়া থাকে। যথা—তৃ. এক. থামেন, থামুনা, থামসা; চ. এক. থামুনো, থামুস্স, থামসো; প. এক. থামুনা, থামা, থামসা; ষ. এক. থামুনো, থামস্স, থামসো; স. এক. থামে থামস্মিং, থামম্হি।

৯২। পব্ব (পর্বন্), ঘম্ম (ঘর্ম), বেস্ম (বেশ্মন্), চম্ম (চর্মন্), বম্ম (বর্মন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ চিত্ত শব্দের ন্যায়। কেবল চম্ম, বেস্ম ও ঘম্ম শব্দের যথাক্রমে স. এক. চম্মনি, বেস্মনি ও ঘম্মনি পদ হয়।[৩]

৯৩। ঈকারান্ত সুখকারী (ইন্-ভাগান্ত সুখকারিন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	সুখকারি	সুখকারী সুখকারীনি

১। কেহ কেহ বলেন কম্মনা পদও হয়।

২। প্রথমার একবচনে সাধারণত থামো পদই দেখা যায়, থামং দেখা যায় না। Childers এই শব্দের রূপ দেখিয়া মনে করেন যে, ইহার সংস্কৃত অপ্রচলিত স্থামস্ শব্দ হইতে পারে। অপর পক্ষে অন্যান্য কতকগুলি পদ মূল স্থামন্ শব্দকেও প্রকাশিত করিতেছে।

৩। 'চম্ম বেস্মং ঘম্মং ইমানি একধা ভিজ্জন্তি। কম্মং থামং ইতি ইমানি অনেকধা ভিজ্জন্তি॥"

	এক.	বহু.
দ্বি.	সুখকারিং	সুখকারী
	সুখকারিনং	সুখকারীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডী (দণ্ডিন্) শব্দের ন্যায় রূপ।

৯৪। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত সমস্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

৯৫। আয়ু (আয়ুস্),[১] চক্খু (চক্ষুস্), বপু (বপুস্) প্রভৃতি শব্দের রূপ ঠিক মধু শব্দের ন্যায়, কেবল তৃতীয়া প্রভৃতির একবচনে বিকল্পে আয়ুসা, প্রভৃতি পদ হয়।[২]

৯৬। উকারান্ত গুণবন্তু (গুণবৎ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গুণবং	গুণবন্তা
	গুণবন্তং[৩]	গুণবন্তানি
		গুণবন্তি

১। কখন কখন আয়ু শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—"পুনরায়ু চ মে লদ্ধো, এবং জানাহি মারিস ;" "আয়ু চস্‌স পরিক্খীণো অহোসি।"

২। "আয়ুসাপি মনোগণাদিত্তা সিদ্ধং"—ম. সি. ৬৩ পৃ.। দ্রষ্টব্য ৩.§৮৮, টীকা। কখন কখন চক্খু শব্দের প্র. এক. চক্খুং পদ দেখা যায়। বৈয়াকরণেরা বলেন ইহা সন্ধির নিয়মে (২.§২৪) হইয়াছে। এইরূপ ধনু শব্দেরও প্র. এক. ধনুং পদ দৃষ্ট হয়।

৩। মোদ্গল্যায়ন-বৃত্তি মতে।

	এক.	বহু.
দ্বি.	গুণবন্তং	গুণবন্তে
		গুণবন্তানি
		গুণবং

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের ন্যায়

৯৭। বন্তু, মন্তু (বৎ, মৎ) প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের ক্লীব-লিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

৯৮। অকারান্ত গচ্ছন্ত (তকারান্ত গচ্ছৎ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছং	গচ্ছন্তা
	গচ্ছন্তং	গচ্ছন্তানি
দ্বি.	গচ্ছন্তং	গচ্ছন্তে
		গচ্ছন্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গ ন্যায়।

৯৯। অন্ত (শতৃ) প্রত্যয়ান্ত সমস্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

১০০। মহ (মহৎ) শব্দের রূপ—প্র. এক. মহং, মহন্তং, মহা, বহু. মহন্তা, মহন্তানি ; দ্বি. এক. মহন্তং, বহু. মহন্তে, মহন্তানি। তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

সর্বনাম [১]

১০১। সব্ব (সর্ব) শব্দ।

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সব্বো	সব্বে
দ্বি.	সব্বং	সব্বে
তৃ.	সব্বেন	সব্বেহি, সব্বেভি
চ.	সব্বস্স	সব্বেসং সব্বেসানং
প.	সব্বস্মা, সব্বম্হা	সব্বেহি, সব্বেভি
ষ.	সব্বস্স	সব্বেসং সব্বেসানং
স.	সব্বস্মিং, সব্বম্হি	সব্বেসু
সম্বো.	সব্ব সব্বা	সব্বে

---

[১] মহারূপসিদ্ধি-মতে সর্ব্বনাম শব্দ ২৭টি, যথা—সব্ব (সর্ব), কতর, কতম, উভয়, ইতর, অঞ্ঞ (অন্য), অঞ্ঞতর (অন্যতর), অঞ্ঞতম (অন্যতম) ; পুব্ব (পূর্ব), পর, অপর, দক্খিণ (দক্ষিণ), উত্তর, অধর ; য (যদ্), ত (তদ্), এত (এতদ্), ইম (ইদম্), কিং (কিম্), এক ; উভ, দ্বি, তি (ত্রি), চতু (চতুর্) ; তুম্হ (যুষ্মদ্), অম্হ (অস্মদ্) ; ইতি সত্তবীসতি সব্বনামানি। বালাবতারে (২৪ পৃ.) অধর ও উভ শব্দ পঠিত হয় নাই, এবং দ্বি, তি ও চতু শব্দও সর্ব্বনামের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

১০২। সব্ব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত কঞ্ঞা শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল অধিকের মধ্যে বিকল্পে চ. ষ. এক. সব্বস্সা, বহু. সব্বাসং, সব্বাসানং ; [১] এবং স. এক. সব্বস্সং পদ হয়। [২]

১০৩। সব্ব শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্র. দ্বি. এক. সব্বং, বহু. সব্বানি ; সম্বো. এক. সব্ব, সব্বা, বহু. সব্বানি ; অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায় রূপ।

১০৪। কতর, কতম, উভয়, ইতর, অঞ্ঞ (অন্য), অঞ্ঞতর (অন্যতর). অঞ্ঞতম (অন্যতম) শব্দের তিন লিঙ্গেই সব্ব শব্দের ন্যায় রূপ। [৩]

১০৫। পুব্ব (পূর্ব), পর, অপর, দক্খিন (দক্ষিণ), উত্তর শব্দের সর্ব্বত্রই সব্ব শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল প্র. সম্বো. বহু. ও প. স. এক. বিকল্পে বুদ্ধ শব্দের ন্যায়।

১০৬। য (যদ্) শব্দ।

য (যদ্) শব্দের রূপ সর্ব্বত্রই সব্ব শব্দের ন্যায় ; [৪] যথা—

১। চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ দুইটি নিত্যই হয়।

২। শব্দনীতি-মতে তৃ. প. স. এক, সব্বস্সা পদও হয়।

৩। "অঞ্ঞতরো পুরিসো অঞ্ঞতরিস্সা ইত্থিয়া পটিবদ্ধচিত্তো হোতি" (অন্যতরঃ পুরুষোঽন্যতরস্যাং স্ত্রিয়াং প্রতিবদ্ধচিত্তো ভবতি)—ইত্যাদি স্থলে অঞ্ঞতরস্সা স্থানে অঞ্ঞতরিস্সা পদের ন্যায় ইতর, এক, ত (তদ্), এত (এতদ্), ও অঞ্ঞ (অন্য) শব্দেরও তৃতীয়া চতুর্থী প্রভৃতিতে ইকার যুক্ত পদ হয়, যথা—ইতরিস্সা, ইতরিস্সং ; একিস্সা, একিস্সং ইত্যাদি।

৪। শব্দনীতি-অনুসারে এখানেও স্ত্রীলিঙ্গে তৃ. প. স. এক. যস্সা পদ অতিরিক্ত হইয়া থাকে ; এবং ক্লীবলিঙ্গে প্র. বহু. যা ; ও দ্বি. বহু. যে পদও হয় (তুলঃ চিত্ত শব্দের রূপ) ; "যা পুব্বে নিমিত্তানি পদিস্সন্তি, তানি অজ্জ পদিস্সরে।"

পুংলিঙ্গ, প্র. এক. যো, বহু. যে ; দ্বি. এক. যং, বহু. যে ; তৃ. এক. যেন, বহু. যেহি, যেভি ; ইত্যাদি। [১]

১০৭। ত (তদ্) শব্দ।

ত (তদ্) শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সো, এবং স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সা হয়, অন্যত্র সর্ব্বলিঙ্গ ও সর্ব্ব-বিভক্তিতে সব্ব শব্দের ন্যায় রূপ ; বিশেষ এই যে, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের প্রথমার একবচন ভিন্ন সর্ব্বত্রই ত শব্দের ত স্থানে বিকল্পে ন হইয়া থাকে। যথা—

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সো	তে
		নে
দ্বি.	তং	তে
	নং	নে
তৃ.	তেন	তেহি, তেভি
	নেন	নেহি, নেভি

ইত্যাদি।

১০৮। কচ্চায়ন-প্রভৃতি ব্যাকরণ মতে ত শব্দের পুংলিঙ্গ

১। য (যদ্) শব্দের রূপের সহিত এই সকল সন্ধি সাধারণত দৃষ্ট হইয়া থাকে :— যো + অয়ং = য্বায়ং (যোঽয়ং) ; যো + অহং = য্বাহং (যোঽহং) ; দ্রঃ ২.§§৬,৭ ; যে + অস্স = য্যাস্স (যেঽস্য) ; যং + তং = যন্তং (যত্তৎ) ; যং + নূনং = যন্নূনং ; যং + যং + এব = যঞ্ঞদেব (যাং যামেব) ; দ্রঃ—২.§§১৫-১৬ ; যং + আয়সং = যদায়সং ; এখানে সংস্কৃত (যদ্) রূপই রহিয়াছে।

ও ক্লীবলিঙ্গের চ. ষ. এক. অস্স ; প. এক. অস্মা ; ও স. এক. অস্মিং ; এই পদগুলি অতিরিক্ত হয়।[১]

১০৯। মোগ্গল্লান, পয়োগসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ অনুসারে ত (তদ্) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্তিবিশেষে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত রূপ হয়। অতএব তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
তৃ. প.	তস্সা, নস্সা	তাহি, তাভি
	তায়. নায়	নাহি, নাভি
	অস্সা	
চ. ষ.	তস্সায়, তস্সা	তাসং, তাসানং
	নস্সায়, নস্সা	নাসং, নাসানং
	তায়, নায়	আসং, আসানং
	অস্সায়, অস্সা	সানং
	তিস্সায়, তিস্সা[২]	
স.	তস্সং, তস্সা	
	নস্সং, নস্সা	
	অস্সং, অস্সা	
	তিস্সং, তিস্সা	

১। অর্থাৎ ত স্থানে বিকল্পে অ হয় ; (অথবা এই সকল স্থানে বিকল্পে ইম (ইদম্) শব্দের সাধারণ রূপ হয়। তুলঃ ইম শব্দের রূপ। এ সম্বন্ধে কচ্চায়ন-সূত্র দুইটি এই—"সা-স্মা-স্মি-সং-সাস্বত্তং ;" "ইমসদ্দস্স চ।" ২. ৩. ১৬-১৭।

২। দ্রষ্টব্য ৩.§১০৪, টীকা।

৩। কখন কখন স্ত্রীলিঙ্গে স. এক. তাসং পদও দেখা যায় ; আবার পুংলিঙ্গে ষ. এক. তস্সস্স পদও কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। E. M.

	এক.	বহু.
	তায়ং, তায়	
	নায়ং, নায় [১]	

১১০। এত (এতদ্) শব্দ।

এত (এতদ্) শব্দের পু. প্র. এক. এসো ; স্ত্রী. প্র. এক. এসা ; অন্যত্র সর্ব্বলিঙ্গে ও সর্ব্ববিভক্তিতে সব্ব শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল স্ত্রীলিঙ্গের তৃতীয়া প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ; যথা—

তৃ. প.	এক.	এতায়	এতিস্সা	
চ. ষ.	এক.	এতায়	এতিস্সা	এতিস্সায় [২]
স.	এক.	এতায়	এতিস্সং	এতস্সং
				এতায়ং [৩]

১১১। ইম (ইদম্) শব্দ।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অয়ং	ইমে

১। পালিব্যাকরণে সর্ব্বনাম শব্দের মধ্যে পঠিত না হইলেও ত (তদ্) শব্দের সমানার্থক ত্য (ত্যদ্) শব্দ পালিতে আছে ; যথা—"অথ বিস্সাসতে ত্যমিহ গুরুং চস্স ন রক্খতি ;" "রতি ত্যাসু পতিট্ঠিতা ;" "বীজানি ত্যাসু রুহন্তি।" ইহার রূপ ত শব্দের ন্যায়, যথা—পু. প. এক. স্যো ; স্ত্রী. প্র. এক. স্যা ; ক্লী, প্র. এক. ত্যং ; ইত্যাদি। ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

২। কখন কখন এতস্সা পদও দেখা যায়।

৩। 'অন্বাদেশ' বা পুনরুল্লেখ বুঝাইলে সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও দ্বিতীয়ায়, তৃতীয়ায় একবচনে ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর বহুবচনে এত (এতদ্) শব্দের তকার স্থানে নকার হয় ; যথা—দ্বি. এক. এনং, ইত্যাদি।

	এক.	বহু.
দ্বি.	ইমং	ইমে
তৃ.	অনেন	এহি, এভি
	ইমিনা [১]	ইমেহি, ইমেভি
চ. ষ.	অস্স	এসং
	ইমস্স	এসানং
		ইমেসং
		ইমেসানং
প.	অস্মা [২]	এহি, এভি
	ইমম্হা	ইমেহি, ইমেভি
স.	অস্মিং [৩]	এসু
	ইমস্মিং, ইমম্হি	ইমেসু

স্ত্রীলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অয়ং	ইমা
		ইমায়ো
দ্বি.	ইমং	ইমা
		ইমায়ো
তৃ. প.	ইমায়	ইমাহি, ইমাভি
চ. ষ.	ইমায়	ইমাসং
	ইমিস্সা, ইমিস্সায়	ইমাসানং
	অস্সা, অস্সায়	

১। লক্ষণীয় — তদমিনা (= তদিমিনা, তদনেন)—E. M.

২। অম্হা পদও হয়।

৩। অম্হি পদও হয়।

	এক.	বহু.
স.	ইমায়ং	ইমাসু
	ইমিস্সং	
	অস্সং	

ক্লীবলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি.	ইদং	ইমানি
	ইমং	

অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায়।

১১২। কোনো কোনো মতে[১] ইম (ইদম্) শব্দের পূর্ব্বোক্ত রূপ ভিন্ন স্ত্রীলিঙ্গে তৃ. প. এক. অস্সা, ইমিস্সা; চ. ষ. বহু. আসং; এবং স. এক. ইমায়; এই পদগুলি অধিক হয়[২]

. ১১৩। অমু (অদস্) শব্দ।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অমু[৩]	অমূ
		অমুয়ো
দ্বি.	অমুং	অমূ, অমুয়ো
তৃ.	অমুনা	অমূহি, অমুভি

১। মোগ্গল্লানবুত্তি, পয়োগসিদ্ধি, ইত্যাদি।

২। E. Miller স. এক. ইমাসং পদ অধিক দিয়াছেন।

৩। প্রয়োগসিদ্ধি ও বালাবতার-মতে অসু পদও হয়। দ্রষ্টব্য ক. বু. ২. ৩. ১৩; ম. সি. ৭১ পৃ. ২২৫ সূ.।

	এক.	বহু.
চ.	অমুনো	অমূসং
	অমুস্স [১]	অমূসানং
প.	অমুনা	অমূহি, অমূভি
	অমুস্মা, অমুমহা	
ষ.	অমুনো	অমূসং
	অমুস্স [১]	অমূসানং
স.	অমুস্মিং, অমুম্হি	অমূসু [২]

স্ত্রীলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অমু	অমূ
	অমু	অমুয়ো
দ্বি.	অমুং	অমূ
		অমুয়ো
তৃ.	অমুয়া	অমূহি, অমূভি
চ.	অমুয়া	অমূসং
	অমুস্সা	অমূসানং
প.	অমুয়া	অমূহি, অমূভি
ষ.	অমুয়া	অমূসং
	অমুস্সা	অমূসানং

১। মহারূপসিদ্ধি মতে অদুস্স পদও হয়; আবার সদ্দনীতি-মতে দুস্স পদও হয়।

২। লক্ষণীয়—প্রথমা, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচন ভিন্ন সর্ব্বত্রই ভিক্খু শব্দের ন্যায় রূপ হইয়াছে।

	এক.	বহু.
স.	অমুয়ং	অমূসু [1]
	অমুস্সং	

ক্লীবলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি.	অমু	অমূ

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের ন্যায়। [2]

১১৪। কিং (কিম্) শব্দ।

কিং (কিম্) শব্দ স্থানে সর্ব্বত্র ক আদেশ করিয়া সব্ব শব্দের ন্যায় রূপ করিতে হয়; বিশেষ এই যে, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে কিস্স; এবং সপ্তমীর একবচনে কিস্মিং, ও কিম্হি পদ অধিক হয়। [3] যথা—

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	কো	কে

১। পয়োগসিদ্ধি-মতে ৬. প. এক. অমুস্সা, এবং স. এক. অমুয়া পদও হয়।

২। "সব্বতো কো" (ক. বৃ. ২. ৩. ১৮৬.) এই সূত্রানুসারে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর বিকল্পে ক প্রত্যয় হয়। অসু ও অমু শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে অসুক ও অমুক পদ হয়। মহারূপসিদ্ধিতে (৭১ পৃ. ২৪০ সূ) ইহার রূপ এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—প্র. এক. অসুকো, বহু. অসুকা (অসুকে নহে); দ্বি. এক. অসুকং, বহুং. অসুকে; এইরূপ প্র. এক. অমুকো, বহু. অমুকা (অমুকে নহে); দ্বি. এক. অমুকং। অতএব বলিতে হয় যে, উক্ত গ্রন্থের মতে ইহাদের রূপ বুদ্ধ শব্দের ন্যায়।

৩। মহারূপসিদ্ধি ও পয়োগসিদ্ধি প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
দ্বি.	কং	কে
তৃ.	কেন	কেহি, কেভি
চ.	কস্স	কেসং
	কিস্স	কেসানং
প.	কস্মা, কম্হা	কেহি, কেভি
ষ.	কস্স	কেসং
	কিস্স	কেসানং
স.	কস্মিং, কম্হি	কেসু
	কিস্মিং, কিম্হি	

স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক সব্ব শব্দের ন্যায়।[১] ক্লীবলিঙ্গে প্র. দ্বি. এক. কং, বহু. কে, কানি পদ হয়। কেহ কেহ বলেন প্র. দ্বি. এক. কিং পদ হইয়া থাকে।[২] অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায়।[৩]

১। কেবল মতান্তরে স. এক কায় পদ অতিরিক্ত হয়।

২। পয়োগসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতি মতে।

৩। পালিতে কখন কখন কো পদ সপ্তম্যর্থ ও প্রকারার্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন—"কো তে বলং মহারাজ ?" এই মতে এখানে কো শব্দের অর্থ ক্ব অর্থাৎ কোথায়। এইরূপ "কো নু ত্বং সাম জীবসি ?" এখানে কো শব্দের অর্থ কথং অর্থাৎ কি প্রকারে। অতএব এতাদৃশ স্থলে কো শব্দ একটি নিপাত অব্যয় বুঝিতে হইবে। উক্ত হইয়া থাকে—

"কো তে বলং মহারাজ ইতি-আদিসু পালিসু।
ক্ব-সদ্দত্থে বত্ততীতি এৱয্যা কো ইচ্চয়ং সুতি ॥
পেতত্থং সামসদ্দস্মি কো নু ত্বং সাম জীবসি।
ইতি পাঠে কথং-সদ্দাভিধেয্যে বত্ততীতি চ ॥
এতেসু দ্বিসু অত্থেসু দিট্ঠো কো ইচ্চয়ং রবো।
নিপাতোতি গহেতব্বো সুতিসামগ্গ্যতো কুতো ॥"

কং শব্দের সহিত নাম পদের সমাস হইলে কিংনাম ও কোনামো এই উভয় পদ হয়ঃ—

১১৫। তুম্হ (যুষ্মদ্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	ত্বং	তুম্হে
	তুবং	
দ্বি.	ত্বং	তুম্হে
	তুবং	তুম্হাকং
	তবং	
	তং	
তৃ.	ত্বয়া	তুম্হেহি, তুম্হেভি
	তয়া	
চ.	তব	তুম্হাকং
	তুয্হং	
	তুম্হং	
প.	ত্বয়া	তুম্হেহি, তুম্হেভি
	তয়া	
ষ.	তব	তুম্হাকং
	তুয্হং ১	
	তুম্হং	

"কিং-সদ্দস্স সমাসম্হি সদ্ধিং নামরবেন বে।
কিন্নামো ইতি কোনামো ইতি চৈবং গতি দ্বিধা॥
কোনামো তে উপজ্ঝাযো ইচ্চাদেত্থ নিদস্সনং।
সহঞ্ঞেন সমাসম্হি কিং কিং ইচ্চেব সূয়তে॥"

কিং শব্দের উত্তর সংস্কৃতের ন্যায় চি (চিৎ) ও চন ভিন্ন পালিতে চনং প্রত্যয়ও হইয়া থাকে ; যথ—কোচি (কশ্চিৎ), কেচন, কিঞ্চনং ইত্যাদি।

১। সংস্কৃত প্রয়োগ—

"অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তর:।" রামায়ণ, বাল. ৫৪.১৫।
"যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।" শ্রীমদ্ভাগবত, ৩,৩৩.৭।

	এক.	বহু.
	ত্বয়ি	
	তয়ি	তুম্হেস্থ

মতান্তরে [১] দ্বি, এক. ও বহু. তুম্হং ; এবং প. এক. ত্বম্হা পদ হয়।

ইহা ভিন্ন তৃ. [২] চ. ষ. এক, তে ; এবং প্র. দ্বি. তৃ. চ. ষ. বহু. বো ; [৩] এই পদদ্বয় হয়। [৪]

১১৬। অম্হ (অস্মদ্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অহং	ময়ং
		অম্হে
দ্বি.	মং	অম্হাকং
	মমং	অম্হে

১। মোগ্গল্লানবৃত্তি।

২। দ্রষ্টব্য সংস্কৃত-প্রয়োগ—

"দাতব্যো যদি বাবশ্যং প্রিয়ায়ৈ তে বরঃ প্রভো।

কিমর্থং তে প্রতিভাতং রামস্যাভিষেচনম্॥"

হা নৃশংস ক রামস্তে নীত ইত্যপি চাব্রুবন্।" রামায়ণ, অযোধ্যা। ইত্যাদি ভূরি প্রয়োগ আছে। দ্রঃ রামা. অরণ্য. ৩.৪৯।

৩। এই সমস্ত পদ সংস্কৃতের ন্যায় বাক্যের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় না।

৪। তুম্হ (যুষ্মৎ) শব্দের এই সন্ধিগুলি সাধারণত দেখা যায়—

ত্বং+ইতি=ত্বন্তি (ত্বমিতি, ত্বামিতি বা)।

তং+এব=তঞ্ঞেব, তং যেব (ত্বামেব)।

তয়া+অজ্জ=তয়জ্জ (ত্বয়াদ্য)।

তে+অহং=ত্যাহং (তেঽহং)।

তে+অথু=তয়থু (তেঽস্তু)।

	বহু.
প্র. দ্বি.	উভো
	উভে
তৃ. প.	উভোহি, উভোভি
	উভেহি, উভেভি
চ. ষ.	উভিন্নং
স.	উভোসু
	উভেসু

১২০। তি (ত্রি) শব্দ।[১]

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	তয়ো	তিস্সো	তীণি[২]
তৃ. প.	তীহি	তীহি	তীহি
	তীভি	তীভি	তীভি
চ. ষ.	তিণ্ণং	তিস্সন্নং[৩]	তিণ্ণং
	তিণ্ণন্নং		তিণ্ণন্নং
স.	তীসু	তীসু	তীসু

১২১। চতু (চতুর্) শব্দ।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	চত্তারো	চতস্সো	চত্তারি
	চতুরো		

১। ইহা ও বক্ষ্যমাণ চতু (চতুর্) প্রভৃতি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

২। তুলনীয় "দ্বে বা তি বা উদকফুসিতানি ;" এখানে তীণি স্থানে তি হইয়াছে।

৩। ব্যাকরণবিশেষে তিস্সং, তিণ্ণন্নং, পদও দেখা যায়।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
তৃ. প.	চতূহি	চতূহি	চতূহি
	চতূভি [১]	চতূভি	চতূভি
চ. ষ.	চতুন্নং	চতস্সন্নং [২]	চতুন্নং
স.	চতূসু	চতূসু	চতূসু

১২২। পঞ্চ (পঞ্চন্) শব্দ।

ত্রিলিঙ্গে সমান রূপ।

প্র. দ্বি.	পঞ্চ
তৃ. প.	পঞ্চহি, পঞ্চভি
চ. প.	পঞ্চন্নং
স.	পঞ্চসু

১২৩। ছ (ষষ্),[৩] সত্ত (সপ্তন্), অট্ঠ (অষ্টন্), [৪] নব (নবন্), দস (দশন্), একাদস (একাদশন্), দ্বারস, বা দ্বাদস, বা বারস (দ্বাদশন্), তেরস, বা তেলস (ত্রয়োদশন্), চতুদ্দস, বা চুতদ্দস, বা চোদ্দস (চতুর্দশন্), পঞ্চদস, বা পন্নরস (পঞ্চদশন্), সোরস, বা সোলস (ষোড়শন্),[৫] সত্তদস বা

১। তিন লিঙ্গেই বিকল্পে চতুব্ভি পদ দেখা যায়।

২। চতুন্নং পদও হয়, এবং কেহ কেহ বলেন চতস্সন্নন্নং পদও হইয়া থাকে।

৩। স. বহু. ছস্সু পদ দেখা যায় ; "ছস্সু, লোকো সমুপ্পন্নো।"

৪। তুলঃ প. বহু. "ইমেহি অট্ঠীহি তমগ্গপুগ্গলং।"

৫। ছ-দস (ষড্-দশ) হইতে সোলস পদ হয় (ক. বু. ২.৮.৩১,৩৩, ৩৬)। অতএব দস শব্দের দ স্থানে যে ল হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ক. বু. ২.৮.৩৬ সূত্রানুসারে দ স্থানে ল হয়, এবং এই ল প্রকৃত স্থলে নিত্যই ল হয়। তেরস, চত্তালীস শব্দে তাহা বিকল্পে হয়।

সত্তরস (সপ্তদশন্), ও অট্ঠাদস, বা অট্ঠারস (অষ্টাদশন্) শব্দের রূপ পঞ্চ শব্দের ন্যায়।

১২৪। কতি শব্দ।

কতি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিঙ্গেই ইহার রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	কতি
তৃ.	প.	কতীহি, কতীভি
চ.	ষ.	কতীনং, কতিন্নং
স.		কতীসু

১২৫। একূনবীসতি (একোনবিংশতি) শব্দ

		এক.
প্র.	সম্বো.	একূনবীসতি
দ্বি.		একূনবীসতিং

সোরস শব্দও আছে। কিন্তু আচার্য্যগণ বলেন—"সো নিচ্চং সোলসেবাসস চত্তারীসে চ তেরসে। অঞ্ঞত্থ ন চ হোতায়ং ববত্থিতবিভাসতো।" ম. সি. ১৬৬ পৃ. ; দ্রষ্টব্য ঐ টীকা, p. 102।

১। বীসতি (বিংশতি) হইতে নবুতি (নবতি) পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সকল সংস্কৃতের ন্যায় একবচনে প্রযুক্ত হয়। বিংশতি প্রভৃতির দ্বিত্ব বা বহুত্ব বিবক্ষা হইলে (অর্থাৎ এক বিশ, বহু বিশ প্রভৃতি বুঝাইলে) সংস্কৃতে যেরূপ তাহাদের দ্বিবচন বা বহুবচনেও প্রয়োগ হইয়া থাকে, পালিতেও সেইরূপ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। বীসতি হইতে নবুতি পর্য্যন্ত সমস্ত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব ইহাদের রূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায় হইবে। একূনবীসতি শব্দের রূপ রত্তি শব্দের ন্যায়।

	এক.
তৃ. চ. } প. ষ. }	একূনবীসতিয়া
স.	একূনবীসতিয়া একূনবীসতিয়ং

তৃতীয়া প্রভৃতিতে বিকল্পে একূনবীসত্যা পদও হইয়া থাকে।

১২৬। বীসতি (বিংশতি), একবীসতি (একবিংশতি), দ্বেবীসতি, বা দ্বাবীসতি, বা বাবীসতি (দ্বাবিংশতি) ইত্যাদি সমস্ত তি-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ সংখ্যা শব্দের রূপ এই প্রকার।

১২৭। বিংশতি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের স্থানে পালিতে বীসতি, বীসা, ; একবীসতি, একবীসা ; দ্বাবীসতি, দ্বাবীসা ; তিংসতি, তিংসা ; চত্তালীসতি, চত্তালীসা ; ইত্যাদি উভয় রূপই হইয়া থাকে। ইহাদের রূপ যথাক্রমে ইকারান্ত ও আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। কিন্তু বীসা, একবীসা ইত্যাদি আকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বীসা, একবীসা প্রভৃতি পদের স্থানে সাধারণত বীসং, একবীসং ইত্যাদিই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।[১]

১২৮। সত (শত), সহস্স (সহস্র), লক্খ (লক্ষ), প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দের চিত্ত শব্দের ন্যায়, এবং কোটি, পকোটি (প্রকোটি) প্রভৃতি শব্দের রত্তি শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

১। দ্রষ্টব্য—"অন্তে নিগ্গহীতঞ্চ", ক. বু. ২.৮.৩৪। সমাসে বীসা প্রভৃতির আকারের লোপ হয়, যথা—বীসয়োজনানি। অন্যত্রও এইরূপ।

১২৯। পালিতে বীসতি (বিংশতি) হইতে সংখ্যাশব্দগুলি এই—

২০	বীসতি[১]	৩৮	অট্ঠতিংসতি
২১	একবীসতি	৩৯	একূনচত্তালীসতি
২২	দ্বেবীসতি	৪০	চত্তালীসতি
	দ্বাবীসতি		চত্তারীসতি
	বাবীসতি		তালীসতি
২৩	তেবীসতি	৪১	একচত্তারীসতি
২৪	চতুবীসতি		একচত্তালীসতি
২৫	পঞ্চবীসতি	৪২	দ্বিচত্তারীসতি
	পণ্ণবীসতি		দ্বিচত্তালীসতি
	পণ্ণুবীসতি		দ্বাচত্তারীসতি
২৬	ছব্বীসতি		দ্বাচত্তালীসতি
২৭	সত্তবীসতি		দ্বেচত্তারীসতি
২৮	অট্ঠবীসতি		দ্বেচত্তালীসতি
২৯	একূনতিংসতি	৪৩	তেচত্তারীসতি
৩০	তিংসতি		তেচত্তালীসতি
৩১	একতিংসতি		তিচত্তারীসতি
৩২	দ্বত্তিংসতি		তিচত্তালীসতি
	বত্তিংসতি	৪৪	চতুচত্তারীসতি
৩৩	তেত্তিংসতি		চতুচত্তালীসতি
৩৪	চতুত্তিংসতি	৪৫	পঞ্চচত্তারীসতি
৩৫	পঞ্চতিংসতি		পঞ্চচত্তালীসতি
৩৬	ছত্তিংসতি	৪৬	ছচত্তারীসতি
৩৭	সত্ততিংসতি		ছচত্তালীসতি

১। বিকল্পে বীসা প্রভৃতি। দ্রষ্টব্য—৩. §১২৭।

৪৭ সত্তচত্তারীসতি
সত্তচত্তালীসতি
৪৮ অট্‌ঠচত্তারীসতি
অট্‌ঠচত্তালীসতি
৪৯ একূনপঞ্ঞাসা
৫০ পঞ্ঞাসা
পণ্ণাসা
৫১ একপঞ্ঞাসা
একপণ্ণাসা
৫২ দ্বেপঞ্ঞাসা
দ্বেপণ্ণাসা
দ্বিপঞ্ঞাসা
দ্বিপণ্ণাসা
৫৩ তিপঞ্ঞাসা
তিপণ্ণাসা
৫৪ চতুপঞ্ঞাসা
চতুপণ্ণাসা
৫৫ পঞ্চপঞ্ঞাসা
পঞ্চপণ্ণাসা
৫৬ ছপ্পঞ্ঞাসা
ছপ্পণ্ণাসা
৫৭ সত্তপঞ্ঞাসা
সত্তপণ্ণাসা
৫৮ অট্‌ঠপঞ্ঞাসা
অট্‌ঠপণ্ণাসা
৫৯ একূনসট্‌ঠি
৬০ সট্‌ঠি
৬১ একসট্‌ঠি
৬২ দ্বিসট্‌ঠি
দ্বেসট্‌ঠি
দ্বাসট্‌ঠি
৬৩ তিসট্‌ঠি
তেসট্‌ঠি
৬৪ চতুসট্‌ঠি
৬৫ পঞ্চসট্‌ঠি
৬৬ ছসট্‌ঠি
৬৭ সত্তসট্‌ঠি
৬৮ অট্‌ঠসট্‌ঠি
৬৯ একূনসত্ততি [১]
৭০ সত্ততি
৭১ একসত্ততি
৭২ দ্বেসত্ততি
দ্বিসত্ততি
দ্বাসত্ততি
৭৩ তিসত্ততি
তেসত্ততি
৭৪ চতুসত্ততি
৭৫ পঞ্চসত্ততি

১। বিকল্পে অন্তস্থিত তি স্থানে রি হয়; যেমন—একূনসত্ততি, একূনসত্তরি; সত্ততি, সত্তরি; একসত্ততি, একসত্তরি; ইত্যাদি।

৭৬ ছসত্ততি
৭৭ সত্তসত্ততি
৭৮ অট্ঠসত্ততি
৭৯ একুন-অসীতি
৮০ অসীতি
৮১ একাসীতি
৮২ দ্বিয়াসীতি
দ্বে-অসীতি
দ্বাসীতি
৮৩ তে-অসীতি
তিয়াসীতি
৮৪ চতুরাসীতি
চুল্লাসীতি
৮৫ পঞ্চাসীতি
৮৬ ছাসীতি
৮৭ সত্তাসীতি
৮৮ অট্ঠাসীতি
৮৯ একুননবতি
৯০ নবুতি
৯১ একনবুতি
৯২ দ্বিনবুতি
দ্বানবুতি
৯৩ তিনবুতি
তেনবুতি
৯৪ চতুনবুতি
৯৫ পঞ্চনবুতি
৯৬ ছন্নবুতি
৯৭ সত্তনবুতি
৯৮ অট্ঠনবুতি
৯৯ একূনসতং
১০০ সতং

১৩০

সতং	(একের	পর	২	শূন্য)
সহস্সং	,,	,,	৩	,,
নহুতং	,,	,,	৪	,,
লক্খং / সতসহস্সং	,,	,,	৫	,,
কোটি	,,	,,	৭	,,
পকোটি	,,	,,	১৪	,,
কোটিপ্পকোটি	,,	,,	২১	,,
নহুতং	,,	,,	২৮	,,

নিন্নহুতং	(একের	পর	৩৫	শূন্য)
অক্ষোহিণী	,,	,,	৪২	,,
বিন্দু	,,	,,	৪৯	,,
অব্বুদং	,,	,,	৫৬	,,
নিরব্বুদং	,,	,,	৬৩	,,
অহহং	,,	,,	৭০	,,
অববং	,,	,,	৭৭	,,
অটটং	,,	,,	৮৪	,,
সোগন্ধিকং	,,	,,	৯১	,,
উপ্পলং	,,	,,	৯৮	,,
কুমুদং	,,	,,	১০৫	,,
পুণ্ডরীকং	,,	,,	১১২	,,
পদুমং	,,	,,	১১৯	,,
কথানং	,,	,,	১২৬	,,
মহাকথানং	,,	,,	১৩৩	,,
অসংখেয্যং	,,	,,	১৪০	,, [১]

১। ইহা এক মতে। ইঁহারা বলেন—শত হইতে লক্ষ পর্য্যন্ত ক্রমশ দশ-দশ গুণ বাড়াইতে হইবে, এবং কোটি হইতে অসংখ্যেয় পর্য্যন্ত ক্রমশ শতলক্ষগুণ (১,০০,০০,০০০) বাড়াইতে হইবে। যথা—"এতাসু সংখ্যাসু কমেন সতাদিলক্খপরিযন্তং দসহি গুণিতং ভবতি। কোট্যাদিকং অসংখেয্য-পরিয়ন্তং সতলক্খেহি সতলক্খেহি গুণিতং ভবতি।" উক্ত হইয়া থাকে—

"দসাদি যাব কোট্যন্তা সুঞ্ঞেকেকং চ বদ্ধয়ে।
অবসেসেসু সব্বত্থ সত্ত সত্তেব বদ্ধয়ে॥
সত্তসুঞ্ঞা ভবে কোটি উত্তরি সত্ত খো গুণে।
চত্তালীসসতং সুঞ্ঞা অসংখেয্যন্তি বুচ্চতি॥"

আবার কোনো কোনো আচার্য্য বলেন, শত হইতে অসংখ্যেয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ক্রমশ দশ-দশ গুণ করিতে হইবে। ইহা কাত্যায়নের অভিমত—

১৩১। পূরণবাচী শব্দ।

পঠমো, পঠমা, পঠমং ; দুতিয়ো, দুতিয়া, দুতিয়ং , ততিয়ো, ততিয়া, ততিয়ং ; চতুত্থো, চতুত্থী-চতুত্থা, [১] চতুত্থং (তুরোয়ো, তুরীয়া, তুরীয়ং) ; পঞ্চমো, পঞ্চমী-পঞ্চমা, পঞ্চমং ; ছট্ঠো, ছট্ঠী-ছট্ঠা, ছট্ঠং ; ছট্ঠমো, ছট্ঠমী-ছট্ঠমা, ছট্ঠমং ; সত্তমো, সত্তমী-সত্তমা, সত্তমং ; অট্ঠমো, অট্ঠমী-অট্ঠমা, অট্ঠমং ; নবমো. নবমী, নবমা, নবমং ; দশমো, দসমী-দসমা, দসমং ; একাদসমো, একাদসী, [২] একাদসমং ; বারসমো-দ্বাদসমো, দ্বাদসী, বারসমং-দ্বাদসমং ; তেরসমো, তেরসী, তেরসমং ; চতুদ্দসমো, চতুদ্দসী-চাতুদ্দশী, চতুদ্দসমং ; পঞ্চদসমো-

"যাব তদুত্তরি দসগুণিতং চ," ক. বু. ২.৮.৫১। দ্রষ্টব্য—"পঙ্‌ক্ত্যাঃ শত-সহস্রাদি ক্রমাদ্ দশগুণোত্তরম্।" "একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা। লক্ষং চ নিযুতং চৈব কোটিরর্বুদমেব চ॥ বৃন্দঃ খর্বো নিখর্বঞ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্॥" অক্খোহিণী হইতে গণনায় সংখ্যাশব্দের পৌর্ব্বাপর্য্যে মতভেদ আছে ; কেহ কেহ বলেন,— অক্খোহিণী, বিন্দু, অব্বুদং, নিরব্বুদং, অববং, অটটং, অহহং, কুমুদং, সোগন্ধিকং, উপ্পলং, পুণ্ডরীকং, পদুমং, কথানং, মহাকথানং, অসংখেয্যম্। কেহ কেহ আবার গণনা করেন.—সতং, সহস্সং, অযুতং, লক্খং, পযুতং, কোটি, অব্বুদং, পদুমং, খব্বো, মহাখব্বো, মহাপদুমং, সংকু, সমুদ্দো, অনন্তং, মজ্ঝং, পরদ্ধং, অমতং, সংখ্যং, অসংখেয্যং। শেষোক্ত-প্রকার গণনা সংস্কৃতসাহিত্যে প্রসিদ্ধ। আবার—"সতং সহস্সং অযুতং পযুতং নিযুতং তথা। কোটিরব্বুদমিচ্চেবং কমা দশগুণোত্তরম্॥"

১। "নদাদিতো বা ঈতি ঈপ্পচ্চয়ো° ইত্থিযমতো আপচ্চয়োতি আপচ্চয়ে পঞ্চমা"। ম. সি. ১৮৩ সু. ৩৯০ সু.।

২। এক প্রভৃতি শব্দের পর দশ শব্দ থাকিলে পূরণার্থে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়—"একাদিতো দসস্সী," ক. বু. ২.৮.৩৩ ; ম. সি. ১৫৬ পৃ. ৩৮৬ সু.। এতদনুসারে একাদসমা বা একাদসমী প্রভৃতি পদ হইবে না।

পন্নরসমো [১]; সোলসমো, সোলসী, সোলসমং; সত্তরসমো-সত্তদসমো, সত্তদসী-সত্তরসী, সত্তদসমং-সত্তরসমং; অট্ঠাদসমো-অট্ঠারসমো, অট্ঠাদসী-অট্ঠারসী, অট্ঠাদসমং-অট্ঠারসমং; একূনবীসতিমো, একূনবীসতিমী-অকূনবীসতিমা, একূনবীসতিমং। অতঃপর সংখ্যাবাচক তত্তৎ শব্দের উত্তর ম যোগ করিলেই তৎসমুদয় পূরণবাচক হইবে, যথা—বীসতিমো, একবীসতিমী, ইত্যাদি। [২]

১৩২। অর্ধদ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের অর্থে পালিতে এই কয়টি শব্দ প্রযুক্ত হয়—

অর্ধদ্বিতীয়ঃ = দিবড্ঢো, দিয়ড্ঢো, (দেড়)।

অর্ধতৃতীয়ঃ = অড্ঢতিয্যো, অড্ঢতেয্যো, (আড়াই)।

অর্ধচতুর্থঃ = অড্ঢুড্ঢো, (সাড়ে তিন)।

১। কিন্তু "অজ্জুপোসথো পন্নরসো;" এখানে পূরণার্থে পন্নরসো হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার বলেন (p. 102) ইহা নিপাতনে সিদ্ধ।

২। "সঙ্খ্যাপূরণে মো"—ক. বু. ২. ৮. ৩০। C. D. বলেন (p. 114,§§ 274-275) পঞ্চ প্রভৃতি শব্দের পূরণবাচক পদ এই কয়টিও হয়—পঞ্চথ, ছম ও হথ। কিন্তু ইহা কাত্যায়ন বা মহারূপসিদ্ধিতে সূচিতও হয় নাই। "চতুচ্ছেহি থঠা"—ক. বু. ২.৮.৪১; ম. সি. ১৬৪ পৃ. ৩৯১ সূ.।

আখ্যাতকল্প

১। পালিতে আত্মনেপদ (অত্তনোপদং) ও পরস্মৈপদ (পরস্সপদং) উভয়ই আছে; কিন্তু আত্মনেপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প।

২। পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে প্রায়ই পরস্মৈপদে ও পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে কখন কখন আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, সংস্কৃত √মৃ, মরতি; √বুধ্, বুজ্ঝতি; √মন্, মঞ্ঞতি; ভূ, ভবতে; ইত্যাদি।

৩। কর্ম্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম; কিন্তু বস্তুত পালিতে ইহা বৈকল্পিক। যথা— √পচ্, পচ্চতে ওদনো দেবদত্তেন, পচ্চতি বা; পচ্চতে ওদনো সয়মেব, পচ্চতি বা; এইরূপ √লভ্, লব্ভতে, লব্ভতি; √মন্, মঞ্ঞতে, মঞ্ঞতি; ইত্যাদি।

৪। পালিতে ভ্বাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, তনাদি ও চুরাদি, এই সপ্ত গণে ধাতুসমূহ বিভক্ত হইয়াছে।[১] অদাদি, জুহোত্যাদি ও তুদাদি ধাতুসমূহকে ভ্বাদিগণেরই অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে,[২] যদিও ইহাদের রূপ বিভিন্ন দৃষ্ট হয়।

১। "ভূবাদি চ রুধাদী চ দিবাদি স্বাদয়ো গণা।
কিয়াদী চ তনাদী চ চুরাদী চিধ সত্তধা॥" ম. সি. ২১৪ পৃ.।

ধাতুমঞ্জুষাতেও (১১ পৃ.) এই কবিতাটি ধৃত হইয়াছে, কিন্তু জুহোত্যাদি নামেও এখানে ধাতু উল্লিখিত হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধিকায় জুহোত্যাদি গণ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াও ভ্বাদিগণের অবান্তররূপে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

২। অবুদ্ধিকা তুদাদী চ ভূবাদি চ তথা পরো।
জুহোত্যাদি চতুদ্ধেবং এেযো ভূবাদয়ো ইধ॥"

ম. সি. ২০৩ পৃ.।

৫। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা সংস্কৃতের ন্যায় দশ গণেই ধাতুসমূহকে বিভক্ত করিব।

৬। পালিতে প্রযুক্ত ধাতুরূপগুলির সাধারণত সংস্কৃতানুসারে, কেবল স্বর বা ব্যঞ্জনের ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। স্থূলত সংস্কৃত পদের সাদৃশ্য দেখিয়া পালিতে ধাতুরূপ ঠিক করা অধিক কঠিন নহে।

৭। সংস্কৃতে কালাদি-অনুসারে ধাতুগণ দশ প্রকারে প্রযুক্ত হয়, যথা—লট্, বিধিলিঙ্, লোট্, লঙ্, লিট্, আশীর্লিঙ্ লুট্, লৃট্, লৃঙ্ ও লুঙ্। পালিতে অশীর্লিঙ্ ও লুটের ব্যবহার নাই। অতএব পালিতে ধাতুসমূহ আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১	বত্তমানা (বর্ত্তমানা)	=	লট্
২	সত্তমী (সপ্তমী)	=	বিধিলিঙ্
৩	পঞ্চমী	=	লোট্
৪	হীয়ত্তনী (হ্যস্তনী)	=	লঙ্
৫	পরোক্খা (পরোক্ষা)	=	লিট্
৬	ভবিস্সন্তী (ভবিষ্যন্তী)	=	লৃট্
৭	কালাতিপত্তি	=	লৃঙ্
৮	অজ্জতনী (অদ্যতনী)	=	লুঙ্

৮। পালিতে পরোক্খা বা লিট্ লকারের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প।

৯। লঙ্ ও লুঙ্ এই উভয় লকারের মধ্যে বস্তুত প্রভেদ থাকিলেও অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও তাহাদিগের ভেদ দেখা যায় না, অবিশেষে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতেই তাহাদের প্রয়োগ হয়।

১০। গুণ° হইলে ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও; এবং

বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের স্থানে যথাক্রমে ঐ ঔ, এবং অকার স্থানে আকার হয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতের এই গুণ-বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া পালিতে ধাতুরূপ করিতে পারা যায়।

বত্তমানা (বর্ত্তমানা)

লট্

১১। লটের বিভক্তি যথা—

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	তি	অন্তি	তে	অন্তে. (রে)
ম.	সি	থ	সে	ব্হে
উ.	মি	ম	এ	ম্হে

(ক) ভ্বাদি

১২। ভ্বাদি ও তুদাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর অকার আগম হয়, এবং ভ্বাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্য স্বর ও উপান্ত লঘু স্বরের গুণ হয়।

১৩। বিভক্তির ব ও ম পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অকার আকার হয়।

১৪। বিভক্তির অ বা এ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অকারের লোপ হয়।

১৩। √ভূ

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবতি	ভবন্তি	ভবতে	ভবন্তে
ম.	ভবসি	ভবথ	ভবসে	ভবব্হে
উ.	ভবামি	ভবাম	ভবে	ভবম্হে [১]

১। তুল.—"ভবানাগমনে সর্ব্বে বয়ং ভস্মীভবামহে।

১৪। √ভূ স্থানে বিকল্পে হু আদেশ হয়। তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
প্রথ.	হোতি	হোন্তি
ম.	হোসি	হোথ
উ.	হোমি	হোম

১৫। √পচ, √যজ, √বহ, √ধম (ধ্মা) প্রভৃতির রূপ এই প্রকার; যথা—পচতি, পচন্তি; ইত্যাদি।

১৬। √ঠা (স্থা)

√ঠা স্থানে বিকল্পে তিট্ঠ আদেশ হয়; তখন তাহার রূপ এই প্রকার—তিট্ঠতি, তিট্ঠন্তি; তিট্ঠসি ইত্যাদি। অপর পক্ষে—

	এক.	বহু.
প্রথ.	ঠাতি	ঠন্তি
ম.	ঠাসি	ঠাথ
উ.	ঠামি	ঠাম

১৭। জুহোত্যাদিগণীয় কয়েকটি ধাতু ভিন্ন সমস্ত আকারান্ত ধাতুরই এই দ্বিতীয় প্রকারোক্ত রূপের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে।[১]

১৮। কখন কখন (প্রায়ই সম্, উৎ, প্রতি, উ, নি উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে) √ঠা স্থানে ঠহ আদেশ হয়, যথা—সণ্ঠহতি, সণ্ঠহন্তি; উট্ঠহতি, উট্ঠহন্তি; ইত্যাদি। সণ্ঠাতি, নিট্ঠাতি, ইত্যাদি পদও হয়।[২]

১। √গা (গৈ) ধাতুর গায়তি, গায়ন্তি; ইত্যাদিও হয়। এইরূপ √ঝা (ধ্যৈ) হইতে ঝায়তি, ঝায়ন্তি; ইত্যাদি।

২। কেহ বলেন—পতি (প্রতি) ও উ (উৎ) পূর্ব্বক ঠা ধাতুর যথাক্রমে এই পদও হয়—পতিট্ঠতি, উট্ঠতি।—C. D.

১৯। কখন কখন (প্রায় অধি ও উৎ উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে) ঠা ধাতুর আকার স্থানে একার হয় ; যথা—অধিট্ঠেতি, অধিট্ঠেন্তি ; উট্ঠেতি, উট্ঠেন্তি ; ইত্যাদি।

২০। √পা

পা ধাতু স্থানে বিকল্পে পিব আদেশ হয় ; যথা—পিবতি, পিবন্তি ; ইত্যাদি। অন্যপক্ষে—পাতি, পন্তি ; ইত্যাদি। পিব এর ব বিকল্পে ৰ হয়।

২১। √দিস (দৃশ্)

দিস স্থানে বিকল্পে পস্স, দিস্স. ও দক্খ আদেশ হয় ; যথা—পস্সতি, পস্সন্তি ; দিস্সতি, দিস্সন্তি ; দক্খতি, দক্খন্তি ; ইত্যাদি।

২২। √গম

গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গচ্ছ ও ঘম্ম আদেশও হয় ; যথা—গচ্ছতি, গচ্ছন্তি ; [১] ঘম্মতি, ঘম্মন্তি ; গমেতি, গমেন্তি ; [২] ইত্যাদি।

১। যে সমস্ত ধাতুর উপান্ত স্বর গুরু, তাহাদের পরস্থিত লটের প্রথম পুরুষের বহুবচনে অন্তি ও অন্তে স্থানে (অর্থাৎ উভয় পদেই) বিকল্পে (অথবা কখন কখন) রে আদেশ হয় ; "গরুপুব্বস্মরতো পরস্স পঠমপুরিস-বহুবচনস্স রে বা হোতি"—ম. সি. ১৭৬ পৃ. ৪২৬ সূ. ; ১৭৮ পৃ. ৪৩১ সূ.। এতদনুসারে গচ্ছন্তি, গচ্ছন্তে স্থানে বিকল্পে গচ্ছরে পদ হইবে। এখানে গম স্থানে গচ্ছ আদেশ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা গিয়াছে। তুল :—"শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ"—ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ৩৭ ৩।

২। "লোপঞ্চেত্তমকারো" (ক. বু. ৩. ৪. ২১ ; ম. সি. ১৯৩ পৃ. ৪৭২ সূ.) এই সূত্রানুসারে ভ্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তরস্থিত (বিকরণ) অকারের বিকল্পে লোপ হয়, ও তাহার স্থানে একার হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে ভূ ধাতুর ভবেতি, ভবেন্তি ইত্যাদি পদও হইতে পারে। F. F. গম্তি, গম্ন্তি প্রভৃতি পদও দিয়াছেন।

২৩। √বদ

বদ ধাতুস্থানে বিকল্পে বজ্জ আদেশ হয়; রূপ যথা—বজ্জতি, বজ্জন্তি; বজ্জেতি, বজ্জেন্তি; বদতি, বদন্তি; বদেতি, বদেন্তি; ইত্যাদি।

২৪। √যম

যম ধাতু স্থানে বিকল্পে যচ্ছ আদেশ হয়; যথা—যচ্ছতি, যচ্ছন্তি; যমতি, যমন্তি; ইত্যাদি।

২৫। √সদ

সদ ধাতু স্থানে সীদ আদেশ হয়; যথা—সীদতি, সীদন্তি; ইত্যাদি।

২৬। √জি

ইহার রূপ যথা—জয়তি, জয়ন্তি; ইত্যাদি। আবার জেতি, জেন্তি; জেসি, জেথ; জেমি, জেম।[১] জি ধাতু পালিতে ক্র্যাদিগণীয়রূপেও প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার রূপ এই প্রকার—[২]

	এক.	বহু.
প্রথ.	জিনাতি	জিনন্তি
ম.	জিনাসি	জিনাথ
উ.	জিনামি	জিনাম

১। অব = এ; ১.§৫৭।

২। দ্র:—৪.§৭৭ সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও কোন কোন ধাতু একাধিক গণে পঠিত হয়, ও তদনুসারে তাহাদের রূপ হইয়া থাকে। যথা √বিদ ভ্বাদি, রুধাদি, দিবাদি, ও চুরাদি গণের মধ্যে পালিতে পঠিত হয়, এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে বেদতি, বিন্দতি, বিজ্জতি, ও বেদেতি বা বেদয়তি হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে গণভেদে অর্থভেদও হইয়া থাকে।

২৭। √নী, নয়তি, নয়ন্তি ; নেতি, নেন্তি ; ইত্যাদি।

২৮। সর (স্থ), সরতি, সরন্তি ; ইত্যাদি।

অপরগণের অন্তর্গত হইলেও অধিকাংশ সংস্কৃত ঋকারান্ত ধাতুর রূপ বিকল্পে এই প্রকার হইয়া থাকে।

২৯। সংস্কৃতে লট্, বিধিলিঙ্, লোট্ ও লঙ্ এই চারি লকারেই গম্ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে গচ্ছ্ প্রভৃতি আদেশ হয়, কিন্তু পালিতে সমস্ত লকারেই এবং কখন কখন কৃৎপ্রত্যয়েও ঐ সমস্ত আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিকরণ (অর্থাৎ ভ্বাদিগণের উত্তর অ, দিবাদিগণের উত্তর য, ইত্যাদি) সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

(খ) অদাদি [১]

৩০। √ই [২]

	এক.	বহু.
প্র.	এতি	এন্তি, যন্তি
ম.	এসি	এথ
উ.	এমি	এম [৩]

৩১। √যা, যাতি, যন্তি ; ইত্যাদি। √বা, √ভা, √পা প্রভৃতির রূপ এই প্রকার।

১। পালিব্যাকরণমতে এই সমস্ত ধাতু ভ্বাদিগণেরই অন্তর্গত।

২। পালিব্যাকরণে ই ধাতু একটিমাত্র, এবং গতি ও অধ্যয়ন উভয় অর্থেই তাহা প্রযুক্ত হয়।

৩। ক্বচিৎ অয়তি, ও সমুদয়ন্তি পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভ্বাদিগণীয় √অয় (গতিম্হি, ধা. ম. ১৩) হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

৩২। √ব্রূ

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রূতি, ব্রূবীতি	ব্রূবন্তি
ম.	ব্রূসি	ব্রূথ
উ.	ব্রূমি	ব্রূম

পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক ও বহুবচনে যথাক্রমে √ব্রূ ধাতুর আহ ও আহু এই দুই পদও হয়।[১]

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রূতে	ব্রূবন্তে
ম.	ব্রূসে	ব্রূবেহ[২]
উ.	ব্রূবে	ব্রূমেহ

৩৩। √সী (শী), সেতি, সেন্তি ; সেতে, সেন্তে ; ইত্যাদি পক্ষে সয়তি, সয়ন্তি ; ইত্যাদি।

৩৪। √অস 'থাকা'।

	এক.	বহু.
প্র	অত্থি	সন্তি
ম.	অসি, অহি	অত্থ
উ.	অস্মি, অম্হ	অস্ম, অম্হ[৩]

১। ম. সি. ২০০ পৃ. ৬৬৬ সূ.। দ্রষ্টব্য—১.§১২৯।

২। মহারূপসিদ্ধিতে ব্রূব্হে পদ আছে।

৩। "ন পি তে ভতকম্হসে" এখানে উ. বহু বিচিত্র পদ পাওয়া যায়।

৩৫। √আস

	এক.	বহু.
প্র.	অচ্ছতি	অচ্ছন্তি
ম.	অচ্ছসি	অচ্ছথ
উ.	অচ্ছামি	অচ্ছাম

উপ উপসর্গপূর্ব্বক আস ধাতুর রূপ এই প্রকার—উপাসতি, উপাসন্তি ; ইত্যাদি।

৩৬। √হন

	এক.	বহু.
প্র.	হনতি, হন্তি	হনন্তি
ম.	হনসি [১]	হনথ
উ.	হনামি	হনাম

হন ধাতু স্থানে বিকল্পে সর্ব্বত্র বধ আদেশ হয় ; তখন তাহার রূপ—বধতি, বধন্তি, ইত্যাদি।

৩৭। √বচ, বচতি, বচন্তি, ইত্যাদি। [২]

৩৮। √দুহ, দুহতি, দুহন্তি ; ইত্যাদি। পক্ষে দোহতি, দোহন্তি ; ইত্যাদি।

৩৯। √লিহ, লিহতি, লিহন্তি ; ইত্যাদি। পক্ষে লেহতি লেহন্তি ; ইত্যাদি।

৪০। √রুদ, রুদতি, রুদন্তি ; ইত্যাদি। পক্ষে রোদতি, রোদন্তি ; ইত্যাদি।

১। কিন্তু "মত্তো ছাতং হনাসি।"

২। কখন কখন প্রথম পুরুষের একবচনে বত্তি (বক্তি) পদও দেখা যায়। তি বিভক্তি পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্বস্থিত অ প্রত্যয়ের লোপ হয় ; "তিম্হি কচি অপ্পচ্চয়ো লোপো"—ম. সি. ২০০ পৃ. ১৬৮ সূ.।

৪১। √বিদ, বিদত্তি, বিদন্তি ; ইত্যাদি

(গ) তুদাদি

৪২। √পুচ্ছ (প্রচ্ছ্), পুচ্ছতি, পুচ্ছন্তি ; ইত্যাদি।

৪৩। √ইস (ইষ্)

ইস ধাতু স্থানে বিকল্পে ইচ্ছ আদেশ হয়, যথা—ইচ্ছতি, ইচ্ছন্তি ; ইত্যাদি। পক্ষে এসতি, এসন্তি ; ইত্যাদি।

৪৪। √গির-গিল (গৃ), গিরতি, গিরন্তি ; ইত্যাদি। গিলতি, গিলন্তি ; ইত্যাদি।

৪৫। √মর (মৃ)

মর ধাতু স্থানে বিকল্পে মিয্য[১] ও মীয় আদেশ হয়। যথা—মিয্যতি, মিয্যন্তি ; মীয়তি, মীয়ন্তি ; মরতি, মরন্তি ; ইত্যাদি (৪.§৬৩)।

৪৬। √সিচ, সিঞ্চতি, সিঞ্চন্তি ; ইত্যাদি।

৪৭। √লিপ, লিম্পতি, লিম্পন্তি ; ইত্যাদি।

৪৮। √মুচ, মুঞ্চতি, মুঞ্চন্তি ; ইত্যাদি।

৪৯। √বিদ, বিন্দতি, বিন্দন্তি ; ইত্যাদি।

৫০। √ফুস (স্পৃশ্), ফুসতি, ফুসন্তি ; ইত্যাদি।

(ঘ) দিবাদি

৫১। দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর য প্রত্যয় হয়

৫২। √দিব, দিব্বতি, দিব্বন্তি ; ইত্যাদি।[২]

১। কেহ কেহ বলেন

২। ব্য=ব্ব ; ১. § ২৬

৫৩। √সিব, সিব্বতি, সিব্বন্তি ; ইত্যাদি।

৫৪। √যুধ, যুজ্ঝতি, যুজ্ঝন্তি ; ইত্যাদি।[১]

৫৫। √বুধ, বুজ্ঝতি, বুজ্ঝন্তি ; ইত্যাদি।[২] √কুধ (ক্রুধ্) ও √বিধ (ব্যধ্) এইরূপ।

৫৬। √পদ, পজ্জতি, পজ্জন্তি ; ইত্যাদি।[৩]

৫৭। √নহ, নয্হতি, নয্হন্তি ; ইত্যাদি।[৪]

৫৮। √তুস (তুষ্), তুস্সতি, তুস্সন্তি ; ইত্যাদি।[৫]

৫৯। √মন, মঞ্ঞতি, মঞ্ঞন্তি ; ইত্যাদি।[৬]

৬০। √সম (শম্), সম্মতি, সম্মন্তি ; ইত্যাদি।[৭]

৬১। √জন ধাতু স্থানে জা আদেশ হয় ; যথা—জায়তে, জায়ন্তে ইত্যাদি।

৬২। √দা, দীয়তি, দীয়ন্তি ; ইত্যাদি।[৮]

৬৩। √জর (জৃ),[৭] ইহার রূপ এই প্রকার—জীয্যতি, জীয্যন্তি ;[৯] জীয়তি, জীয়ন্তি ; জীরতি, জীরন্তি ; আবার জরতি, জরন্তি ; ইত্যাদিও হয় (দ্রঃ ৪.§৪৫)।

১। ধ্য=জ্ঝ ; ১.§২৩। ২। ধ্য=জ্ঝ ; ১.§২৩।

৩। দ্য=জ্জ ; ১,§২২। ৪। হ্য=য্হ ; ১.§২৭।

৫। ষ্য=স্স, ম্য=ম্ম ; ১.§২৬।

৬। ন্য=ঞ্ঞ ; ১.§২৮।

৭। মহারূপসিদ্ধিতে এই দা ধাতু (দানার্থক) দিবাদিগণেও পঠিত হইয়াছে। ম. সি. ২০৫ পৃ. ৪৯৭ সূ.। জুহোত্যাদি গণে √দা দ্রষ্টব্য। ধাতুমঞ্জুষায় দানার্থক √দা ভ্বাদি, দিবাদি ও জুহোত্যাদি গণে পঠিত হইয়াছে।

৮। পালিব্যাকরণমতে ইহা ভ্বাদিগণীয়।

৯। কেহ কেহ বলেন জিয্যতি জিয্যন্তি। ইহাও স্বাভাবিক।

(ঙ) রুধাদি।

৬৪। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয়, ধাতুস্থিত পূর্ব্বস্বরের পর নিগগৃহীত বা অনুস্বার আগম হয়, এবং ঐ অনুস্বার স্থানে পরবর্ত্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

৬৫। √রুধ

পরস্মৈপদে রুন্ধতি, রুন্ধন্তি ; ইত্যাদি। আত্মনেপদে রুন্ধতে, রুন্ধন্তে ; ইত্যাদি।

৬৬। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর পূর্ব্বকথিত অ প্রত্যয় স্থলে বিকল্পে ই, ঈ, এ, কিংবা ও হইয়া থাকে। অতএব রুধ ধাতুর পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন এই সকল রূপও হইয়া থাকে—

রুন্ধিতি	রুন্ধিন্তি
রুন্ধীতি	রুন্ধিন্তি
রুন্ধেতি	রুন্ধেন্তি
রুন্ধোতি	রুন্ধোন্তি

৬৭। √ভিদ, ভিন্দতি, ভিন্দিতি, ভিন্দীতি, ভিন্দেতি, ভিন্দোতি, ইত্যাদি।

৬৮। √ছিদ, ছিন্দতি, ছিন্দিতি, ছিন্দীতি, ছিন্দেতি, ছিন্দোতি, ইত্যাদি।

৬৯। √ভুজ, ভুঞ্জতি, ভুঞ্জিতি, ভুঞ্জীতি, ভুঞ্জেতি, ভুঞ্জোতি, ইত্যাদি।

৭০। √যুজ, যুঞ্জতি, যুঞ্জিতি, যুঞ্জীতি, যুঞ্জেতি, যুঞ্জোতি, ইত্যাদি।

(চ) স্বাদি

৭১। স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর (ধাতুবিশেষে) ণু, ণা, ও উণা প্রত্যয় হয়। গুণ হইলে ণু স্থানে ণো হয়।

৭২। √সু (শ্রু)

(ক)

	এক.	বহু.
প্র.	সুণোতি	সুণোন্তি
ম.	সুণোসি	সুণোথ
উ.	সুণোমি	সুণোম

(খ)

প্র.	সুণাতি	সুণন্তি
ম.	সুণাসি	সুণাথ
উ.	সুণামি	সুণাম

৭৩। √হি, প্রায়ই প (প্র) পূর্ব্বক, পহিণোতি-পহিণাতি, পহিণন্তি ; ইত্যাদি।

৭৪। √বু (বৃ), বুণোতি-বুণাতি, বুণন্তি ; ইত্যাদি। বণোতি পদও হয়।[১] √মি (প্রেক্ষণ),[২] মিনোতি-মিনাতি, মিনন্তি ; ইত্যাদি।[৩]

১। বু (বৃ) ধাতু ভ্বাদিগণেও আছে, এবং তাহা হইতে এই সকল পদ হয়—বিবরতি, সংবরতি, পাপুরতি, পারুপতি, অবপুরতি, অবাপুরিয়তি (তুল. অবাপুরণ)।

২। মহারূপসিদ্ধিতে (২০৬ পৃ. ৪৯৮ সূ.) "মি পেক্খণে" রহিয়াছে। ধাতুমঞ্জুষায় "মি হিংসনে" ও "মী পমাণে" লিখিত হইয়াছে (১২১) ; কিন্তু উভয়ই ক্র্যাদিগণীয়। দ্র :—৪.§§৭৭, ৮৪।

৩। এস্থলে ণকার নকার হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে ণকারের জন্য সংস্কৃত রূপ চিন্তনীয়।

৭৫। প+√অপ (প্র+√আপ্)

	এক.	বহু.
প্র.	পাপুণাতি	পাপুণন্তি
ম.	পাপুণাসি	পাপুণাথ
উ.	পাপুণামি	পাপুণাম

বিকল্পে পাপুণোতি, পপ্পোতি ; ইত্যাদি।

৭৬। √সক (শক্)

সক্ণাতি, সক্ণন্তি ; ইত্যাদি। বিকল্পে সক্কোতি, সক্কোন্তি; ইত্যাদি।[১]

(ছ) ক্র্যাদি

৭৭। ক্র্যাদিগণীয় ধাতুর উত্তর না প্রত্যয় হয়,[২] ও পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়।

৭৮। √কী (ক্রী)

	এক.	বহু.
প্রথ.	কিণাতি	কিণন্তি
ম.	কিণাসি	কিণাথ
উ.	কিণামি	কিণাম

৭৯। √ধু, ধুনাতি, ধুনন্তি ; ইত্যাদি।

৮০। √লূ, লুনাতি, লুনন্তি ; ইত্যাদি।

১। কোন কোন স্থানে সক্কাতি ও সক্কতি পদও দৃষ্ট হয়। আবার কখন কখন সক্কুনাতি (দন্ত্য ন) পঠিত হয়। এইরূপ √চি হইতে চিনোতি, চিনাতি ইত্যাদি।

২। স্থলবিশেষে এই না স্থানে ণা হয়।

৮১। √ঞ (জ্ঞা), ধাতু স্থানে জা আদেশ হয়; যথা—জানাতি, জানন্তি; ইত্যাদি।

৮২-৮৩। √গহ (গ্রহ্), গণ্হাতি, গণ্হন্তি; গণ্হতি, গণ্হন্তি; ইত্যাদি। আবার ঘেপ্পতি, ঘেপ্পন্তি; ইত্যাদি।

৮৪। √মা (মান), মা ধাতুর আকার স্থানে ইকার হইয়া যায়; যথা—মিনাতি, মিনন্তি; ইত্যাদি।

(জ) তনাদি

৮৫। তনাদিগণীয় ধাতুর উত্তর উ (গুণ করিলে ও প্রত্যয় হয়। [১]

৮৬। √তন

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্র.	তনোতি	তনোন্তি
ম.	তনোসি	তনোথ
উ.	তনোমি	তনোম

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্র.	তন্নুতে	তন্বন্তে
ম.	তন্নুসে	তন্নুব্হে
উ.	তন্বে	তন্নুম্হে

১। পালিব্যাকরণমতে ও-প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে উকার করা হয়।

৮৭। √কর (কৃ)

পরস্মৈপদ

	এক,	বহু.
প্র.	করোতি	করোন্তি. কুব্বন্তি
ম.	করোসি	করোথ
উ.	করোমি [১]	করোম

আত্মনেপদ

প্র.	কুরুতে	কুব্বন্তে
ম.	কুরুসে	কুরুব্হে
উ.	কুব্বে	কুরুম্হে

কর (কৃ) ধাতুর উত্তর বিকল্পে যির প্রত্যয় হয়. এবং তাহা হইলে রকারের লোপ হইয়া থাকে ; যথা—কয়িরতি, কয়িরন্তি; কয়িরসি, কয়িরথ ; ইত্যাদি। [২]

(ঝ) জুহোত্যাদি

৮৭। √হু

	এক.	বহু.
প্রথ.	জুহোতি	জুহোন্তি
ম.	জুহোসি	জুহোথ
উ	জুহোমি	জুহোম

১। কখন কখন কুম্মি দেখা যায় ; তুল. "অঞ্জুলিং কুম্মি কৈকেয়ি" —রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ; "হা ধিক্ কোঽসি সহায় কিঞ্চ কুরুমি"— ললিতবিস্তর, ২৭০ পৃ.।

২। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়, যথা—পরস্মৈপদ প্রথ. এক. কুব্বতি ; আত্মনে. এক. কুব্বতে, বহু. কুরুন্তে ; ম. এক. কুব্বসে, বহু. কুব্বব্হে ; উ. বহু, কুব্বাম্হে। F. F. ; Childers.

আবার

	এক.	বহু.
প্র.	জুহ্বতি [1]	জুহ্বন্তি
ম.	জুহ্বসি	জুহ্বথ
উ.	জুহ্বামি	জুহ্বাম

৮৮। √হা

	এক.	বহু.
প্র.	জহাতি	জহন্তি
ম.	জহাসি	জহাথ
উ.	জহামি	জহাম

৮৯। √দা

	এক.	বহু,
প্র.	দদাতি	দদন্তি
ম.	দদাসি	দদাথ
উ,	দদামি	দদাম

আবার

প্র.	দজ্জতি [2]	দজ্জন্তি
ম.	দজ্জসি	দজ্জথ
উ.	দজ্জামি	দজ্জাম

১। কখন কখন ১.§৪১ অনুসারে জুহোতি, জুবহন্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে

২। বিকল্পে ৪.§২২ টীকা অনুসারে দজ্জেতি, দজ্জেন্তি ; ইত্যাদি

আবার

	এক.	বহু:
প্র.	দেতি	দেন্তি
ম.	দেসি	দেথ
উ.	দেমি, দম্মি	দেম, দম্ম [১]

৯০। √ধা, দধাতি, দধন্তি ; ইত্যাদি। পক্ষে ধেতি, ধেন্তি ; ইত্যাদি। [২]

উপসর্গ ও অব্যয় যোগে দ্বিত্বাবস্থায় ধা ধাতুর পরভাগের ধা স্থানে কখন কখন হ হয় : যথা—পিদহতি, পিদহন্তি ; ইত্যাদি। সদ্দহতি (শ্রদ্দধাতি), সদ্দহন্তি, ইত্যাদি।

(ঞ) চুরাদি

৯১। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অয় প্রত্যয় হয়, এবং ১.§৫৭ অনুসারে অয় স্থানে বিকল্পে এ হয়। [৩]

৯২। √চুর, চোরয়তি, চোরয়ন্তি ; চোরেতি, চোরেন্তি ; ইত্যাদি। [৪]

১। আত্মনেপদে এই কয়েকটি পদও পাওয়া—উ. এক. দদে, বহু. দামসে, দদামসে, দদমহ। পরস্মৈ. প্র. এক. দাতি পদও কচিৎ দৃষ্ট হয়।—E. M.

২। কখন প্র. এক. দধতি পদও হয়। তুল উপজ্ঝায়া অন্তরাধায়তি সিস্সো।

৩। পালিব্যাকরণমতে ণে ও ণয় প্রত্যয়।

৪। চুরাদিগণীয় ধাতুর যথাসম্ভব গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৯৩। এইরূপ—

√চিন্ত, চিন্তয়তি, চিন্তেতি।

√গণ, গণয়তি, গণেতি।

√মন্ত (মন্ত্র), মন্তয়তি, মন্তেতি।

√বিদ, বেদয়তি, বেদেতি।[১]

√ঘট, ঘটয়তি, ঘটেতি ; ইত্যাদি।

পঞ্চমী

লোট্

৯৪। লোটের বিভক্তি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	তু	অন্তু	তং	অন্তং
ম.	হি	থ	স্স	বেহা
উ.	মি	ম	এ	আমসে

৯৫। লট্ লকারের ন্যায় ধাতুর শেষে উল্লিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লোটের রূপ হয়।

৯৬। মধ্যম পুরুষের একবচনে হি বিভক্তির পূর্ব্বে অকার থাকিলে বিকল্পে তাহার লোপ হয়। যেবার লোপ হয় না, সেবার পূর্ব্বস্থ অকার স্থানে আকার হয়।[২]

১। বেদিয়তি, বেদিয়ন্তি ; ইত্যাদিও হয়। তুলঃ— "কর্ম্মিণঃ, প্রবেদয়ন্তি"—মুণ্ডকোপনিষৎ, ১.২.৯।

২। এস্থানে আদর্শস্বরূপে কয়েকটিমাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শিত

৯৭। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবতু	ভবন্তু
ম.	ভব, ভবাহি	ভবথ
উ.	ভবামি	ভবাম

আত্মনে.

প্র.	ভবতং	ভবন্তং
ম.	ভবস্সু	ভবৰ্হো
উ.	ভবে	ভবামসে

ভূ স্থানে হূ হইলে, হোতু, হোন্তু ; হোহি, হোথ ; ইত্যাদি হইয়া থাকে।

৯৮। √অস (অদাদি)

	এক.	বহু.
প্র.	অত্থু	সন্তু
ম.	অহি	অত্থ
উ.	অস্মি, অম্হি	অস্ম, অম্হ

৯৯। √গম, গচ্ছতু, গমেতু, ঘম্মতু, ইত্যাদি।

১০০। √দিস (দৃশ্), পস্সতু, দিস্সতু, দক্খতু, ইত্যাদি

১০১। √ব্রূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রূতু	ব্রুবন্তু
ম.	ব্রূহি	ব্রূথ
উ.	ব্রূমি	ব্রূম

আত্মনেপদে ব্রূতং, ব্রুবন্তং ; ইত্যাদি।

১০২। √দা

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	দদাতু	দদন্তু
ম.	দদাহি	দদাথ
উ.	দদামি	দদাম

পক্ষে দেতু, দেন্তু ; দজ্জতু, দজ্জন্তু ; ইত্যাদি।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	দদতং	দদন্তং
ম.	দদস্সু	দদব্হো
উ.	দদে	দদামসে

১০৩। √হু, জুহোতু, জুহোন্তু জুহ্বন্তু ; ইত্যাদি।

১০৪। √কর (কৃ)

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	করোতু, কুরুতু	করোন্তু, কুব্বন্তু
ম.	করোহি, কুরু	করোথ
উ.	করোমি	করোম

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	কুরুতং	কুব্বন্তং
ম.	কুরুস্সু, কুরস্সু	কুরুব্হো
উ.	কুব্বে	কুব্বামসে

১০৫। √গহ (গ্রহ্), গণ্হাতু. গণ্হন্তু ; ইত্যাদি।

১০৬। √ঞা (জ্ঞা), পরস্মৈ. প্রথ, এক. জানাতু, বহু. জানন্তু ; ম. এক. জান, জানাহি, বহু. জানাথ ; ইত্যাদি। আত্মনে. প্রথ. এক. জানতং, বহু. জানন্তং ; ইত্যাদি।

সত্তমী (সপ্তমী)

বিধিলিঙ্

১০৭। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	এয্য, এ	এয্যুং	এথ	এরং
ম.	এয্যাসি, এ	এয্যাথ	এথো	এয্যব্হো
উ.	এয্যামি, এ [১]	এয্যাম	এয্যং, এ	এয্যামেহ

১। পালিব্যাকরণ-মতে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম তিন পুরুষেই একবচনে প্রথমত এয্য প্রভৃতি বিভক্তি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু এ-অন্ত বহু পদ পাওয়া যায় বলিয়া এখানে তাহাকেও একটি পৃথক্ বিভক্তি গণ্য করা হইয়াছে। বুদ্ধপ্রিয় বলিয়াছেন—"এয্য, এয্যাসি, এয্যামি ইচ্চেতেসং বিকপ্পেন একারাদেসো"—ম. সি. ১৮০ পৃ. ৪৩৮ সূ.। কখন কখন পরস্মৈপদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনেও এয্য দেখা যায় ; যথা—(ম. এক.) "সচে ত্বং যঞ্ঞং যজেয্য।" লক্ষণীয়—প্রথ. এক. "জানেয্যাতি"। এখানে এয্যাতি হইয়াছে (E. M.)। কখন কখন আবার উত্তম পুরুষের বহুবচনে এমসি, এমু ও এম দেখা যায় ; যথা—উ. বহু- বিধমেমসি, পস্সেমু, জানেমু, দক্খেম। আত্মনেপদে উত্তম পুরুষের এক বচনেও কখন কখন বিকল্পে এ বিভক্তি হয়।

১০৮। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবেয্য, ভবে	ভবেয্যুং
ম.	ভবেয্যাসি, ভবে	ভবেয্যাথ
উ.	ভবেয্যামি, ভবে [১]	ভবেয্যাম

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবেথ	ভবেরং
ম.	ভবেথো	ভবেয্যব্হো
উ.	ভবেয্যং, ভবে	ভবেয্যামেহ

ভূ স্থানে হু হইলে তাহার রূপ এই প্রকার হয়—

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	হেয্য [২]	হেযযুং
ম.	হেয্যাসি	হেয্যাথ
উ.	হেয্যামি [৩]	হেয্যাম [৪]

১০৯। √গম

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছেয্য, গচ্ছে	গচ্ছেয্যুং

১। ভবেয্য পদও হয় ; পূর্ব্বটীকা দ্রষ্টব্য।

২। হুবেয্য ও হুপেয্য পদও দেখা যায়—E. M.

৩। কথন হুবেয্যামি পদও দৃষ্ট হয়—E. M.

৪। হেয্যাং পদও হয়। ম. সি. ১৯৬ পৃ.।

	এক.	বহু.
ম,	গচ্ছেয্যাসি, গচ্ছে	গচ্ছেয্যাথ
উ.	গচ্ছেয্যামি, গচ্ছে	গচ্ছেয্যাম

এইরূপ গমেয্য গমে. গমেয্যুং ; ইত্যাদি। [১]

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছেথ	গচ্ছেরং
ম.	গচ্ছেথো	গচ্ছেয্যাবহো
উ.	গচ্ছেয্যং, গচ্ছে	গচ্ছেয্যামেহা

ইত্যাদি। [২]

১১০। √ঠা (স্থা)

তিট্ঠেয্য, তিট্ঠেয্যুং ; ইত্যাদি। ঠেয্য, ঠেয্যুং ; ইত্যাদি।

১১১। √দা

	এক.	বহু,
প্র.	দদেয্য, দদে [৩]	দদেয্যুং
ম.	দদেয্যাসি	দদেয্যাথ
উ.	দদেয্যামি	দদেয্যাম

এইরূপ দেয্য, দেয্যুং ; ইত্যাদি। দজ্জ আদেশ হইলে—

	এক.	বহু.
প্র.	দজ্জেয্য. দজ্জে	দজ্জেয্যুং

১। কখন কখন (প্রয়োগানুসারে) পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক-বচনে এয্য স্থানে উং হয় ; এবং তদনুসারে গচ্ছুং, গমুং প্রভৃতি পদও হইয়া থাকে। ম. সি. ১৮১ পৃ.।

২। √বদ প্রভৃতি ধাতুর রূপও এই প্রকার। কিন্তু বদ ধাতুর প্র. বহু. বজ্জু (অথবা বজ্জুং), এবং ম. এক. বজ্জাসি ও বজ্জেসি পদও দৃষ্ট হয়।

৩। ক্বচিৎ দে পদও দেখা যায়।

	এক.	বহু.
ম.	দজ্জেয্যাসি	দজ্জেয্যাথ
উ.	দজ্জেয্যামি	দজ্জেয্যাম

প্র. এক. দজ্জা (দদ্যাৎ), বহু. দজ্জুং (দদ্যুঃ), এবং উ. এক. দজ্জং (দদ্যাম্) পদও হইয়া থাকে।

আত্মনেপদে দদেথ. দদেরং ; ইত্যাদি।[১] দ্বিত্ব না হইলে দেয্য, দেযযুং ; দেয্যাসি, ইত্যাদি।

১১২। √ধা, দধেয্য. দধে, ইত্যাদি ; অপি-উপসর্গপূর্ব্বক পিদহেয্য, পিদহে, ইত্যাদি।

১১৩। √হু, জুহেয্য জুহে, জুহেযযুং ; ইত্যাদি।

১১৪। √হা, জহেয্য জহে, জহেযযুং ; ইত্যাদি।

১১৫। √অস (অদাদি)

	এক.	বহু.
প্র.	অস্স. সিয়া	অস্সু, সিযুং
ম.	অস্স	অস্সথ
উ.	অস্সং	অস্সাম

১১৬। √ব্রূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রূবেয্য, ব্রূবে	ব্রূবেযযুং
ম.	ব্রূবেয্যাসি	ব্রূবেয্যাথ
উ.	ব্রূবেয্যামি	ব্রূবেয্যাম

অত্মেনেপদে ব্রূবেথ ইত্যাদি।

১। প্রয়োগানুসারে কখন কখন আত্মনেপদে মধ্যম পুরুষের একবচনে এথো বিভক্তি স্থানে বিকল্পে এথ হয়। তদনুসারে দদেথো, দদেথ এই উভয় পদই হইয়া থাকে।

১১৭। √তন, তনেয্য তনে, তনেয্যুং ; ইত্যাদি।

১১৮। √কর (কৃ)

কর ধাতুর কয়েক প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যথা—

পরস্মৈ.

(ক)

	এক.	বহু.
প্র.	করেয্য, করে	করেয্যুং
ম.	করেয্যাসি	করেয্যাথ
উ.	করেয্যামি	করেয্যাম

(খ)

প্র.	কযিরা	কযিরুং
ম.	কযিরাসি	কযিরাথ
উ.	কযিরামি	কযিরাম

(গ)

প্র.	কুব্বেয্য, কুব্বে	কুব্বেয্যুং [১]
ম.	কুব্বেয্যাসি	কুব্বেথ
উ.	কুব্বেয্যং	কুব্বেয্যাম

আত্মনে.

	এক	বহু.
প্র.	কুব্বেথ, কযিরাথ	কুব্বেরং

১। করেয্যুং, কযিরুং ও কুব্বেয্যুং এই তিন স্থানে Charles Duroselle যথাক্রমে করেয্যং, কযিরং ও কুব্বেয্যং পাঠ করিয়াছেন। ইনি বলেন (খ) প্রণালীর রূপে মধ্যম ও উত্তম পুরুষের একবচনেও কযিরা পদ হয়।

	এক.	বহু.
ম.	কুব্বেথো	কুব্বেয্যবেহা
উ.	কুব্বে, করে	করেয্যামেহ
	করেয্যং	কুব্বেয্যামেহ

১১৯। √কী (ক্রী), কিণেয্য কিণে, কিণেয্যুং; ইত্যাদি।

১২০। √গহ (গ্রহ), গণ্হেয্য গণ্হে, গণ্হেয্যুং; ইত্যাদি।

১২১। √ঞা (জ্ঞা), জানেয্য, জানেয্যুং; ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন প্র. এক. জানিযা, জঞ্ঞা ও জানেয্যাতি, এবং উ. এক. জানেমু পদও হয়।

১২২। √ছিদ, ছিন্দেয্য ছিন্দে, ছিন্দেয্যুং; ইত্যাদি।

১২৩। √যা, প্র. এক. যাযেয্যা; √নহা (স্না), প্র. এক. নহাযেয্য। নি+√বা, প্র. এক. নিব্বাযেয্য (লক্ষণীয় — পরিনিব্বাযে); ইত্যাদি।

পরোক্খা (পরোক্ষা)

লিট্

১২৪। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	অ	উ	ত্থ	রে
ম.	এ	ত্থ	ত্থো	ব্হো
উ.	অং	ম্হ	ই	ম্হে

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পালিতে লিট্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত

অল্প। এজন্য মূল পালি ব্যাকরণের ন্যায় আমরাও প্রয়োগানু-সারে [১] কয়েকটি মাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শন করিব।

১২৫। এই লকারের মোটামুটি নিয়ম সংস্কৃতেরই ন্যায়, যথা—জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় ধাতুর দ্বিত্ব; পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব; পূর্ব্ববর্ত্তী কবর্গ স্থানে যথাক্রমে চবর্গ, ও বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম, ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ, এবং হ স্থানে জ হয়। ব্যঞ্জনাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর ইকার আগম হয়।

১২৬। √ ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	বভূব	বভূবু
ম.	বভূবে	বভূবিত্থ
উ.	বভূব	বভূবিম্হ

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	বভূবিত্থ	বভূবিরে
ম.	বভূবিত্থো	বভূবিহ্বো
উ.	বভূবি	বভূবিম্হে

১২৭। √ পচ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	পপচ	পপচু
ম.	পপচে	পপচিত্থ
উ.	পপচ	পপচিম্হ

১। মহারূপসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—লিট্ ও লঙের রূপ প্রয়োগানু-সারে করিতে হইবে—"পরোক্খাহীযত্তনীসু পুন রূপানি সব্বথ পযোগমনুগম্ম পযোজেতব্বানি"—ম. সি. ১৬০ পৃ.।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	পপচিথ	পপচিরে
ম.	পপচিত্থো	পপচিব্হো
উ.	পপচি	পপচিম্হে

১২৮। √গম

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	জগম, জগাম [১]	জগমু
ম.	জগমে	জগমিত্থ
উ.	জগম	জগমিম্হ

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	জগমিথ	জগমিরে
ম.	জগমিত্থো	জগমিব্হো
উ.	জগমি	জগমিম্হে

১২৯। ব্রূ ধাতুর প্র. এক. আহ, এবং বহু. আহু, ও আহংসু পদ হয়। [২]

১। কখন কখন উপান্ত অকারের বৃদ্ধি হয়। ম. সি. ১৮৪ পৃ. ৪৫১ সূ.।

২। দ্রষ্টব্য— ৪. § ৩২; ম. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ সূ.; ২০০ পৃ. ৪৮৮ সূ.।

ভবিস্সন্তী (ভবিষ্যন্তী)

লৃট্

১৩০। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	স্সতি	স্সন্তি	স্সতে	স্সন্তে
ম.	স্সসি	স্সথ	স্সসে	স্সব্হে
উ.	স্সামি	স্সাম	স্সং	স্সাম্হে

১৩১। লৃট্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায়ই ইকার আগম হয়

১৩২। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবিস্সতি	ভবিস্সন্তি
ম.	ভবিস্সসি	ভবিস্সথ
উ.	ভবিস্সামি	ভবিস্সাম

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবিস্সতে	ভবিস্সন্তে
ম.	ভবিস্সসে	ভবিস্সব্হে
উ.	ভবিস্সং	ভবিস্সাম্হে

১৩৩। √ভূ স্থানে হূ আদেশ হইলে নিম্নলিখিত রূপগুলি [১] হইয়া থাকে—

১। হূ এর উকার স্থানে বিকল্পে এ, এহ ও ওহ আদেশ হয়, এবং তাহা হইলে বিভক্তির স্স অংশের বিকল্পে লোপ হয়।

(ক)

	এক.	বহু.
প্র.	হেতি	হেন্তি
ম.	হেসি	হেথ
উ.	হেমি	হেম

(খ)

	এক.	বহু.
প্র.	হেস্সতি	হেস্সন্তি
ম.	হেস্সসি	হেস্সথ
উ.	হেস্সামি[১]	হেস্সাম

(গ)

	এক.	বহু.
প্র.	হেহিতি	হেহিন্তি
ম.	হেহিসি	হেহিথ
উ.	হেহামি	হেহাম

(ঘ)

	এক.	বহু.
প্র.	হেহিস্সতি	হেহিস্সন্তি
ম.	হেহিস্সসি	হেহিস্সথ
উ.	হেহিস্সামি	হেহিস্সাম

(ঙ)

	এক.	বহু.
প্র.	হোহিতি	হোহিন্তি
ম.	হোহিসি	হোহিথ
উ.	হোহামি	হোহাম

(চ)

	এক.	বহু.
প্র.	হোহিস্সতি	হোহিস্সন্তি
ম.	হোহিস্সসি	হোহিস্সথ
উ.	হোহিস্সামি	হোহিস্সাম[২]

১। আত্মনেপদে হেস্সং হয়।

২। কেহ কেহ বলেন—উ. এক. হেআমি ও হোষামি এবং বহু. হেআম ও হোআম পদও হয়—F. F.। আবার প্র. এক. হেত্তিতি ও হোত্তিতি পদও হইয়া থাকে।—C. D.

১৩৪। √দিস (দৃশ্)

দক্খিতি	দক্খিন্তি
দক্খিস্সতি	দক্খিস্সন্তি [১]
দক্খতি	দক্খন্তি [২]
পস্সিস্সতি	পস্সিস্সন্তি

১৩৫। √সক সক্খিস্সতি, সক্খিস্সন্তি, আত্মনে. সক্খিতে, সক্খিন্তে।

১৩৬।	√বচ,	বক্খতি	বক্খন্তি। [৩]
১৩৭।	√মুচ,	মোক্খতি	মোক্খন্তি।
১৩৮।	√ভুজ,	ভোক্খতি	ভোক্খন্তি।
১৩৯।	√বস,	বচ্ছতি	বচ্ছন্তি। [৪]
১৪০।	√রুদ,	রুচ্ছতি	রুচ্ছন্তি ; [৪]
		রোদিস্সতি	রোদিস্সন্তি।
১৪১।	√লভ,	লচ্ছতি	লচ্ছন্তি ; [৫]
		লভিস্সতি,	লভিস্সন্তি।
১৪২।	√গম,	গচ্ছিস্সতি	গচ্ছিস্সন্তি ;
		গমিস্সতি	গমিস্সন্তি।
১৪৩।	√ছিদ,	ছেচ্ছতি	ছেচ্ছন্তি ;
		ছিন্দিস্সতি	ছিন্দিস্সন্তি।
১৪৪।	√রুধ,	রুন্ধিস্সতি	রুন্ধিস্সন্তি।

১। দ্রঃ—৪.§§২১, ২৯।

২। এতাদৃশ স্থলে সংস্কৃত রূপ ও সাধারণকল্পের নিয়ম চিন্তনীয় ; ক্ষ=ক্খ, ১.§২১ ; কচিৎ প্র. এক. দিচ্ছতি পদ দৃষ্ট হয়।

৩। লক্ষণীয়—আত্মনে. উ. এক. পবক্খিস্সং ; তুলঃ—দক্খিস্সতি।

৪। এখানে গুণ ও ই-আগম হয় নাই ; স্য=চ্ছ, ১.§৩৫।

৫। সং. লপ্স্যতে, প্স=চ্ছ, ১.§৪৭।

১৪৫।	√জন,	জাযিস্সতি	জাযিস্সন্তি ;[১]
		জনিস্সতি	জনিস্সন্তি।
১৪৬।	√ঞা (জ্ঞা),	ঞস্সতি	ঞস্সন্তি ;
		জানিস্সতি	জানিস্সন্তি।[২]
১৪৭।	√জি,	জেস্সতি	জেস্সন্তি ;
		জিনিস্সতি	জিনিস্সন্তি।[৩]
১৪৮।	√কী (ক্রী),	কেস্সতি	কেস্সন্তি ;
		কিণিস্সতি	কিণিস্সন্তি।[৪]
১৪৯।	√সু (শ্রু),	সোস্সতি	সোস্সন্তি।[৫]
		সুণিস্সতি	সুণিস্সন্তি।[৬]
১৫০।	√গহ (গ্রহ),	গণ্হিস্সন্তি	গণ্হিস্সন্তি ;[৭]
		গহিস্সতি	গহিস্সন্তি ;
		গহেস্সতি	গহেস্সন্তি।[৮]
১৫১।	√দা,	দস্সতি	দস্সন্তি ;
		দদিস্সতি	দদিস্সন্তি ;
		দজ্জিস্সতি	দজ্জিস্সন্তি।[৯]

১। ৪.§৬১।

২। ৪.§৮২।

৩। ৪.§২৬।

৪। ৪.§৭৮

৫। আত্মনে. উ. এক. সুস্সং পদ দেখা যায়।

৬। ৪.§৭২। এইরূপ—পহিনিস্সতি, (প্র + √হি); পাপুনিস্সতি, (প্র + আপ্); পজহিস্সতি, (প্র + √হা); পরিদধস্সতি, (পরি + √ধা); দ্রষ্টব্য—৪.§১৫২।

৭। ৪.§৮৩।

৮। এস্থানে ইকার একার হইয়াছে ; দ্রঃ—পরিদহেস্সতি, ৪.§১৫২।

৯। ৪.§৮৯।

১৫২। √ধা, ধস্সতি।

অপি-পূর্ব্বক পিদহিস্সতি. পরি-পুর্ব্বক √পরিদহেস্সতি। [১]

১৫৩। √ই (গতি), এস্সতি এস্সন্তি। [২]

১৫৪। √জর (জৃ), জীরিস্সতি জীরিস্সন্তি।

১৫৫। √মর, মরিস্সতি মরিস্সন্তি।

১৫৬। √কর (কৃ) করিস্সতি করিস্সন্তি।

ইহা ভিন্ন এই ধাতুর নিম্নলিখিত পদসমূহ দৃষ্ট হয় –

	এক.	বহু.
প্র.	কাহতি	কাহন্তি
ম.	কাহসি	কাহথ
উ.	কাহামি	কাহাম

ইকার-আগম পক্ষে—কাহিতি, কাহিন্তি।

১৫৭। √নহ (স্না), নহায়িস্সতি। পরি+নি+√বা, পরিনিব্বায়িস্সতি ; কিন্তু আত্মনে. উ. এক. পরিনিব্বিস্সং। [৩]

১। ম. সি. ২০৩ পৃ. ৪৯৪ সূ.।

২। প্র. এক. এহিতি পদও দেখা যায়। আবার আত্মনে. উ. এক. এসং (এস্সং হইতে) পদও হয়।

৩। "হঞ্চেম মণিনো আভং"- এখানে হন ধাতুর উ. বহু. হঞ্চেম (হনিস্সাম) পদ দেখা যায়।

কখন কখন অতীত কাল অর্থেও ভবিস্সন্তী প্রযুক্ত হয়, যথা—সন্ধাবিস্সং, "অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।" বৈয়াকরণগণ বলেন—

"অতীতেঽপি ভবিস্সন্তী তক্কালবচনিচ্ছয়ং।
অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সন্তি-আদিসু॥"

দ্রঃ—৪.§১৭৬, টীকা।

কালাতিপত্তি (কালাতিপত্তিঃ)

লৃঙ্

১৫৮। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	স্সা	স্সংসু	স্সথ	স্সিংসু
ম.	স্সে	স্সথ	স্সসে	স্সব্হে
উ.	স্সং	স্সম্হা	স্সং	স্সাম্হসে

১৫৯। কখন কখন পরস্মৈপদে প্র. এক. স্সা ও ম. এক. স্সে স্থানে স্স, ১ এবং উ. বহু. স্সম্হা স্থানে স্সম্হ হয়।

১৬০। লৃঙ্ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে অকার আগম হয়, কিন্তু কখন কখন ঐ অকারের লোপ হইয়া যায়। অপর সমস্ত কার্য্য লৃট্ লকারের ন্যায়।

১৬১। √ভূ

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্র.	অভবিস্সা, অভবিস্স	অভবিস্সংসু
ম.	অভবিস্সে, অভবিস্স	অভবিস্সথ
উ.	অভবিস্সং	অভবিস্সম্হা, অভবিস্সম্হ

অকারের লোপ হইলে ভবিস্স, ভবিস্সংসু ; ইত্যাদি

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্র.	অভবিস্সথ	অভবিস্সিংসু
ম	অভবিস্সসে	অভবিস্সব্হে
উ.	অভবিস্সং	অভবিস্সাম্হসে

১। তুলঃ সংস্কৃত রূপ।

১৬২। √গম

	এক.	বহু.
প্র.	অগচ্ছিস্সা, অগচ্ছিস্স	অগচ্ছিস্সংস্মু
ম.	অগচ্ছিস্সে, অগচ্ছিস্স	অগচ্ছিস্সথ
উ.	অগচ্ছিস্সং	অগচ্ছিস্সম্হা

অন্যান্য ধাতুর রূপও এই প্রকার।

হীয়ত্তনী (হ্যস্তনী)

লঙ্[১]

১৬৩। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	আ	উ	ত্থ	ত্থুং
ম.	ও	ত্থ	সে	বহ্বং
উ.	অ	ম্হা	ইং	ম্হসে

১৬৪। লঙের পরস্মৈপদে কখন কখন প্র. এক. আ স্থানে অ, বহু. উ স্থানে উ ও উং; ম. এক. ও স্থানে অ; এবং উ. এক. অ স্থানে অং হয়। অতএব পরস্মৈপদের বিভক্তি-গুলিকে এইরূপে লিখিতে পারা যায়—

১। অতীতকাল বুঝাইতে পালিতে অধিকাংশ স্থলেই বক্ষ্যমাণ অজ্জতনী বা লুঙ্ প্রযুক্ত হয়, লঙ্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। দাঠাবংস নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৬৯ শ্লোকের মধ্যে কেবল দুই স্থানে (৪৫ ও ৫৫ শ্লোকে) লঙের প্রয়োগ দেখিয়াছি, অন্যত্র অতীত কাল বুঝাইতে লুঙ্ প্রযুক্ত হইয়াছে।

	এক.	বহু.
প্র.	আ, অ	উ, উ, উং
ম.	ও, অ	ত্থ
উ.	অ, অং	ম্হা

আত্মনেপদে কখন কখন প্র. এক. ত্থ স্থানে থ আদেশও হইয়া থাকে।[১]

১৬৫। লঙ্ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে অকার আগম হয়। এই অকার পদ্যে ছন্দের অনুরোধে কখন কখন লুপ্ত হইয়া থাকে।[২]

১৬৬। √ভূ

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	অভবা	অভবূ	অভবত্থ	অভবত্থুং
ম.	অভবো	অভবত্থ	অভবসে	অভবব্হং
উ.	অভব, অভবং	অভবম্হা	অভবিং	অভবম্হসে

১৬৭। ভূ ধাতু স্থানে হূ হইলে—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	অহুবা	অহুবূ, অহুবু	অহুবত্থ	অহুবত্থুং
ম.	অহুবো	অহুবত্থ	অহুবসে	অহুবব্হং
উ.	অহুবং	অহুবম্হা	অহুবিং	অহুবম্হসে

১। যথা— "সা গন্ত্বাসন্নমরণং সামণেরমবোচথ"; "দিব্বদেহো আদস্সথ"; এইরূপ খীযথ, অজাযথ।

২। তুলনীয় সংস্কৃত প্রয়োগ—"সুগ্রীবায় চ তৎ সর্ব্বং শংসদ্ রামো দৃঢ়ব্রতঃ"—রামায়ণ, বাল. ১.৫৬। ৪.§§১৬০, ১৭৮।

১৬৮। √ পচ

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	অপচা	অপচূ	অপচত্থ	অপচত্থুং
ম.	অপচো	অপচত্থ	অপচসে	অপচব্হং
উ.	অপচ অপচং	অপচম্হা	অপচিং	অপচম্হসে

১৬৯। √ গম

	এক.	বহু.
পরস্মৈ.	অগচ্ছা	অগচ্ছু
	অগমা	অগমু
আত্মনে.	অগচ্ছত্থ	অগচ্ছত্থুং
	অগমত্থ	অগমত্থুং

১৭০। √ দিস (দৃশ্), প্র. এক. অদ্দসা, অথবা অদিস্সা ; উ. এক অদ্দস, অদ্দসং ; ইত্যাদি। [১]

১৭১। √ বচ

	এক.	বহু.
প্র.	অবচা, অবচ	অবচু, অবচুং
ম.	অবচো, অবচ	অবচুত্থ
উ.	অবচং, অবচ	অবচম্হা [২]

১৭২। √ ব্রূ, অব্রূবা, অব্রূবু।

১। কখন কখন উ. এক. অদ্দসামি পদও দৃষ্ট হয়—E. M.

২। আত্মনেপদে প্র. এক. অবচথ, অবোচথ এই উভয় পদই হইয়া থাকে ; ৪.§১৬৪, টীকা ; ম. সি. ১৯১ পৃ. ৪৯৩ সূ.।

১৭৩। √ কর (কৃ)

	এক.	বহু.
প্র.	অকরা, অকা	অকরু
ম.	অকরো	অকরোত্থ, অকত্থ
উ.	অকরং, অকং	অকরম্হা, অকম্হ

আত্মনে. প্র. এক, অকরত্থ ; উ. এক, অকরিং, বহু. অকরম্হসে।

১৭৪। √ দা

	এক.	বহু.
প্র.	অদদা	অদদু
ম.	অদদো	অদদিত্থ
উ.	অদদং	অদদম্হা

বিকল্পে প্র. এক. অদা, বহু. অদুং ; ইত্যাদি। আত্মনে. প্র. এক. অদদত্থ, উ. বহু. অদদম্হসে।

অজ্জতনী (অদ্যতনী)

লুঙ্

১৭৫। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	ঈ	উং	আ	উ
ম.	ও	ত্থ	সে	বহং
উ.	ইং	ম্হা	অ	ম্হে

১৭৬। পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে ঈ স্থানে কখন কখন ই হয়।

"সব্বতো উং ইংসু" (ক. বৃ. ৩. ৪. ২৩) এই সূত্রানুসারে সর্ব্বত্রই প্রথম পুরুষের বহুবচনে উং স্থানে বিকল্পে ইংসু আদেশ হয় ; কিন্তু পালি পুস্তকসমূহে ইংসু ও ইসুং এই উভয় রূপই দেখা যায়।

মধ্যম পুরুষের একবচনে ও স্থানে কখন কখন ই, এবং উত্তম পুরুষের বহুবচনে মহা স্থানে কখন কখন মহ হয়।

১৭৭। অতএব পরস্মৈপদের বিভক্তিগুলি বস্তুত এইরূপ দাঁড়ায়—

	এক.	বহু.
প্র.	ঈ, ই	উং. ইংসু, ইসুং [1]
ম.	ও, ই	ত্থ
উ.	ইং [2]	মহা, মহ

১৭৮। আত্মনেপদে প্রথম পুরুষের একবচনে কখন কখন আ স্থানে ইত্থ, এবং উত্তম পুরুষের একবচনে অ স্থানে কখন কখন অং হয়। অতএব আত্মনেপদের বিভক্তিগুলি এইরূপ—

	এক.	বহু.
প্র.	আ, ইত্থ	উ
ম.	সে	ব্‌হ
উ.	অ, অং	মেহ

১। প্র. এক. অ, এবং বহু উ ও অংসু বিভক্তিও দেখা যায়। দ্রষ্টব্য বচ ধাতুর রূপ ৪.§১৯৪; দা ধাতুর রূপ ৪.§১৯৮; ঠা ধাতুর রূপ, ৪.§২০০; কর ধাতুর রূপ, ৪ §২০৮।

২। পদ্যে কখন কখন লুঙ্ লকারের উত্তম পুরুষের একবচনে ইং স্থানে ইসং ও ইস্সং দেখা যায় ; যথা—গচ্ছিস্সং, বন্দিস্সং, পচ্চবেক্খিস্সং, সন্ধাবিস্সং ইত্যাদি। দ্রঃ ৪.§১৫৭, টীকা।

১৭৯। ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে লুঙ্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায় ইকার আগম হয়।

১৮০। লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্ব্বে বিকল্পে অকার আগম হয়।[১]

১৮১। পরস্মৈপদে কখন কখন স্বরান্ত ধাতুর পর নিম্ন-লিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লুঙের পদ পাওয়া যায়,—[২]

	এক.	বহু.
প্র.	সি	সুং
ম.	সি	সিত্থ
উ.	সিং	সিম্হা, সিম্হ

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরও সময়ে সময়ে এই সকল বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

১৮২। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	অভবী, অভবি	অভবুং, অভবিংসু
ম.	অভবো, অভবি	অভবিত্থ
উ.	অভবিং	অভবিম্হা, অভবিম্হ

১। দ্রঃ ৪.§§১৬০, ১৬৫!

২। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিভক্তির পূর্ব্বে স্ আগম হয়; ব্যঞ্জনাদি বিভক্তিতে এই স্ ইকারের পূর্ব্বে আগম হইয়া থাকে। ম. সি. ১৯৬ পৃ. ৪৭৪ সূ.।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	অভবা, অভবিত্থ	অভবূ
ম.	অভবিসে	অভবিব্হে
উ.	অভব, অভবং	অভবিম্হে

অকার আগম না হইলে প্র. এক. ভবী, ভবি, বহু. ভবুং, ভবিংসু ; ইত্যাদি। সর্ব্বত্র এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১৮৩। ভু স্থানে হু আদেশ হইলে এই প্রকার রূপ হয়—

	এক.	বহু.
প্র.	অহোসি, অহু[১]	অহেসুং, অহবুং
ম.	অহোসি	অহোসিত্থ
উ.	অহোসিং, অহুং	অহোসিম্হ, অহুম্হ

১৮৪। √ পচ

	এক.	বহু.
প্র.	অপচী, অপচি	অপচুং, অপচিংসু
ম.	অপচো, অপচি	অপচিত্থ
উ.	অপচিং	অপচিম্হা, অপচিম্হ

১৮৫। √ গম

(ক)

	এক.	বহু.
প্র.	অগচ্ছি	অগচ্ছুং, অগচ্ছিংসু
ম.	অগচ্ছো, অগচ্ছি	অগচ্ছিত্থ
উ.	অগচ্ছিং	অগচ্ছিম্হা, অগচ্ছিম্হ

১। অহু পদও হয় ; অহু + এব = অহুদেব, ২.§১৯।

(খ)

	এক.	বহু.
প্র.	অগমী. অগমি অগমাসি	অগমু', অগমিংসু অগমিসুং [১]
ম.	অগমো. অগমি	অগমিত্থ, অগমুত্থ
উ.	অগমিং	অগমিম্হা, অগমিম্হ অগমুম্হ

(গ)

	এক.	বহু.
প্র.	অগঞ্ছি	অগঞ্ছুং, অগঞ্ছিংসু
ম.	অগঞ্ছো, [২] অগঞ্ছি	অগঞ্ছিত্থ
উ.	অগঞ্ছিং	অগঞ্ছিম্হা, অগঞ্ছিম্হ

(ঘ)

লুঙ্ লকারে গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গা আদেশ হয়,[৩] এবং তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	অগা	অগুং
ম.	অগা	অগুত্থ

১। অগমংসু পদও ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

২। মহারূপসিদ্ধিতে অগঞ্ছা লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ না পাওয়ায় উচিত বোধে অগঞ্ছো পদই লিখিত হইল। Frank Furterও ইহাই দিয়াছেন।

৩। তুল.—সংস্কৃত √ই (বস্তুত √গা), অগাং ইত্যাদি।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
উ.	অগং	অগুম্হে [১]

১৮৬। √ লভ, ইহার পরবর্ত্তী প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তি স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে ত্থ ও ত্থং হয়। যথা—

	এক.	বহু.
প্র.	অলত্থ, অলভি	অলভিংসু, অলভিসুং
ম.	অলভি [২]	অলভিত্থ
উ.	অলত্থং, অলভিং	অলভিম্হা

১৮৭। √ দিস (দৃশ্)

	এক.	বহু.
প্র.	অপস্সী, অপস্সি	অপস্সিংসু
ম.	অপস্সি	অপস্সিত্থ
উ.	অপস্সিং	অপস্সিম্হ

এইরূপ প্র. এক. অদ্দক্খি বহু. অদ্দক্খিংসু, অদ্দক্খুং

" " অদ্দক্খাসি " অদ্দক্খাসুং

" " অদ্দসাসি " অদ্দসংসু, অদ্দসুং [৩]

১৮৮। √সক (শক্), অসক্খি অসক্খিংসু

১। Frank Furier উ. বহু. অগুম্হ পদ দিয়াছেন, ইহা পরস্মৈপদের।

২। অলত্থ পদও হয়, E. M, F F.; কিন্তু কাত্যায়নবৃত্তি ও মহারূপসিদ্ধিতে তাহার কোন সূচনা পাওয়া যায় না।

৩। আবার অদ্দসং পদও দেখা যায়, ম. সি.।

১৮৯। √কুস (ক্রুশ্), অক্কোসি অক্কোসিংসু
অক্কোচ্ছি অক্কোচ্ছিংসু। [১]

১৯০। √গহ (গ্রহ্), অগণ্হি অগণ্হিংসু;
অগ্গহি অগ্গহিংসু;
অগ্গহেসি অগ্গহেসুং।

১৯১। √রুধ্, অরুন্ধি অরুন্ধিংসু।

১৯২। √ছিদ্, অচ্ছিন্দি অচ্ছিন্দিংসু। [২]

১৯৩। নি+√সদ, নিসীদি নিসীদিংসু, নিসীদিসুং।

১৯৪। √ভাস (ভাষ), অভাসি অভাসিসুং।

১৯৫। √ অস (অদাদি) [৩]

	এক.	বহু.
প্র.	আসি	আসুং, আসিংসু [৪]

১। এ সম্বন্ধে কচ্চায়ন-লিখিত সূত্রটি এই—"কুসরুহীছি" ৩.৪.২৭। কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে (১৯২ পৃ. ৪৬৫ সূ.) কুস (কুশ্) স্থানে কুধ (ক্রুধ্) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ভ্রম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কেন না, কুস ধাতুর রূপপ্রসঙ্গে ঐ সূত্র সেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ধম্মপদের "অক্কোচ্ছি মং" এই প্রসিদ্ধ উদাহরণটি লিখিত হইয়াছে, এবং বিকল্পে অক্কোসি পদও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্চায়ন ব্যাকরণেও মহারূপসিদ্ধির ন্যায় ভ্রান্ত পাঠ ধৃত হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ঠিক পাঠই আছে। সম্ভবত এই ভ্রম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কুস অপেক্ষা কুধ হইতে অক্কোচ্ছি পদ হইলে সাধন সুসঙ্গত হয়। √ কুধ হইতে কুজ্ঝি পদ পাওয়া যায়।

২। আবার ছিজ্জি প্রভৃতিও হয়।

৩। চতুর্দশকার ভিন্ন অন্যত্র বিকল্পে ভূ ধাতুর রূপ হয়।

৪। মহারূপসিদ্ধিতে (১৯৯ পৃ. ৪৮৬ সূ.) আসু আছে, তুল.— √ বচ ধাতুর বহুবচনের রূপ, ৪.§১৯৬।

	এক.	বহু.
ম.	আসি	আসিত্থ
উ.	আসিং	আসিম্হ

১৯৬। √ বচ

	এক.	বহু.
প্র.	অবোচ [১]	অবোচুং, অবোচু [২]
ম.	অবোচো	অবোচুত্থ
উ.	অবোচিং	অবোচুম্হা

আত্মনেপদে অবচিত্থ ইত্যাদি।

১৯৭। √ ব্রূ, অব্রূবী, অব্রূবি অব্রূবুং।

১৯৮। √হন, অবধি অবধিংসু;
অহনি অহনিংসু।

১৯৯। √ হা, অজহাসি অজহিং, অজহাসুং;
অজহি অজহুং, অজহিংসু।

২০০। √ দা, অদদি অদদুং, অদদিংসু;
অদজ্জি অদজ্জিংসু;
অদাসি অদংসু। [৩]

২০১। √ ধা, অধাসি [৩] ইত্যাদি; উপসর্গপূর্ব্বক হইলে, যথা অপি উপসর্গ-পূর্ব্বক পিদহি, ইত্যাদি।

২০২। √ ঠা, অট্ঠাসি, অট্ঠংসু। [৪] উপসর্গ-পূর্ব্বক, সং-পূর্ব্বক সণ্ঠহি, সণ্ঠহিংসু; ইত্যাদি।

১। তুল.—সংস্কৃত অবোচৎ। উত্তম পুরুষের একবচনে সংস্কৃতের ন্যায় অবোচৎ পদও দেখা যায়—F. F.

২। ৪.§১৭৭, ১ম টীকা।

৩। ৪.§১৭৭, ১ম টীকা।

৪। মহারূপসিদ্ধিতে অদাসি আছে, ইহা মুদ্রণদোষ।

২০৩। √ পা, অপিবি, অপাসি।

২০৪। √ঞা (জ্ঞা), অঞ্ঞানি অঞ্ঞানিংসু; অঞ্ঞাসি অঞ্ঞাসুং।

২০৫। √ জি, অজিনি অজিনিংসু; অজেসি অজেসুং।

২০৬। √ হি, অহিণি, অহিণিংসু; প (প্র) পূর্ব্বক, পাহেসি, পাহেসুং।

২০৭। প+√আপ (প্রাপ্), পাপুণি, পাপুণিংসু।

২০৮। √ নী, অনয়ি অনয়িংসু।

২০৯। √ হু, অজুহি অজুহিংসু;[১] অজুহোসি অজুহোসুং।

২১০। √ কর (কৃ)

(ক)

	এক.	বহু.
প্র.	অকরি	অকরিংসু, অকংসু[২] অকরুং
ম.	অকরি	অকরিত্থ
উ.	অকরিং	অকরিম্হ

(খ)

প্র.	অকাসি	অকাসুং
ম.	অকা	অকাসিত্থ
উ.	অকাসিং	অকাসিম্হ

আত্মনেপদে অকাসিত্থ ইত্যাদি।

১। দ্রঃ—৪.§৮৭। ২। ৪.§১৭৭, প্রথম টীকা।

২১১। চুরাদি ও ণিজন্ত ধাতুর লুঙে রূপ করিতে হইলে অয় স্থানে এ করিয়া (১.§৫৭) লুঙের প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রকার (৪ §১৮১) বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

২১২। √ চুর

	এক.	বহু.
প্র.	অচোরেসি	অচোরেসুং
ম.	অচোরেসি	অচোরেসিথ
উ.	অচোরেসিং	অচোরেসিমহ

২১৩। √ মন্ত (মন্ত্র), অমন্তেসি অমন্তেসুং।

২১৪। উপ + √নম (ণিজন্ত), উপনামেসি, উপনামেসুং

ণিজন্ত

(কারিত)

২১৫। প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে ণিচ্ প্রত্যয় হয়, পালিতে তাহার স্থানে অয় ও আপয় প্রত্যয় [১] হইয়া থাকে, এবং এই প্রত্যয় হইলে যথাসম্ভব ধাতুর গুণ ও বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য কার্য্য সংস্কৃতের ন্যায়।

১। পালিব্যাকরণমতে এই প্রত্যয় দুইটি ণয় ও ণাপয়। পরবর্ত্তী (৪.§২১৭) রূপসাধনের জন্য বৈয়াকরণগণ ণে ও ণাপে নামে আরও দুইটি প্রত্যয় বিধান করেন। ক. বু. ৩.২.৭।

২১৬। √কর (কৃ)

(ক)

	এক.	বহু.
প্র.	কারয়তি	কারয়ন্তি
ম.	কারয়সি	কারয়থ
উ.	কারয়ামি	কারয়াম

(খ)

প্র.	কারাপয়তি	কারাপয়ন্তি
ম.	কারাপয়সি	কারাপয়থ
উ.	কারাপয়ামি	কারাপয়াম

২১৭। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পদান্তর্গত অয় স্থানে সময়ে সময়ে এ হয় (১.§২৬), তদনুসারে প্রত্যেক ধাতুরই ণিজন্তে আর দুই প্রকার রূপ হইবে। যথা কর ধাতুর—

(গ)

	এক.	বহু.
প্র.	কারেতি	কারেন্তি
ম.	কারেসি	কারেথ
উ.	কারেমি	কারেম

(ঘ)

	এক.	বহু.
প্র.	কারাপেতি	কারাপেন্তি
ম.	কারাপেসি	কারাপেথ
উ.	কারাপেমি	কারাপেম

অন্যান্য লকারেও যথাসম্ভব এই প্রকার রূপ হইবে।

২১৮। √ পচ, পাচয়তি, পাচেতি ; পাচাপয়তি. পাচাপেতি।

২১৯। √ গুহ,[1] গূহয়তি, গূহয়ন্তি।

২২০। √ দুস (দুষ্), দূসয়তি, দূসয়ন্তি।

২২১। √ হন. ঘাতয়তি, ঘাতেতি ; ঘাতাপয়তি, ঘাতাপেতি ; বধেতি, বধাপেতি।

২২২। √গম, গময়তি, গাময়তি, গামেতি ; গচ্ছাপয়তি, গচ্ছাপেতি।

২২৩। √ সম (শম), সময়তি, সমেতি।

২২৪। √ জন, জনয়তি, জনেতি।

২২৫। নি+ √যম, নিয়াময়তি নিয়ামেতি।

২২৬। √ ঘট, ঘটয়তি ; ঘটাপয়তি, ঘটাপেতি।

২২৭। √ বুধ. বোধয়তি, বোধেতি ; বুজ্ঝাপয়তি, বুজ্ঝাপেতি।

২২৮। √ গহ (গ্রহ), গাহয়তি. গাহেতি ; গাহাপয়তি, গাহাপেতি : গণ্হাপয়তি, গণ্হাপেতি।

২২৯। √হা, জহাপয়তি, জহাপেতি ; হাপয়তি, হাপেতি।

২৩০। √ দা, দাপয়তি, দাপেতি।

২৩১। অপি+ √ ধা, পিধাপয়তি, পিধাপেতি ; পিদহাপয়তি, পিদহাপেতি।

২৩২। √ হু, জুহাপয়তি, জুহাপেতি, জুহাবেতি।[2]

২৩৩। √ সু (শ্রু), সাবয়তি, সাবেতি।

২৩৪। √ জি, জয়াপয়তি, জয়াপেতি।

১। গুহ ও দুস ধাতুর উকার স্থানে ঊকার হয়।

২। ১.§৯০, খ।

২৩৫। √ চুর, চোরাপয়তি, চোরাপেতি।

২৩৬। √ চিন্ত, চিন্তাপয়তি, চিন্তাপেতি।

সনন্ত

২৩৭। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়, ও সাধারণত জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় কার্য হয়। সাধারণকল্পে যে সকল নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে পালিতে সনন্ত পদ নির্ণয় করা কঠিন নহে।

২৩৮।

	সংস্কৃত	পালি
√ ভুজ্,	বুভুক্ষতি	বুভুক্খতি
√ ঘস্ (অদ্),	জিঘত্সতি	জিঘচ্ছতি
√ শ্রু,	শুশ্রূষতি (তে)	সুস্সূসতি
√ পা,	পিপাসতি	পিবাসতি [১]
√ জি,	জিগীষতি	জিগিংসতি [২]
√ হৃ,	জিহীর্ষতি	জিগিংসতি

২৩৯। √ তিজ্, √ গুপ্, √ কিৎ, ও √ মান্ ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ প্রত্যয় হয়।

	সংস্কৃত	পালি
√ তিজ্	তিতিক্ষতি (তে)	তিতিক্খতি
√ গুপ্	জুগুপ্সতি (তে)	জিগুচ্ছতি

১। ১.§২০, খ।

২। জি ও হৃ বা হর ধাতু স্থানে পালিতে গি আদেশ হয়।

	সংস্কৃত	পালি
√ কিৎ	চিকিৎসতি	চিকিচ্ছতি
		তিকিচ্ছতি
√ মান্	মীমাংসতে	বীমংসতে

২৪০। সনন্ত ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিলে এইরূপ পদ হয়—

√ তিজ, তিতিক্ষয়তি ; তিতিক্ষাপয়তি।

√ কিৎ, তিকিচ্ছয়তি, তিকিচ্ছেতি ; তিকিচ্ছাপয়তি তিকিচ্ছাপেতি।

√ ভুজ্, বুভুক্ষয়তি ; বুভুক্ষাপয়তি।

যঙন্ত ও যুঙ্‌লুগন্ত

২৪১। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে যঙ্ ও যঙ্‌লুক্ হয়। পালিব্যাকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ[১] সূত্র দেখা না গেলেও তৎসদৃশ কয়েকটি প্রয়োগ দেখা যায় ;[২] নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারা ঐ সকল পদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। "কচাদিবগ্গানমেকস্সরাণং দ্বেভাবো ;" "নিগ্গহীতঞ্চ ;"—ক. বৃ. ৩.৩.১,৯।

২। কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় ইহারা পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থ প্রকাশ করে কি না, তাহা সেখানে উক্ত হয় নাই।

২৪২।

	পালি	সংস্কৃত
√ দল.[১]	দাদল্লতি	জাজ্বল্যতি (তে)
√ কম (√ক্রম্),	চঙ্কমতি	চঙ্ক্রমীতি
√ গম,	জঙ্গমতি	জঙ্গমীতি
√ চল,	চঞ্চলতি	চঞ্চলীতি
√ লপ্,	লালপ্পতি	লালপ্যতি (তে)
	লালপতি	লালপীতি[২]

নামধাতু

২৪৩। নামধাতু-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সমস্তই সংস্কৃতের ন্যায়।

২৪৪। আচরণ অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে উপমান পদের উত্তর আয় প্রত্যয় হয়। যথা—পব্বত, পব্বতায়তি; সমুদ্দ, সমুদ্দায়তি; চিচ্চিট, চিচ্চিটায়তি; ধূম, ধূমায়তি; ইত্যাদি।

২৪৫। আচরণ অর্থে কর্ম্মবাচক উপমান পদের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা—ছত্ত, ছত্তীয়তি; পুত্ত, পুত্তীয়তি; ইত্যাদি।[৩]

২৪৬। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা—অত্তনো পত্তমিচ্ছতি (আত্মনঃ পাত্রমিচ্ছতি) পত্তীয়তি; এইরূপ বত্থ (বস্ত্র), বত্থীয়তি; পরিক্খার (পরিষ্কার),

১। পালির √দল ধাতু সংস্কৃত √জ্বল ধাতুর রূপান্তর; জ=দ, ১.§৮২, খ; তুল.—১.§২২।

২। দ্রষ্টব্য—√কপ, কাকচ্ছতি; লক্ষণীয়—সাকচ্ছতি।

৩। ইহার ণিজন্ত করিলে পব্বতায়য়তি, পুত্তীয়য়তি, ইত্যাদি পদ হয়।

পরিক্খারীয়তি ; চীবর, চীবরীয়তি ; পট, পটীয়তি ; পুত্ত (পুত্র), পুত্তীয়তি ; ইত্যাদি।

২৪৭। করণ প্রভৃতি অর্থে, অর্থাৎ 'তাহা করে,' বা 'তাহা দ্বারা করে' ইত্যাদি অর্থে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতের ন্যায় অয় (বা ণিচ্) প্রত্যয় হয়, এবং যথাসম্ভব ণিজন্ত প্রকরণের কার্য্য হয়। যথা—দল্‌হং (দৃঢ়ং) করোতি দল্‌হয়তি ; এইরূপ পমাণ (প্রমাণ), পমাণয়তি ; চিত্ত, চিত্তয়তি ; হত্থিনা অতি-ক্কমতি (হস্তিনা অতিক্রামতি) অতিহত্থয়তি ; বীণায় (বীণয়া) উপগায়তি উপবীণয়তি, কুসলং পুচ্ছতি (কুশলং পৃচ্ছতি) কুসলয়তি ; আবার বিসুদ্ধা হোতি (বিশুদ্ধা ভবতি) বিসুদ্ধয়তি। এইরূপ যথাসম্ভব বহি (বহিঃ), বাহেতি ; বের (বৈর), বেরায়তি, থেন (স্তেন), থেনেতি [১] ইত্যাদি। [২]

কর্ম্ম ও ভাব বাচ্য

২৪৮। সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও ধাতুর উত্তর কর্ম্ম, ভাব, ও কর্ম্মকর্ত্তৃ বাচ্যে য প্রত্যয় হয়। [৩]

২৪৯। যকার বর্ণান্তরের সহিত যুক্ত হইলে কিরূপ

১। ১.§২৭।

২। দ্রষ্টব্য—পরিয়োসান, পরিয়োসানতি ; সারজ্জ, সারজ্জতি। আবার কখন কখন আর ও আল প্রত্যয়ও হয়, যথা—সত্তরারতি (সত্বরং করোতি), উপক্কমালতি (উপক্রমং করোতি) ; ক. বু. ৩.২.৮।

৩। কখন কখন কর্ত্তৃবাচ্যেও য প্রত্যয় দেখা যায়, যথা—"দূসিতো ...হয়ো...পোরাণং পকতিং হিত্বা তস্সেব অনুবিধীয়তি;" এইরূপ সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ;" "ততো চে উত্তরিং সাদিয়েয্য।"

পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সা ধা র ণ ক ল্পে উক্ত হইয়াছে ; তদ-নুসারে কর্ম্মাদি বাচ্যের পদনির্ণয় সহজ।

২৫০। কর্ম্ম ও ভাব বাচ্যে পালিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ উভয়ই প্রযুক্ত হয়। যথা—

পচ্যতে	পচ্চতে	পচ্চতি
বুধ্যতে	বুজ্ঝতে	বুজ্ঝতি
উচ্যতে	উচ্চতে	উচ্চতি
	বুচ্চতে	বুচ্চতি

২৫১। য প্রত্যয় হইলে সমস্ত ধাতুরই উত্তর বিকল্পে ইবর্ণ (অর্থাৎ ইকার বা ঈকার) আগম হয় ; যথা—

√ তুস (তুষ্)	তুস্সতে	তুসিয়তি
√ পুচ্ছ (প্রচ্ছ্),	পুচ্ছতে,	পুচ্ছিয়তি
√ দংস (দন্শ্)		দসিয়তি
√ ভঞ্জ,		ভঞ্জিয়তি
√ সুপ (স্বপ্),		সুপিয়তে
√ নন্দ,		নন্দিয়তে
√ মহ,		মহীয়তি
√ মথ,		মথীয়তি

২৫২। নিম্নলিখিত রূপগুলি দ্রষ্টব্য—

√ ই, ঈয়তে ; √হু, হূয়তে ; √নু, নূয়তে ; √সু, সূয়তে।

√ ভূ, ভূয়তে ; √ লূ, লূয়তে ; √ পূ, পূয়তে।

√ জন, জায়তে, জঞ্ঞতে ; √ তন, তায়তে, তঞ্ঞতে।

√ বহ, উয্হতে, বুল্হতি ; √ যজ, ইজ্জতে ; √ বচ, উচ্চতে, বুচ্চতে।

√ ইস (ইষ্), ইস্সতে, ইস্সতি, এসীয়তি, ইচ্ছীয়তি ;

√ দিস (দৃশ্). দিস্সতি, পস্সীয়তি, দক্খীয়তি ; √যম, যমীয়তি, যচ্ছীয়তি ; √ গম, গচ্ছীয়তি, গচ্ছীয়তে ; √ বদ, বজ্জীয়তি, বদীয়তি ; নি + √ সদ, নিসজ্জতে ।

√ দা, দীয়তে ; √ পা, পীয়তে ; √ ঠা (স্থা), ঠীয়তে ; √ মা, মীয়তে ; √ হা, হীয়তে ; √ ধা, ধীয়তে ।

√ কর (কৃ), করীয়তি, করিয্যতি, করিয্যতে, কয়িরতি, কয্যতি ; √ জর (জৃ), জীরীয়তি, জিয্যতি ।

√ চুর, চোরিয়তি ; √ চিন্ত, চিন্তিয়তি ; √ভূ+ণিচ্, ভাবীয়তি ।

২৫৩। অন্যান্য লকারে যথাসম্ভব বিভক্তি যোগ করিলেই রূপ পাওয়া যাইবে। বাহুল্যভয়ে কেবল পচ ধাতুর সমস্ত লকারের সংক্ষিপ্ত রূপ উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

√ পচ

প্রথম পুরুষ

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
লট্	পচ্চতি	পচ্চন্তি	পচ্চতে	পচ্চন্তে
বিধিলিঙ্	পচ্চে পচ্চেয্য	পচ্চেয্যুং	পচ্চেথ	পচ্চেরং
লোট্	পচ্চতু	পচ্চন্তু	পচ্চতং	পচ্চন্তং
লঙ্	অপচ্চা	অপচ্চু	অপচ্চথ অপচ্চথ	অপচ্চথুং,
লিট্	পপচ্চ	পপচ্চু	পপচ্চিথ	পপচ্চিরে
লৃট্	পচ্চিস্সতি	পচ্চিস্সন্তি	পচ্চিস্সতে	পচ্চিস্সন্তে

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
লৃঙ্	অপচ্চিস্সা অপচ্চিস্স	অপচ্চিস্সংসু	অপচ্চিস্সথ	অপচ্চিস্সিংসু
লুঙ্	অপচ্চি পচ্চি	অপচ্চিংসু পচ্চিংসু	অপচ্চিত্থ পচ্চিত্থ	অপচ্চূ পচ্চূ

২৫৪ আর্দ্ধধাতুকে কখন কখন য প্রত্যয়ের লোপ হয় ; যথা—√ পচ, লৃট্, পচ্চিস্সতে, পচিস্সতে।

২৫৫। √ ভূ+ণিচ্

প্রথম পুরুষ

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
লট্	ভাবীয়তি	ভাবীয়ন্তি	ভাবীয়তে	ভাবীয়ন্তে
বিধি	ভাবীয়েয্য	ভাবীয়েয্যুং	ভাবীয়েথ	ভাবীয়েরং
লোট্	ভাবীয়তু	ভাবীয়ন্তু	ভাবীয়তং	ভাবীয়ন্তং
লঙ্	অভাবীয়া	অভাবীয়ূ	অভাবীয়থ	অভাবীয়থুং
লৃট্	ভাবীয়িস্সতি	ভাবীয়িস্সন্তি	ভাবীয়িস্সতে	ভাবীয়িস্সন্তে
লৃঙ্	অভাবীয়িস্সা	অভাবীয়িস্সংসু	অভাবীয়িস্সথ	অভাবীয়িস্সিংসু
লুঙ্	অভাবীয়ি	অভাবীয়িংসু	অভাবীয়িত্থ	অভাবীয়ূ

সঙ্কীর্ণকল্প

অব্যয়

উপসর্গ

১। সংস্কৃতের স্থায় পালিতেও উপসর্গ কুড়িটি। ধাতু প্রভৃতির সহিত সংযোগে উপসর্গসমূহের যাদৃশ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সা ধা র ণ ক ল্প আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট জানা যাইবে। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র পদ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

প (প্র), প্রবলঃ = পবলো ; অপ্রহৃষ্টঃ = অপ্পহুট্ঠো। [১]

পরা, পরাজিতঃ = পরাজিতো ; পরাক্রমঃ = পরক্কমো। [২]

অপ, অপমানঃ = অপমানো ; অপেতঃ = অপেতো।

সং, সমাসঃ = সমাসো ; সন্ধিঃ = সন্ধি।

অব, অবস্থা = অবত্থা ; অবশেষঃ = অবসেসো ; অবতরণং = ওতরণং ; অববাদঃ = ওবাদো। [৩] ব্যবহরতি = বোহরতি; ব্যবচ্ছিদ্যতে = বোচ্ছিজ্জতে। অধি-উপসর্গের সহিত অধ্যবকাশঃ = অজ্ঝোকাসো ; অধ্যবগাঢ়ঃ = অজ্ঝোগাঢ়ো।

অনু, অনুমতঃ = অনুমতো ; অনুপঘাতঃ = অনুপঘাতো ; অন্বেতি = অন্বেতি।

নি, নিবন্ধঃ = নিবন্ধো ; নিচিতঃ = নিচিতো ; নিধনং = নিধনং।

নি ও নী (নির্), নির্গতঃ = নিগ্গতো ; নির্ঝরঃ = নিজ্ঝরো ; নির্হরণং = নীহরণং ; নির্হারঃ = নীহারো। [৪]

১। ১.§§১৫,১৬। ২। ১.§১১। ৩। ১.§৫৭।
৪। ১.§§১২, ১৪।

দু (দুর্), দুর্গমং = দুগ্গমং ; দুর্হারঃ = দূহারঃ। [১]

অভি, অভ্যাগমনং = অব্ভাগমনং ; অভ্যন্তরং = অব্ভন্তরং। [২]

বি, বিবর্ত্তঃ = বিবট্টো ; বিচিত্রং = বিচিত্তং ; ব্যতি-হারঃ = বীতিহারো ; ব্যতিক্রমঃ = বীতিক্কমো ; ব্যতিপততি = বীতিপততি। [৩] অব উপসর্গ পরে থাকিলে ব্যবহারঃ = বোহারো [৪]।

অধি, অধিশীলঃ = অধিসীলো ; অধ্যায়ঃ = অজ্ঝায়ো ; অধ্যাত্মং = অজ্ঝত্তং ॥ [৫]

সু, সুহিতঃ = সুহিতো ; সুজাতঃ = সুজাতো।

উ (উদ্), উগ্গচ্ছতি = উদগচ্ছতি ; উৎপন্নঃ = উপ্পন্নো। [৬]

অতি, অতীতঃ = অতীতো ; অত্যন্তং = অচ্চন্তং। [৭]

পতি ও পটি (প্রতি), প্রতিষ্ঠা = পতিট্ঠা ; প্রতিরূপং = পটিরূপং ; প্রতিপত্তিঃ = পটিপত্তি ; প্রত্যেকং = পচ্চেকং ; প্রতিভানং = পটিভানং ; প্রতিবদ্ধঃ = পটিবদ্ধো। [৮]

পরি, পরিবৃতঃ = পরিবুতো ; পর্যাদানং = পরিযাদানং ; পর্যুপাসতি (স্তে) = পয়িরুপাসতি। [৯]

অপি, অপিধানং।

উপ, উপসর্গঃ = উপসগ্গো, উপেক্ষা = উপেক্খা।

১। ৯ম পৃ. (৪র্থ) টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ১.§২৬।

৩। ১.§§৬০-৬১।

৪। ১.§৫৭।

৫। ১.§২৫

৬। ১.§§৩০-৩১ ; § ২৩ টীকা।

৭। ১.§২২।

৮। ১.§§১৫, ১৬, ২২, ৮৫ (ক)

৯। ১§১৯ ; ৬ষ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য।

আ (আঙ্), আবাসঃ = আবাসো ; আক্রোশঃ = অক্কোসো ; আজ্ঞাতঃ = অঞ্ঞাতো । [১]

"ধাত্বত্থং বাধতে কোচি কোচি তমনুবত্ততে ।
তমেবঞ্ঞে বিসেসেন্তি উপসগ্গগতী তিধা ॥"

সর্ব্বনামঘটিত অব্যয়

২। নিম্নলিখিত পদগুলি তত্তৎ সর্ব্বনাম হইতে সপ্তম্যর্থে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—

কিং, কুহিং, কুহিঞ্চনং, কুহং, কহং, ক, কুত্র, কুত্থ, কত্থ, কিস্মিচি।

ত (তদ্),	তহিং, তহং, তত্র, তত্থ ।
য (যদ্),	যহিং, যত্র, যত্থ ।
ইম (ইদম্),	ইহ, ইধ ।
এত (এতদ্),	অত্র, অত্থ, এত্থ ।
সব্ব (সর্ব),	সব্বত্র, সব্বত্থ, সব্বধি ।
পর,	পরত্র, পরত্থ ।

অঞ্ঞ (অন্য) প্রভৃতি অপরাপর সর্ব্বনাম শব্দেরও উত্তর সপ্তম্যর্থে ত্র ও ত্থ প্রত্যয় হয় ; যথা—অঞ্ঞত্র, অঞ্ঞত্থ ; ইতরত্র, ইতরত্থ ; অমুত্র, অমুত্থ ইত্যাদি।

৩। পঞ্চমী ও কখন কখন তৃতীয়া ও সপ্তমী প্রভৃতি বিভক্তির অর্থে সমস্ত শব্দেরই উত্তর তো (তস্) প্রত্যয় হয় ; যথা—কিং, কুতো ; ত, ততো ; য, যতো ; ইম, ইতো ; এত, অতো ; সব্ব, সব্বতো ; পুরিস, পুরিসতো ; ইত্থী, ইত্থিতো ; ভিক্খুনী, ভিক্খুনিতো । [২]

১। ১.§১১।

২। তো প্রত্যয় হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়।

৪। তত্তৎ শব্দ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি কাল-অর্থে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ঃ—

কিং, কদা, কুদাচনং।

ত, তদা, তদানি, তরহি।

য, যদা।

সব্ব, সদা, সব্বদা।

ইম, অধুনা ইদানি, এতরহি।

অঞ্ঞ, অঞ্ঞদা।

এক, একদা।

৫। তত্তৎ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন নিম্নলিখিত পদগুলি প্রকার-অর্থ প্রকাশ করে—ত, তথা, তথত্ত; য, যথা, যথত্তা; ইম, ইত্থং; সব্ব, সব্বথা, সব্বথত্তা; [১] অঞ্ঞ, অঞ্ঞথা।

বিভক্ত্যর্থ-প্রকাশক

৬। প্রথমার্থে [২] অত্থি, সক্কা (শক্যং) লব্ভা (লভ্যং)।

৭। সম্বোধনার্থে—শ্রমণগণের সম্বোধনে আবুসো;

১। "সব্বনামেহি পকারবচনে তু থা" (ক. বৃ. ২ ৮ ৫৫) এই সূত্রের বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকারবচনার্থে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর থা প্রত্যয়ের ন্যায় থত্তা প্রত্যয়ও হয় (—"তু-সদ্দগ্গহণং কিমত্থং? থত্তা-পচ্চয়ো চ ভবতি।" এই নিয়মে তথত্তা, যথত্তা ইত্যাদি পদ হয়। বস্তুতঃ সংস্কৃতের যথাত্বাত্, তথাত্বাত্, সর্বথাত্বাত্, ইত্যাদি শব্দ হইতেই ঐ সকল পদ হইয়াছে। এই জন্যই অভিধানপ্রদীপিকায় (১১৫২) "যথত্তং তু যথাযথং" উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য Childers.

২। অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তির অর্থের সহিত ইহাদের অন্বয় হয়।

হীনব্যক্তির সম্বোধনে রে, অরে, হরে; দাসী প্রভৃতির সম্বোধনে জে।

৮। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার অর্থে দিবা, ভিয্যো (ভূয়ঃ), নমো।

৯। তৃতীয়ার্থে সয়ং (স্বয়ং), সামং,[১] সং (স্বং), সমং, সম্মা (সম্যক্)।

১০। সপ্তম্যর্থে সমন্তা, সামন্তা, সমন্ততো (সমন্তাত্); পরিতো (পরিতঃ), অভিতো (অভিতঃ), একজ্ঝং (ঐকধ্যং, = একত্র), একমন্তং (একান্তে), হেট্ঠা (অধস্তাত্), উপরি, তিরিযং (তির্যক্),[২] সম্মুখা (সম্মুখং), পরম্মুখা (পরাঙ্মুখং), আবি (আবিঃ, = প্রকাশঃ), রহো (রহঃ), তিরো (তিরঃ), অন্তো (অন্তঃ), অজ্ঝত্তং (অধ্যাত্মং), বহিদ্ধা (বহির্ধা), বাহিরা-বাহিরং (বহিঃ, বাহ্যং), ওরং (অবরং, অস্মিন্ পক্ষ ইত্যর্থঃ), পারং (পরস্মিন্ পক্ষ ইত্যর্থঃ), আরা-আরকা (আরাত্, দূরে) পচ্ছা (পশ্চাত্), হুরং (পরত্র), পুরে (পুরঃ), পেচ্চ (প্রেত্য, পরলোকে)।

১১। কালবাচী সপ্তম্যর্থে সম্পতি (সম্প্রতি), আযতি (ভবিষ্যৎকালে), অজ্জ (অদ্য), অপরজ্জু (অপরেদ্যুঃ), পরজ্জু (পরেদ্যুঃ), সুবে-স্বে (শ্বঃ), উত্তরসুবে (উত্তরশ্বঃ) হিয্যো (হ্যঃ), পরে, সজ্জু (সদ্যঃ), সাযং, পাতো (প্রাতঃ), কালং কল্লং (কল্যং), দিবা, রত্তং (রাত্রং = রাত্রৌ), নিচ্চং (নিত্যং), সততং, অভিণ্হং-অভিক্খণং (অভীক্ষ্ণং), মুহুং (মুহুঃ), মুহুত্তং (মুহূর্ত্তং), ভূতপুব্বং (ভূতপূর্বং), পুরা, ইত্যাদি।

১। ইহারও অর্থ 'স্বয়ং'।

২। কিন্তু "তিরিয়ন্তি সমন্ততো"—মহারূপসিদ্ধিটীকা, p. 47.

১২। অন্যান্য অব্যয়[১]

অব্যয়	অর্থ
অঙ্গ	সম্বোধন
অঞ্ঞদত্থু	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
অত্থং	অস্তং, অদর্শন
অত্থি	অস্তি
অত্থু	অস্তু
অদ্ধা	একাংশ, একান্ত
অপ্পেব	অপ্যেবং, সংশয়
অপ্পেবনাম	অপ্যেবং নাম, সংশয়
অসকং	অসকৃৎ
অস্সু	পদপূরণ
আম	হাঁ, সম্মতি, স্বীকার
ইঙ্ঘ	প্রেরণা, প্রবর্ত্তনা
ঈসং	ঈষত্, অল্প, মন্দ
ঈসকং	" " "
উদ	উত, বিকল্প, অপি-অর্থক
উদাহু	উতাহো, বিকল্প
এত্তাবতা	এতাবতা, পরিচ্ছেদ, পরিমাণ
এনং	এতত্
ওপায়িকং	সম্মতি, স্বীকার
কচ্চি	কচ্চিৎ, স্বাভিপ্রায়প্রকাশ
কিংনং	কিং তৎ

১। চ, নু, হি, প্রভৃতি সুপরিচিত যে অব্যয়গুলি সর্ব্বদা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয় এখানে বাহুল্য-বিবেচনায় সঙ্কলিত হইল না।

অব্যয়	অর্থ
কিংসু	কিংস্বিত্, প্রশ্ন
কিঞ্চি	কিঞ্চিৎ
কিত্তাবতা	কিয়তা, পরিচ্ছেদ, কি-পরিমাণ
কির	কিল
কীব	কিয়ত্
চরহি	তর্হি [?], পদপূরণ
খো	খলু
চে	চেত্
তং	তত্
তগ্ঘ	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
তথরিব	তথেব
তাবতা	পরিচ্ছেদ, তৎপরিমাণ
তুণ্হ্	তুষ্ণী
নং	তত্
নূন	নূনং
পগে	প্রগে, প্রভাত
পচ্ছা	পশ্চাত্
পটিরূপং	প্রতিরূপং, ভাল, সম্মতি
পন	পুনঃ
পরসবে [১]	পরশ্বঃ
পসয্হ	প্রসহ্য
পুথু	পৃথক্. পৃথগ্ভাব
পুনপ্পুনং	পুনঃ পুনঃ

১। Tha Do Oung পলসবে পদ দিয়াছেন।

অব্যয়	অর্থ
পুরত্থা	পুরস্তাত্
ৰলবং	ৰলবত্
মনং	মনাক্, অল্প
মুসা	মৃষা
যং	যত্
যগ্যে	পদপূরণ
যথরিব	যথেব
যাবতা	যৎপরিমাণ
লহুং, বা লহু	শীঘ্র, সম্মতি, নিশ্চয়
বত	বত, হর্ষ, দুঃখ
বিয	উপমা, ইব
বিসুং	অসংঘাত, পৃথগ্ভাব
বে	বৈ
সচে	তচ্চেত্, চেত্
সচ্ছি	সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ
সদ্ধং	শ্রাদ্ধং, শ্রদ্ধাযুক্ত, আনুকূল্য
সদ্ধিং	সার্দ্ধং, সহ
সনিকং	শনকৈঃ, শনৈঃ
সম্মা	সম্যক্, প্রশংসা
সসক্কং	একাংশ, নিশ্চয়
সহসা, সাহসা	হঠাৎ, অতর্কিত
সামি	অর্দ্ধ
সাহু	সাধু
সুদং	পদপূরণে
সুবত্থি	স্বস্তি, মঙ্গল

অব্যয়	অর্থ
স্সুবে	শ্বঃ
সেয্যথাপি	তদ্যথাপি
সেয্যথীদং	তদ্যথেদং
হ	পদপূরণ
হবে	হ বৈ, একাংশ, নিশ্চয়

কৃদন্ত

অন্ত (শতৃ), আন ও মান (শানচ্), স্সন্ত (স্যতৃ)

১৩। সংস্কৃতের শতৃ প্রত্যয়-স্থলে পালিতে অন্ত, শানচ্ প্রত্যয়-স্থলে আন বা মান, এবং স্যতৃ প্রত্যয়-স্থলে স্সং বা স্সন্ত প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে শতৃ ও স্যতৃ পরস্মৈপদীয়, ও শানচ্ আত্মনেপদীয় ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পালিতে তাহার নিয়ম নাই, নির্ব্বিশেষে উভয় ধাতুরই উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[১]

১। "বত্তমানে মানন্তা" (ক. ব. ৪. ২. ১৬; ম. সি. ২৬১ পৃ. ৬০৬ সূ.)—এই সূত্রানুসারে বর্ত্তমান কালে মান ও অন্ত প্রত্যয় হয়। আবার "সেসে স্সন্ত মানানা" (ক. বু. ৪. ৬. ৩২.; ম. সি. ২৬৫ পৃ. ৬৩৪ সূ.)—এই সূত্রানুসারে ভবিষ্যৎ কালে স্সং, অন্ত, মান ও আন প্রত্যয় হয়। অন্ত প্রত্যয়ের উকারের লোপ হইয়া যায়, অন্ত মাত্র থাকে। অতএব অন্ত ও পূর্ব্বসূত্রোক্ত অন্ত বস্তুত একই দাঁড়ায়। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অন্ত, মান, আন ও স্সং এই চারিটি প্রত্যয় ভবিষ্যৎকালে, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ত ও মান বর্ত্তমান কালেও প্রযুক্ত হয়। আন প্রত্যয় যে বর্ত্তমানে প্রযুক্ত হয় তাহা ইহা হইতে পাওয়া গেল না। বুদ্ধপ্রিয় বলেন "সেসে স্সংন্ত মানানা" এই সূত্রে স্সং ও অন্ত এই দুইটি প্রত্যয় নহে, কিন্তু স্সন্ত নামে একটি মাত্র প্রত্যয়। ("অথবা...স্সন্ত ইতি একোব পচ্চয়ো দট্ঠব্বো"—ম, সি. ২৬৬ পৃ. ৬৩৪ সূ.)। ইহাই ঠিক।

১৪। অন্ত ও স্সং বা স্সন্ত[১] প্রত্যয়ান্ত শব্দের গচ্ছন্ত (৩.§৬৭) শব্দের ন্যায়, এবং আন ও মান প্রত্যয়ান্ত শব্দের বুদ্ধ (৩.§৪) শব্দের ন্যায় রূপ।

১৫। √গম+অন্ত, গচ্ছং, গচ্ছন্তো; + মান, গচ্ছমানো;[২] +স্সন্ত, গমিস্সং।

√কর+অন্ত, কুব্বন্তো, করোন্তো; +মান, কুরুমানো;+ আন, করানো; + স্সন্ত, করিস্সং।

√ভুঞ্জ+অন্ত, ভুঞ্জন্তো; +মান, ভুঞ্জমানো; + আন ভুঞ্জানো;+স্সন্ত, ভুঞ্জিস্সং।

√খাদ+অন্তো, খাদন্তো; +মান, খাদমানো; +আন, খাদানো; +স্সন্ত, খাদিস্সং।

√চর+অন্ত, চরন্তো; + মান, চরমানো; + আন, চরানো; + স্সন্ত, চরিস্সং।

√অস (অদাদি) +মান=সমানো; √সুস (শুষ্) +মান=সুস্সমানো।

১৬। অন্ত বা অন্ত ও স্সন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে অন্ত প্রভৃতির নকারে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—গচ্ছতী, গচ্ছন্তী; করিস্সতী, করিস্সন্তী। ইহাদের রূপ ইত্থী শব্দের ন্যায় (৩.§৪৪)। আন ও মান প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় হয় ও কঞ্ঞা শব্দের ন্যায় (৩.§৩৩) রূপ; এবং ক্লীবলিঙ্গে চিত্ত শব্দের ন্যায় (৩.§৫৪) রূপ হইয়া থাকে।

১। স্সন্ত'র উকারের লোপ হইয়া যায়।

২। সংস্কৃতের ন্যায় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে য প্রত্যয়ের পরেও মান প্রত্যয় হয়; যথা—গম্যতীতি অর্থে গচ্ছিযমানো, গম্মমানো।

তাবী

১৭। কর্ত্তৃবাচ্যে অতীতকালে সমস্ত ধাতুরই উত্তর তাবী প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে ; যথা—ভুক্তবান্ এই অর্থে √ভুজ+তাবী=ভুক্তাবী ; হুতবান্ এই অর্থে √হু+তাবী=হুতাবী ; এইরূপ √বস+তাবী=বুসিতাবী।

১৮। তাবী ও বক্ষ্যমাণ আবী (৫.§২০) প্রত্যয়ান্ত পদসমূহের দণ্ডী শব্দের ন্যায় (৩.§৮৬) রূপ হয়।

১৯। তাবী ও বক্ষ্যমাণ (৫§২০) আবী প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় হয়। যথা—হুতাবী হুতাবিনী ; ভয়দস্সাবী ভযদস্সাবিনী। ইহাদের রূপ ইত্থী শব্দের ন্যায় (৩.§৪৪)। ঐ উভয় প্রত্যয়ান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে গামনী শব্দের ন্যায় (৩.§৫৮) রূপ হইয়া থাকে।

আবী

২০। শীল ও সাধুকারী এই অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর আবী প্রত্যয় হয়। আবী প্রত্যয় হইলে সকল কার্য্যই তাবী প্রত্যয়ের ন্যায় হয়। যথা—ভয়ং পস্সিতুং সীলং যস্স (ভয়ং দ্রষ্টুং শীলং যস্য), ভয়দস্সনে সাধুকারী (ভয়দর্শনে সাধুকারী) ইতি বা ভয়দস্সাবী।

উ

২১। কর্ত্তৃবাচ্যে শীলাদি-অর্থে উপপদপূর্ব্বক √গম ধাতু, উপপদ-পূর্ব্বক √বিদ (জ্ঞানার্থক) ধাতু, ও উপসর্গ বা অপর উপপদ-পূর্ব্বক √ঞা (জ্ঞা) ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়।[১] যথা

১। উ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্তস্বর ও গম ধাতুর মকারের লোপ হয়। তুল—অগ্রেগূঃ। "উঙ্ চ গম্যাদীনামিতি বক্তব্যম্"—বার্ত্তিক, পাণিনি, ৬.৪.৪০।

পারগূ (পারগ), লোকবিদূ (লোকবিদ্) বিঞ্ঞূ (বিজ্ঞ), সব্বঞ্ঞূ (সর্ব্বজ্ঞঃ)। ইহাদের রূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৩.§২৪)[১]

ত, তবন্তু, (ক্ত, ক্তবতু)

২২। সংস্কৃতের ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়স্থলে পালিতে যথাক্রমে ত ও তবন্তু প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় হইলে যথাসম্ভব ধাতুসমূহের তত্তৎ পরিবর্ত্তন ও সংস্কৃতের ন্যায় কার্য্য হয়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২৩। ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অকারান্ত শব্দের ন্যায়, এবং তবন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের গুণবন্তু (৩.§৬৫) শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

২৩। √হু+ত=হুতো; +তবন্তু=হুতবা।[২] √বচ+ত=বুত্তো, উত্তো; √বস+ত=উত্থো, বুত্থো, উসিতো, বুসিতো, বসিতো;[৩] √যজ+ত যিট্ঠো।

১। উ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়; এবং তাহা হইলে উ স্থানে উ হইয়া থাকে। যথা সব্বঞ্ঞূ, সব্বঞ্ঞুনী; লোকবিদূ লোকবিদুনী, ইত্যাদি। ইহাদের রূপ ইত্থী শব্দের ন্যায় (৩.§৪৪)।

২। তবন্তু-প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়, ও বিকল্পে ন্তু-এর নকারের, লোপ হয়; যথা—হুতবতী, হুতবন্তী।

৩। দ্রষ্টব্য—"বসতো উত্থ;" "বস্স বা বু;"ক. বু. (৪. ৩. ৪-৫; ম. সি. ২৪৭ পৃ. ৫৮৮-৩০০ সূ) "দসবলেন বসিতগন্ধকুটী;" "উসিতো ব্রহ্মচরিযং।" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ মহাশয়-সম্পাদিত কচ্চায়ন-পালিব্যাকরণে (p. 333) "বসতো উত্থ" এই সূত্রের উত্থ স্থানে উট্ঠ পাঠ ধরিয়া বুত্থো স্থানে বুট্ঠো, এবং "বসস বা বু" (p.334) সাহায্যে উট্ঠো পদ দেখান হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ও মহারূপ-সিদ্ধিতে উত্থ পাঠই আছে, এবং তদনুসারে ৪.৩.৪. সূত্রে বুত্থো পদ দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল প্রকাশিত ৪.৩.৫ সূত্রে "উট্ঠো বুট্ঠো বা"

√ভঞ্জ+ত = ভগ্গো ; √নত (নৃত্) + ত = নচ্চং [১], নট্টং ; √সুস (শুষ্)+ত = সুক্খং ; √বুধ (বুধ্) + ত = বুদ্ধো ; অপি + √নহ + ত = পিনদ্ধং ; √রুদ+ত = রোদিতং, রোণং, রুগ্নং ; [২] পরি+ √কত (কৃত্) +ত = পরিকত্তং । [৩]

√দা+ত = দত্তং, দিন্নং ; √ধা+ত = হিতং ধাতং ।

√মুহ+ত = মূল্হো ; √গুহ+ত = লোহো ; √বহ +ত = বুল্হো । [৪]

√আস+ত = আসীনো ; √চর+ত = চরিতো, চিণ্ণো ।

কৃত্য প্রত্যয়

২৫ । সংস্কৃতের কৃত্য-সঞ্জক প্রত্যয়গুলি [৫] কোন-না-কোন রূপে পালিতে প্রযুক্ত হয়, এবং কখনো কখনো তিঙন্তের চতুর্ল'কারের ন্যায় বিকরণ প্রত্যয়ও আগম হইয়া থাকে । সংস্কৃত পদসমূহ মনে করিলে পালির এই সকল

উদাহরণ লিখিত হইয়াছে । প্রয়োগে বুট্ঠো পদও পাওয়া যায় । দ্রষ্টব্য E. Millerএর Pali Grammar. পালিব্যাকরণে বস ধাতু তিনটি, যথা— √বস নিবাসে, √বস আচ্ছাদনে, ও √বস (বৃষ্) সেচনে । পূর্ব্বোক্ত রূপসমূহ নিবাস-অর্থক বস ধাতুর । আচ্ছাদন-অর্থক বস ধাতুর রূপ বত্থো (বস্তঃ) এবং সেচন-অর্থক বস (বৃষ) ধাতুর রূপ বট্ঠো (বৃষ্টঃ) । ম. সি. ২৯৩ সূ. ২৫২ পৃ. ।

১ । বস্তুত ইহা নৃত্য হইতে ।

২ । নকারান্তও দেখা যায়, যথা— রুন্নং ।

৩ । পরিকন্তং পদও আছে ।

৪ । সর্ব্বত্রই সংস্কৃত রূপের জন্য সা ধা র ণ ক ল্পে র নিয়ম স্মর্ত্তব্য ।

৫ । তব্ব, অনীয, য ।

পদ নিশ্চয় করা অতি সহজ। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি লক্ষণীয় :—

ভূ+তব্ব = ভবিতব্বং,+অনীয = ভবনীযং ; √সী (শী) +তব্ব = সয়িতব্বং,+অনীয = সযনীযং।

উ (উত্) + √পদ+তব্ব = উপ্পজ্জিতব্বং, + অনীয = উপ্পজ্জনীযং ; √বুধ+তব্ব = বুজ্ঝিতব্বং,+বুজ্ঝনীযং ; সু (শ্রু) +তব্বং = সুণিতব্বং, + অনীয = সবনীযং ; √গহ (গ্রহ) +তব্ব = গণ্হিতব্বং, অনীয = গণ্হনীযং ; প (প্র)+আপ+তব্বং = পত্তব্বং,+অনীয = পাপুণীযং, পাপণীযং।

√হর (হৃ)+য [1] = হারিযং ; [2] √কর (কৃ) +য = কারিযং ; √লভ+য = লব্ভং ; √সাস (শাস) + য = সিস্সো ; √ভূ+য = ভব্বং।

√দা+য = দেয্যং ;[3] √মা+য = মেয্যং,+তব্ব = মেতব্বং মাতব্বং, মিনিতব্বং ; √কর (কৃ) +য = কচ্চং (কৃত্যং) ; √ভর (ভৃ) +য = ভচ্চো (ভৃত্যঃ)।

২৬। কৃত্য প্রত্যয়ের মধ্যে পালিতে তেয্য নামক একটি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে ; যথা— √ঞা (জ্ঞা)+তেয্য = ঞাতেয্যং ; দিস্ (দৃশ) +তেয্য = দট্ঠেয্যং ; প (প্র) + √আপ+তেয্য = পত্তেয্যং।[4]

১। ণ্যত্।   ২। দ্রষ্টব্য সংস্কৃত রূপ হার্য ১.§১৯।

৩। সংস্কৃত দেয়ং ; দ্রষ্টব্য—১.§৫০। পালিব্যাকরণের মতে এতাদৃশ স্থানে এয্য প্রত্যয় হয়। লক্ষণীয়— √সক+এয্য = সক্কুণেয্যং।

৪। ক. বৃ. ৪. ১. ১৮ ; ম. সি. ২২৬ পৃ. ৫৩৮ সু.। কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্চায়ন ব্যাকরণে (p. 317, সু ১৩) তেয্য প্রত্যয় ধরিয়া সোতেয্যং, দিট্ঠেয্যং, ও পত্তেয্যং উদাহরণ দেওয়া

ত্বা, ত্বান, তূন (ক্ত্বা)

২৭। পূর্বকালের ক্রিয়া বুঝাইতে সংস্কৃতের ক্ত্বা প্রত্যয় স্থলে পালিতে ত্বা, ত্বান ও তূন প্রত্যয় হয়। ইহাদের মধ্যে তূন প্রত্যয়ের প্রয়োগ অল্প স্থানে হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

√কর (কৃ) + ত্বা = কত্বা, করিত্বা ; + ত্বান = কত্বান ; + তূন = কত্তূন। √গম + ত্বা = গন্ত্বা ; + ত্বান = গন্ত্বান ; + তূন = গন্তূন। √হন + ত্বা = হন্ত্বা ; + ত্বান = হন্ত্বান ; + তূন = হন্তূন।

√সু (শ্রু) + ত্বা = সুত্বা, সুণিত্বা ; √জি + ত্বা = জিত্বা, জেত্বা, জিনিত্বা ; প (প্র) + √আপ + ত্বা = পত্বা, পাপুণিত্বা ; √দিস (দৃশ্) + ত্বা = পস্সিত্বা ;[১] √হা + ত্বা = জহিত্বা, জহত্বা ; + ত্বান = জহিত্বান ; ছিদ + ত্বা = ছিত্বা, ছেত্বা, ছিন্দিত্বা ; √ভিদ + ত্বা = ভিজ্জিত্বা ; √দা + ত্বা = দত্বা, দদিত্বা।

য (ল্যপ্)

২৮। সংস্কৃতের ল্যপ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে য প্রত্যয় হয় ; কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গাদি থাকিবার বিশেষ নিয়ম নাই, উপসর্গ না থাকিলেও য প্রত্যয় হইতে পারে, এবং উপসর্গ থাকিলেও ত্বা প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—

হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ঞাতয্যং প্রভৃতিই আছে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ে (Part II, p. 48) ঞাতয্যং, দট্ঠয্যং, পত্তয্যং এই তিনটি পদই একত্র পাওয়া যায় ; আবার ঐ স্থানের ঞাতেয্যং, দটেঠয্যং, পত্তেয্যং পাঠ ও বালাবতারে (p. 61) তেয্য ও তয্য এই উভয় পাঠই দেখা যায়। তুল সোচেয্যং। Childers (E. Senart এর কচ্চায়নপ্পকরণ-অনুসারে, p. 476) পত্তেয্য পদ দিয়া প্রাপ্ত + এয এই ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন।

১। আবার দিস্বা ও দিস্বান পদও হইয়া থাকে।

√বন্দ+য়=বন্দিয়, অভি-পূর্ব্বক অভিবন্দিয়, +ত্বা= অভিবন্দিত্বা; উপ+√নী+য়=উপনীয়, +ত্বা=উপনেত্বা; নি+সি (শ্রি)+য়=নিস্সায়, +ত্বা=নিস্সিত্বা।

২৯। আকারান্ত ধাতুর পরবর্ত্তী য় প্রত্যয়ের কখন কখন লোপ হইয়া থাকে। যথা—অভি+√ঞা (জ্ঞা)+য়= অভিঞ্ঞা (অভিজ্ঞায়); অনুপা + √দা + য়=অনুপাদা (অনুপাদায়), পটিসং + √খা (খ্যা) + য় = পটিসংখা (প্রতিসংখ্যায়)।[১]

তুং, তবে ইত্যাদি

৩০। সংস্কৃতের তুম্ প্রত্যয়-স্থলে পালিতে তুং ও তবে[২] প্রত্যয় হয়। ইহার মধ্যে তবে প্রত্যয়ের প্রয়োগ অত্যল্প। যথা—

√কর+তুং=কত্তুং, কাতুং; মন+তুং=মন্তুং, মনিতুং; √হন+তুং=হন্তুং, হনিতুং।

√সু (শ্রু)+তুং=সোতুং, সুনিতুং; √জি+তুং=জেতুং, জিনিতুং; √ভুজ+তুং=ভোত্তুং, ভুঞ্জিতুং; প+√হা+তুং= পজহিতুং, পহাতুং; √ঞা (জ্ঞা)+তুং=ঞাতুং, জানিতুং; √গহ+তুং=গহেতুং, গণ্হিতুং।

√কর+তবে=কত্তবে, কাতবে; √নী+তবে=নেতবে; বিপ্প (বিপ্র)+√হা+তবে=বিপ্পহাতবে। নি+√ধা+ তবে=নিধাতবে।

১। লক্ষণীয়—অভিরুয্হিত্বা (অভিরুহ্য), ওগয্হিত্বা (অবগাহ্য) এস্থানে য ও ত্বা উভয় প্রত্যয়ই একসঙ্গে হইয়াছে। আবার সমুগ্গাহায (সমুদ্গৃহ্য), অনুবিচ্চ (অনুবিদ্য)।

২। বৈদিক সংস্কৃতে তবৈ, যথা—"সোমমিন্দ্রায় পাতবৈ;" অথবা তবেঙ্, "দশমে মাসি সূতবে;" পাণিনি ৩.৪.৯।

৩১। আবার কখন কখন তুম্‌-অর্থে তায়ে ও তুয়ে প্রত্যয় দেখা যায়। যথা—√দিস (দৃশ্‌) + তায়ে= দক্খিতায়ে;[১] √গণ+তুয়ে=গণেতুয়ে; √মর (মৃ) + তুয়ে=মরিতুয়ে।[২]

কারক[৩]

৩২। পালিতে সপ্তম্যর্থে কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—"একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি," একং সময়ং=একস্মিন্‌ সময়ে; "পুব্বণহসময়ং নিবাসেত্বা," পুব্বণহসময়ং=পূর্বাহ্নসময়ে; "একং অন্তং নিসিন্না খো তে ভিক্খু." একং অন্তং=একস্মিন্‌ অন্তে।

৩৩। কখনো কখনো সপ্তম্যর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—"তেন খো পন সময়েন ভগবা এতদবোচ," তেন সময়েন =তস্মিন্‌ সময়ে; "যেন ভগবা তেন্নুপসংকমিংসু," যেন তেন= যস্মিন্‌ তস্মিন্‌।

সমাস

৩৪। পালিতে কখন কখন সমাসে সন্ধি হয় না। যথা —"জ্বলিতপজ্জলিতমহা-অগ্গিক্খন্ধো;" "সনেগম-জনপদ-অমচ্চ

১। এইরূপ জগ্ঘিতায়ে (=হসিতুং)।

২। লক্ষণীয়— √ই হইতে এতসে। তুল:—সে, সেন্‌, অসে ইত্যাদি বৈদিক প্রত্যয়, পাণিনি, ৩.৪.৯।

৩। পালিতে কারক, সমাস, তদ্ধিত ও স্ত্রীপ্রত্যয়-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ঠিক সংস্কৃতের ন্যায়, এজন্য তৎসমুদয় উল্লেখ না করিয়া কেবল বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি লিখিত হইতেছে।

...পরিবুতো," "আবট্ট-উমিবেগজনিতং হলাহলসদ্দং ;" "ইতি-আদিসু পালিসু।"

৩৫। সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী আকারান্ত ও ঈকারান্ত শব্দের আকার ও ঈকার কোন কোন স্থানে হ্রস্ব হয়। যথা—বারাণসি-রঞ্ঞা, ইত্থি-ভাবো, কুটি-পুরিসো, দাসি-দাসা, ইত্থি-পুরিসা ; পরিস-গতো (পরিসা = পরিষত্), সঙ্খলিক-বন্ধনং (সঙ্খলিকা = শৃঙ্খলিকা) ; ইত্যাদি। অন্যত্র আবার হয় না ; যথা—মহীপালো, ভিক্খুনীসঙ্ঘো, থেরীগাথা, বেদনাভযা, সঞ্ঞাসঙ্খারবিঞ্ঞাণং, বিজ্জাসিপ্পং, ইত্যাদি। [১]

তদ্ধিত

ইম

৩৬। 'জাত' প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর ইম প্রত্যয় হয়। যথা—পচ্ছা জাতো (পশ্চাত্ জাতঃ) ইতি পচ্ছা + ইম = পচ্ছিমো ; এইরূপ অন্ত + ইম = অন্তিমো ; মজ্ঝ (মধ্য) + ইম = মজ্ঝিমো ; পুরা + ইম = পুরিমো ; উপরি + ইম = উপরিমো ; হেট্ঠা (অধস্তাত্) + ইম = হেট্ঠিমো ; গন্থ (গ্রন্থ) + ইম = গন্থিমো ; ইত্যাদি।

ঈয়

৩৭। 'তাহার এই স্থান' এই অর্থে ষষ্ঠ্যন্ত পদের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা—মদনস্স ঠানং (মদনস্য স্থানং) ইতি মদন + ঈয = মদনীযং : এইরূপ বন্ধন + ঈয = বন্ধনীযং ; মুচ্চনস্স (মোচনস্য) + ঈয় = মুচ্চনীযং ; উপাদান + ঈয = উপাদানীযং।

১। লক্ষণীয়—"সচ্চমনুগীতেন," এখানে ২.§১৮ অনুসারে মকার আগম হইয়াছে।

আয়িতত্ত

৩৮। উপমার্থে উপমাবাচী শব্দের উত্তর আযিতত্ত প্রত্যয় হয়। যথা—ধুবো বিয দিস্সতীতি (ধ্রুব ইব দৃশ্যত ইতি) ধুবাযিতত্তং; এইরূপ তিমির+আযিতত্ব= তিমিরাযিতত্তং। [১]

ল

৩৯। 'তন্নিশ্রিত' বা 'তাহা ইহার স্থান' এই অর্থে ল প্রত্যয় হয়, ও ঐ ল স্থানে ল্ল হইয়া থাকে। যথা— দুট্ঠুনিস্সিতং (দুষ্টুনিশ্রিতং), অথবা দুট্ঠুঠানং (দুষ্টুস্থানং) এই অর্থে দুট্ঠু+ল=দুট্ঠুল্লং; এই রূপ বেদনিস্সিতং অথবা বেদস্স ঠানং এই অর্থে বেদ+ল=বেদল্লং।

ত্তন

৪০। কখন কখন ভাবার্থে ত্তন প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—পুথুজ্জনস্স ভাবো (পৃথগ্‌জনস্য ভাবঃ) এই অর্থে পুথুজ্জন+ত্তন=পুথুজ্জনত্তনং; এইরূপ বেদনস্স ভাবো এই অর্থে বেদন+ত্তন=বেদনত্তনং।

ইস্সিক, ইয়

৪১। বিশেষ বা তারতম্য-অর্থে সংস্কৃতের ন্যায় তর, তম প্রভৃতি ভিন্ন পালিতে ইস্সিক প্রত্যয় অধিক হয়; এবং সংস্কৃতের ঈয়স্‌ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ইয় প্রত্যয় হইয়া

১। সংস্কৃতে ধ্রুবাযিতত্বং, তিমিরাযিতত্বং ইত্যাদি পদ আচারার্থে য প্রত্যয় করিয়া নিষ্ঠা ত ও তাহার পর ভাবে ত্ব প্রত্যয় করিলেই হইতে পারে।

থাকে।[১] যথা—পাপতরো, পাপতমো, পাপিস্সিকো, পাপিয়ো, পাপিট্ঠো ; পটুতরো, পটুতমো, পটিস্সিকো, পটিয়ো, পটিট্ঠো।

কৃত্বত্তুং

৪২। 'বার' অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর সংস্কৃতে কৃত্বসুচ্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ক্খত্তুং প্রত্যয় হয়। যথা—একক্খত্তুং, 'একবার'। এইরূপ দ্বিক্খত্তুং, তিক্খত্তুং, চতুক্খত্তুং ইত্যাদি।

স্ত্রীপ্রত্যয়[২]

৪৩। ভিক্খু প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয় ; যথা—ভিক্খু ভিক্খুনী, বন্ধু বন্ধুনী, পটু পটুনী, গহপতি গহপতানী।[৩]

৪৪। নিম্নপ্রদর্শিত শব্দগুলির উত্তর ঈ ও ইনী প্রত্যয় হইয়াছে যথা—যক্খ যক্খী, যক্খিনী ; নাগ নাগী, নাগিনী ; ব্যগ্ঘী মিগ মিগী, মিগিনী ; সীহ সীহী, সীহিনী ; বগ্ঘ ব্যগ্ঘী, ব্যগ্ঘিনী ; কাক কাকী, কাকিনী আবার মানুস মানুসা, মানুসী, মানুসিনী ; রাজ রাজিনী।

সম্পূর্ণ

১। ইস্সিক ও ইয় প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অকারান্ত ; স্ত্রীলিঙ্গে ইহাদের উত্তর আ প্রত্যয় হয়, যথা—পাপিস্সিকা, পাপিয়া।

২। দ্রষ্টব্য—৫.§§১৬, ১৯, ২১ টীকা, ৪১ টীকা।

৩। এখানে ইকার স্থানে আকার হইয়াছে।

পালিপাঠাবলী

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

পঠমো বগ্গো

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিয়ম্পি

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ততিয়ম্পি

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ইতি সরণগমনং।

২

আদিচ্চং পস্সতি। কণ্টকং মদ্দতি। বিসং গিলতি। ছত্তং করোতি। কট্ঠমঙ্গারং করোতি। সুবণ্ণং কেয়ূরং কটকং বা করোতি। দেবদত্তো নিবেসনং পবিসতি। গামং গচ্ছন্তো রুক্খমূলং উপগচ্ছতি। ব্রাহ্মণো যঞ্ঞদত্তং কমণ্ডলং যাচতে। সমিদ্ধং ধনং ভিক্খতে। সিস্সং ধম্মং বোধেতি আচরিয়ো। রুক্খং রুক্খং পতি বিজ্জু বিজ্জোততি। ভগবা ভিক্খূ এতদবোচ।

বাসিযা রুক্খং তচ্ছতি। দন্তেন বীহিং লুনাতি। অহিনা দট্ঠো নরো। বুদ্ধেন জিতো মারো। গরুলেন হতো নাগো। উপগুত্তেন বদ্ধো মারো।

৩

বুদ্ধস্স ধম্মস্স সঙ্ঘস্স চ সিলাঘতে। তিত্থিয়া সমণানং ইস্সযন্তি। দুজ্জনা গুণবন্তানং উস্সূয্যন্তি। ভিক্খুস্স ভুঞ্জানস্স পানিযেন বা বিধূপনেন বা উপতিট্ঠেয্য। সমিদ্ধানং পিহযন্তি দলিদ্দা। ক্যাহং অয্যানং অপরজ্ঝামি। ভগবতো পচ্চস্সোস্সুং তে ভিক্খূ। আরোচযামি বো ভিক্খবে আমন্তযামি বো ভিক্খবে পটিবেদযামি বো ভিক্খবে। আযস্মতো উপালিত্থেরস্স উপসম্পদাপেক্খো উপতিস্সো। ভগবতি ব্রহ্মচরিযং বসতি কুলপুত্তো। অঞ্ঞত্র সঙ্ঘসম্মুতিযা ভিক্খুস্স বিপ্পবত্থুং ন বট্টতি।

যথা নো ভগবা ব্যাকরেয্য, তথাপি তেসং ব্যাকরিস্সাম। বহূপকারা ভিক্খবে মাতাপিতরো পুত্তানং। খেত্তস্স পভু অযং গহপতি, অরঞ্ঞস্স অযং লুদ্দকো। হিমবন্তা পভবন্তি মহানদিযো। অচিরবতিযা পভবন্তি কুনদিয়ো। পাপা চিত্তং নিবারয়ে। জেতবনে অন্তরধায়তি ভগবা।

ইতো মধুরায় চতূসু যোজনেসু সঙ্কস্সনগরং অত্থি। তত্থ বহুজনা বসন্তি। ইতো ভিক্খবে একনবুতিকপ্পে বিপস্সী নাম সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উপ্পজ্জি। ইতো তিণ্ণং মাসানং অচ্চয়েন পরিনিব্বাযিস্সামি। ছন্নবুতীনং পাসণ্ডানং ধম্মানং পবরং যদিদং সুগতবিনয়ং।

অতীতে মগধরট্ঠে রাজগহনগরে একো মগধরাজা রজ্জং কারেসি।

তত্থ সুমেধো নাম ব্রাহ্মণো পটিবসতি। সো অঞ্ঞং কম্মং অকত্বা ব্রাহ্মণকপ্পমেব উগ্গহি।

তং পন ভিক্খুং সত্থা আমন্তেসি—পুব্বে পণ্ডিতা অনায়তনেপি বিরিযং অকংসু।

যো বো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো, সো বো মমচ্চয়েন সত্থা।

তুম্হেপি দানং দেথ, সীলং রক্খথ, ধম্মেন সমেন রজ্জং করোথ। রাজা তস্স সরীরকিচ্চং কারেত্বা অস্সারোহস্স মহন্তং যসং দত্বা, সত্ত রাজানো সকট্ঠানানি পেসেত্বা যথা-কমং গতো।

ন সক্কা খো পন ময়া একস্স মরণদুক্খং অঞ্ঞস্স উপরি পক্খিপিতুং।

অথ খো মিলিন্দো রাজা কতাবকাসো নিপচ্চ গুরুনো পাদে, সিরসি অঞ্জলিং কত্বা এতদবোচ—'ভন্তে নাগসেন, ইমে তিত্থিয়া এবং ভণন্তি।'

রাজা ধম্মদেসনং সুত্বা তুট্ঠমানসো বন্দিত্বা নিবেসন-মেব গতো। অন্তেবাসিকোপি আচরিয়ং বন্দিত্বা হিম-বন্তমেব গতো। বোধিসত্তো পন তত্থেব বিহরন্তো অপরি-হীনজ্ঝানো কালং কত্বা ব্রহ্মলোকে নিব্বত্তি।

অরহন্তং সম্মাসমবুদ্ধং বিজ্জাচরণসম্পন্নং সুগতং লোক-বিদুং অনুত্তরং পুরিসদম্মসারথিং সত্থারং দেবমনুস্সানং সিরসা নমামি।

৫

তাতা, অহং ইদানি মহল্লকো। তুমেহ ইমং গণং পরিহরথ। মনুস্সা সস্সখাদকানং মারণত্থায় তত্থ তত্থ ওপাতং খনন্তি, সূলানি রোপেন্তি, পাসাণযন্তানি সজ্জেন্তি, কূটপাসাদয়ো পাসে ওড্ডেন্তি। বহূ মিগা বিনাসং পাপুণন্তি। তুমেহ তুমহাকং মিগগণে গহেত্বা অরঞ্ঞে পব্বতপাদং পবিসিত্বা সস্সানং উদ্ধটকালে আগচ্ছেয্যাথ।

তেসং পন গমনমগ্গে মনুস্সা জানন্তি—ইমস্সিং কালে মিগা পব্বতং আরোহন্তি, ইমস্মিং কালে ওরোহন্তীতি। তে তত্থ তত্থ পটিচ্ছন্নট্ঠানে নিলীনা বহূ মিগে বিজ্ঝিত্বা মারেন্তি।

৬

এবং মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তেন খো পন সময়েন অঞ্ঞতরো ভিক্খু অহিনা দট্ঠো কালকতো হোতি। অথ খো সম্বহুলা ভিক্খূ যেন ভগবা তেনুপসংকমিংসু। উপসংকমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্না খো তে ভিক্খূ ভগবন্তং এতদবোচুং—ইধ ভন্তে, সাবত্থিযং অঞ্ঞতরো ভিক্খু অহিনা দট্ঠো কালকতোতি।

৭

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারযমানে বোধিসত্তো মিগযোনিযং পটিসন্ধিং গণ্হি। সো মাতু কুচ্ছিতো নিক্খন্তো সুবণ্ণবণ্ণো অহোসি। অক্খীনি চ-স্স মণিগুল-সদিসানি অহেসুং, সিঙ্গানি রজতবণ্ণানি, মুখং রত্তকম্বল-

পুঞ্জবণ্ণং, হত্থপাদপরিয়ন্তা লাখাপরিকম্মকতা বিয, বালধি চমরস্স বিয অহোসি ; সরীরং পন-স্স মহন্তং অস্সপোতকপ্পমাণং অহোসি। সো পঞ্চসতমিগপরিবারো অরঞ্ঞে বাসং কপ্পেসি নামেন নিগ্রোধমিগরাজা নাম।

৮

মহামিত্তত্থেরস্সাপি মাতু বিসগণ্ডরোগো উপ্পজ্জি। ধীতাপি-স্সা ভিক্খুনীসু পব্বজিতা হোতি। সা তং আহ—'আগচ্ছ অয্যে, ভাতু অন্তিকং গন্ত্বা মম অফাসুভাবং আরোচেত্বা ভেসজ্জং আহরা-তি।' সা গন্ত্বা আরোচেসি। থেরো—'নাহং মূলভেসজ্জাদীনি সংহরিত্বা ভেসজ্জং পচিতুং জানামি। অপি চ তে ভেসজ্জং আচিক্খিস্সং। অহং যতো পব্বজিতো, ন ময়া লোভসহগতেন চিত্তেন ইন্দ্রিয়ানি ভিন্দিত্বা বিসভাগরূপং আলোকিতপুব্বং,—ইমিনা সচ্চবচনেন মাতুয়া মে ফাসু হোতু। গচ্ছ, ইমং বত্বা উপাসিকায় সরীরং পরিমজ্জা-তি।' সা গন্ত্বা ইমমত্থং আরোচেত্বা তথা অকাসি। উপাসিকায় তং খণং যেব গণ্ডো ফেণপিণ্ডো বিয বিলীযিত্বা অন্তরধাযি।

৯

কুরণ্ডকলেণে কির সত্তন্নং বুদ্ধানং অভিনিক্খমণচিত্তকম্মং মনোরমং অহোসি। সমবহুলা ভিক্খূ সেনাসনচারিকং আহিণ্ডন্তা চিত্তকম্মং দিস্বা 'মনোরমং ভন্তে, চিত্তকম্মন্তি' আহংসু। থেরো আহ—'অতিরেকসট্ঠি মে আবুসো, বস্সানি লেণে বসন্তস্স। চিত্তকম্মং অত্থীতি-পি ন জানামি, অজ্জ-দানি চক্খুমন্তে নিস্সায় ঞাতন্তি।'

থেরেন কির এত্তকং অদ্ধানং বসন্তেন চক্খু উম্মীলেত্বা লেণং ন উল্লোকিতপুব্বং। লেণদ্বারে চ-স্স মহানাগরুক্খোপি অহোসি। সোপি থেরেন উদ্ধং ন উল্লোকিতপুব্বো। অনু-সংবচ্ছরং ভূমিযং কেসরনিপাতং দিস্বা-বেতস্স পুপ্ফিতভাবং জানাতি।

রাজা থেরস্স গুণসম্পত্তিং সুত্বা বন্দিতুকামো তিক্খত্তুং পেসেত্বা অনাগচ্ছন্তে থেরে তস্মিং গামে তরুণপুত্তানং ইত্থীনং থনে বন্ধাপেত্বা লঞ্ছাপেসি—তাব দারকা থঞ্ঞং মা লভিংসু, যাব থেরো আগচ্ছতীতি। থেরো দারকানং অনুকম্পায় মহাগামং অগমাসি। রাজা সুত্বা 'গচ্ছথ ভণে, থেরং পবেসযথ, সীলানি গণিহস্সামীতি' অন্তেপুরং অতিহরাপেত্বা, বন্দিত্বা ভোজেত্বা 'অজ্জ ভন্তে ওকাসো নত্থি, স্বে সীলানি গণিহ-স্সামীতি' থেরস্স পত্তং গহেত্বা, থোকং অনুগন্ত্বা দেবিযা সদ্ধিং বন্দিত্বা নিবত্তি। থেরো রাজা বা বন্দতু, দেবী বা, 'সুখী হোতু মহারাজা-তি' বদতি। এবং সত্ত দিবসা গতা। ভিক্খু আহংসু—'কিং ভন্তে, তুম্হে রঞ্ঞেপি বন্দমানে, দেবিযাপি বন্দমানায সুখী হোতু মহারাজা-তিচ্চেব বদথাতি?' থেরো 'নাহং আবুসো, রাজা-তি বা দেবীতি বা ব্যবত্থানং করোমীতি' বত্বা সত্তাহাতিক্কমে থেরস্স ইধ বাসো দুক্খোতি রঞ্ঞা বিসজ্জিতো কুরণ্ডকমহালেণং গন্ত্বা রত্তিভাগে চংকমং অভিরুহি। নাগরুক্খে অধিবত্থা দেবতা দণ্ডদীপিকং গহেত্বা অট্ঠাসি। অথ-স্স কম্মট্ঠানং অতিপরিসুদ্ধং পাকটং অহোসি। থেরো কিন্নু খো মে অজ্জ কম্মট্ঠানং অতিবিয পকাসতীতি অত্তমনো মজ্ঝিমযামসমনন্তরং সকলপব্বতং উন্নাদযন্তো অরহত্তং পাপুণি।

১০

যথা হি লোকে দুক্খস্স পটিপক্খভূতং সুখং নাম অত্থি, এবং ভবে সতি তপ্পটিপক্খেন বিভবেনাপি ভবিতব্বং। যথা চ উণ্হে সতি তস্স বূপসমভূতং সীতম্পি অত্থি, এবং রাগাদীনং বূপসমেন নিব্বাণেনাপি ভবিতব্বং। যথা পাপকস্স লামকস্স ধম্মস্স পটিপক্খভূতো কল্যাণো অনবজ্জধম্মোপি অত্থি যেব, এবমেব পাপিকায় জাতিয়া সতি সব্বজাতিক্খেপনতো অজাতিসংখাতেন নিব্বাণেনাপি ভবিতব্বমেব। তেন বুত্তং—

"যথাপি দুক্খে বিজ্জন্তে সুখং নামাপি বিজ্জতি।
এবং ভবে বিজ্জমানে বিভবোপি ইচ্ছিতব্বকো॥
যথাপি উণ্হে বিজ্জন্তে অপরং বিজ্জতি সীতলং।
এবং তিবিধগ্গি বিজ্জন্তে নিব্বানং ইচ্ছিতব্বমং॥
যথাপি পাপে বিজ্জন্তে কল্যাণমপি বিজ্জতি।
এবং জাতিম্হি বিজ্জন্তে অজাতিম্পি ইচ্ছিতব্বকান্তি॥"

যথা নাম গূথরাসিম্হি নিমগ্গেন পুরিসেন দূরতো পঞ্চবণ্ণপদুমসংছন্নং মহাতলাকং দিস্বা কতরেন নু খো মগ্গেন এত্থ গন্তব্বন্তি তং তলাকং গবেসিতুং যুত্তং, যং তস্স অগবেসনং ন সো তলাকস্স দোসো; এবং কিলেসমলধোবনে অমতমহানিব্বানতলাকে বিজ্জন্তে তস্স অগবেসনং ন অমতমহানিব্বানমহাতলাকস্স দোসো। যথা হি চোরেহি সংপবারিতো পুরিসো পলায়নমগ্গে বিজ্জমানেপি সচে ন পলায়তি, ন সো মগ্গস্স দোসো, পুরিসস্সেব দোসো; এবমেব কিলেসেহি পরিবারেত্বা গহিতস্স পুরিসস্স বিজ্জমানে যেব নিব্বানগামিম্হি সিবে মগ্গে মগ্গস্স অগবেসনং নাম ন মগ্গস্স দোসো, পুগ্গলস্সেব দোসো। যথা চ ব্যাধিপীলিতো পুরিসো বিজ্জমানে ব্যাধিতিকিচ্ছকে বেজ্জে, সচে তং বেজ্জং গবেসিত্বা ব্যাধিং ন তিকিচ্ছা-

পেতি, ন সো বেজ্জস্স দোসো ; এবমেব যো কিলেসব্যাধিপী-
লিতো কিলেসবূপসমনমগ্গকোবিদং বিজ্জমানমেব আচরিযং ন
গবেসতি, তস্সেব দোসো, ন কিলেসবিনাসকস্স আচরিযস্সা-তি।
তেন বুত্তং—

"যথা গূথগতো পুরিসো তলাকং দিস্বান পূরিতং।
ন গবেসতি তং তলাকং ন দোসো তলাকস্স সো॥
এবং কিলেসমলধোবে বিজ্জন্তে অমতন্তলে।
ন গবেসতি তং তলাকং ন দোসো অমতন্তলে॥
যথা অরীহি পরিরুদ্ধো বিজ্জন্তে গমনে পথে।
ন পলায়তি সো পুরিসো ন দোসো অঞ্জসস্স সো॥
এবং কিলেসপরিরুদ্ধো বিজ্জমানে সিবে পথে।
ন গবেসতি তং মগ্গং ন দোসো সিবমঞ্জসে॥
যথাপি ব্যাধিতো পুরিসো বিজ্জমানে তিকিচ্ছকে॥
ন তিকিচ্ছাপেতি তং ব্যাধিং ন সো দোসো তিকিচ্ছকে॥
এবং কিলেসব্যাধীহি দুক্খিতো পটিপী লতো।
ম গবেসতি তং আচরিয়ং ন সো দোসো বিনায়কে-তি।"

জাতক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪—৫।

১১

বিনয়ো সংবরত্থায়, সংবরো অবিপ্পটিসারত্থায়, অবি-
প্পটিসারো পামোজ্জত্থায়, পামোজ্জং পীতত্থায়, পীতি পস্সদ্ধত্থায়,
প্রস্সদ্ধি সুখত্থায়, সুখং সমাধত্থায়, সমাধি যথাভূতঞাণদস্সনত্থায়,
যথাভূতঞাণং নিব্বিদত্থায়, নিব্বিদা বিরাগত্থায়, বিরাগো
বিমুত্তত্থায়, বিমুত্তি বিমুত্তিঞাণদস্সনত্থায়, বিমুত্তিঞাণদস্সনং
অনুপাদা পরিনিব্বানত্থায়। বিসুদ্ধিমগ্গ, পৃ. ৩

দুতিয়ো বগ্গো

রতনত্তয়াভিবাদনং

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারস্স সেনং মহতিং বিজেত্বা।
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ॥ ১ ॥
অট্ঠঙ্গিকো অরিয়পথো জনানং
মোক্খপ্পবেসায়ুজুকোব মগ্গো।
ধম্মো অয়ং সন্তিকরো পণীতো
নীযাণিকো তং পণমামি ধম্মং ॥ ২ ॥
সঙ্ঘো বিসুদ্ধো বরদক্খিণেয্যো
সন্তিন্দ্রিয়ো সব্বমলপ্পহীণো।
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপত্তো
অনাসবো তং পণমামি সঙ্ঘং ॥ ৩ ॥

বৌ. আ. পৃ ৮০

বুদ্ধবন্দনা

বুদ্ধং জীবনপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।
যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা।
পচ্চুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সব্বদা ॥ ১ ॥
নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥ ২ ॥
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরুত্তমং।
বুদ্ধে যো কলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম ॥ ৩ ॥

নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায় নমো নমো গোতমচন্দিমায়।
নমো নমোনন্তগুণণ্ণবায় নমো নমো সাকিযনন্দনায় ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মিন্দদেবিন্দনরিন্দরাজং
বোধিং সুবোধিং করুণাগুণগ্গং।
পঞ্ঞাপদীপজ্জলিতং জলন্তং
বন্দামি বুদ্ধং ভবপারতিণ্ণং ॥ ৫ ॥

নমো তে করুণাগার নমো তে মতিসাগর।
নমো তে অমতাকার নমো তে নরভাকর ॥ ৬ ॥
নমো তে হতসংসার নমো তে নরকুঞ্জর।
নমো তে জগতাধার নমো তে অমতণ্ণব ॥ ৭ ॥
রংসিমাল নমো তুয্হং নরুম্বুরুহমণ্ডন।
জলমান নমো তুযহং ভবারঞ্ঞদবানল ॥ ৮ ॥
ইধানন্তগুণাধার সদ্ধম্মরতনাকের।
পাদে বন্দামি তে নাথ সদ্ধায় নতমুদ্ধনা ॥ ৯ ॥
কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্গহেত্বান অঞ্জলিং।
বুদ্ধসেট্ঠং সরিত্বান আকসেমপি পূজয়ে ॥ ১০ ॥
গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা।
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং ॥ ১১ ॥
ঘতসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা।
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজযামি তমোনুদং ॥ ১২ ॥

সততবিততকিত্তিং ধস্তকন্দপ্পদপ্পং
তিভবহিতবিধানং সব্বলোকেককেতুং।
অমিতমতিমনগ্ঘং সন্তিদং মেরুসারং
সুগতমহমুদারং রূপসারং নমামি ॥ ১৩ ॥

বৌ. আ. পৃপৃ. ৬৯, ৯৯

ধম্মবন্দনা

স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহি-পস্সিকো ওপনয়িকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহীতি ॥

ধম্মং জীবিতপরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং ধম্মো মে সরণং বরং।

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥ ১ ॥

হতদুরিততুসারং মোহপঙ্কোপতাপং

মনকমলবিকাসং জন্তুনং সেসকানং

কুমতিকুমুদনাসং বুদ্ধপুব্বাচলগ্গা

উদিতমহমুদারং ধম্মভানুং নমামি ॥ ২ ॥

বৌ. আদেহেল্লা পৃ, ৭৫

সঙ্ঘবন্দনা

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সামীচি-পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো। যদিদং চত্তারি পুরিসয়ুগানি, অট্ঠ পুরিসপুগ্গলা। এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো আহুনেয্যো পাহুণেয্যো দক্খিণেয্যো অঞ্জলিকরণিয্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা-তি।

সঙ্ঘং জীবিতপরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

নত্থি যে সরণং অঞ্ঞং সঙ্ঘো মে সরণং বরং

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥ ১ ॥

সকলবিমলসীলং ধূতপাপারিজালং

সুরনরমহনীযং পাহুণেয্যাহুণেয্যং

উজুপথপটিপন্নং পুঞ্ঞখেত্তং জনানং

গণমহমভিবন্দে সারদং সাদরেন ॥ ২ ॥

বৌ. আ. পৃ. ১০৯

দস অকুসলধম্মা

কাযকম্মং তিধা বুত্তং বাচাকম্মং চতুব্বিধং ।
মনসা তিবিধং চেতি দস কম্মপথা ইমে ॥ ১ ॥
পাণঘাত-পরদ্দব্বং পরদারঞ্চ কায়তো ।
মুসা পেসুঞ্ঞ-ফরুসং সম্ফপ্পলাপি বাচতো ।
অভিজ্ঝা চেব ব্যাপাদো মিচ্ছাদিট্ঠি চ মানসো ॥ ২ ॥

নিচ্চপচ্চবেক্খাধম্মা

জরাধম্মোমিহ জরং অনতীতো, ব্যাধিধম্মোমিহ ব্যাধিং অনতীতো, মরণধম্মোমিহ মরণং অনতীতো। সব্বেহি মে পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো। কম্মস্সকোমিহ কম্মদায়াদো কম্মযোনি কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণো। যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্সামি।

বৌ. আ. পৃ. ৬৮

মেত্তাভাবনা

(ক)

অহং অবেরো হামি, অব্যাপজ্ঝো হোমি, অনীঘো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহরামি। অহং বিয মষ্হং আচরিযুপজ্ঝায়া মাতাপিতরো হিতসত্তা মঞ্ঝত্তিকসত্তা বেরী সত্তা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুচ্চন্তু, যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা ॥

ইমস্মিং বিহারে ইমস্মিং গোচরগামে, ইমস্মিং নগরে, ইমস্মিং লঙ্কাদীপে, ইমস্মিং জম্বুদীপে, ইমস্মিং চক্কবালে ইস্সরজনা, সীমট্ঠকদেবতা, সব্বে সত্তা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা

হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা।

পুরত্থিমায় দিসায়, দক্খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায় দিসায়, পুরত্থিমায় অনুদিসায়, দক্খিণায় অনুদিসায়, পচ্ছিমায় অনুদিসায়, উত্তরায় অনুদিসায়, হেট্ঠিমায় দিসায়, উপরিমায় দিসায় সব্বে সত্তা সব্বে পাণা সব্বে ভূতা সব্বে পুগ্গলা সব্বে অত্তভাব-পরিযাপন্না সব্বা ইত্থিয়ো সব্বে পুরিসা সব্বে অরিয়া সব্বে অনরিয়া সব্বে দেবা সব্বে মনুস্সা সব্বে অমনুস্সা সব্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা।

বৌ. আ. পৃ. ৬৫

(খ)

যে সব্বে পাণিনো জীবা ভূতা সত্তা চ সব্বদা।
সুখী অবেরা নিদ্দুক্খা অব্যাপজ্ঝা চ হোন্তু তে॥
তিরচ্ছানগতা সব্বে পেতা পেতভবেসু চ।
সুখিতা হোন্তু নিদ্দুক্খা অবেরা চ অনাময়া।
দীঘাযুকা অঞ্ঞমঞ্ঞং পিয়া পপ্পোন্তু নিব্বুতিং॥

বৌ. আ. পৃ. ১৫৯

(গ)

অত্তূপমায় সব্বেসং সত্তানং সুখকামতং।
পস্সিত্বা কমতো মেত্তং সব্বসত্তেসু ভাবয়ে॥ ১॥
সুখী ভবেয্যং নিদ্দুক্খো অহং নিচ্চং অহং বিয়।
হিতা চ মে সুখী হোন্তু মজ্ঝত্তা চ-থ বেরিনো॥ ২॥
ইমম্হি গামখেত্তম্হি সত্তা হোন্তু সুখী সদা।
ততো পরঞ্চ রজ্জেসু চক্কবাল়েসু জন্তুনো॥ ৩॥

তথা ইত্থী পুমা চেব অরিযা অনরিযাপি চ ॥
দেবা নরা অপাযট্ঠা তথা দসদিসাসু চা-তি ॥ ৪ ॥

বৌ. আ. পৃ. ৫৪

দসসীলং

পাণাতিপাতা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিযামি ॥ ১ ॥
অদিন্নাদানা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিযামি ॥ ২ ॥
অব্রহ্মচরিযা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিযামি ॥ ৩ ॥
মুসাবাদা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিযামি ॥ ৪ ॥
সুরামেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণীসিক্খাপদং
সমাদিযামি ॥ ৫ ॥[১]
বিকালভোজনা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিযামি ॥ ৬ ॥
নচ্চগীতবাদিত্তবিসূকদস্সনা বেরমণীসিক্খাপদং
সমাদিযামি ॥ ৭ ॥
মালাগন্ধবিলেপনধারণমণ্ডনবিভূসনট্ঠানা বেরমণী-
সিক্খাপদং সমাদিযামি ॥ ৮ ॥[২]
উচ্চাসয়নমহাসযনা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিযামি ॥ ৯ ॥
জাতরূপরজতপটিগ্গহণা বেরমণীসিক্খাপদং
সমাদিযামি ॥ ১০ ॥

Hand Book of Pali, p. 81

মজ্ঝিমা পটিপদা

দ্বেমে ভিক্খবে অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা। কতমে দ্বে। যো চাযং কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো হীনো

১। ইদং পঞ্চকং পঞ্চসীলং নাম।
২। ইদং অট্ঠকং অট্ঠসীলং নাম।

গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিয়ো অনত্থসংহিতো, যো চাযং অত্তকিলমথানুযোগো দুক্খো অনরিযো অনত্থসংহিতো। এতে খো ভিক্খবে উভে অন্তে অনুপগম্ম মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসমবুদ্ধা চক্খুকরণী ঞাণকরণী উপসমায় অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।

কতমা চ সা ভিক্খবে মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসমবুদ্ধা···নিব্বানায় সংবত্ততি? অয়মেব অরিয়ো—অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। সেয্যথীদং। সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাআজীবো, সম্মাবায়ামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি। অয়ং খো ভিক্খবে মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসংবুদ্ধা···নিব্বানায় সংবত্ততি।

ধম্ম চক্কপবত্তনসুত্তং

চত্তারি অরিযসচ্চানি

[চত্তারি অরিযসচ্চানি। দুক্খং অরিযসচ্চং, দুক্খসমুদয়ং অরিযসচ্চং, নিরোধো অরিযসচ্চং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং।]

ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খং অরিযসচ্চং। জাতিপি দুক্খা, জরাপি দুক্খা, ব্যাধিপি দুক্খা, মরণম্পি দুক্খং, অপ্পিযেহি সম্পযোগো দুক্খো, পিযেহি বিপ্পযোগো দুক্খো, যম্পি ইচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং। সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা।

ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খসমুদয়ং অরিযসচ্চং—যাযং তণ্হা পোনোভবিকা নন্দিরাগসহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী। সেয্যথীদং কামতণ্হা ভবতণ্হা বিভবতণ্হা।

ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খনিরোধং অরিযসচ্চং। যো তস্সা

য়েব তণ্‌হায় অসেসবিরাগনিরোধো চাগো পটিনিস্সগ্গো মুত্তি অনালয়ো।

ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং। অয়মেব অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো।

ধম্ম চক্কপবত্তনসুত্তং

ততীয়ো বগ্গো

সন্থবজাতকং

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো ব্রাহ্মণকুলে নিব্বত্তি। মাতাপিতরো তস্স জাতগ্গিং গহেত্বা তং সোল্সবস্সপদেসে ঠিতং আহংসু—'কিং তাত, জাতগ্গিং গহেত্বা অরঞ্ঞে অগ্গিং পরিচরিস্সসি, উদাহু তয়ো বেদে উগ্গণ্হিত্বা কুটুম্বং সসণ্ঠপেত্বা ঘরাবাসং বসিস্সসীতি ?' সো 'ন মে ঘরাবাসেনত্থো, অরঞ্ঞে অগ্গিং পরিচরিত্বা ব্রহ্মলোকপরায়নো ভবিস্সামীতি' জাতগ্গিং গহেত্বা মাতা-পিতরো বন্দিত্বা অরঞ্ঞং পবিসিত্বা পণ্ণসালায় বাসং কপ্পেত্বা অগ্গিং পরিচরি। সো একদিবসং নিমন্তিতট্ঠানং গন্ত্বা সপ্পিনা পায়াসং লভিত্বা 'ইমং পায়াসং মহাব্রহ্মুণো যজিস্সামীতি' পায়াসং আহরিত্বা অগ্গিং জালেত্বা 'অগ্গিং তাব ভগবন্তং সপ্পিযুত্তং পায়াসং পায়েমীতি' পায়াসং অগ্গিমহি পক্খিপি। বহুসিনেহে পায়াসে অগ্গিমহি পক্খিত্তমত্তে য়েব অগ্গি অচ্চুগ্গতাহি অচ্চিহি পণ্ণসালং ঝাপেসি। ব্রাহ্মণো ভীততসিতো পলায়িত্বা বহি ঠত্বা কাপুরিসেহি নাম সন্থবো ন

কাতব্বো। ইদানি মে ইমিনা অগ্গিনা কিচ্ছেন কতা পণ্ণসালা ঝাপিতাতি' বত্বা পঠমং গাথমাহ—

ন সন্থবস্মা পরমত্থি পাপিয়ো
যো সন্থবো কাপুরিসেন হোতি।
সন্তপ্পিতো সপ্পিনা পায়সেন
কিচ্ছা কতং পণ্ণকুটিং অদড্ঢহীতি ॥

সো এবং বত্বা 'ন মে তয়া মিত্তদূভিনা অত্থোতি' তং অগ্গিং উদকেন নিব্বাপেত্বা সাখাহি পোথেত্বা অন্তো হিমবন্তং পবিসন্তো একং সামামিগিং সীহস্স চ ব্যগ্ঘস্স চ দীপিনো চ মুখং লেহন্তিং দিস্বা 'সপ্পুরিসেহি সদ্ধিং সন্থবা পরং সেয্যো নাম নত্থীতি চিন্তেত্বা দুতিয়ং গাথমাহ—

ন সন্থবস্মা পরমত্থি সেয্যো
যো সন্থবো সপ্পুরিসেন হোতি।
সীহস্স ব্যগ্ঘস্স চ দীপিনো চ
সামা মুখং লেহতি সন্থবেনা-তি ॥

এবং বত্বা বোধিসত্তো অন্তো হিমবন্তং পবিসিত্বা ইসি-পব্বজ্জং পব্বজিত্বা অভিঞ্ঞা সমাপত্তিয়ো চ নিব্বত্তেত্বা জীবিতপরিয়োসানে ব্রহ্মলোকূপগো অহোসি।

জাতক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫।

গিরিদন্তজাতকং

অতীতে বারাণসিয়ং সামরাজা নাম রজ্জং কারেসি। তদা বোধিসত্তো অমচ্চকুলে নিব্বত্তিত্বা বয়প্পত্তো তস্স অত্থ-ধম্মানুসাসকো অহোসি। রঞ্ঞো পন পণ্ডবো নাম মঙ্গলস্সো। তস্স গিরিদন্তো নাম অস্সবন্ধো। সো খঞ্জো অহোসি। অস্সো মুখরজ্জুকে গহেত্বা তং পুরতে পুরতো গচ্ছন্তং

দিস্বা 'মং এসো সিক্খাপেতীতি' সঞ্ঞায় তস্স অনুসিক্খন্তো খঞ্জো অহোসি। তস্স খঞ্জভাবং রঞ্ঞো আরোচেসুং। রাজা বেজ্জে পেসেসি। তে গন্ত্বা অস্সস্স সরীরে রোগং অপস্সন্তা রোগং অস্স ন পস্সামা-তি' রঞ্ঞো কথযিংসু। রাজা বোধিসত্তং পেসেসি—'গচ্ছ বয়স্স, এত্থ কারণং জানাহীতি।' সো গন্ত্বা খঞ্জস্সবন্ধসংসগেন তস্স খঞ্জভূতভাবং ঞত্বা রঞ্ঞো তং অত্থং আরোচেত্বা সংসগ্গদোসেন এবং হোতীতি দস্সেন্তো পঠমং গাথমাহ—

> দূসিতো গিরিদত্তেন হয়ো সামস্স পণ্ডবো।
> পোরাণং পকতিং হিত্বা তস্সেব অনুবিধীয়তীতি॥

অথ নং রাজা 'ইদানি বয়স্স, কিং কত্তব্বন্তি' পুচ্ছি। বোধিসত্তো 'সুন্দরং অস্সবন্ধং লভিত্বা যথাপোরাণো ভবিস্সতীতি' বত্বা দুতিয়ং গাথমাহ—

> সচেব[১] তনুজো[২] পোসো সিখরাকারকপ্পিতো।
> আননে তং গহেত্বান মণ্ডলে পরিবত্তয়ে।
> খিপ্পমেব পহত্বান তস্সেব অনুবিধীয়তীতি॥

রাজা তথা কারেসি। অস্সো পকতিভাবে পটিট্ঠাসি। রাজা 'তিরচ্ছানানম্পি নাম আসয়ং জানিস্সতীতি' তুট্ঠচিত্তো বোধিসত্তস্স মহন্তং যসং অদাসি।

জাতক, ২য় খণ্ড. পৃ. ৯৮।

একপণ্ণজাতকং

অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো উদিচ্চব্রাহ্মণকুলে নিব্বত্তিত্বা বয়প্পত্তো তক্কসিলায়ং তয়ো বেদে সব্বসিপ্পানি চ উগ্গণ্হিত্বা কঞ্চি কালং ঘরাবাসং

১। সচে+এব। ২। ত+অনুজো। অনুরূপজাতো-তি অত্থো

বসিত্বা মাতাপিতূন্নং অচ্চয়েন ইসিপব্বজ্জং পব্বজিত্বা অভিঞ্ঞা চ সমাপত্তিয়ো চ নিব্বত্তেত্বা হিমবন্তে বাসং কপ্পেসি। তত্থ চিরং বসিত্বা লোণম্বিলসেবনত্থায় জনপদং আগন্ত্বা বারাণসিং পত্বা রাজুয্যানে বসিত্বা পুনদিবসে সুনিবত্থো সুপারুতো তাপসাকপ্পসম্পন্নো ভিক্খায় নগরং পবিসিত্বা রাজদ্বারং পাপুণি। রাজা সীহপঞ্জরেণ ওলোকেন্তো তং দিস্বা ইরিয়াপথে পসীদিত্বা 'অয়ং তাপসো সন্তিন্দ্রিয়ো সন্তমানসো যুগমত্তদস্সো পদবারে পদবারে সহস্সথবিকং ঠপেন্তো বিয সীহবিজম্ভিতেন আগচ্ছতি। সচে সন্তধম্মো নামেকো অত্থি ইমস্স তেনব্ভন্তরেণ ভবিতব্বন্তি' চিন্তেত্বা একং অমচ্চং আলোকেসি। সো 'কিং করোমি দেবা-তি' আহ। 'এতং তাপসং আনেহীতি।' সো 'সাধু দেবা-তি' বোধিসত্তং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা হত্থতো ভিক্খাভাজনং গহেত্বা 'কিং মহাপুঞ্ঞা-তি' বুত্তে 'ভন্তে, রাজা পক্কোসতীতি' আহ। বোধিসত্তো 'ন ময়ং রাজকুলূপগা। হেমবতকা নাম-মহা-তি' আহ। অমচ্চো গন্ত্বা তমত্থং রঞ্ঞো আরোচেসি। রাজা 'অঞ্ঞো অম্হাকং কুলূপকো নত্থি। আনেহি নন্তি' আহ। অমচ্চো গন্ত্বা বোধিসত্তং বন্দিত্বা যাচিত্বা রাজনিবেসনং পবেসেসি। রাজা বোধিসত্তং বন্দিত্বা সমুস্সিতসেতচ্ছত্তে কঞ্চনপল্লঙ্কে নিসীদাপেত্বা অত্তনো পটিয়ত্তং নানারসভোজনং ভোজেত্বা 'ভন্তে, কুহিং বসথা-তি' পুচ্ছি। 'হেমবতকা ময়ং মহারাজা-তি।' 'ইদানি কহং গচ্ছথা-তি।' 'বস্সারত্তানুরূপং সেনাসনং উপধারেম মহারাজা-তি।' 'তেন হি ভন্তে অম্হাকং এব উয্যানে বসথা-তি' পটিঞ্ঞং গহেত্বা সয়ম্পি ভুঞ্জিত্বা বোধিসত্তং আদায় উয্যানং গন্ত্বা পণ্ণসালং মাপেত্বা রত্তিট্ঠানদিবাঠানানি কারেত্বা পব্বজিতপরিক্খারে

দত্বা উয্যানপালং পটিচ্ছাপেত্বা নগরং পাবিসি। ততো পট্ঠায় বোধিসত্তো উয্যানে বসতি। রাজাপি-স্স দিবসে দিবসে দ্বত্তিক্খত্তুং উপট্ঠানং গচ্ছতি।

তস্স পন রঞ্ঞো তুট্ঠকুমারো নাম পুত্তো অহোসি চণ্ডো ফরুসো। নেব রাজা দমেতুং অসক্খি ন সেসঞাতকা। অমচ্চাপি ব্রাহ্মণগহপতিকাপি একতো হুত্বা 'সামি, মা এবং করি, এবং কাতুং ন লব্ভা-তি' কুজ্ঝিত্বা কথেন্তাপি কথং গাহাপেতুং ন সক্খিংসু। রাজা চিন্তেসি 'ঠপেত্বা মম অয্যং সীলবন্তং তাপসং অঞ্ঞো ইমং কুমারং দমেতুং সমত্থো নাম নত্থি। সো য়েব নং দমেস্সতীতি।' সো কুমারং আদায় বোধিসত্তস্স সন্তিকং গন্ত্বা 'ভন্তে, অয়ং কুমারো চণ্ডো ফরুসো, ময়ং ইমং দমেতুং ন সক্কোম। তুম্হে তং একেন উপায়েন সিক্খাপেথা-তি' কুমারং বোধিসত্তস্স নিয্যাদেত্বা পক্কমি। -

বোধিসত্তো কুমারং গহেত্বা উয্যানে বিচরন্তো একতো একেন একতো একেনা-তি দ্বীহি য়েব পত্তেহি একং নিম্ব-পোতকং দিস্বা কুমারং আহ 'কুমার, এতস্স তাব রুক্খস্স পোতকস্স পণ্ণং খাদিত্বা রসং জানাহীতি।' সো তস্স একং পণ্ণং সংখাদিত্বা রসং ঞত্বা ধীতি সহ খেলেন ভূমিযং নিট্ঠুভি। 'কিং এতং কুমারা-তি' বুত্তে 'ভন্তে, ইদানেবেস রুক্খো হলাহল-বিসূপমো, বড্ঢেন্তো পন বহূ মনুস্সে মারেস্সতীতি' নিম্বপোতকং উপ্পাটেত্বা হত্থেহি পরিমদ্দিত্বা ইমং গাথমাহ—

''একপণ্ণো অয়ং রুক্খো ন ভূম্যা চতুরঙ্গলো।
ফলেন বিসকপ্পেন মহাযং কিং ভবিস্সতীতি।

অথ নং বোধিসত্তো এতদবোচ—'কুমার ত্বং ইমং নিম্ব-পোতকং "ইদানেব এবং তিত্তকো, মহল্লককালে -কুতো ইমং

নিস্সায় বড্ঢীতি” উপ্পাটেত্বা মদ্দিত্বা ছড্ডেসি। যথা ত্বং এতস্মিং পটিপজ্জি, এবমেব ত্বং, রট্‌ঠবাসিনোপি ‘অযং কুমারো দহরকালে য়েব এবং চণ্ডো ফরুসো, মহল্লককালে রজ্জং পত্বা কিং নাম করিস্সতি। কুতো অম্হাকং এতং নিস্সায় বড্ঢীতি’ তব কুলসন্তকং রজ্জং অদত্বা নিমবপোতকং বিয তং উপ্পাটেত্বা রট্‌ঠা পব্বাজ্জনিয়কম্মং করিস্সন্তি। তস্মা নিম্বরুক্খ-পরিভাগতং হিত্বা ইতো পট্‌ঠায় খন্তিমেত্তানুদ্দয়সম্পন্নো হোহীতি। সো ততো পট্‌ঠায় নিহতমানো নিব্বিসেবনো খন্তিমেত্তানুদ্দয়সম্পন্নো হুত্বা বোধিসত্তস্স ওবাদে ঠত্বা পিতু অচ্চয়েন রজ্জং পত্বা দানাদীনি পুঞ্ঞকম্মানি কত্বা যথাকম্মং অগমাসি।

জাতক, ১ম খণ্ড, ৫০৫।

ইল্লীসজাতকং

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তো রজ্জং কারেন্তে বারাণসিযং ইল্লীসো নাম সেট্‌ঠী অহোসি অসীতিকোটিবিভবো পুরিস-দোসসমন্নাগতো খঞ্জো কুণী বিসম-অক্খিমণ্ডলো অস্সদ্ধো অপ্পসন্নো মচ্ছরী। নেব অঞ্ঞেসং দেতি ন সয়ং পরিভুঞ্জতি। রক্খসপরিগ্গহীতপোক্খরণী বিয-স্স গেহং অহোসি। মাতাপিতরো পন-স্স যাব সত্তমা কুলপরিবত্তা দায়কা দানপতিনো। সো সেট্‌ঠিট্‌ঠানং লভিত্বা যেব কুলবংসং নাসেত্বা দানসালং ঝাপেত্বা যাচকে পোথেত্বা নিক্কড্ঢিত্বা ধনমেব সণ্ঠপেতি। সো একদিবসং রাজুপট্‌ঠানং কত্বা অত্তনো ঘরং আগচ্ছন্তো একং মগ্গকিলন্তং জনপদমনুস্সং একং সুরাবারকং আদায় পীঠকে নিসীদিত্বা অম্বিলসুরায় কোসকং পূরেত্বা

পূতিমচ্ছকেন উত্তরিভঙ্গেন পিবন্তং দিস্বা সুরং পাতুকামো হুত্বা চিন্তেসি—'সচাহং সুরং পিবিস্সামি, ময়ি পিবন্তে ৰহূ পিবিতুকামা ভবিস্সন্তি, এবং মে ধনপরিক্খয়ো ভবিস্সতীতি।' সো তণ্হং অধিবাসেন্তো বিচরিত্বা গচ্ছন্তে কালে অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো বিহতকপ্পাসো বিয় পণ্ডুসরীরো অহোসি, ধমনিসন্থতগত্তো জাতো। অথেক-দিবসং গব্ভং পবিসিত্বা মঞ্চকং উপগূহিত্বা নিপজ্জি। তমেনং ভরিয়া উপসংকমিত্বা পিট্ঠিং পরিমজ্জিত্বা 'কিং তে সামি, অফাসুকন্তি পুচ্ছি। সব্বং হেট্ঠাকথিতনিয়মেনেব বেদি-তব্বং।[১] 'তেন হি এককস্সেব তে পহোনকং সুরং করোমীতি' পুন বুত্তে 'গেহে সুরায় করিয়মানায় ৰহূ পচ্চাসিংসন্তি। অন্তরাপণতো আহরাপেত্বাপি ন সক্কা ইধ নিসিন্নেন পাতুন্তি' মাসকমত্তং দত্বা অন্তরাপণতো সুরাবারকং আহরাপেত্বা

১। 'ন মে কিঞ্চি অফাসুকং অত্থীতি।' 'কিন্নু খো তে রাজা কুপিতো'তি ? 'রাজাপি মে ন কুপ্পতি।' 'অথ কিন্তে পুত্তধীতাহি বা দাসকম্মকরাদীহি বা কিঞ্চি অমনাপং কতং অত্থীতি ?' 'এবরূপম্পি নত্থি।' 'কিস্মিচি পন তে তণ্হা অত্থীতি ?' এবং বুত্তেপি ধনহানিভয়েন কিঞ্চি অবত্বা নিস্সদ্দো-ব নিপজ্জি। অথ নং ভরিয়া 'কথেহি সামি, কিস্মিং তে তণ্হা-তি' আহ। সো বচনং পরিগিলন্তো বিয 'অত্থি মে একা তণ্হা-তি' আহ। 'কিন্তণ্হা সামীতি।' '(সুরং পাতু) কামোম্হি।' 'অথ কিমত্থং ন কথেসি ? কিং ত্বং দলিদ্দো ? ইদানি সকল-রচ্ছরনিগমবাসীনং (পহোনকং সুরং করিস্সামীতি)। 'কিং তেহি, অত্তনো কম্মং কত্বা (পিবিস্সন্তীতি)।' 'তেন হি একরচ্ছবাসীনং (পহোনকং করোমোতি)।' 'জানাম-হং তব মহাধনভাবন্তি।' 'ইমস্মিং গেহমত্তে সব্বেসং পহোনকং কত্বা (করোমীতি)। 'জানাম-হং তব মহজ্ঝাসয়ভাবন্তি।' 'তেন হি তে পুত্তদারমত্তস্সেব পহোনকং কত্বা (করোমীতি)।' 'কিন্তে এতেহীতি ?"

চেটকেন গাহাপেত্বা নগরা নিক্খম্ম নদীতীরং গন্ত্বা মহামগ্গসমীপে একং গুম্বং পবিসিত্বা সুরাবারকং ঠপাপেত্বা 'গচ্ছ ত্বন্তি, চেটকং দূরে নিসীদাপেত্বা কোসকং পূরেত্বা সুরং পাতুং আরভি।

পিতা পন-স্স দানাদীনং পুঞ্ঞানং কতত্তা দেবলোকে সক্কো হুত্বা নিব্বত্তো। সো তস্মিং খণে 'পবত্ততি নু খো মে দানং উদাহু নো-তি' আবজ্জেন্তো তস্স অপ্পবত্তিং পুত্তস্স চ কুলবংসং নাসেত্বা দানসালং ঝাপেত্বা যাচকে নিক্কড্ঢিত্বা মচ্ছরিয়ভাবেন পতিট্ঠায় অঞ্ঞেসং দাতব্বং ভবিস্সতীতি ভযেন গুমবং পবিসিত্বা এককস্সেব সুরং পিবনভাবঞ্চ দিস্বা 'গচ্ছামি, তং সংখোভেত্বা দমেত্বা কম্মফলসম্বন্ধং জানাপেত্বা দানং দাপেত্বা দেবলোকে নিব্বত্তনারহং করোমীতি' মনুস্স-পথং ওতরিত্বা ইল্লীসসেট্ঠিনা নিব্বিসেসং খঞ্জকুণিং বিসম-চক্খুলং অত্তভাবং নিম্মিনিত্বা রাজগহনগরং পবিসিত্বা রঞ্ঞো নিবেসনদ্বারে ঠত্বা অত্তনো আগতভাবং আরোচাপেত্বা 'পবিসতূ-তি' বুত্তে পবিসিত্বা রাজানং বন্দিত্বা অট্ঠাসি। রাজা 'কিং মহাসেট্ঠি, অবেলায় আগতোসীতি' আহ। 'আগতোম্হি দেব, ঘরে মে অসীতিকোটিমত্তং ধনং অত্থি। তং দেবো আহরাপেত্বা অত্তনো ভণ্ডাগারে পূরাপেতূ-তি।' 'অলং মহাসেট্ঠি, তব ধনতো। অম্হাকং গহে বহুতরং ধনন্তি।' 'সচে দেব, তুম্হাকং কম্মং নত্থি, যথারুচিয়া নং গহেত্বা দানং দম্মীতি।' 'দেহি সেট্ঠীতি।' সো 'সাধু দেবা-তি' রাজানং বন্দিত্বা নিক্খমিত্বা ইল্লীসসেট্ঠিনো গেহং অগমাসি। সব্বে উপট্ঠাকমনুস্সা পরিবারেসুং। একোপি 'নায়ং ইল্লীসোতি' জানিতুং সমত্থো অত্থি। সো গেহং পবিসিত্বা অন্তে উম্মারে ঠত্বা দোবারিকং পক্কোসাপেত্বা 'যো অঞ্ঞো ময়া সমানরূপো

আগন্ত্বা 'মমেতং গেহন্তি' পবিসিতুং আগচ্ছতি, তং পিটিঠয়ং পহরিত্বা নীহরেথ্যাথা-তি' বত্বা পাসাদং আরুয্হ মহারহে আসনে নিসাদিত্বা সেটিঠভরিযং পক্কোসাপেত্বা সিতাকারং দস্সেত্বা 'ভদ্দে, দানং দেমা-তি' আহ। তস্স তং বচনং সুত্বা-ব সেটিঠভরিয়া চ পুত্তধীতরো চ দাসকম্মকরা চ 'এত্তকং কালং 'দানং দেমা-তি' চিত্তমেব নত্থি, অজ্জ পন সুরং পিবিত্বা মুদুচিত্তো হুত্বা দাতুকামো জাতো ভবিস্সতীতি' বদিংসু। অথ নং সেটিঠভরিযা 'যথরুচিযা দেথ সামীতি' আহ। 'তেন হি ভেরিবাদকং পক্কোসাপেত্বা 'সুবণ্ণরজতমণিমুত্তাদীহি অত্থিকা ইল্লীসসেটিঠস্স ঘরং গচ্ছন্তু-তি' সকলনগরে ভেরিং চরাপেহীতি।' সা তথা কারেসি। মহাজনো পচ্ছিপসিব্বকা-দীনি গহেত্বা গেহদ্বারে সন্নিপতি। সক্কো সত্তরতনপূরে গব্ভে বিবরাপেত্বা 'তুম্হাকং দম্মি, যাবদত্থং গহেত্বা গচ্ছথা-তি' আহ। মহাজনো ধনং নীহরিত্বা মহাতলে রাসিং কত্বা আভতভাজনানি পূরেত্বা গচ্ছতি। অঞ্ঞতরো জনপদমনুস্সো ইল্লীসসেটিঠনো গোণে তস্সেব রথে যোজেত্বা সত্তহি রতনেহি পূরেত্বা নগরা নিক্খম্ম মহামগ্গং পটিপজ্জিত্বা তস্স গুম্বস্স অবিদূরেন রথং পেসেন্তো 'বস্সসতং জীব সামি ইল্লীসসেটিঠ, তং নিস্সায় দানি মে যাবজীবং কম্মং অকত্বা জীবিতব্বং জাতং। তবেব রথো, তবেব গোণা, তবেব গেহে সত্তরতনানি। নেব মাতরা দিন্নানি ন পিতরা। তং নিস্সায় লদ্ধানি সামীতি' সেটিঠনো গুণকথং কথেন্তো গচ্ছতি। সো তং সদ্দং সুত্বা ভীত-তসিতো চিন্তেসি 'অয়ং মম নামং গহেত্বা ইদঞ্চ ইদঞ্চ বদতি। কচ্চি নু খো রঞ্ঞা মম ধনং লোকস্স দিন্নন্তি' গুম্বা নিক্খমিত্বা গোণে চ রথং চ সঞ্ঞানিত্বা 'অরে চেটক, মহ্যং গোণা, মহ্যং রথোতি' বত্বা গন্ত্বা গোণে নাসারজ্জুযং গণ্হি।

গহপতিকো রথা ওরুয্হ 'অরে দুট্ঠচেটক, ইল্লীসমহাসেট্ঠি সকলনগরস্স দানং দেতি। ত্বং কিং অহোসিতি' পক্কন্দিত্বা অসনিং পাতেন্তো বিয খন্ধে পহরিত্বা রথং আদায় অগমাসি। সো পন কম্পমানো উট্ঠায় পংসুং পুঞ্ছিত্বা বেগেন গন্ত্বা রথং গণ্হি। গহপতিকো ওতরিত্বা কেসেসু গহেত্বা নামেত্বা কপ্পরপ্পহারেহি কোট্টেত্বা গলে গহেত্বা আগতমগ্গাভিমুখং খিপিত্বা পক্কমি। এত্তাবতাস্স সুরামদো ছিজ্জি। সো কম্পমানো বেগেন নিবেসনদ্বারং গন্ত্বা ধনং আদায় গচ্ছন্তে 'অম্ভো কিং নামেতং, কিং রাজা মম ধনং বিলুম্পাপেতীতি' তং তং গন্ত্বা গণ্হাতি, গহিতগহিতা পহরিত্বা পাদমূলে য়েব পাতেন্তি। সো বেদনামত্তো গেহং পবিসিতুং আরভি। দ্বারপালা 'অরে ধুত্তগহপতি, কহং পবিসসীতি' বংসপেসিকাহি পোথেত্বা গীবায় গহেত্বা নীহরিংসু। সো 'ঠপেত্বা ইদানি রাজানং নত্থি মে অঞ্ঞো কোচি পটিসরণন্তি' রঞ্ঞো সন্তিকং গন্ত্বা 'দেব, মম গেহং তুম্হে বিলুম্পাপেথা-তি।' 'নাহং সেট্ঠি, বিলুম্পাপেমি। ননু ত্বমেব আগন্ত্বা "সচে তুম্হে ন গণ্হথ অহং মম ধনং দানং দস্সামীতি," নগরে ভেরিং চরাপেত্বা দানং অদাসীতি।' 'নাহং দেব, তুম্হাকং সন্তিকং আগচ্ছামি। কিং তুম্হে ময্হং মচ্ছরিয়ভাবং ন জানাথ? অহং তিণগ্গেন তেলবিন্দুম্পি ন কস্সচি দেমি। যো দানং দেতি তং পক্কোসাপেত্বা বীমংসথ দেবা-তি।'

রাজা সক্কং পক্কোসাপেসি। দ্বিন্নং জনানং বিসেসং নেব রাজা জানাতি ন অমচ্চা। মচ্ছরিয়সেট্ঠি 'কি দেব, অযং সেট্ঠি? অহং সেট্ঠীতি' আহ। 'ময়ং ন সঞ্জানাম, অত্থি তেসং জাননকো-তি?' 'ভরিয়া মে দেবা-তি'। ভরিযং পক্কোসাপেত্বা 'কতরো তে সামিয়োতি' পুচ্ছিংসু। সা 'অয়ন্তি'

সক্কস্সেব সন্তিকে অট্ঠাসি। পুত্তধীতরো দাসকম্মকরে পক্কোসাপেত্বা পুচ্ছিংসু, সব্বে সক্কস্সেব সন্তিকে তিট্ঠন্তি। পুন সেট্ঠি চিন্তেসি 'মযহং সীসে পিলকা অত্থি কেসেহি পটিচ্ছন্না, তং খো পন কপ্পকো এব জানাতি, নং পক্কোসাপেস্সামীতি।' সো 'কপ্পকো মং দেব, সঞ্জানাতীতি তং পক্কোসাপেহীতি' আহ। তস্মিং পন কালে বোধিসত্তো তস্স কপ্পকো হোতি। রাজা নং পক্কোসাপেত্বা 'ইল্লীসসেট্ঠিং জানাসীতি' পুচ্ছি। 'সীসং ওলোকেত্বা সঞ্জানিস্সামি দেবা-তি।' 'তেন হি দ্বিন্নম্পি সীসং ওলোকেহীতি।' তস্মিং খণে সক্কো সীসে পিলকং মাপেসি। বোধিসত্তো দ্বিন্নম্পি সীসং ওলোকেন্তো পিলকং দিস্বা 'মহারাজ, দ্বিন্নম্পি সীসে পিলকা অত্থেব, নাহং এতেসু একস্স সামি-ইল্লীস-ভাবং সঞ্জানিতুং সক্কোমীতি' বত্বা ইমং গাথমাহ—

'উভো খঞ্জা উভো কুণী উভো বিসমচক্খুলা।
উভিন্নং পিলকা জাতা, নাহং পস্সামি ইল্লীসন্তি।

বোধিসত্তস্স বচনং সুত্বা সেট্ঠি কম্পমানো ধনসোকেন সতিং পচ্চুপট্ঠাপেতুং অসক্কোন্তো তত্থেব পপতি। তস্মিং খণে সক্কো 'নাহং মহারাজ ইল্লীসো, সক্কোহং অস্মীতি' মহতিয়া লীলহায় আকাসে অট্ঠাসি। ইল্লীসস্স মুখং পুঞ্ছিত্বা উদকেন সিঞ্চিংসু। সো উট্ঠায় সক্কং দেবরাজানং বন্দিত্বা অট্ঠাসি। অথ নং সক্কো আহ—'ইল্লীস, ইদং ধনং মম সন্তকং, ন তব। অহম্পি তে পিতা, ত্বং মম পুত্তো। অহং দানাদীনি পুঞ্ঞানি কত্বা সক্কত্তং পত্তো। ত্বং পন মে বংসং উপচ্ছিন্দিত্বা অদানসীলো হুত্বা মচ্ছরিয়ে পতিট্ঠায় দানসালা ঝাপেত্বা যাচকে নিক্কড্ঢিত্বা ধনমেব সণ্ঠপেসি। তং নেব ত্বং পরিভুঞ্জসি ন অঞ্ঞো। রক্খস-

পরিগ্গহীতং বিয তিট্ঠতি। সচে মে দানসালা পাকটিকং কত্বা দানং দস্সসি, ইচ্চেতং কুসলং ; নো চে দস্সসি সব্বং তে ধনং অন্তরধাপেত্বা ইমিনা ইন্দবজিরেন সীসং ছিন্দিত্বা জীবিতক্খয়ং পাপেস্সামীতি।' ইল্লীসসেট্ঠি মরণভযেন সন্তজ্জিতো 'ইতো পট্ঠায় দানং দস্সামীতি' পটিঞ্ঞং অদাসি। সক্কো তস্স পটিঞ্ঞং গহেত্বা আকাসে নিসিন্নকোব ধম্মং দেসেত্বা তং সীলেসু পতিট্ঠাপেত্বা সকট্ঠানমেব অগমাসি। ইল্লীসোপি দানাদীনি পুঞ্ঞানি কত্বা সগ্গপরায়নো অহোসি।

জাতক. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।

দসরথজাতকং

অতীতে বারাণসিযং দসরথ-মহারাজা নাম অগতি-গমনং পহায় ধম্মেন রজ্জং কারেসি। তস্স সোলসন্নং ইত্থিসহস্সানং জেট্ঠিকা অগ্গমহেসী দ্বে পুত্তে একং চ ধীতরং বিজাযি। জেট্ঠপুত্তো রামপণ্ডিতো নাম অহোসি। দুতিয়ো লক্খণকুমারো নাম। ধীতা সীতাদেবী নাম। অপরভাগে অগ্গমহেসী কালং অকাসি। রাজা তস্সা কালকতায় চিরং সোকবসং গত্বা অমচ্চেহি সঞ্ঞাপিতো তস্সা কত্তব্বপরিহারং কত্বা অঞ্ঞং অগ্গমহেসিট্ঠানে ঠপেসি। সা রঞ্ঞো পিয়া অহোসি মনাপা। সাপি অপরভাগে গব্ভং গণ্হিত্বা লদ্ধগব্ভপরিহারা পুত্তং বিজাযি। ভরতকুমারো-তি-স্স নামং করিংসু। রাজা পুত্তসিনেহেন 'ভদ্দে, বরং তে দম্মি, গণ্হাহীতি' আহ। সা গহিতকং কত্বা ঠপেত্বা কুমারস্স সট্ঠবস্সকালে রাজানং উপসংকমিত্বা 'দেব,

তুম্হেহি ময্হং পুত্তস্স বরো দিন্নো, ইদানি-স্স নং দেথা-তি' আহ। 'গণ্হ ভদ্দে তি।' 'দেব, পুত্তস্স মে রজ্জং দেথা-তি।' রাজা অচ্ছরং পহরিত্বা 'নস্স বসলি! ময্হং দ্বে পুত্তা অগ্গিক্খন্ধা বিয জলন্তি। তে মারাপেত্বা তব পুত্তস্স রজ্জং যাচসীতি' তজ্জেসি। সা ভীতা সিরিগব্ভং পবিসিত্বা অঞ্ঞেসু দিবসেসু রাজানং পুনপ্পুন রজ্জমেব যাচি। রাজা তস্সা তং বরং অদত্বা-ব চিন্তেসি—'মাতুগামো নাম অকতঞ্ঞূ মিত্তদূভী। অযং মে কূটপণ্ণং বা বা কূটলঞ্চং বা কত্বা পুত্তে ঘাতাপেয্যা-তি'। সো পুত্তে পক্কোসাপেত্বা তং অত্থং আরোচেত্বা 'তাত, তুম্হাকং ইধ বসন্তানং অন্তরাযোপি ভবেয্য। তুম্হে সামন্তরজ্জং বা অরঞ্ঞং বা গন্ত্বা মম ধূমকালে আগন্ত্বা কুলসন্তকং রজ্জং গণ্হেয্যাথা-তি' বত্বা পুন নেমিত্তিকে পক্কোসাপেত্বা অত্তনো আয়ুপরিচ্ছেদং পুচ্ছিত্বা 'অঞ্ঞানি দ্বাদস বস্সানি পবত্তিস্সতীতি' সুত্বা 'তাত, ইতো দ্বাদসবস্সচ্চয়েন আগন্ত্বা ছত্তং উস্সাপেয্যাথা-তি' আহ। তে 'সাধূ-তি' বত্বা পিতরং বন্দিত্বা রোদন্তা পাসাদা ওতরিংসু। সীতাদেবী 'অহম্পি ভাতিকেহি সদ্ধিং গমিস্সামীতি' পিতরং বন্দিত্বা রোদন্তী নিক্খমি। তে তযোপি মহাজনপরিবারা নিক্খমিত্বা মহাজনং নিবত্তেত্বা অনুপুব্বেন হিমবন্তং পবিসিত্বা সম্পন্নোদকে সুলভফলাফলে পদেসে অস্সমং মাপেত্বা ফলাফলেন যাপেন্তা বসিংসু। লক্খণপণ্ডিতো পন সীতা চ রামপণ্ডিতং যাচিত্বা 'তুম্হে অম্হাকং পিতুট্ঠানে ঠিতা। তস্মা অস্সমে য়েব হোথ। মযং ফলাফলং আহরিত্বা তুম্হে পোসেস্সামা-তি' পটিঞ্ঞং গণ্হিংসু। ততো পট্ঠায় রামপণ্ডিতো তত্থেব হোতি। ইতরে ফলাফলং আহরিত্বা তং পটিজগ্গিংসু। এবং তেসং

ফলাফলেন যাপেত্বা বসন্তানং দসরথমহারাজা পুত্তসোকেন নবমে সংবচ্ছরে কালং অকাসি। তস্স সরীরকিচ্চং করিত্বা দেবী অত্তনো পুত্তস্স ভরতকুমারস্স 'ছত্তং উস্সাপেথা-তি' আহ। অমচ্চা পন 'ছত্তসামিকা অরঞ্ঞে বসন্তীতি' ন অদংসু। ভরতকুমারো 'মম ভাতরং রামপণ্ডিতং অরঞ্ঞা আনেত্বা ছত্তং উস্সাপেস্সামীতি' পঞ্চরাজককুধভণ্ডানি গহেত্বা চতুরঙ্গিনিয়া সেনায় তস্স বসনট্ঠানং পত্বা অবিদূরে খন্ধাবারং নিবাসেত্বা কতিপযেহি অমাচ্চেহি সদ্ধিং লক্খণপণ্ডিতস্স চ সীতায় চ অরঞ্ঞং গতকালে অস্সমপদং পবিসিত্বা অস্সমপদদ্বারে সুট্ঠু ঠপিতকঞ্চনরূপকং বিয রামপণ্ডিতং নিরাসঙ্কং সুখনিসিন্নং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা একমন্তং ঠিতো রঞ্ঞো পবত্তিং আরোচেত্বা সদ্ধিং অমচ্চেহি পাদেসু পতিত্বা রোদি। রামপণ্ডিতো নেব সোচি ন রোদি। ইন্দ্রিয়বিকারমত্তম্পি-স্স নাহোসি। ভরতস্স পন রোদিত্বা নিসিন্নকালে সায়াণ্হসমযে ইতরে দ্বে ফলাফলে আদায় আগমিংসু। রামপণ্ডিতো চিন্তেসি —'ইমে দহরা, মযহং বিয পরিগণ্হনপঞ্ঞা এতেসং নত্থি, সহসা "পিতা বো মতো-তি" বুত্তে সোকং ধারেতুং অসক্কোন্তানং হদযম্পি তেসং ফলেয্য। উপায়েন তে উদকং ওতারেত্বা এতং পবত্তিং সাবেস্সামীতি।' অথ নেসং পুরতো একং উদকট্ঠানং দস্সেত্বা 'তুম্হে অতিচিরেন আগতা, ইদং বো দণ্ডকম্মং হোতু—ইমং উদকং ওতরিত্বা তিট্ঠথা-তি' উপড্ঢগাথং তাব আহ—

'এথ লক্খণ সীতা চ উভো ওতরথোদকন্তি।'

তে একবচনেন ওতরিত্বা অট্ঠংসু। অথ নেসং তং পবত্তিং আরোচেন্তো সেসং উপড্ঢগাথমাহ—

'এবায় ভরতো আহ রাজা দসরথো মতোতি।'

তে পিতু মতসাসনং সুত্বা-ব বিসঞ্ঞা অহেসুং। পুন-পি নেসং কথেসি, পুন বিসঞ্ঞা অহেসুন্তি। এবং যাবততিয়ং বিসঞ্ঞিতং পত্তে তে অমচ্চা উক্খিপিত্বা উদকা নীহরিত্বা থলে নিসীদাপেত্বা লদ্ধস্সাসেসু তেসু সব্বং অঞ্ঞমঞ্ঞং রোদিত্বা পরিদেবিত্বা নিসীদিংসু। তদা ভরতকুমারো চিন্তেসি— 'মযহং ভাতা লক্খণকুমারো ভগিনী চ সীতাদেবী পিতু মতসাসনং সুত্বা-ব সোকং সন্ধারেতুং ন সক্কোন্তি, রাম-পণ্ডিতো পন ন সোচতি ন পরিদেবতি, কিন্নু খো তস্স অসোচনকারণং ; পুচ্ছিস্সামি নন্তি' সো তং পুচ্ছন্তো দুতিয়-গাথমাহ—

'কেন রাম প্পভাবেন সোচিতব্বং ন সোচসি।
পিতরং কালকতং সুত্বা ন তং পসহতে দুখন্তি ॥'

অথ-স্স রামপণ্ডিতো অত্তনো অসোচনকারণং কথেন্তো

'যং ন সক্কা পালেতুং পোসেন লপতং বহুং।
স কিস্স বিঞ্ঞূ মেধাবী অত্তানমুপতাপয়ে ॥
দহরা চ হি বুদ্ধা চ যে বালা যে চ পণ্ডিতা।
অড্ঢা চেব দলিদ্দা চ সব্বে মচ্চুপরাযণা ॥
ফলানমিব পক্কানং নিচ্চং পপতনা ভযং।
এবং জাতানং মচ্চানং নিচ্চং মরণতো ভযং ॥
সাযমেকে ন দিস্সন্তি পাতো দিট্ঠা বহুজ্জনা।
পাতো একে ন দিস্সন্তি সাযং দিট্ঠা বহুজ্জনা ॥
পরিদেবযমানো চে কঞ্চিদত্থমুদব্বহে।
সম্মূল্হো হিংসমত্তানং কযিরা চেনং বিচক্খণো ॥
কিসো বিবণ্ণো ভবতি হিংসমত্তানমত্তনো।
ন তেন পেতা পালেন্তি নিরত্থা পরিদেবনা ॥

যথা সরণমাদিত্তং বারিনা পরিনিব্বয়ে।
এবম্পি ধীরো সুত্বা মেধাবী পণ্ডিতো নরো॥
খিপ্পমুপ্পতিতং সোকং বাতো তূলং-ব ধংসয়ে॥
একোব মচ্চো অচ্চেতি একোব জায়তে কুলে।
সঞ্ঞোগপরমা ত্বেব সম্ভোগা সব্বপাণিনং॥
তস্মা হি ধীরস্স বহুস্সুতস্স সম্পস্সতো লোকমিমং পরঞ্চ।
অঞ্ঞায় ধম্মং হদযং মনঞ্চ সোকা মহন্তাপি ন তাপযন্তি॥
সোহং দস্সঞ্চ ভোক্খঞ্চ ভরিস্সামি চ ঞাতকে।
সেসং সম্পালয়িস্সামি কিচ্চমেবং বিজানতোতি॥'
ইমাহি গাথাহি অনিচ্চতং পকাসেসি।

পরিসা ইমং রামপণ্ডিতস্স অনিচ্চতাপকাসনিং ধম্ম-দেসনং সুত্বা নিস্সোকা অহোসি। ততো ভরতকুমারো রামপণ্ডিতং বন্দিত্বা 'বারাণসিরজ্জং পটিচ্ছথা-তি' আহ। 'তাত, লক্খণঞ্চ সীতাদেবিঞ্চ গহেত্বা রজ্জং অনুসাসথা-তি। 'তুম্হে পন দেবা-তি?' 'তাত, মম পিতা "দ্বাদসবস্সচ্চয়েনা-গন্ত্বা রজ্জং করেয্যাসীতি" মং অবোচ, অহং ইদানেব গচ্ছন্তো তস্স বচনকরো নাম ন হোমি। অঞ্ঞানি পন তীণি বস্সানি অতিক্কমিত্বা আগমিস্সামীতি।' 'এত্তকং কালং কো রজ্জং কারেস্সতীতি?' 'তুম্হে করোথা-তি।' 'ন ময়ং কারেস্সামা-তি।' 'তেন হি যাব মম আগমনা ইমা পাদুকা কারেস্সন্তীতি' অত্তনো তিণপাদুকা ওমুঞ্চিত্বা অদাসি। তে তয়োপি জনা পাদুকা গহেত্বা পণ্ডিতং বন্দিত্বা মহাজনপরিবুতা বারাণসিং অগমংসু। তীণি সংবচ্ছরানি পাদুকা রজ্জং কারেসুং। অমচ্চা তিণপাদুকা রাজপল্লঙ্কে ঠপেত্বা অট্টং বিনিচ্ছিনন্তি। সচে দুব্বিনিচ্ছিতো হোতি, পাদুকা অঞ্ঞমঞ্ঞং পটিহঞ্ঞন্তি। তায় সঞ্ঞায় পুন বিনিচ্ছিনন্তি।

সম্মাবিনিচ্ছিতকালে পাতুকা নিস্সদ্দা সন্নিসীদন্তি। পণ্ডিতো তিণ্ণং সংবচ্ছরানং অচ্চয়েন অরঞ্ঞা নিক্খমিত্বা বারাণসিনগরং পত্বা উয্যানং পবিসি। তস্সাগতভাবং ঞত্বা কুমারা অমচ্চপরিবুতা উয্যানং গন্ত্বা সীতং অগ্গমহেসিং কত্বা উভিন্নম্পি অভিসেকং করিংসু। এবং অভিসেকপ্পত্তো মহাসত্তো অলঙ্কতরথে ঠত্বা মহন্তেন পরিবারেন নগরং পবিসিত্বা পদক্খিণং কত্বা সুচন্দকপাসাদবরস্স মহাতলং অভিরুয্হ ততো পট্ঠায় সোল়সবস্সসহস্সানি ধম্মেন রজ্জং করিত্বা সগ্গপদং পূরেসি।

দসবস্সসহস্সানি সট্ঠি বস্সসতানি চ।
কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রজ্জমকারয়ীতি॥

জাতক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪।

আল়বকসুত্তং

এবং মে-সুতং একং সময়ং ভগবা আল়বিযং বিহরতি আল়বকস্স যক্খস্স ভবনে। অথ খো আল়বকো যক্খো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তমেতদবোচ 'নিক্খম সমণা-তি।' 'সাধাবুসো-তি' ভগবা নিক্খমি। 'পবিস সমণা-তি।' 'সাধাবুসো-তি' ভগবা পাবিসি। দুতিয়ম্পি খো আল়বকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ 'নিক্খম সমণা-তি।' 'সাধাবুসো-তি' ভগবা নিক্খমি। 'পবিস সমণা-তি।' 'সাধাবুসো-তি' ভগবা পাবিসি। ততিযম্পি খো আল়বকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ 'নিক্খম সমণা-তি।' 'সাধাবুসো-তি' ভগবা নিক্খমি। 'পবিস সমণা-তি।' 'সাধাবুসো-তি' ভগবা পাবিসি। চতুত্থম্পি খো আল়বকো

যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ 'নিক্খম সমণা-তি।' ন খো পনাহং আবুসো নিক্খমিস্সামি, যন্তে করণীযং তং করোহীতি।' 'পঞ্‌হং তং সমণ, পুচ্ছিস্সামি। সচে মে ন ব্যাকরিস্সসি, চিত্তং বা তে খিপিস্সামি, হদযং বা তে ফালেস্সামি, পাদেসু বা গহেত্বা পারং গঙ্গায খিপিস্সামীতি।' 'ন খ্বাহং তং আবুসো পস্সামি সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে, সস্সমণ-ব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায, যো মে চিত্তং বা খিপেয্য, হদযং বা ফালেয্য, পাদেসু বা গহেত্বা পারং গঙ্গায খিপেয্য। অপিচ ত্বং আবুসো পুচ্ছ যদাকঙ্খসীতি।'

'কিং সূধ বিত্তং পুরিসিস্স সেট্ঠং,
　　কিং সু সুচিণ্ণো সুখমাবহতি।
কিং সু হবে সাধুতরং রসানং,
　　কথংজীবিং জীবিতং আহু সেট্ঠ-ন্তি॥'
সদ্ধিধ বিত্তং পুরিসস্স সেট্ঠং,
　　ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহতি।
সচ্চং হবে সাধুতরং রসানং,
　　পঞ্ঞাজীবিং জীবিতং আহু সেট্ঠ-ন্তি॥'

'কথং সু তরতি ওঘং, কথং তরতি অণ্ণবং।
কথং সু দুক্খং অচ্চেতি, কথং সু পরিসুজ্ঝতীতি॥'
'সদ্ধায তরতি ওঘং, অপ্পমাদেন অণ্ণবং।
বিরিযেন দুক্খং অচ্চেতি, পঞ্ঞায পরিসুজ্ঝতীতি॥'
'কথং সু লভতে পঞ্ঞং, কথং সু বিন্দতে ধনং।
কথং সু কিত্তিং পপ্পোতি, কথং মিত্তানি গন্থতি।
অস্মা লোকা পরং লোকং কথং পেচ্চ ন সোচতি॥'
'সদ্দহানো অরহতং ধম্মং নিব্বানপত্তিযা।
সুস্সূসং লভতে পঞ্ঞং অপ্পমত্তো বিচক্খণো॥

পটিরূপকারী ধুরবা বুট্ঠাতা বিন্দতে ধনং।
সচ্চেন কিত্তিং পপ্পোতি দদং মিত্তানি গন্থতি ॥
অস্মা লোকা পরং লোকং এবং পেচ্চ ন সোচতি।
যস্সেতে চতুরো ধম্মা সদ্ধস্স ঘরমেসিনো ॥
সচ্চং ধম্মো ধিতি চাগো স বে পেচ্চ ন সোচতি ॥
ইঙ্ঘ অঞ্ঞে পুচ্ছস্সু পুথু সমণব্রাহ্মণে।
যদি সচ্চা দমা চাগা খন্ত্যা ভিয্যো-ধ বিজ্জতি ॥'
'কথং নু দানি পুচ্ছেয্যং পুথু সমণব্রাহ্মণে।
স্বাহং অজ্জ পজানামি সো অত্থো সম্পরাযিকো ॥
অত্থায় বত মে বুদ্ধো বাসাযালবিমাগতো।
যোহং অজ্জ বিজানামি যত্থ দিন্নং মহপ্ফলং ॥
সো অহং বিচরিস্সামি গামা গামং পুরা পুরং।
নমস্সমানো সম্বুদ্ধং ধম্মস্স চ সুধম্মত-ন্তি ॥'

এবং বুত্তে আলবকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতং'তি।

সুত্তনিপাত, উরগবগ্গ, ১০।

সংক্ষিপ্ত শব্দকোশ

অ

অকালিকো, আকালিকঃ, অবিলম্বিতঃ।

অকাসি, (√ কৃ+লুঙ্, প্রথ. এক.), অকার্ষীৎ।

অগতিগমনং, দুর্গতিগমনম্।

অগমাসি, (√গম্+লুঙ্, প্রথ. এক.), অগমৎ।

অগ্গমহেসী, অগ্রমহিষী।

অগ্গিক্খন্ধো, অগ্নিস্কন্ধঃ, অগ্নিরাশিঃ।

অচিরবতিযা, অচিরবত্যাঃ, তন্নামপ্রসিদ্ধায়া নদ্যাঃ।

অচ্চয়েন, অত্যয়েন।

অচ্চেতি, অত্যেতি।

অজ্জ, অদ্য।

অঞ্জলিকরণিযো, অঞ্জলিকরণস্থানম্, তদ্যোগ্যঃ।

অঞ্জসস্স, অঞ্জসস্য, মার্গস্য; সিবমঞ্জসস্স, মঙ্গলপথস্য।

অঞ্ঞতরো, অন্যতরঃ।

অঞ্ঞত্থ, অন্যত্র।

অঞ্ঞমঞ্ঞং, অন্যোন্যম্।

অঞ্ঞায়, আজ্ঞায়।

অঞ্ঞো, অন্যঃ।

অট্ঠং, অর্থম্।

অট্ঠংসু (√স্থা+লুঙ্, প্রথ. বহু) অতিষ্ঠন্।

অট্ঠঙ্গিকো, আষ্টাঙ্গিকঃ, অষ্টাঙ্গযুক্তঃ।

অট্ঠাসি (√স্থা+লুঙ্, প্রথ. এক.) অতিষ্ঠৎ।

অড্ঢা, আঢ্যাঃ, সমৃদ্ধাঃ।

অণ্ণবো, অর্ণবঃ, সমুদ্রঃ।

অতিহরাপেত্বা (অতি+হৃ+ণিচ্+ক্ত্বা), প্রাপয্য।

অত্তগুত্তি, আত্মগুপ্তিঃ, আত্মরক্ষণং।

অত্তভাবপরিযাপন্না, আত্মভাবপর্যাপন্নাঃ, স্বরূপপ্রাপ্তাঃ, উৎপন্নাঃ।

অত্তা, আত্মা।

অদড্ঢহি, (√দহ্+লুঙ্, প্রথ. এক.) অদহত্।

অধিবত্থা (অধি+√বস্+ক্ত+আ) অধ্যুষিতা, কৃতাধিবাসা।

অধিবাসেত্বা, (অধি+√বস্+ণিচ্+ত্বা), স্বীকৃত্য।

অনবজ্জো, অনবদ্যঃ।

অনায়তনে, অগৃহে।

অনালয়ো, অনালয়ঃ, অলীনতা, অনাসক্তিঃ।

অনাসবো, অনাস্রবঃ, কামহীনঃ।

অনীঘো, অব্যসনঃ, অদুঃখঃ।

অনুজো, অনুজঃ, অনুরূপজাতঃ।

অনুবিধীয়তি (অনুবি+√ধা+য়+লট, প্রথ. এক.) অনুশিক্ষতে।

অনুদ্দয়া, অনুদয়া, অনুকম্পা।

অন্তরধাপেত্বা, (অন্তর্ +√ধা+ণিচ্+ত্বা), অন্তর্ধাপ্য, অন্তর্হিতং কারয়িত্বা।

অন্তরধায়তি, (অন্তর্ +√ধা+য়+লট্, প্রথ. এক. অন্তর্ধত্তে।

অন্তরধায়ি, (পূর্বোক্তস্যৈব লুঙ্, প্রথ. এক.) অন্তর্ধানমকরোৎ।

অন্তরাপণতো, অন্তরাপণতঃ, নগরান্তঃস্থিতাদ্ আপণাৎ।

অন্তেপুরং, অন্তঃপুরম্।

অপরজ্ঝামি, অপরাধ্যামি।

অপায়ট্ঠা, অপায়স্থাঃ, অপায়ো বিঘ্নঃ প্রেতলোকাদির্নরকবিশেষো বা, তৎস্থিতাঃ।

অপ্পমাদো, অপ্রমাদঃ।

অব্ভন্তরেণ, অভ্যঅন্তরেণ

অভিজ্ঝা, অভিধ্যা, অভিধ্যানং, রাগঃ।

অভিঞ্ঞায়, অভিজ্ঞায়।

অভিনিক্খমনং, অভিনিষ্ক্রমণং।

অভিরুয্হ, অভিরুহ্য।

অভিরুহি (অভি+√রুহ্+লুঙ্, প্রথ. এক.), অধিরূঢ়ঃ।

অভিবাদেত্বা, আভিবাদ্য।

অমনাপং, অহৃদয়ঙ্গমম্।

অয্যং, আর্যম্।

অয্যানং, আর্যাণাম্।

অয্যে, আর্যে।

অরঞ্ঞস্স, অরণ্যস্য।

অরহত্তং, অর্হত্তম্।

অরহা, অর্হন্।

অরিয়পথঃ আর্যপথঃ।

অরিয়া, আর্যাঃ।

অবিপ্পটিসারো, অবিপ্রতিসারঃ, অমনস্তাপঃ।

অব্যাপজ্ঝো, অব্যাবাধ্য, নির্বাধঃ, বাধারহিতঃ।

অসক্কি, (√শক+লুঙ্ প্রথ. এক.) অশকৎ, শশাক।

অসক্কোন্তো, অশক্নুবন্।
অহেসুং, (√ভূ+লুঙ্, প্রথ. বহু.) অভূবন্।
অহোসি, (√ভূ+লুঙ্, প্রথ. এক.) অভূৎ।

আ

আকপ্পো, আকল্পঃ, বেশঃ। তাপসাকপ্পো, তাপসবেশঃ।
আগমা, (আ+√গম্+লঙ্, প্রথ. এক.) আগচ্ছত্।
আচরিয়ো, আচার্যঃ।
আচিক্খতি, (আ+খ্যা +লট্, প্রথ. এক.) আচষ্টে, কথযতি।
আচিক্খিস্সং (তস্যৈব লৃট্, উ. এক.) কথয়িষ্যামি।
আজীবো, আজীবঃ, জীবিকা। সম্মাজীবো, সম্যগাজীবঃ।
আদিচ্চং, আদিত্যম্, সূর্য্যম্।
আভতং, আভৃতং, আহৃতম্।
আমন্তযামি, আমন্ত্রযে।
আযস্মতো, আযুষ্মতঃ।
আযস্মা, আযুষ্মান্, প্রিয়-পূজ্যঃ।
আরভি, (আ+√রভ্, লুঙ্, প্রথ. এক.), আরভত।
আরোচয়তি (আ+√রুচ্ +ণিচ্+লট্, প্রথ. এক.) প্রকাশয়তি, কথয়তি।
আরোচেত্বা, (তস্যৈব ণিচ্ +ত্বা) প্রকাশ্য, কথয়িত্বা।
আরোচেসি, (তস্যৈব লুঙ্, প্রথ. এক.) অকথযৎ।
আরোচেসুং, (তস্যৈব লুঙ্, বহু.), অকথযন্
আলোকেসি (আ+√লোকি +লুঙ্ প্রথ. এক.) আলোকযামাস, দদর্শ।
আলবিং, আলবীং আলবকস্য যক্ষস্য ভবনং নগরং বা।
আবজ্জেন্তো (আ+√বৃজ্ +ণিচ্+শতৃ), আবর্জযন্, আনময়ন্ ধ্যায়ন্।
আবুসো, সম্বোধনপদম্, ভদ্র, ভ্রাতঃ, সোম্য, বন্ধু ইত্যাদ্যর্থক-মব্যযম্।
আহংসু (√ব্রূ+লিট্, প্রথ. বহু.), উচুঃ।
আহরাপেত্বা, (আ+√হৃ+ণিচ্+ত্বা),আহরণং কারয়িত্বা।

আহিণ্ডন্তা, (আ+ √হিণ্ড্ +শতৃ, প্রথ. বহু.) আহিণ্ডমানাঃ, গচ্ছন্তঃ, ভ্রমন্ত ইতি ভাবঃ।

ই

ইঙ্ঘ, অব্যয়ং, প্রেরণাসূচকম্।

ইচ্ছং, ইচ্ছন্।

ইচ্ছিতব্বকো (√ইষ্+তব্য +ক), এষ্টব্যঃ, অভিলষণীযঃ।

ইত্থী, স্ত্রী।

ইন্দো, ইন্দ্রঃ।

ইসিপব্বজ্জং, ঋষিপ্রব্রজ্যাম্।

ইস্সযন্তি, ঈর্ষ্যযন্তি, ঈর্ষ্যাং কুর্বন্তি।

ইরিযাপথে, ঈর্যাপথে, ভ্রমণাবস্থানোপবেশনশযনরূপে ভিক্ষুব্রতে।

ইস্সরো, ঈশ্বরঃ।

ঈ

ঈসকং অব্যযম্, ঈষৎ।

উ

উচ্চাসযনং, উচ্চশযনং, উচ্চশয্যা।

উজুপথঃ, ঋজুপথঃ।

উণ্হে, উষ্ণে।

উত্তরিভঙ্গেন, স্বাদুনা মাংসাদ্যুৎপন্নেন খাদ্যবিশেষেণ।

উদব্বহে, উদ্বহেৎ, আহরেৎ।

উদিচ্চো, উদীচ্যঃ।

উদ্ধটকালে, উদ্ধৃতকালে, উত্থাপনসমযে।

উপগূহিত্বা, উপগুহ্য।

উপজ্ঝাযো, উপাধ্যাযঃ।

উপট্ঠাকমনুস্সা, উপস্থাযকমনুষ্যাঃ, উপস্থাযকাঃ = পূজাপ্রণতিসৎকারাদিকারিণঃ।

উপতিস্সো, উপতিষ্যঃ কশ্চিজ্জনঃ।

উপধারেম, উপধারযামঃ।

উপরিমিযায, উপরিভবায, ঊর্ধ্বায।

উপসঙ্কমিতুং, উপসংক্রমিতুম্।

উপসম্পদা, ভিক্ষুসন্ন্যাসদীক্ষা। উপসম্পদাপেক্খো, উপসম্পদাপেক্ষঃ

উপ্পজ্জি, (উৎ+ √পদ্ +লুঙ্, প্রথ. এক.), উদপাদি, উদপদ্যত।

উপ্পাটেত্বা, উৎপাত্য।

উয্যানপালং, উদ্যানপালম্।

উস্সুয্যতি, অসূয়তি অসূয়াং করোতি।

উস্সাপেয্যাথ, (উৎ+শ্রি+ +ণিচ্, বিধি. ম. এক.), উচ্ছ্রিতং কারয়েঃ।

এ

একনবুতি, একনবতিঃ।

একমন্তং, একস্মিন্নন্তে পার্শ্বে।

এত্তকং, এতাবৎ

এথ, (আ+ √ই + লোট্, ম. বহু.) আগচ্ছত!

এহিপস্সিকো, 'এহি, পশ্য' ইত্যুক্ত্বা য আমন্ত্রযতে।

ও

ওকাসো, অবকাশঃ।

ওড্ডেন্তি, (উৎ+ √ডী+ ণিচ্, লট্, প্রথ. বহু.), উড্ডায়যন্তি।

ওতরথ, (অব + √তৃ + লোট্, ম. বহু), অবতরত।

ওতরি, (তস্যৈব লুঙ্, প্রথ. এক.) অবাতরৎ।

ওতরিত্বা, অবতীর্য্য।

ওতারেত্বা, অবতার্য্য।

ওপনযিকো, ঔপনযিকঃ, যো জনং নির্বাণমুপনযতি।

ওপাতং, অবপাতং, অধঃ-পতনং, গর্ত্তং।

ওমুঞ্চিত্বা, অবমুচ্য।

ওরোহন্তি, অবরোহন্তি

ক

কট্ঠং, কাষ্ঠং।

কঞ্চনরূপকং, কাঞ্চনরূপকং, কনকবর্ণং।

কতত্তা, কৃতত্বাৎ।

কন্দপ্পো, কন্দর্পঃ।

কপ্পকো, কল্পকো, নাপিতঃ।

কপ্পরপ্পহারেহি, কর্পরপ্রহারৈঃ, কর্পরঃ কপালং অস্ত্রবিশেষো বা তেন।

কপ্পো, কল্পঃ, বিধিঃ।

কপ্পেত্বা, কল্পয়িত্বা।

কপ্পেসি, (√ক্লৃপ্+লুঙ্, প্রথ. এক.) অকল্পয়ৎ।

কম্মন্তো, কর্ম্মান্তঃ, নিরব-শেষক্রিয়া।

কম্মট্ঠানং, কর্মস্থানং, ধ্যান-বিশেষঃ।

কম্মবন্ধু. কর্মবন্ধুঃ।

কম্মস্সকো, কর্মস্বকঃ, কর্মৈব স্বং স্বীয়ং যস্য সঃ।

কয়িরা (কৃ+বিধি. প্রথ. এক.) কুর্যাৎ।

করোথ, (√কৃ+লোট্, ম. বহু. কুরুত।

কসি, কৃষিঃ।

কাতব্বো, কর্ত্তব্যঃ।

কাপুরিসেহি, কাপুরুষৈঃ।

কামসুখল্লিকানুযোগো, কামসুখালীকাসক্তিঃ।

কারেসি, (√কৃ+ণিচ্, লট্, প্র. এ.) অকার্ষীৎ।

কারয়মানে, কারযতি (৭মী একবচনে)

কালং কতো, কালং কৃতঃ, মৃতঃ।

কালকতো, কালকৃত, মৃতঃ

কিত্তি, কীর্ত্তিঃ।

কিলেসো, ক্লেশঃ লোভদ্বেষ-মোহাদির্দশবিধঃ।

কিলমথো, ক্লমথঃ, ক্লান্তিঃ।

কিসো, কৃশঃ।

কিম্হি, কস্মিন্।

কুচ্ছিতো, কুৎসিতঃ।

কুণি, কুণিঃ, বক্রহস্তঃ (নুলো)।

কুনদিয়ো, কুনদ্যঃ।

কুপ্পতি, কুপ্যতি।

কুলপুত্তো, কুলপুত্রঃ।

কুবেরো, কুবেরঃ, উত্তরদিক্-পতিঃ।

কুহিং, কস্মিন্।

কূটলঞ্চং। কূটোৎকোচম্।

কূটপণ্ণং, কূটপর্ণং, কূটপত্রং, কূটলেখং।

কোট্টেত্বা, কুট্টয়িত্বা, অত্যন্ত-মাহত্য।

কোসকং, কোষকং, পাত্রবিশেষং।

খ

খন্তি, ক্ষান্তিঃ।

খন্ত্যা, ক্ষান্ত্যাঃ।

খন্ধো, স্কন্ধঃ, রাশিঃ, রূপ-বেদনা-সঞ্জ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান-রূপঃ।

খিপেয্য, (√ক্ষিপ্+বিধি. প্রথ. এক.) ক্ষিপেৎ।

খেত্তং, ক্ষেত্রম্।

খো, খলু।

গ

গচ্ছি, (√গম্+লুঙ্, প্রথ. এক.) অগমৎ।

গণ্হি, (√গ্রহ+লুঙ্, প্রথ. এক.) অগৃহ্লাৎ।

গন্ত্বা, গত্বা।

গন্থতি, (√গ্রন্থ+লট্, প্রথ এক.) গ্রথ্নাতি।

গব্বে, গর্ভান্।

গরুলো, গরুড়ঃ।

গবেসিতুং, গবেষযিতুং।

গহপতি, গৃহপতিঃ, গৃহস্থঃ।

গহিতগহিতা, গৃহীত-গৃহীতাঃ।

গহেত্বা, গৃহীত্বা।

গাহাপেত্বা, গ্রাহয়িত্বা।

গামে, গ্রামে।

গামা, গ্রামাৎ।

গুত্তং, গুপ্তং।

গুম্বং, গুল্মং।

গুলং, গোলকং।

গূথং, মলং।

গোণে, বলীবর্দৌ।

গোচরগামো, গোচরগ্রামঃ, যস্মিন্ গ্রামে ভিক্ষবো ভিক্ষার্থং বিচরন্তি।

ঘ

ঘাতাপেয্য, (√হন্+ণিচ্, বিধি., প্রথ. এক.) ঘাত-যেৎ।

ঘরমেসিনো, (গৃহ+√ইষ্ +ইন্), গৃহৈষিণঃ,গৃহস্থস্য।

চ

চঙ্কমং, চঙ্ক্রমং, বিহারে তত্ত্ব-চিন্তয়া পাদচারং কুর্বতাং ভিক্ষূণাং ভ্রমণপথং।

চক্খুলং, চক্ষুষ্মন্তং।

চক্খুমন্তে, চক্ষুষ্মতঃ।

চতূসু, চতুর্ষু।

চরাপেহি, √চর্+ণিচ্, লোট্, ম. এক., চারয়।

চাগা, ত্যাগাৎ।

চারিকা, চরণং, ভ্রমণং।

চিণ্ণং, চীর্ণং, চরিতং।

চিত্তকম্ম, চিত্রকর্ম।

চেটকেন, দাসেন।

চীবরং, ভিক্ষুবস্ত্রং।

ছ

ছন্নবুতীনং, ষণ্ণবতীনাম্।

ছিজ্জি, (√ছিদ্+লুঙ্, প্রথ. এক.) অচ্ছিদ্যত।

জ

জাতগিগং, জাতাগ্নিং, জন্ম-সময়ে পিত্রা স্থাপিতমগ্নিম্।

জানাপেত্বা, (√জ্ঞা+ণিচ্ +ত্বা) জ্ঞাপয়িত্বা।

জানাহি, জানীহি।

জেট্ঠিকা, জ্যেষ্ঠিকা, জ্যেষ্ঠা।

ঝ

ঝাপিতা, (√ক্ষৈ+ণিচ্+ক্ত+আ), দাহিতা, দগ্ধা, ক্ষয়ং প্রাপিতা বা।

ঝাপিত্বা, (তস্যৈব,+ত্বা) দগ্ধ্বা, ক্ষয়ং প্রাপয্য বা।

ঝাপেসি, (তস্যৈব, লুঙ্, প্রথ. এক.) অদহৎ, ক্ষয়ং প্রাপযৎ বা।

ঞ

ঞত্বা, জ্ঞাত্বা।

ঞাতং, জ্ঞাতং।

ঞাতকা, জ্ঞাতকাঃ।

ঞায়পটিপন্নো, ন্যায়প্রতিপন্নঃ, ন্যায়ানুসারী।

ঠ

ঠত্বা, √স্থা+ত্বা, স্থিত্বা।

ঠপিতং, (তস্যৈব ণিচ্+ক্ত), স্থাপিতং।

ঠপেত্বা, (তস্যৈব ণিচ্+ত্বা) স্থাপয়িত্বা।

ঠপেন্তো, (তস্যৈব ণিচ্+শতৃ), স্থাপয়ন্।

ঠানানি, স্থানানি।

ত

তজ্জেসি (√তর্জ + লুঙ্, প্রথ. এক.), অতর্জয়ৎ।

তণ্হা, তৃষ্ণা।

তমধংসিনা, তমোধ্বংসিনা :

তলাকো, তড়াগঃ।

তিকিচ্ছকো, চিকিৎসকঃ।

তিকিচ্ছাপেতি, (√কিৎ+স+ণিচ্+লট্, প্রথ. এক) চিকিৎসাং কারয়তি।

তিক্খত্তুং, ত্রিকৃত্বঃ।

তিট্ঠেয্য (√স্থা+বিধি., প্রথ. এক), তিষ্ঠেৎ।

তিণ্ণং, ত্রায়াণাং।

তিত্তকো, তিক্তকঃ।

তিত্থিয়ো, তীর্থিকঃ, পাষণ্ডঃ, বিধর্মী।

তুট্ঠচিত্তো, তুষ্টচিত্তঃ
তুম্হে, যূয়ং, যুষ্মান্।

থ

থঞ্ঞং, স্তন্যং, দুগ্ধং।
থনে, স্তনৌ।
থেরো, স্থবিরঃ।

দ

দক্খিণেয্যং, দক্ষিণার্হং।
দট্ঠো, দষ্টঃ।
দদং (√দা+শতৃ) দদৎ।
দমেতুং, দময়িতুং।
দম্ম, (√দা+লট্, উ. বহু) দদ্মঃ।
দম্মি, (√দা+লট্+উ. এক.) দদামি।
দম্মো, দম্যঃ, দমনীযো।
দলিদ্দা, দরিদ্রাঃ।
দস্সেন্তো, (√দৃশ্+ণিচ্+শতৃ) দর্শয়ন্।
দহরকালে, তরুণসময়ে।
দস্সং, (√দা+স্যতৃ), দাস্যন্।
দায়কা, দায়কাঃ, দাতারঃ।
দিট্ঠা, দৃষ্টা।
দিন্নং, দত্তং।

দিস্বা / দিস্বান (√দৃশ্+ত্বা), দৃষ্ট্বা।
দীপিনো, দ্বীপিনঃ, ব্যাঘ্রাঃ।
দুক্খা, দুঃখা।
দুক্খো, দুঃখঃ।
দুট্ঠা, দুষ্টাঃ।
দুজ্জনা, দুর্জনাঃ।
দুব্বিনিচ্ছিতো, দুর্বিনিশ্চিতঃ।
দুভতি, (√দ্রুহ্+লট্, প্রথ. এক.) দ্রুহ্যতি।
দেতি, (√দা+লট্, এক.) দদাতি।
দেথ, (√দা+লোট্, ম বহু.) দত্ত।
দেম, (√দা+লট্, প্রথ. বহু.) দদ্মঃ।
দেসনং, দেশনাং, উপদেশম্।
দেসিতো, দিষ্টঃ, উপদিষ্টঃ।

ধ

ধংসয়ে, ধ্বংসয়েৎ।
ধতরট্ঠো, ধৃতরাষ্ট্রঃ, পূর্ব-দিক্পতিঃ।
ধীতা, দুহিতা।
ধীতি, ধিগিতি।
ধুরবা, ভারবাহী।

ধূমকালে, মরণকালে।

ধোবনং, ধাবনং, প্রক্ষালনম্।

ন

নঙ্গলং. লাঙ্গলং।

নমস্সমানো, নমস্যন্।

নানাভাবো, নানাভাবঃ. পার্থক্যং।

নিকড্ঢেত্বা, (নির্+√কৃষ্+ণিচ্+ক্ত্বা), নিষ্কৃষ্য।

নিক্খন্তো, নিষ্ক্রান্তঃ।

নিক্খমিত্বা, নিক্খম্ম } নিষ্ক্রম্য।

নিগ্রোধো, ন্যগ্রোধঃ।

নিপচ্চ, নিপত্য।

নিপজ্জি, (নি+পদ্+লুঙ্, প্রথ. এক.), ন্যপদ্যত, ন্যপতৎ।

নিব্বত্তি, (নির্+বৃৎ+লুঙ্ প্রথ. এক.), নিরবর্ত্তত, সমপদ্যত।

নিব্বত্তিত্বা, (নির্+বৃৎ+ক্ত্বা) নির্বৃত্য, সম্পদ্য।

নিব্বত্তেত্বা, (নির্+বৃৎ+ণিচ্+ক্ত্বা), নির্বর্ত্য, সম্পাদ্য।

নিব্বানপত্তি, নির্বাণপ্রাপ্তিঃ।

নিব্বাযিস্সামি, নির্বাস্যামি, নির্বাণং প্রাপ্স্যামি।

নিব্বিদা, নির্বিদা, নির্বেদঃ

নিম্বপোতকং, ক্ষুদ্রং নিম্ববৃক্ষং

নিরত্থা, নিরর্থা।

নিলীনা, নিগূঢ়া।

নিবত্থো, (নি+√বস্+ক্ত) পরিধৃতান্তরাবাসকঃ, গৃহীতাধোবস্ত্রঃ।

নিবারয়ে, নিবারয়েৎ।

নিবেসনং, নিবেশনং, গৃহং।

নিসংসো, নিশংসঃ, প্রশংসা।

নিসিন্নো, নিষণ্ণঃ।

নিসীদাপেত্বা, (নি+√সদ্+ণিচ্+ক্ত্বা), উপবেশনং কারয়িত্বা।

নিস্সদ্দো, নিঃশব্দঃ।

নিস্সায়, (নি+√শ্রি+ল্যপ্) নিশ্রিত্য।

নীয়ানিকো, নির্যাণিকঃ, যো নির্বাণং গময়তি।

নীহরিংসু, (নির্+√হৃ, লুঙ্, প্রথ. বহু.), নিরহরন্।

নীহরিত্বা, (নির্+হৃ+ক্ত্বা), নির্হৃত্য।

নেসং, তেষাং।

প

পকতিভাবে, প্রকৃতিভাবে, স্বভাবে।

পকতিং, প্রকৃতিং।

পংসুং, পাংশুং।

পক্কানং পক্কানাং।

পক্কোসাপেত্বা, (প্র+ক্রুশ্ +ণিচ্+ত্বা) আহ্বানং কারয়িত্বা।

পক্খিত্তমত্তে, প্রক্ষিপ্তমাত্রে।

পচ্চত্তং, প্রত্যাত্মং।

পচ্চস্সোসুং, (প্রতি+√শ্রু লুঙ্, প্রথ. এক.), প্রতি-অশ্রৌষুঃ।

পচ্চাসিংসন্তি, প্রত্যাশংসন্তি

পচ্চুপ্পন্নো, প্রত্যুৎপন্নঃ, প্রত্যুৎ-পস্থিতঃ।

পচ্চুপট্ঠাপেতুং, প্রত্যুপস্থা-পয়িতুং।

পচ্ছি, পেটকং।

পঞ্চমত্তং, পঞ্চমাত্রং।

পঞ্ঞং, প্রজ্ঞাং।

পঞ্ঞত্তো, প্রজ্ঞপ্তঃ।

পঞ্ঞা, প্রজ্ঞা।

পঞ্‌হো, প্রশ্নঃ।

পটিচ্ছথ, প্রতীচ্ছত।

পটিচ্ছাপেত্বা, (প্রতি+√ইষ্ ণিচ্+ত্বা) প্রতীচ্ছাং কারয়িত্বা।

পটিজগ্গিংসু, (প্রতি+√জাগৃ +লুঙ্, প্রথ. বহু.), রক্ষণা-বেক্ষণং চক্রুঃ।

পটিট্ঠায়, প্রতিষ্ঠায়।

পটিনিসগ্গো, প্রতিনিসর্গঃ, মুক্তিঃ, মোচনং।

পটিভাজনং, প্রতিভাজনং, সদৃশং।

পটিরূপং, প্রতিরূপং।

পটিসন্ধিং, প্রতিসন্ধিং, জন্ম।

পটিসরণং, প্রতিশরণং।

পট্ঠায়, প্রস্থায়।

পত্তং, পাত্রং।

পণ্ণং, পর্ণং, পত্রং, উপহারঃ।

পণ্ণকুটিং, পর্ণকুটীং।

পণ্ণসালায়, পর্ণশালায়াং।

পতিঞ্ঞং, প্রতিজ্ঞাং।

পতিট্ঠাসি, (প্রতি+√স্থা লুঙ্+প্রথ. এক.), প্রত্য-তিষ্ঠৎ।

পতিপক্খো, প্রতিপক্ষঃ।

পত্বা, (প্র+√আপ্+ত্বা), প্রাপ্য।

পদক্খিনং, প্রদক্ষিণং।
পদুমং, পদ্মং।
পদিত্তেন, প্রদীপ্তেন, জ্বলিতেন।
পপতনা উচ্চস্থানাৎ, প্রপতনাৎ।
পপতি, (প্র+√পৎ+লুঙ্, প্রথ. এক.), প্রাপতৎ।
পযিরন্তা, পর্যন্তাঃ।
পরিগিলন্তো, পরিগিলন্।
পরিচ্ছেদং, খণ্ডং, সীমানং, নির্ণয়ং।
পরিত্তং, পরিত্রং, ক্ষুদ্রং।
পরিমগ্গিত্বা, পরিমৃগ্য।
পরিযোসানে, পর্যবসানে।
পরিবারেসুং, (পরি+√বৃ+ণিচ্+লুঙ্, প্রথ. বহু) পর্যবেষ্টয়ন্।
পরিহঞ্ঞতি, পরিহন্যতে।
পরিহরথ, পরিহরত, বহত, ব্যবহরত, পালয়ত।
পরিহরন্ত, বহন্ত,।
পবত্তিং, প্রবৃত্তিং।
পসিব্বকং, (প্র+√সিব্+অক), প্রসেবকং (বাঙ্লা থলে)। পসীদিত্বা, (প্র+√সদ্+ত্বা) প্রসন্নো ভূত্বা।
পস্সদ্ধি, প্রশ্রব্ধিঃ, স্থৈর্য্যং, শান্তিঃ।
পস্সাম, পশ্যামঃ।
পস্সিত্বা, (√দৃশ্+ত্বা) দৃষ্ট্বা।
পহত্বান, (প্র+√হন্+ত্বা) প্রহত্য।
পহায়, প্রহায়।
পহোনকং, প্রভবনকং, সমর্থং, যোগ্যং, উপযুক্তং।
পরিহারঃ, বহনং, সৎকারঃ, রক্ষণং।
পাকটং, প্রকটং, স্ফুটং।
পাকতিকং, প্রাকৃতিকং।
পাতেন্তি, পাতযন্তি।
পানিযেন পানীযেন।
পামোজ্জং, প্রামোদ্যং, প্রমোদঃ।
পাপিয়ো, পাপীয়ান্।
পাপুণি, (প্র+√আপ্+লুঙ্ প্রথ. এক.), প্রাপৎ।
পায়াসং, পায়সং।
পায়েমি, পায়যামি।
পারুতো, প্রাবৃতঃ।

পালেন্তি, পালযন্তি।

পাবিসি, (প্র+√বিশ+লুঙ্, প্রথ. এক.), প্রাবিশৎ।

পাসণ্ডানং, পাষণ্ডানাং।

পাসাণযন্তং, পাষাণযন্ত্রং।

পাহুণেয্য, (প্র+√হ্বে+এয্য) প্রকর্ষেণাহ্বানার্হঃ।

পিট্ঠিং, পৃষ্ঠীং, পৃষ্ঠং।

পিল্কা, পিডকা, স্ফোটঃ (বাঙলা ফোড়া)।

পিহযন্তি, স্পৃহযন্তি।

পীতি, প্রীতিঃ।

পুগ্গলো, পুদ্গলঃ, জীবো।

পুচ্ছি, (√প্রচ্ছ্+লুঙ্, প্রথ. এক.) অপৃচ্ছৎ।

পুঞ্ছিত্বা, (প্র+√উঞ্ছ্+ত্বা) প্রোঞ্ছনং মার্জনং কৃত্বা।

পুত্তো, পুত্রঃ।

পুথু, পৃথক্।

পুব্বণ্হে, পূর্বাহ্ণে।

পুমা, পুমান্।

পুরত্থিমায়, পুরঃস্থায়াং, পুরোভবায়াং, পূর্বস্যাম্।

পুরা, পুরাৎ, নগরাৎ।

পুরিসো পুরুষঃ।

পূজনেয্যং, পূজনার্হং।

পূরাপেতু, (√পৃ+ণিচ্ লোট্, প্র. এক.) পূরযতু।

পেচ্চ, প্রেত্য, মৃত্বা।

পেসুঞ্ঞং, পৈশুন্যম্।

পেসেত্বা, প্রেষ্য।

পোক্খরণী, পুষ্করিণী।

পোথুজ্জনিকো, পার্থগ্জনিকঃ প্রাকৃতজনসম্বন্ধী।

পোথেত্বা, প্রহৃত্য।

পোরাণং, পৌরাণম্, প্রাচীনম্।

ফ

ফরুসং, পরুষং।

ফলাফলং, বিবিধং ফলং।

ফালেয্য (√ফল্+ণিচ্+বিধি. প্রথ. এক.) বিদারয়েৎ।

ফাসু, সুখং, সুখকরং।

ব

বন্ধাপেত্বা, বন্ধনং কারয়িত্বা।

বহুজ্জনা, বহুজনাঃ।

বহুসিনেহে, বহুস্নেহে।

বোধি, বোধিঃ, বুদ্ধানাং সর্বো-
ত্তমং জ্ঞানং।

বোধিমূলং, বোধিদ্রুমমূলং।

বোধেতি, বোধযতি।

ভ

ভন্তে, ভদন্ত, মাননীয়।

ভরিযা, ভার্যা।

ভাকরো, ভাস্করঃ।

ভাতিকেহি, ভ্রাতৃকৈঃ,
ভ্রাতৃভিঃ।

ভিন্দিত্বা, (√ভিদ্+ত্বা),
ভিত্ত্বা।

ভেসজ্জং, ভৈষজ্যং, ঔষধং।

ভোতো, ভবতঃ।

ম

মগ্গকিলন্তং, মার্গক্লান্তং।

মগ্গো, মার্গঃ।

মঙ্গলস্সো, মঙ্গলাশ্বঃ।

মচ্চানং, মর্ত্যানাং।

মচ্চু, মৃত্যুঃ।

মচ্ছরিয়ভাবেন, মাৎসর্যভাবেন।

মচ্ছরী, মৎসরী।

মজ্ঝত্তা, মধ্যস্থাঃ।

মজ্ঝিমা, মধ্যমা।

মত্তসাসনং, মৃতশাসনং,।
মন্তোপদেশঃ।

মধুরায়, মধুরায়াঃ,
মথুরায়াঃ।

মদ্দতি (মৃদ্+লট্, প্রথ.
এক.), মৃদ্নাতি, মর্দ্দযতি।

মনাপো, (মনঃ+আপঃ)
হৃদয়ঙ্গমঃ।

মহল্লকো, (মহল্লকঃ), বৃদ্ধঃ।

মহা, মহান্

মহাপুঞ্ঞো, মহাপুণ্যঃ।

মহাসয়না, মহাশয়নাৎ।

মাতুগামো, মাতৃগ্রামঃ, মাতৃ-
শ্রেণিঃ, মাতৃজাতিঃ, স্ত্রী-
জাতিঃ।

মাতুযা, মাতুঃ।

মারাপেত্বা, মারয়িত্বা।

মারেন্তি, মারয়ন্তি।

মাপেসি, (√মা+ণিচ্,
লুঙ্ প্রথ. এক.), নির্ম্মাণ—
মকারয়ৎ, অকরোৎ।

মিগো মৃগঃ।

মিচ্ছাদিট্ঠি, মিথ্যাদৃষ্টিঃ,
অসম্মতং।

মিত্তদূভী, মিত্রদ্রোহী।

মুত্তি, মুক্তিঃ।

মুসাবাদা, মৃষাবাদাৎ।

মেত্তা, মৈত্রী।

মেত্তং, মৈত্রং।

মেরয়ং মৈরেয়ং, মদ্যবিশেষঃ।

য

যঞ্ঞদত্তং, যজ্ঞদত্তং।

যসং, যশঃ।

যাচি, (√যাচ্+লুঙ্ প্রথ. এক.), অযাচত।

যুগমত্তদস্সো, যুগমাত্রদর্শী, যো পথি গচ্ছন্ পুরতঃ হস্তচতুষ্টয়মাত্রং স্থানং পশ্যতি,

যোজেত্বা, যোজয়িত্বা।

র

রংসিমালো, রশ্মিমালঃ।

রক্খথ, রক্ষত।

রট্ঠে, রাষ্ট্রে।

রতনত্তয়ং, রত্নত্রয়ং।

রাসিং, রাশিং।

রাজককুধভণ্ডানি, রাজ্ঞাং পরিচ্ছদবিশেষাঃ, যথা—খড্গঃ ছত্রম্, উষ্ণীষম্, পাদুকা, বালব্যজনং চ।

ল

লঞ্ছাপেসি, (√লঞ্ছ্+ণিচ্+প্রথ. এক.), লাঞ্ছনযুক্তং রাজমুদ্রয়া চিহ্নিতং অকারয়ৎ।

লদ্ধং, লব্ধম্।

লামকস্স, রামকস্য, হীনস্য।

লীলহায়, লীঢয়া, লীলয়া, বিলাসেন।

লুদ্ধকো, লুব্ধকঃ।

লুনাতি, (√লূ), ছিনত্তি।

লেনং, (লয়নং) গহ্বরং আশ্রয়স্থানং, নির্বাণং।

লেহতি, (√লিহ্), লেঢি।

লেহন্তিং, লেহনং কুর্বতীম্।

লোকবিদুং, লোকবিদং, লোকজ্ঞং।

লোকুত্তমো, লোকোত্তমঃ।

লোকূপগো, লোকোপগঃ, লোকোপগতঃ।

ব

বংসপেসিকাহি, বংশপেশিকাভিঃ, বংশখণ্ডৈঃ।

বচী, বাক্।

বজিরেন, বজ্রেণ।

বট্টতি, (√বৃৎ), বর্ত্ততে, যুজ্যতে।

বত্বা, (√বচ্+ত্বা), উক্ত্বা।

বদিংসু (√বদ্+লুঙ্. প্রথ. বহু.), অবদন্।

বয়প্পত্তো, বয়ঃপ্রাপ্তঃ।

বসলী, বৃষলী, শূদ্রা।

বস্সা, বর্ষাঃ।

বস্সানি, বর্ষাণি।

বাচা, বাক্।

বায়ামো, ব্যায়ামঃ, উদ্যমঃ, উৎসাহঃ।

বালধি, বালধিঃ, পুচ্ছম্।

বিকালভোজনা, বিকালভোজনাৎ, অপরাহ্নভোজনাৎ।

বিচক্খণো, বিচক্ষণঃ।

বিজম্ভিতেন, বিজৃম্ভিতেন, বিপ্রকাশিতেন।

বিজ্জতি, বিদ্যতে।

বিজ্জন্তে, বিদ্যন্তে।

বিজ্জু, বিদ্যুৎ।

বিজ্ঝিত্বা, (√ব্যধ্+ত্বা), বিদ্ধা।

বিঞ্ঞূ, বিজ্ঞঃ।

বিধূপনেন, ব্যজনেন।

বিনাভাবো, বিনাভাবঃ, পার্থক্যং, ভেদঃ।

বিনায়কে, আধ্যাত্মিকপথ-চালকে শিক্ষকে, বুদ্ধে।

বিনিচ্ছিনন্তি, বিনিশ্চিন্বন্তি।

বিনিপাতিকা, বৈনিপাতিকাঃ, নরক-তির্য্যগ্‌যোনি-প্রেত-সুরলোক-নামক-চতুর্বিধাপায়স্থিতা জীবাঃ।

বিপস্সী, (বি+√দৃশ), বিদর্শী, বিশেষেণ দ্রষ্টা, বিজ্ঞঃ।

বিভবো, বিভবঃ, নির্বাণম্।

বিপ্পবত্থুং, বিপ্রবস্তুং, বিপ্রবাসং স্থানান্তরে বাসং কর্ত্তুং।

বিমুত্তি, বিমুক্তিঃ, নির্বাণম্।

বিয, ইব।

বিরিযং, বীর্য্যং, উদ্যমঃ, বলং, প্রভাবঃ।

বিরূপক্খো, বিরূপাক্ষঃ পশ্চিম-দিক্‌পতিঃ।

বিরূল্‌হকো, বিরূঢকঃ, দক্ষিণ-দিক্‌পতিঃ।

বিলুম্পাপেতি, (বি+√লুপ্+ণিচ, লট্ প্রথ. এক.), বিলোপয়তি।

বিলুম্পাপেথ, (—লোট্, ম. বহু.), বিলোপয়ত।

বিলুম্পাপেসি, (—লুঙ্, প্রথ. এক.), বিলুপ্তম্ অকারয়ৎ।

বিবরাপেত্বা, (বি+√বৃ+ণিচ্, ত্বা), বিবৃতং কারয়িত্বা।

বিসং, বিষং।

বিসকপ্পেন, বিষকল্পেন।

বিসভাগো, বিসভাগঃ, বিসদৃশঃ।

বিসূকং, আড়ম্বরপ্রদর্শনং।

বিসজ্জিতো, বিসৃষ্টঃ, প্রত্যুক্তঃ।

বিহেঠন্তো, বিহঠনং, বলাৎকারং কুর্বন্।

বীহি, ব্রীহিঃ, ধান্যম্।

বুট্ঠাতা, ব্যুত্থাতা।

বুট্ঠি, বৃষ্টিঃ।

বুত্তং, (√বচ্+ক্ত), উক্তং।

বূপসমো, ব্যুপশমঃ।

বেজ্জো, বৈদ্যঃ।

বেরিণো, বৈরিণঃ।

ব্যগ্ঘস্স, ব্যাঘ্রস্য।

ব্যবত্থানং, ব্যবস্থানং।

ব্যাকরেয্য, ব্যাকুর্যাৎ।

ব্যাপাদো, ব্যাপাদঃ, দ্রোহবুদ্ধিঃ, অপকারচিন্তা।

স

সংখাতো, সংখ্যাতঃ।

সংখোভিত্বা সংক্ষোভ্য।

সঙ্ঘং, সমূহং, বিশেষেণ তু বৌদ্ধসমূহম্।

সংবচ্ছরানং সংবৎসরাণাম্।

সংবরো, সংবরঃ, সংবরণ সংযমঃ, নিগ্রহঃ।

সংসগ্গো, সংসর্গঃ

সকট্ঠানং, স্বকস্থানং, স্বকীয়স্থানং।

সক্কা, (অব্যয়ং), শক্যং।

সক্কো, শক্রঃ, ইন্দ্রঃ।

সক্খিংসু, (√শক্+লুঙ্ প্রথ. বহু.), অশকন্।

সচে, সচেৎ, তদ্ যদি।

সচ্চং, সত্যম্।

সচ্চবজ্জং, সত্যবদ্যং, সত্যকথনং।

সচ্ছিহি, স্বার্চিভিঃ, স্বজ্বালাভিঃ।

সঞ্জানিত্বা, সংজ্ঞায়।

সঞ্ঞাপিতো, সংজ্ঞাপিতঃ।

সঞ্ঞোগো, সংযোগঃ।

সট্ঠি, ষষ্টিঃ।

সণ্ঠপেসি, (সম্+√স্থা +

ণিচ্, লুঙ্, প্রথ. এক.), সমস্থাপয়ৎ।
সণ্ঠানং, সংস্থানং, আকারঃ।
সতি, স্মৃতিঃ।
সত্তানং, সত্ত্বানং, জীবানাং।
সত্থা, শাস্তা, বুদ্ধঃ।
সদ্দহনত্তো, শ্রদ্ধানতঃ, শ্রদ্ধাতঃ।
সদ্দহানঃ শ্রদ্দধানঃ।
সদ্ধম্মো, সদ্ধর্মঃ।
সদ্ধিং, সার্ধং।
সন্তিকরো, শান্তিকরঃ।
সন্তিদং, শান্তিদং।
সন্থতগত্তো, সংস্তৃতগাত্রঃ, আচ্ছাদিতশরীরঃ।
সন্থবো, সংস্তবঃ, পরিচয়ঃ।
সন্দিট্‌ঠিকং, সাংদৃষ্টিকং, যদ্ধি অস্মিন্নেব লোকে স্পষ্টং দৃশ্যতে।
সন্নিপতি, (সং+নি+√পৎ +লুঙ, প্রথ. এক.), সংন্য-পতৎ।
সপ্পিযুত্তং, সর্পির্যুক্তং, ঘৃত-যুক্তং।
সমিদ্ধং, সমৃদ্ধং।
সমিদ্ধি, সমৃদ্ধিঃ।
সমেন, শমেন।
সম্পরায়িকো, সাম্পরায়িকঃ, পারলৌকিকঃ।
সম্ফপ্পলাপো, নিরর্থকালাপঃ।
সম্বহুলা, সম্বহুলাঃ, অনেকে।
সম্মূল্‌হো, সংমূঢ়ঃ।
সরিত্বান (√স্মৃ+ত্বা), স্মৃত্বা।
সরীরকিচ্চং, শরীরকৃত্যং, শবসৎকারম্।
সহস্সথবিকং, ভিক্ষার্থং ভ্রমণ-সময়ে ভিক্ষবো যত্র পাত্রং প্রক্ষিপ্য বহন্তি, স কোশো বা, জালং বা, ঝোলিকং বা সহস্সথবিকা, তাং।
সামীচিপটিপন্নো, সম্যক্-প্রতিপন্নঃ।
সামামিগী, শ্যামামৃগী, শ্যামেতি প্রসিদ্ধা মৃগী।
সাবকো, শ্রাবকঃ, বুদ্ধধর্ম-শ্রোতা।
সাবত্থিয়ং, শ্রাবস্ত্যাং, তন্নাম্না প্রসিদ্ধায়াং নগর্যাং।
সিক্খন্তো, শিক্ষমাণঃ।
সিক্খাপদং, শিক্ষাপদং, উপ-দেশবাক্যং।
সিক্খাপেতি, শিক্ষযতি।

সিখরাকারকপ্পিতো, শিখ-রাকারকল্পিতঃ, অত্যুচ্চঃ।
সিঙ্গানি, শৃঙ্গাণি।
সিরিগব্ভং, শ্রীগর্ভং, রাজ্ঞঃ শয়নগৃহং।
সীলং, শীলং।
সীসে শীর্ষে।
সীহস্স, সিংহস্য।
সীহপঞ্জরেন, সিংহপঞ্জরেণ, বাতায়নেন।
সুচন্দকপাসাদো, সুচন্দ্রক-প্রাসাদঃ, তন্নাম্না খ্যাতঃ প্রাসাদঃ।
সু, (অব্যয়ং) স্বিৎ, প্রশ্নাদ্যর্থে।
সুজ্ঝতি, শুধ্যতি।
সুতং, শ্রুতং।
সুধম্মতং, সুধর্মতাং।
সুরাবারকং, সুরাপূর্ণপাত্র-বিশেষং।
সুবণ্ণং, সুবর্ণং।
সুস্সূসং, শুশ্রূষমাণঃ।
সেট্ঠং, শ্রেষ্ঠং।
সেট্ঠি, শ্রেষ্ঠী।
সেনাসনং, শয়নাসনং, শয়-নোপবেশনস্থানং, বাসস্থানং।
সেয্যথা, তদ্যথা।
সেয্যো, শ্রেয়ঃ।
সোলসন্নং, ষোড়শানাং।

হ

হিংসং, হিংসন্।
হুত্বা, ভূত্বা।
হেট্ঠিমায়, নীচস্থায়াং।
হোহি, ভব।

সূচী

সাধারণ কল্প

(ক)

সংস্কৃত হইতে পালিতে পরিবর্ত্তন

* অতিবিরল প্রয়োগ, † বিরল প্রয়োগ, ‡ পদের আদিস্থিত

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

(খ)

পালি হইতে সংস্কৃতে পরিবর্তন

অ—আ (১. §১০, ক) ;—ঋ (১. §২) ;—ই (১. §১১, ক) ;—ঈ (১.§১২) ;—উ (১. §১৩, ক) ;—ঊ (১. §১৪, ক) ;—ঔ (১. §৫, টী) ;—য (১. §৯৪, ক)।

আ—অ (১. §৬৯, ক) ;—ঔ (১ §৫, টী.)।

ই—অ (১. §৬৯, খ) ;—ঋ (১. §২) ;—উ (১. §১৩, খ) ;—এ (১. §১৫, ক) ; —ঐ (১. §৪) ;—য (১. §৯৪, খ ; তুল :—১. §৫৭)।

ঈ—ঐ (১. §৪)।

উ—অ (১. §৬৯, গ) ;—ঋ (১. §২) ;—ই (১. §১১, খ) ;—ও (১. §১৬, ঘ) ;—ঔ (১. §৫) ;—ব (১. §৯৭ ; তুল :—১. §৫৭)।

এ—অ (১. §৬৯, ঘ) —অয় (১. §৫৭ ; তুল :—১. §৯৪, খ) ;—আ(১. §১০, খ) ;—উ (১.§১৩, গ) ;—ঋ (১. §২,টী) ;—ই (১. §১১, গ)।

ও—অব (১. §৫৭, তুল :—১ §৯৭) ;—উ (১.§১৩, ঘ) ; —ঊ(১. §১৪, খ) ;—ঔ (১. §৫)।

ং—র (১. §৯৫)।

ক—ক্র (১. §১৫) ;—ক (১. §৩৮) ;—গ (১. §১৮, ক) ;—প (১. §৯০, ক)।

কিল—ক্ল (১. §৩৭)।

কুন—ক্ন (১. §৬৬)।

কুম—ক্ম (১. §৬৭)।

ক্ক—ক্ (১. §১৭, ঘ) ;—ক্ত (১. §৫১, টী,) ; —ক্ন (১. §৬৬) ;—ক্য (১. §২৬) ;—ক্র (১. § ১৬) ;—র্ক (১. §১২) ;—ক (১. §৩৯) ;—ট্ক (১. §৩০) ; ত্ক (১. §৩০) ;—ল্ক (১. §৩৬) ,—ষ্ক (১. §৪৫) ;—স্ক (১. §৪৪)।

ক্খ—ক্ষ (১. §২১) ; —খ্য (১. §২৬) ; —স্ক (১. §৪৪) ; —ষ্ক (১. §৪৫) ;—খ (১. §১০)।

খ—ক (১. §১৭, ক) ;—ক্ষ (১. §২১) ; স্ক = (১. §§৪৩,৪৪)।

গ—ক (১. §৭৭, খ); —গ্র (১. §১৫)।

গিল—গ্ল (১. §৩৭)।

গ্গ—গ্ন (১. §৬৬); —গ্য (১. §২৬); —গ্র (১. §১৬); —ঙ্গ (১. §৩১); দ্গ (১. §৩১); —র্গ (১. §১২); —গ্ব (১. §৩৬, খ)।

গ্ঘ—ঘ্য (১. §২৬); —ঙ্ঘ (১. §৩১); —ঘ্ন (১. §৬৬); —ঘ্র (১. §১৬); —র্ঘ (১. §১২)।

ঘ—গ (১. §৭৮, খ); —ঘ্র (১. §১৫)।

চ—ক্ষ (১. §২০); —চ্য (ভুল:—১. §২৬); —জ (১. §৮২, ক); —ত্য (১. §২২)।

চ্চ—চ্য (১. §২৬); —ত্য (১. §২২); —ত্ব (১. §৩৯, টী. ২৭ পৃ.); —র্চ (১. §১২); —শ্চ (১. §৪৬, টী.)।

চ্ছ—ক্ষ (১. §২১); —ৎস (১. §৩৫); —থ্য (১ §২৩); —প্স (১. §৪৭); —শ্ছ (১. §৪৬); —র্ছ (১. §১২)।

ছ—প্স (১. §৪৭, টী.); —শ (১. §৯৮, ক); —ষ (১. §৯৯, ক)।

জ—জ্ঞ (১. §২৯, টী.); —জ্ব (১. §৩৮); —দ্য (১. §২৪); —য (১. §৯৪, গ)।

জ্জ—জ্য (১. §২৬); —জ্ব (১. §৩৯); ড্‌জ (১. §৩১); ব্জ (১. §৪২); —দ্য (১. §২৪); —র্জ (১. §১২)।

জ্ঝ—ক্ষ (১. §২০, টী.); —ধ্য (১. §২৫), —র্ঝ (১. §১২)।

ঝ—ক্ষ (১. §২০, টী); —ধ্য (১. §২৫)।

ট—ক (১. §৭৭, গ); —ত (১. §৮৫, ক); —দ (১. §৮৭, ক)।

ট্ট—ট্য (১. §২৬); —ষ্ট (১. §৩২, টী.)।

ট্ঠ—ষ্ট (১. §৩২); —ষ্ঠ (১. §৩২); —স্ত (১. §৩৩, টী.); —স্থ (১. §৩৪)।

ঠ—স্থ (১. §৩৪); —থ (১. §৮৬, খ); —ট (১. §৮৩, ক)।

ড—ট (১. §৮৩, খ); —দ (১. §৮৭, খ)।

ডুম—ড্ম (১. §৬৭)।

ড্ড—ড্য (১. §২৬)।

ড্ঢ—ঢ্য (১. §২৬); —ঢ্র (১. §১৬); —র্ধ (১. §৫৪); —র্ধ (১. §৯৯, খ)।

ণ — ন (১. §৮৯, ক)।

ণ্ণ — র্ণ (১. §১২) ; = ণ্ব (১. §৩৯)।

ণ্হ — শ্ন (১. §৬৪) ; = ষ্ণ (১. §৬৫) ; = স্ন (১.§৬৩) ; = হ্ন (১ §৬৬,টী.)

ত — চ (১.§৮০, খ) ; = ত্র (১.§১৫) ; = ত্ব (১ §৩৮) ; = দ (১.§৮৭, গ)।

তন — ত্ন (১. §৬৬)।

ত্‌ম — ত্ম (১. §৬৭)।

ত্ত — ত্ন (১. §৬৬) ; = ত্ম (১. §৬৭) ; = ত্র (১. §১৬) ; = ত্ব (১. §৩৯) ; = ক্ত (১. §৫১) ; = ট্‌ত (১. §৩০) ; = প্ত (১. §৫৩) ; = র্ত (১. §১২) ; = স্ত (১. §৩৩) ; = স্থ (১. §৩৪, টী.)।

থ — ক্‌থ (১. §৫২) ; = র্থ (১. §১২) ; = স্ত (১. §৩৩) ; = স্থ (১. §৩৪)।

থ = ত (১. §৮৫, খ)।

দ — জ (১. §৮২, খ) ; = দ্র (১. §১৫) ; = দ্ব (১. §৩৮) ; = ড (১. §৫৫, টী)।

দ্‌ম = দ্ম (১. §৬৭)।

দ্দ = দ্ম (১.§৬৭, টী) ; = দ্ব (১. §৩৯) ; = দ্র (১. §১৫) ; = ড্‌দ (১. §৩১) ; = ব্দ (১. §৪২) ; = র্দ (১. §১২)।

দ্ধ = ধ্ব (১. §৩৯) ; = ধ্র (১. §১৬) ; = গ্ধ (১. §৩১) ; = ড্‌ধ (১. §৩১) ; = ব্ধ (১. §৪২) ; = র্ধ (১. §১২)।

ধ = ধ্ব (১. §৩৮) ; = ধ্র (১. §১৫) ; = ভ (১. §৯৩, ক) ; = হ (১. §১০০, ক)।

ন = ণ (১. §৮৪, ক) ; = ল (১. §৯৬)।

ন্ন = ম্ন (১. §৬৬টী.)।

ণ্হ = হ্ন (১. §৬৬টী.)।

প — প্র (১. §১৫) ; = ফ (১. §৯১) , = ব (১. §৯২, ক)।

প্প = ক্‌প (১. §৩০, টী.) ; = ট্‌প (১. §৩০) ; = ত্‌প (১. §৩০) ; = প্ন (১. §৬৬) ; = প্য (১. §২৬) ; = র্প (১. §১২); = প্ম (১. §৩৬) ; = ষ্প (১. §৪৮) ; = স্প (১. §৪৮)।

প্ফ = ত্‌ফ (১. §৩০) ; = প্প (১. §৯০, গ) ; = ষ্প (১. §৪৮) ; = স্ফ (১. §৪৮)।

ফ = প (১. §৭৯); = স্প (১. §৪৮); = স্ফ (১. §৪৮)।

ব = য (১. §৯৪, ঙ)।

ব্ব = দ্‌ব (১. §৩১); = দ্ব (১. §৩১); = র্ব (১. §১২); = র্ব (১. §১২);
  = ব্ব (১. §৩৬, গ); = ব্য (১. §২৬)।

ব্ভ = গ্‌ভ (১. §৩১); = দ্‌ভ (১. §৩১); = ভ্র (১. §১৬); = র্ভ (১. §১২); = ল্ভ (১. §৩৬); = হ্ব (১. §৪১, টী.)।

ভ = ধ (১. §৮৮, ক); = হ (১. §১০০, খ); = ভ্র (১. §১৫)।

ম = ম্র (১. §১৫); = র্ম (১ §১২, টী.)।

ম্ব = ম্র (১. §১৮); = ল্ম (১. §৩৬, গ, টী.); = ম্ল (১ §১৭, টী.)।

ম্ম = গ্ম (১. §৬২); = ম্য (১. §২৬); = র্ম (১. §১২); = ল্ম (১. §৩৬)।

ম্হ = শ্ম (১. §৬৮); = ষ্ম (১. §৬৮); = স্ম (১. §৬৮)।

য = দ (১. §৮৭, ঘ)।

য়ির = র্য (১. §১৯ টী.)।

য্য = দ্য (১. §২৪, টী.) = য (১. §২০); = র্য (১. §১২, §১৯, টী.); = হ্য (১. §২৭, টী.)।

য্হ = হ্য (১. §২৭)।

রহ = র্হ (১. §১৩)।

রিহ = র্হ (১. §১৩)।

ল = ট (১. §৮৩, গ); = ন (১. §৮৯, খ); = র (১. §৯৪ ঘ)।

ল্য = ল্য (১. §২৬, টী.)।

ল্ল = র্ল (১. §২৯, টী.); = ল্য (১. §২৬); = ল্ব (১. §৩৬ টী.)।

ল় = ট (১. §৮৩); = ড (১. §৫৫); = ণ (১. §৮৪, খ); = দ (১. §৮৭, ঙ)।

ল়্হ = ঢ (১. §৫৬); = ধ (১. §৮৮, ঘ); = হ্য (১. §২৭, টী.)।

ব = ব (১. §৯১, গ); = ব্য (১. §৬১); = ব্র (১. §১৫); = য (১. §৯৪, ঙ)।

বী = ব্য (১. §৬০)।

ব্হ = হ্ব (১. §৪১)।

স = শ (১. §৬); = ষ (১. §৬); = শ্র (১. §১৫); = স্র (১. §১৫);
  = শ্ব (১. §৩৮); = স্ব (১. §৩৮)।

সণ — ষ্ণ (১. §৬৫)।

সিণ — ষ্ণ (১. §৮৫) ; — স্ন (১. §৬১)।

সিন — স্ন (১. §৬৩)।

সিল — শ্ল (১. §৭১)।

সুম — স্ম (১. §৬৭)।

সুব
সো
সোব } — স্ব (১. §৩৮, টী.)। সুব — শ্ব।

স্স — শ্য (১. §২৬) ; — শ্র (১. §১৬) ; — ষ্য (১. §২৬) ; — শ্ব (১. §৩৯) ; — র্ষ (১. §১২) ; — ত্স (১. §৩৫, ') ; — স্ম (১. §৬৮, খ) ; — স্য (১. §২৬) ; — স্র (১. §১৬) ; — স্ব (১. §৩৯)।

হ — ঘ (১. §৭৯) ; — ভ (১. §৮৮, গ) ; — ধ (১. §৯৩, খ) ; — শ, ষ, স (১. §৬৫, টী.) ; — হ্ব (১. §১৫)।

হিল — হ্ল (১. §৩৭)।

প্রবেশকের প্রধান প্রধান বিষয়ের সূচী

সংশোধন ও সংযোজন

সংখ্যাদ্বয়ের প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি পংক্তি সূচক। অনন্তর প্রথমে অশুদ্ধ ও তাহার পর শুদ্ধ পদ দেওয়া হইয়াছে।

সংশোধন

৫. ১৭ উস্সূক্কং = উস্সুক্কং ; ৫. ২৪ প্রা.প্র ২ §২ = প্রা. প্র ১.৪১ ; ৭. ২২ বিন্দূঃ = ৰিন্দূঃ ; ১২. ৪-৫ এই কয় পংক্তির সমস্ত ৰ = ব ; ১২. ৯—১০§১২ = ১§১২ ; ১২. ১৭ প্রা.প্র ১৫৩ = ৩§৫৩ ; ১৪. ১৯ অচ্চোদাত্তো = অচ্চোদাত্তো৩ (১৫শ পৃষ্ঠার ১ম পাদটীকাকে ১৪শ পৃষ্ঠার ৩য় পাদটীকা বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।) ; ১৪. ২৩ ১ §৬৭ টীকা = ১.§৬৭ ; ১৬. ৮ ব্জ্ঞাতে = ৰ্জ্ঞাতে ; ১৯. ২১ তদ্ধিত কল্পের দ্বিতীয় = ৫.§৪২ ; ২১. ১৬ ট্ঠঁ = ট্ঠ' ; ২১. ২৪-৭ পঞ্চম পাদটীকা পর পৃষ্ঠার প্রথম পাদটীকা বলিয়া গণ্য হইবে ; ২৪. ১০—১৪ এই কয় পংক্তির সমস্ত ৰ = ব ; ২৫. ১০ অৰিলং = অবিলং ; ২৫. ১৪ শুক্কো = সুক্কো ; ২৭. ৫ ধাত্বত্থস্স = ধত্বত্থস্স ; ২৭. ১৪ চত্তরং = চচ্চরং ; ২৮. ৪-৬ এই পংক্তির যুক্তবর্ণের সমস্ত ব = ৰ ; ৩০, ২১ চ্ছ = ছ ; ৩৫. ৫ ই = ইয় ; ৩৫. ১৯ নিগ্গোধো = নিগ্রোধো ; ৩৭. ৯,১১ সাণ = সণ ; ৩৯. ৩ কুটমলং কুটুমলং = কুড্মলং কুডুমলং ; ৩৯. ১৬ সিলেসুমো = সিলেসুমা ; ৩৯. ২৩ প্রা.প্র ৩২.২৪৩ = প্রা.প্র ৩.২ ; ৪০. ২০ রসি—রম্সি ; ৪৩. ১০ গুল্ক = গুল্ফ ; ৪৩. ২৩,২৫ কুজ্জ শব্দের জ্জ = ব্জ ; ৪৩. ২৪ ১§১ = ২§১ ; ৪৫. ৩ চ্ছ = চ্ছ্র ; ৪৫. ২২ ১§৬৭ = ১.§৫৭ ; ৫০. ১০ অব = ও ; ৫১. ৮ ১§৯০ থ = ১§৯৩ থ ; ৫৫. ১৪ মধুদকং = মধূদকং ; ৫৬. ৭ উপসম্মস্তি = উপসম্মত্তি ; ৫৭. ১৭ যাবতকঃ = যাবৎকঃ ; ৫৭. ১৮ তাবতকঃ = তাবৎকঃ ; ৫৯. ১২ বি + অকাসি = বি — আ + অকাসি ; ৫৯. ১৪ পরিয়াদনং = পরিয়াদানং ; ৬১. ১০ পু = পুং ; ৬১. ২০ নিন্দিতুমরহতি = নিন্দিতুমরহতি ; ৬৫. ২৩ অমুস্থূলানি = অমুস্থ্লানি ; ৬৬. ৮ অপ্রিয়সচ্ছানদস্সনং = অরিয়সচ্চানদস্সনং ; ৬৬. ১৭ অভিনন্দুং = অভিনন্দুং ; ৬৬. ২০ উত্তত্তং = উত্তত্তং ; ৭০. ১১ অগ্গোনং = অগ্গীনং ; ৭০. ২২

২.১.হ = ২.১.৩৮ ; ৭৩. ১০ গামনেত্তি = গামনীত্তি ; ৭৭. ৯ কত্তুনং = কত্তুনং ; ৮২. ২২—১.§২৪ = ১.§২২ ; ৮২. ২৬—১.§২৩ = ১.§২৫ ; ৮৩. ২৩ ১.§১২ = ১.§২৪ এইরূপ অন্যত্র ; ৮৩. ২৬ নদিয়ানং = নদীয়ানং ; ৮৪. ১৩—১.২২৮ = ১ §২৮ ; ৮৫ ২২ ইবগ্ধস্তুত্থিভী = ইবগ্ধস্থিথীতি ; ৮৬. ১২ ধাতু,² = ধাতু,¹ ; ৮৯. ৫ ধিতুয়া = ধীতুয়া ; ৯১. ৭ অম্নি = অগ্নি ; ৯১. ১৫ গামনোনি = গামনীনি ; ৯১. ২৪—১৩৭ পৃ. টীকা¹ = ২য়টীকা ; ৯৩. ১৭ তৈ.স.৬. ১০.৩ = তৈ.স.৬.৩.১০.৩ ; ৯৫. ১৪ যষ্ং = য্ষং ; ৯৬. ১৫ উ = উ ; ৯৬. ২৩—২.§৪৩৩ = ২.৪.৩৩ ; ৯৮. ৮ স্থায়² = স্থায় ; ৯৮. ৯ স্থায়³ = স্থায় ² ; ৯৮. ২২ অতুমা = আতুমা ; ৯৯. ৫, ১০ রজ্জং = রঞ্জুং ; ৯৯. ১৩ রাজ্স্থ = রাজুস্থ ; ১০১. ৮-২১ এই কয় পংক্তির সমস্ত মু = যু ; ১১২. ১০ সব্বষ্মা = সব্বস্মা ; ১১২. ১৩ সব্বস্মিং = সিব্বস্মিং ; ১১৫. ১৫ তস্সা = তস্মা³ ; ১১৭. ৯ অম্মা² = অস্মা² ; ১১৮. ১৯ অমুত্তি = অমূত্তি ; ১১৯. ১২ অমু = অমূ ; ১২০. ১৮ ২.৩.১৮৬ = ২.৩.১৮ ; ১২৩. ৮ অম্মদ্ = অম্মদ্ ; ১৩১. ২৬ সত্তরি = সত্তরি ; ১৩৩. ৭—৭ = ৭৭ ; ১৩৪. ৯ রারসমং = বারসমং ; ১৩৪. ১০ চাতুদ্দশী = চাতুদ্দসী ; ১৩৫. ৪ অকুনবীসতিমা = একুনবীসতিমা ; ১৩৫. ১৮ হত্থ = সত্থ ; ১৩৮. ১৬ বিভক্তির ব ও ম = বিভক্তির ম ; ১৪০. ৩ অতিট্ঠেতি = অধিট্ঠেতি ; ১৪০. ২১—৩১৩ = ৩০.৩ ; ১৪১ ২০ অব = অয় ; ১৪২. ২৩ ধা.ম.১৩ = ধা.ম.৫৭ ; ১৪৩. ৫ ব্রূসি, ব্রূথ = ব্রূসি, ব্রূথ ; ১৪৩. ৬ ব্রূম = ব্রূম ; ১৪৩. ১১ ব্রূবন্তে = ব্রূবন্তে ; ১৪৩. ১৩ ব্রূবে ব্রূমেহ = ব্রূবে ব্রূমেহ ; ১৪৩. ২১—৬৬৬ সূ = ৪৮৮ সূ ; ১৪৩. ২১—১.§১২৯ = ৪.§১২৯ ; ১৪৪. ২৬ ১৬৬ সূ = ৪৪৮ সূ ; ১৪৫. ১৮ দিবাবি = দিবাদি ; ১৪৬. ৯ ইত্যাদি⁶ = ইত্যাদি⁵ ; ১৪৬. ১২ ইত্যাদি⁸ = ইত্যাদি⁷ ; ১৪৬. ১৩ (জ্),⁷ = (জ্),⁸ ; ১৪৬. ১৬ ১.§২৩—১.§২৫ ; ১৪৭. ১২ রুন্ধিতি = রুন্ধীত্তি ; ১৪৮. ১৯—২০৬ পৃ = ২০৭ পৃ ; ১৫০. ১ √এ = √এা ; ১৫১. ১০ কুরুমেহ = কুরুমেহ ; ১৫১. ২০ অঞ্জুলিং = অঞ্জলিং ; ১৫৯. ৯ গচ্ছোয্যামেহং = গচ্ছোয্যামেহ ; ১৬০. ১৪ সিবুং = সিযুং ; ১৬১. ২৫ কবিরা = কবিরা ; ১৬২ ১৩ যাবেয্যা = যাবেয্য ; ১৬২. ১৪ নহাবেয্য

=স্থাযেষষ ; ১৬৮. ১১ গম্থিস্সস্থি গম্থিস্সস্থি=গম্থিস্সতি গম্থিস্সস্থি ; ১৬৮. ১৮—৪.§৮২=৪.§৮১ ; ১৬৯. ২৫—৪.§১৭৬=৪.§ ৭৭ ; ১৭২. ২২ গন্ত্বাসন্নমরণং=গন্ত্বাসন্নমরণং ; ১৭২. ২৫ শংসদ=শংশদ্ ; ১৭২. ২৬ ১.৫৬৪.§§১৬০, ১৭৮=১.৫৯।৪.§§১৬০, ১৮০ ; ১৭৫. ২০—৪§১৯৪; ৪§১৯৮ ; ৪§২০০=৪§১৯৬ ; ৪.§২০০ ; ৪.§২০২ ; ১৭৫. ২১—৪.§২০৮ =৪.§২১০ ; ১৮০. ১৪—৩.৪.২৭, (কুশ্)=৩.৪.১৭, (ক্রুশ্) ; ১৮১. ১৩ অজ্জহিং=অজ্জহিংসু ; ১৮১. ১৮ অধাসি৩=অধাসি৬ ; ১৮১. ২০ অট্ঠংসু।৪=অট্ঠংসু৩। ; ১৮৪. ১২ ১§৫৬=১§৫৭ ; ১৯৬. ১১ তথত্ত= তথত্তা ; ১৯৯. ১৯ সম্মতি=সম্মতি ; ২০০. ১ অবয়্য=অব্যয় ; ২০১. ৯ যাবক্তা=যাবতা ; ২০৪. ১২ ২৩=২৪ ; ২০৪. ২১ ৫৮৮-৩০০ সূ= ৫৯৯-৬০০ সূ ; ২০৫. ৭ লোহে=গুল্হো ; ২০৫. ১১ প্রত্যয়গুলি৬ = প্রত্যয়গুলি৫ ; ২০৬. ১১ (শাস)+য=(শাস্)+য ; ২০৭. ১৬ য প্রত্যয়=য প্রত্যয় ; ২১২. ১ পাপিস্সকো—পাপিস্সিকো ; ২১২. ১৩ যক্খিনী=যক্খিনী (ব্যগ্ঘী শব্দটি তুলিয়া দিতে হইবে) ; ২১২. ১৪ বগ্ঘ=ব্যগ্ঘ।

সংযোজন

২২. ১৮—২য় পাদটীকার প্রথমে প্রা.প.৩.৪০ যোগ করিতে হইবে ; ৪৪. ৯ ক ব ইহার পর 'অথবা ব' সংযোজ্য ; ৯২. ১১ উকারান্ত শব্দের পূর্ব্বে সংযোজ্য—৬২। ১১২. ১৯ (ইদম্), ইহার পর অমু, যোগ করিতে হইবে।